

শ্রীগোপীনাথো জয়তঃ



২৩শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৭৭ { ২য় সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা

সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রী শ্রীমন্তকিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্যালয়—শ্রীদেবামন্দ গৌড়ীয় মঠ, ভৈরবপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

আচার্য ও সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নামন মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত স্বামী মহারাজ (সঙ্ঘপতি)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত পর্যটক মহারাজ

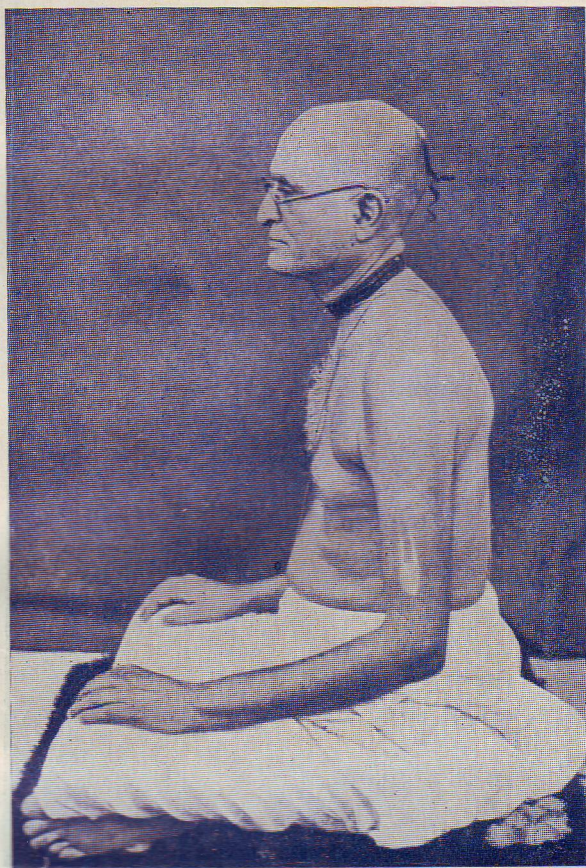
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীশ্রীশঙ্করগোরাধো জয়ত:

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ত্রয়োবিংশ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগোরাধ ৪৮৫ বিষ্ণু হইতে গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৭ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৮ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭১ মার্চ হইতে ১৯৭২ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিপ্ৰজ্ঞান কেশব মহারাজ

সভাপতি-আচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

বার্ষিক ভিক্ষা—৬.০০ টাকা মাত্র।

দ্বাবিংশতি বর্ষ শ্রীগোড়ীয়া-পত্রিকা

প্রবন্ধ-সূচী

| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক |
|---|-------------------|
| ১। অজামিল-উপাখ্যান | ৩।১১, ৫।১৮৪ |
| ২। অমোঘ বিপ্র উদ্ধার (কবিতা) | ৪।১২৭ |
| ৩। অশিষ্ট ও শিষ্টাচার | ৩।১১৩ |
| ৪। আত্মনিবেদন | ৬।১২৩ |
| ৫। আত্মার অবস্থা | ৪।১৫১ |
| ৬। উৎসব-সমীক্ষা (স্নানযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা) | ৫।১২৫, ৭।২৭৫ |
| ৭। ঐকান্তিকের লক্ষণ | ৬।২২০ |
| ৮। কয়েকটি প্রসঙ্গ | ৭।২৬৯ |
| ৯। কালের চলন্তিকা | ৪।১৪৮ |
| ১০। গৃহ ও গৃহী | ৩।১০৫, ৪।১৫৫ |
| ১১। গোড়ীয়ার ত্রয়োবিংশ বর্ষ | ১।৩৫ |
| ১২। জিজ্ঞাস্তা | ৭।২৫৫ |
| ১৩। তত্ত্ববাদী-মত-খণ্ড (কবিতা) | ১।৯ |
| ১৪। দু'চার কথা | ১০।৩২৬, ১১।৪৩৫ |
| ১৫। পত্রোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব | ১।২৭, ২।৪৩ |
| ১৬। পরলোকে শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী | ৮।৩১৭ |
| ১৭। পরিচয়ভেদে বৈষ্ণব | ৬।২১৭ |
| ১৮। প্রচার-প্রসঙ্গ | ৩।১২০ |
| ১৯। প্রশ্নোত্তর— [বৈষ্ণব-নিন্দা ১।৬ ; মনোধর্ম ২।৪৬ ; মায়াবাদ ৩।৮৬ ; পৌত্তলিকতা ৪।১২৬ ; সমন্বয়বাদ ৫।১৬৬ ; সত্যতা ৬।২০৬ ; রাজনীতি ৭।২৪৭ ; সমাজনীতি ৮।২৮৬ ; জীবের অধিকার ৯।৩২৫ ; দুঃসঙ্গ-বর্জন ১০।৩৬৬ ; ভক্ত্যানুকূল্য ১১।৪০৬, ১২।৪৪৭ | |

| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পত্রাক |
|---|---|
| ১৯। বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি | ১২।৪৭০ |
| ২০। বাণীই গোড়ীয় মঠের প্রচার্য | ৪।১৪৬ |
| ২২। বিরহ-বার্তা | ২।৭৭ |
| ২৩। বিরহ-তিথি-পূজার আমন্ত্রণ (নিমন্ত্রণ-পত্র) | ৭।২৭৯ |
| ২৪। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় | ৩।২২৮ |
| ২৫। বৈরাগ্যের তাৎপর্য | ৮।৩০৪ |
| ২৬। বৈষ্ণবধর্ম | ১১।৪২৯ |
| ২৭। ব্রাহ্মণ কে ? | ১।২২, ২।৫৪ |
| ২৮। ভক্ত ভক্তত্ব | ১।১১ |
| ২৯। ভক্তির মহিমা (নাটিকা) | ২।৫৮, ৩।১০০, ৪।১৪২ |
| ৩০। ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ (নাটিকা) | ৫।১৮৪, ৬।২২৫, ৭।২৫৯, ৯।৩৩৮, ১০।৩৮২, ১১।৪২৩, ১২।৪৬২ |
| ৩১। ভগবান কে ? | ৫।১৭৫ |
| ৩২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য | ১১।৪৩৩, ১২।৪৬৬ |
| ৩৩। ভোক্তা ও ভোগ্য | ৫।১৯১, ৬।২৩১ |
| ৩৪। মৎসরতা হইতে পরিত্রাণের উপায় | ১০।৩৮৬ |
| ৩৫। মানব-জীবনের দার্থকতা | ১০।৩৯০ |
| ৩৬। ষথার্থ গুরুসেবকের লক্ষণ | ৯।৩৬৪ |
| ৩৭। যৎকিঞ্চিৎ | ২।৮০ |
| ৩৮। রাজকবধ ও তার তাৎপর্য | ৩।১০৬ |
| ৩৯। রথযাত্রার নিমন্ত্রণ-পত্র—শ্রী | ৪।১৫৯ |
| ৪০। শ্রেষ্ঠ উপাসনা | ৮।২৯৯ |
| ৪১। শ্রীকৃষ্ণ | ৯।৩৪৪ |
| ৪২। শ্রীকৃষ্ণদাস | ৪।১৩৮ |
| ৪৩। শ্রীগৌরে নিষ্ঠা (কবিতা) | ৬।২০৭ |

| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পত্রাক |
|--|---------------------------|
| ৪৪। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকস্ত সন্মোদন-ভাষ্যানুবাদ | ১০।৩৭৪, ১১।৪১৮, ১২।৪৪৮ |
| ৪৫। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আবশ্যিকতা | ১।৩৩ |
| ৪৬। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব | ৩।১১৮ |
| ৪৭। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান | ১১।৪৩৯ |
| ৪৮। শ্রীধাম পুরী-পরিক্রমা | ৬।২৩৯ |
| ৪৯। শ্রীল নরহরি দেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব | ১২।৪৭০ |
| ৫০। শ্রীনামকীর্তন | ১।১৮, ২।৯৪ |
| ৫১। শ্রীনামমুখা | ১২।৪৬৮ |
| ৫২। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য | ৬।২৩৩, ৭।২৬৫ |
| ৫৩। শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ | ২।৭৩ |
| ৫৪। শ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান | ১০।৪০০ |
| ৫৫। শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী (কবিতা) | ১০।৩৬৮ |
| ৫৬। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ব্যাস-পূজনোৎসবে শ্রদ্ধাজলি—২।৪৮, ২।৬৭, ৩।৯৯, ৪।১৩৪, ৫।১৬৮ | |
| ৫৭। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি-পূজায় বিরহ-বেদনা — ৮।২৯০, ৮।৩০৭, ৯।৩৪৭, ১০।৩৯৩, ১১।৪১২, ১২।৪৫২ | |
| ৫৮। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব | ৮।৩১৩ |
| ৫৯। শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের শ্রীচরণ-কমলে নিবেদন (কবিতা) | ৯।৩২৭ |
| ৬০। শ্রীল আচার্য্যদেবের অমূল্য অর্পণধনি | ৫।১৯৩, ৯।৩৫৭ |
| ৬১। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—[ক্রোধ ভক্তদ্বৈষিভনে ১।৪ ; শুদ্ধভক্তি মঠসেবার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ ২।৪৪ ; আচার্য্যের কপোপদেশ ৩।৮৪ ; হরিকীর্তন-বাধক নির্জ্ঞান-ভজন ও যুক্তবৈরাগ্যের চলনা ৪।১২৪ ; | |

প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাক

- জীবের বিমুখতায় দুঃখ ৫।১৬৪ ; কৃষ্ণলীলা ও ভক্তির অনুকূল বিষয়
৬।২০৫ ; চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার ৭।২৪৪ ; বৈষ্ণব-বিদ্বেষের দণ্ড
৮।২৮৫ ; লীলা স্মরণের প্রণালী ও অধিকার ৯।৩২৪ ; শুদ্ধভক্তি ও
মিছাভক্তি এক নহে ১০।৩৬৫ ; উর্জাত্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ বিচার
১১।৪০৫ ; অনর্থ-নিবৃতি উপায় ১২।৪৪৬ ।
- ৬২। শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিত— [শ্রীবিলাপকুসুমাজলি ১।১,
২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১,
১০।৩৬১ ; মনঃশিক্ষা ১১।৪০১, অভীষ্টস্থচনম্ ১২।৪৪১
- ৬৩। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব ৫।১৯৬
- ৬৪। সন্দর্ভ-সার—[প্ৰীতিসন্দর্ভ ২।৫০ ; ৩।৯০ ; ৪।১৩০ ; ৫।১৭১ ; ৬।২০৮ ;
৭।২৫০ ; ৮।২৯২ ; ৯।৩২৮ ; ১০।৩৬৯ ; ১১।৪১৩ ; ১২।৪৫৩]
- ৬৫। সন্দেহভঞ্জন (কবিতা) ৭।২৪৮
- ৬৬। সংবাদ-সমীক্ষা (শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব) ৯।৩৫৬
- ৬৭। সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য ৩।১০৯, ৫।১৮১
- ৬৮। সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শন (আহ্বান) ৫।১৯৭
- ৬৯। স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিদৈশিক আচার্য্য মহারাজ ৬।২৩৬
- ৭০। স্বধামে শ্রীমৎ মথুরামোহনদাস বাবাজী ৬।২৩৮
- ৭১। স্বধামে শ্রীমৎ অধোক্ষজদাস বাবাজী মহারাজ ৮।৩১৫
- ৭২। স্বধামে শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, ভক্ত-বাক্য প্রভু ৯।৩৫৩
- ৭৩। Statement about Ownership and Particulars
about Newspaper ১।৪০

শ্রী মঙ্গলময়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১০)

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধর্মঃ সমুৎপত্তিঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাস্থ যঃ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সোপাশক্রেমাদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যমাস্তা স্প্রসাদীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অত ধর্ম মুহূর্ত্তপে পালে যেই জন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহত ॥ হরি-কথায় দ্বিতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { বাঙ্গদেব, ২ বিষ্ণু, ৪৮৫ গৌরাক্ষ
রবিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭ ; ইং ১৮৮৩/১২৭১ } ১ম সংখ্যা

সান্নিধ্যাদে

শ্রীবিলাপকুমুদাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ ॥

ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেহস্মিন্

পুংসঃ পরশ্চ বদনং ন হি পশ্যসীতি ।

বিন্বাধরে ক্ষতমনাগতভর্তৃকায়া

যন্তে ব্যাধায়ি কিমু তচ্ছুকপুঙ্গবেন ? ১ ॥

হে সখি ! রূপমঞ্জরি ! তুমি এই ব্রজমণ্ডলীতে সতী বলিয়া বিখ্যাত,
কখনও পরপুরুষের মুখও সন্দর্শন কর না, তবে ভর্তার অনুপস্থিতকালে
তোমার যে বিন্বাধরে ক্ষত ইহা কি কোন শুকপক্ষী বিধান করিয়াছে ? ॥১॥

শ্ললকমলিনি যুক্তং গর্বিতা কাননেহস্মিন্
 প্রণয়সি বরহাস্তং পুষ্পগুচ্ছচ্ছলেন ।
 অপি নিখিল-লতাস্তাঃ সৌরভাত্তাঃ স মুঞ্চন্
 মৃগয়তি তব মার্গং কৃষ্ণভৃঙ্গো যদত্ ॥ ২ ॥

হে শ্ললকমলিনি ! তুমি এই কাননে গর্বিতা হইয়া পুষ্পগুচ্ছের বিকাশ-
 ছলে যে অতিশয় হাস্য করিতেছ, তাহা যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু সেই
 কৃষ্ণভৃঙ্গ নিখিল অগন্ধিযুক্ত লতাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পথই
 অব্বেষণ করিতেছেন ॥ ২ ॥

ব্রজেন্দ্রবসতিস্থলে বিবিধবল্লবীসঙ্কুলে
 ত্বমেব রতিমঞ্জরি প্রচুরপুণ্যপুঞ্জোদয়া ।
 বিলাসভরবিস্মৃতপ্রণয়িমেক্সলামার্গণে
 যদত্ নিজনাথয়া ব্রজসি নাথিতা কন্দরম্ ॥ ৩ ॥

হে রতিমঞ্জরি ! বিবিধ গোপপত্নীসঙ্কুল নন্দরাজের বসতিস্থল এই
 বৃন্দাবনে তুমিই একমাত্র প্রচুর পুণ্যশালিনী, যেহেতু কন্দর্প ক্রীড়ার
 আতিশয্যবশতঃ বিস্মৃত প্রিয়তম মেখলার অব্বেষণার্থ অতঃ নিজের কল্লী
 শ্রীরাধিকা কর্তৃক প্রার্থিতা হইয়া কন্দরে গমন করিতেছ ॥ ৩ ॥

প্রভুরপি যত্ননন্দনো য এষ প্রিয়যত্ননন্দন উন্নতপ্রভাবঃ ।

স্বয়মতুলকৃপামৃতাভিষেকং মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

যে এই যত্ননন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র, তথা এবং উৎকৃষ্ট প্রভাব সম্পন্ন
 এবং প্রভু হইয়াও আমাকে নিরুপম কৃপামৃতদ্বারা অভিষেক করিয়াছেন
 সেই গুরুকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৪ ॥

যো মাং দুস্তরগেহনির্জলমহাকূপাদপারক্লমাং

সত্ৱঃ সান্দ্রদয়াশুধিঃ প্রকৃতিতঃ সৈরী কূপারজ্জুভিঃ ।

উদ্ধৃত্যত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং

শ্রীদামোদরসাক্ষকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ॥ ৫ ॥

যিনি অশেষ ক্লেশকর ও দুস্তর গেহরূপ নির্জল মহাকূপ হইতে সত্ৱঃ
 কূপারজ্জু দ্বারা উদ্ধারপূর্বক নিজের পদনিদ্ভিত চরণপ্রান্ত লাভ করাইয়া
 স্বয়ং শ্রীদামোদরকে অর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি স্বভাবতই প্রগাঢ় দয়ার
 অনুষঙ্গরূপ ও স্বতন্ত্র সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
 রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্ ।
 কৃপান্বুধিৰ্যঃ পরদুঃখদুঃখী
 সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ৬ ॥

যিনি সর্বদা পরদুঃখে দুঃখী ও দয়ার সাগর, অভিলাস না থাকিলেও
 অতি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস লাভ
 করাইয়াছেন সেই শিক্ষাগুরু সনাতনকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৬ ॥

অতু্যৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন
 দন্দহুমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী ।
 হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-
 মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পঠৈঃ ॥ ৭ ॥

হে স্বামিনি ! শ্রীরাধিকে ! আমি আপনার দাসী, কিন্তু অতিশয়
 উৎকট বিরহানল আমার হৃদয়কে সাতিশয় দন্ধ করিতেছে এবং আমি
 অত্যন্ত রোদন বশতঃ কাতর হইয়াছি স্তুতরাং ব্যাপার শূন্য হইয়া কতিপয়
 পংক্তির দ্বারা গোবর্দ্ধনের এক দেশে বিলাপ করিতেছি ॥ ৭ ॥

দেবি দুঃখকুলসাগরোদরে
 দূয়মানমতি দুর্গতং জনম্ ।
 ত্বং কৃপাপ্রবলনৌকয়াহুতুতং
 প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ম্ ॥ ৮ ॥

হে ক্রীড়াকারিণি ! শ্রীরাধিকে ! আমি নিখিল দুঃখসাগরে অতিশয়
 উত্তপ্ত এবং অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন হইয়াছি, অতএব তুমি আমাকে স্থায়ী কৃপারূপ
 প্রবল নৌকাদ্বারা অপূৰ্ব নিজ পাদপঙ্কজ লাভ করাও ॥ ৮ ॥

হৃদলোকন-কালাহি-দংশৈরেব মৃতং জনম্ ।
 ত্বং পাদাজমিলল্লাক্ষাভেষজৈর্দেবি জীবয় ॥ ৯ ॥

হে দেবি ! তোমার অদর্শনরূপ কালসর্পের দংশনে এই জন মৃতপ্রায়
 হইয়াছে, অতএব তোমার পাদপদ্মে সম্মিলিত রসরূপ মহৌষধি দ্বারা
 ইহাকে জীবিত কর ॥ ৯ ॥

দেবি তে চরণপদ্মদাসিকাং

বিপ্রয়োগভরদাবপাবকৈঃ ।

দহমানতরকায়বল্লরীং

জীবয় ক্ষণনিরীক্ষণামৃতৈঃ ॥ ১০ ॥

হে দেবি ! আমি তোমার চরণপদ্মের ক্ষুদ্র দাসী, কিন্তু বিয়োগরূপ দাবানলে আমার তনুলতা সাতিশয় দগ্ধ হইতেছে, সুতরাং ক্ষণকাল অমৃতস্বরূপ দৃষ্টি দানে আমাকে জীবিত কর ॥ ১০ ॥

স্বপ্নেহপি কিং স্মৃখি তে চরণাশ্রুজাত-

রাজং পরাগ-পটবাস-বিভূষণেন ।

শোভাং পরামতিতরামহোত্তমাজং

বিভ্রদুবিষ্মৃতি কদা মম সার্থ-নাম ॥ ১১ ॥

আহা ! হে স্মৃখি ! স্বপ্নেও কি তোমার চরণাশ্রুজাত পরাগরূপ পটবাস অর্থাৎ ফল প্রভৃতি স্মৃগক্ষিচূর্ণ, যাহা ভূষণস্বরূপ, তদ্বারা পরম শোভাধারণ করিয়া আমার উত্তমাজ (মস্তক) কবে সার্থ-নাম হইবে অর্থাৎ মস্তক স্বীয় নাম যে উত্তমাজ তাহাকে কবে সার্থক করিবে ? ॥ ১১ ॥

(ক্রমশঃ)

ক্রোধ ভক্তদেবিজনে

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৭

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

২২ গোবিন্দ, ৪৭৪ গোঁ:

যথাবিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গতকল্য আপনার কৃপাপত্রী পাইয়া দুঃখিত হইলাম। দুঃখের কারণ এই যে, শ্রীধামের * * সেবায় আপনার যে আন্তরিকী চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা জাগতিক কার্যের উৎকর্ষে নিযুক্ত হইতেছে দেখিয়া আপনার দীর্ঘকাল লক্ষ-লাভ আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

আর একটি কথা এই যে, সহস্র জাগতিক, পারিবারিক, আধ্যাত্মিক কার্যসমূহ উপস্থিত হইলেও তাহার বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার শুভাগমন উৎসবকালে বৎসর-মধ্যে তিন চারিদিন আমরা ভিক্ষা করিতে পারি না কি ? * * * ।

“নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে”—এ কথা পরম সত্য। সুতরাং * * এবং অত্যাচার বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিন্তাবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব-গুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া ‘গৌড়ীয়’-সম্পাদক, ‘নদীয়া-প্রকাশ’-সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রুত-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়,—এই কথা বোধ করি আপনি অনুমোদন করিবেন। ভাগবতমাত্রই পরম সঙ্ক্ষিপ্ত। আপনি ত’ তাহাই ; কিন্তু আপনার গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে আপনি কখনই সেই দুঃসঙ্গকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত আমাদিগের নিত্যগুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারশ্বরে গান করিয়াছেন—“ক্রোধ ভক্তদেবিজনে”।

ক্রোধের নিয়োগ ভক্তদেবিজনেই কর্তব্য। এই কৃত্য-বিমুখতাই বর্তমান প্রাকৃত-সাহাজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন করিয়াছে। আপনি বিচক্ষণ, আপনাকে এ কথা অধিক বলিতে যাওয়া আমার ধ্বংস-মাত্র।

বৈষ্ণবের ভৃত্যস্বত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ,—ইহা আমরা জানি। ইহাতে সমগ্র ভগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া বাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(বৈষ্ণব-নিন্দা)

১। শুদ্ধবৈষ্ণব-নিন্দা কর্ণে আসিলে কি কর্তব্য ? বৈষ্ণব-নিন্দক গুরু-
এবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ?

“বৈধভক্তগণ ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা
করিবেন না। যদি কোন সভায় সেইরূপ নিন্দা হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা
থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের ফল
না হইবে, সেখানে বধিরের ভ্রায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন
না। যোগ্যতা না থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিবেন।
যদি গুরুদেবের মুখেও ঐরূপ নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও
বিনীতভাবে তজ্জগ্ন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্ত-পক্ষে
বৈষ্ণবদ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক অন্য উপযুক্ত
পাত্রকে গুরুত্ব বরণ করিবেন।” —চৈঃ শিঃ ৩।৪

২। বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণে কি অসুবিধা হয় ?

“সাধক কৃষ্ণনিন্দা ও বৈষ্ণবনিন্দা কর্ণে-শুনিবেন না। যেখানে সেরূপ
নিন্দা হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। বাহাদের হৃদয় দুর্বল,
তাহারা লোকাপেক্ষায় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত
হন।” —‘তত্ত্বৎকল্পপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

৩। সাধুনিন্দা সর্বাপরাধ কেন ?

“যে-সকল সাধু একমাত্র নামের আশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম,
ধর্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহৎ
অপরাধ হয় ; কেন না, ঐহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার
করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ
সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগ-পূর্বক তাঁহাদিগকেই ‘সর্বোত্তম সাধু’ বলিয়া
তাঁহাদের সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র রূপা হয়।” —জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৪। সাধুনিন্দার ফলে কি হয় ?

“সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গত্যাগ অবশ্য
অবশ্য করিবেন। সাধু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে কখনও নামতত্ত্বের
উদয় হইবে না।” —‘বৈষ্ণবনিন্দা,’ সঃ তোঃ ৫।৫

৫। ছয়প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ কি কি ও তদমূঠাতার ফল কি ?

“যে মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে তাহার পিতৃলোকের
সহিত মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে,

নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে অভিনন্দন করে না, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয়. তাহার পক্ষে এই ছয়টি গর্হিত আচার তাহার পতনের কারণ হয়।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা,’ সঃ তোঃ ৫।২

৬। বৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণে কি ফল হয়?

“যে-স্থলে ভগবানের বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে, যিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া না যান, তিনি সমস্ত স্নকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা,’ সঃ তোঃ ৫।২

৭। শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন নিন্দা হইতে পারে কি?

“যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহাদের দোষ নাই; অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবের প্রতি মিথ্যা অপবাদই আরোপ করিবেন।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা,’ সঃ তোঃ ৫।২

৮। দুষ্টলোকগণ বৈষ্ণবের কি কি কথা লইয়া বিদ্বেষের সহিত নিন্দা করিয়া থাকে?

“বৈষ্ণবের তিনপ্রকার কথা লইয়া দুষ্ট লোক বিদ্বেষ-পূর্বক আলোচনা করিতে পারে। শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল, তাহা দুষ্টলোকের এক প্রকারে আলোচ্য হয়। ভক্তির উদয় হইলে দোষ-সমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে-কিছু কাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে দ্বিতীয় প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের তৃতীয় প্রকারে আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখনও দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্ট লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া ভীষণ বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা,’ সঃ তোঃ ৫।২

৯। বৈষ্ণবের চরিত্র আলোচনায় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বনীয়?

“বৈষ্ণবের ভক্তি-উদয়ের পূর্বে যে-সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সত্বদেয়্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব-দোষের ক্ষয়বশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা,’ সঃ তোঃ ৫।৩

১০। সত্বদেহে ব্যতীত বৈষ্ণবের পূর্বতন, কালাচিৎক ও নষ্টপ্রায়-দোষ আলোচ্য কি ?

“নিসর্গপ্রায় যে-সকল সত্বরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন-দিন ভক্তিবলে ঋক হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া সত্বদেহে ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ আপতিত যে দোষ, তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা,’ সঃ তোঃ ৫।৫

১১। বৈষ্ণবের কোন্ কোন্ দোষ সমালোচনা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইয়া থাকে ?

“দৈবোৎপন্ন দোষের সত্বদেহে ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। মূল-কথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্বোক্ত তিন প্রকার (প্রাগুৎপন্ন, ক্ষয়াবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্ন) দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হয়, তাহাতে নাম-স্মৃতি হয় না। নাম-স্মৃতি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা,’ সঃ তোঃ ৫।৫

১২। সত্বদেহে ব্যতীত পরচর্চা কি বাঞ্ছনীয় ?

“সত্বদেহের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সত্বদেহে—তিন প্রকার ; যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। জগতের যজ্ঞল-সাধনের জন্ত যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্যের মধ্যে গণিত।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা,’ সঃ তোঃ ৫।৫

১৩। সাধু-মহিমা-জ্ঞাপনার্থ অসাধুর চরিত্র আলোচনা করিলে কি বৈষ্ণবনিন্দা হয় ?

“শিষ্য গুরুদেবকে বৈষ্ণব নির্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরুদেব শিষ্যের ও জগতের মঙ্গল-কামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু-বৈষ্ণবের নির্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু-বৈষ্ণবের পদ আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধর্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় না।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা,’ সঃ তোঃ ৫।৫

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

তত্ত্ববাদী-মত-খণ্ডন

দক্ষিণ দেশেতে

ভ্রমিতে ভ্রমিতে

প্রভু কি যে ভাবি মনে,

উড়ুপ-কৃষ্ণে

দরশন আশে

গেলা তত্ত্ববাদী-স্থানে ।

পুরাকালে হরি

ছিল। ডিঙ্গা'পরি

একদা তা' পরিহরি',

মধ্বাচার্য-পাশে

স্বপ্ন দিয়া আসে

ভক্ত-সেবা অঙ্গিকারী ।

প্রভু মধ্বাচার্য

হেরি' নিজ-ইষ্ট

স্থাপিলা তাঁয় বিধিমতে,

তাবৎ সেস্থানে

তত্ত্ববাদিগণে

সে গোপাল-বিগ্রহে পূজে ।

দেখি' তথা হরি'

প্রভু গৌরহরি

প্রেমাবেশে নাচে গায়,

তত্ত্ববাদী সবে

মনে মনে ভাবে

ইহো মায়াবাদী হয় ।

সাত্ত্বিক লক্ষণ

হেরিলা যখন

প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-মাঝে,

তত্ত্ববাদিগণ

প্রভুরে তখন

বৈষ্ণবজ্ঞানে সন্তোষে ।

অন্তর্যামী গোরা

জানে গর্বা এরা

পুছে তাই দীন ভাবে,—

'সাধ্য-সাধন-শ্রেয়ঃ

কিবা হয় কহ

জানি না তা' ভাল মতে ।

তত্ত্ববাদী-আচার্য

প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ

কহে বিত্যা-গড়িমায়,

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

ভক্ত ভদ্রতনু

[পাদ্ম-ক্রিয়াযোগসার, ১০ম অধ্যায়]

সর্বতীর্থশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম ধামে ভদ্রতনু নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুন্দর প্রিয়বাদী এবং পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণকারী হইলেও যৌবনকালে কাম-মোহিত হইয়া পরলোকভয় পরিত্যাগপূর্বক পরস্ত্রীনিরত হইয়াছিলেন। বেদপাঠ, সংসঙ্গ বা ভক্তিগ্রন্থাদি শ্রবণ কিছুই তাঁহার ছিল না। সংসঙ্গের পরিবর্তে পাষণ্ডসঙ্গবশে পরদ্রব্যাপহারক, ধর্ম্মনিন্দক এবং ব্রাহ্মণাচার ত্যাগ করিয়া বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাভক্তিরহিত হইলেও একদিন লোকলজ্জাভয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কামের তাড়নায় সেই রাত্রেই তিনি অকুচন্দনাদি-বিভূষিত হইয়া সুমধ্যা নাম্নী বেশ্যাগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ভদ্রতনু সুমধ্যাকে বলিলেন—হে কান্তে, তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধদিবসেও সর্বলোক ভয়াবহ ঘনব্যাপ্ত আকাশ ঘনাকার হেতু তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া আজ রাত্ৰিতে তোমার গৃহে আসিতে দ্বিধা হয় নাই। তোমার মুখ দর্শন না করিয়া আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না। তীর্থতোয়ে অভিষেকের কি প্রয়োজন, তোমার প্রেমতোয়ে অভিষিক্ত হইয়া আমি স্বর্গে গমন করিব। অপকীর্ত্তিভয়ে আমি পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তুমিই আমার জপ, তপ, পূজা, যজ্ঞ, কুল, যশ, যাহা কিছু সবই তুমি। আমি তোমাকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করিলাম। আমাকে আজ্ঞা কর কি কার্য্য করিব।

সুমধ্যা বলিল,—হে বিপ্র, তোমার মাতা পুত্র থাকা সত্ত্বেও পিতৃহীন হইয়া যেহেতু তুমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনেও কামমোহিত বশতঃ মৈথুনের ইচ্ছা করিতেছ,—

দুর্ন্যতে মৈথুনং যন্ত কুরুতে পিতৃবাসরে।

রেতোভোজিন এব স্ন্যঃ পিতরন্তস্য সোপিচ ॥

কুরুতে মৈথুনং মূঢ়ো মোহাৎপিতৃদিনে যদি।

তৎ শ্রাদ্ধং রাক্ষসগ্রাহং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

ময্যধোগতিদায়াং তে যথাহি স্নেহমানসং ।
 তথা যদি ভবেদ্বিক্ষৌ তদা প্রাপ্নোসি কিং ন হি ॥
 যমদণ্ডান্তরস্থায়ী জীবিতঞ্চ শরীরিণাং ।
 তথাপি পাতকং মূঢ় কুরুষে নির্ভয়ঃ সদা ॥
 জলবুদ্বুদবন্মূঢ় ক্ষণবধ্বংসি জীবনং ।
 কিমর্থং শাস্ত্রতথিযা করোষি ছুরিতং সদা ॥
 ললাটে লিখিতং যন্ত মৃত্যুরিত্যক্ষরদ্বয়ং ।
 স কথং কুরুতে পাপং সমস্তক্লেশদায়কং ॥
 অহো মায়া মহাবিক্ষোরেকা বলবতী ক্ষিতৌ ।
 যতঃ পাপমিবামিত্রং সঞ্চেষুং হর্ষিতো জনঃ ॥
 স্থানং পাপায় মা দেহি নিজদেহে তুরাশয়ঃ ।
 দহত্যাশ্রয়মেনং হি বীতিহোত্র ইব জ্বলন্ ॥

ভদ্রতনু বেশ্যার বাক্যসকলকে দৈবপ্রেরিত বাক্যবিচার করিয়া মনে মনে
 চিন্তা করিলেন; পাতকীশ্রেষ্ঠ আমাকে শতধিক যেহেতু বেশ্যার যে-জ্ঞান
 আছে আমার তাহাও নাই, শুদ্ধ ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমি নিত্যই
 আত্মপীড়াজনক পাপ করিতেছি। জন্মগ্রহণকারী মাত্রই মৃত্যুর অধীন এবং
 মদ্বিধ মৃত ব্যক্তি যম-বাতনার ভাগী হইতে হইবে। অতএব অবिवেচনাবশে
 কেন পাপাচরণ করিব? জপ, তপ, হোম, বেদধ্যায়নাদি ব্রাহ্মণের কৃত্য,
 আমি কিছুই করি নাই। সুতরাং আমার উত্তম গতির আশা কোথায়?
 এইপ্রকারে বিচার করিয়া সেই ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ বেষ্টালয় পরিত্যাগ করিয়া
 মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট গমনপূর্বক ধার্মিক শ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম
 করিয়া বলিলেন,—সর্বলোকহিতৈষী মুকণ্ড পুত্র আপনাকে আমি নমস্কার
 করিতেছি। আপনি জ্ঞানার্ণবস্বরূপ এবং নির্বিকার হেতু আপনার শরণ
 লইলাম। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—আমি তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইলাম।
 তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। তোমার সর্ব অভিলাষ পূরণ করিব।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বিপ্রাচার বিবজ্জিত পাপাত্মাশ্রেষ্ঠ আমি সর্বদা
 পরহিংসা ও পরস্রীনিরত। আমার কিছুমাত্র সংকর্ষাহুষ্ঠান হয় নাই। এই
 ছস্তর ভবসাগরে মহাপাতকী আমার নিস্তার নাই। হে কৃপাময়! আমি
 আপনার শরণ লইলাম, আমাকে ভবার্ণব হইতে সম্যকপ্রকারে উদ্ধার
 করুন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে বিপ্র ! তুমি পাপাচারী হইলেও তোমার ঈদৃশী বুদ্ধির উদয়ে তুমি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তি হইয়াছ, অতএব শ্রীজগন্নাথ তোমার প্রতি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পাপাচরণ করিয়াও যে-ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহাকে উত্তম নর বলা যায়। প্রভু মহাবিশু নিজভক্তকে পাপানুষ্ঠানে রত দেখিয়া তাহাকে সতী বুদ্ধি প্রদান করেন, যদ্বারা তাহার সদগতি হয়। অতএব হে বিপ্র ! অচিরেই তোমার মঙ্গল হইবে। আমার বর্তমানে নিতাক্রিয়ার সময় হইয়াছে। তুমি দান্ত নামক ব্রাহ্মণের নিকট গমন কর। সর্বতত্ত্ব তিনি তোমাকে হিত উপদেশ করিবেন।

ঋষি মার্কণ্ডেয়ের উপদেশক্রমে ভদ্রতনু দান্ত নামক ব্রাহ্মণের আশ্রমে গমন করিয়া বহু শিষ্য পরিবৃত্ত দান্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে দান্ত বলিলেন,—তুমি কোথা হইতে কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ ? ভদ্রতনু বলিলেন—হে প্রভো ! আমি ভদ্রতনু নামক বিপ্রাচারবর্জিত মহা-পাতকী ব্রাহ্মণ। আমার কিরূপে ভবসাগর হইতে উদ্ধার হইবে আপনি তাহার উপদেশ করুন ; এজন্ত সর্বতত্ত্ব আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া দান্ত বলিলেন—হে বিপ্র, তুমি যেহেতু আমার আশ্রয় লইয়াছ অতএব তোমার প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া বলিতেছি,—

ত্যাগ পাষাণসংসর্গং সঙ্গং ভজ সতাং সদা ।

কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ মোহঞ্চ মদমৎসরৌ ॥

অসত্যং পরহিংসাঞ্চ ত্যাগ যত্নাদপি দ্বিজ ।

দয়াং শান্তিং দমকৈব সর্বত্র সমদর্শনম্ ॥

সমাশ্রিত্য সদা তিষ্ঠ সমারাধয় কেশবং ।

অহোরাত্রব্রতং শ্রেষ্ঠং কুরু ভক্তিসমম্বিতঃ ॥

সম্মার্জনং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথোপলেক্ষনং পুনঃ ।

মার্গশোভাঞ্চ দীপঞ্চ কেশবায়তনে কুরু ॥

কথাং শৃণু হরৈর্মন্ত্রং জপ ত্বং দ্বাদশাক্ষরং ।

কর্মাণ্যেতানি সর্বানি কুব্ধতস্তব সত্তম ॥

ভবিষ্যত্যন্তমং জ্ঞানং জ্ঞানান্মোক্ষমবাস্যসি ॥

অর্থাৎ পাষণ্ড সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সর্বদা সাধুসঙ্গ আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, অসত্য ও পরহিংসা যত্নপূর্বক ত্যাগ কর। দয়া, দম, শান্তি ও সমদর্শন আশ্রয় করিয়া কেশবের আরাধনা কর। ভক্তিবৃদ্ধ হইয়া অহোরাত্র ব্রত পালন কর। শ্রীহরির মন্দির মার্জন, উপলেপন, মার্গ-শোভা ও হরিমন্দিরে দীপদান কর। হরিকথা শ্রবণ ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ কর। এই সমস্ত কর্ম যত্নপূর্বক করিলে উত্তম জ্ঞান হইতে ভদ্রারা মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে।

ভদ্রতনু বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনি যেসল শুভদ বাক্য বলিলেন তাহার বিবরণ আমাকে বলুন, আমি নিতান্ত মূঢ়শ্রেষ্ঠ। পাষণ্ড কে? সজ্জন কে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এবং সমদৃষ্টি কাহাকে বলে? কেশবের পূজা কি প্রকার? অহোরাত্র ব্রতই বা কি ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই বা কি এই সকলের বিবরণ আমাকে বলুন।

দাস্ত বলিলেন—বেদসম্মত কার্য্য ত্যাগ করিয়া যে আচারবিহীন কর্ম করে সেই কর্মকারীকে পাষণ্ড বলে। যাহারা বেদসম্মত আচারপরায়ণ এবং পাপা-ভিলাষশূন্য, তাহারাই সজ্জন। পরস্মীতে বা বৈভব-উপার্জনের অভিলাষই ‘কাম’ বলিয়া কথিত। নিজ নিন্দা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে যে সন্তাপ জন্মে তাহাই ‘ক্রোধ’। পরবিস্তৃত গ্রহণের অভিলাষ—‘লোভ’ আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ—ইত্যাদি মমত্বই মোহ। আমিই মহাত্মা, ধনবান, ভূতলে আমার স্থায় কে তুল্য আছে—চিন্তে এইপ্রকার ভাবকে ‘মদ’ বলে। লোকে আমাকে সদাষ্ট নিন্দা করে, আমার জীবনে ধিক্ তাহাই ‘মাৎসর্য’। সর্বলোকসুখপ্রদ যথার্থ ভাষণই ‘সত্য’, তদ্বিপরীত ‘অসত্য’। অমূকের ঐশ্বর্য্য স্ত্রীপুত্রাদি কবে ক্ষয় হইবে—এই চিন্তার নাম হিংসা। যত্নপূর্বক পরক্লেশ নিবারণের ইচ্ছাই দয়া। যৎকিঞ্চিৎ বস্তু (অল্প বা বহু) প্রাপ্তিতে চিন্তে যে সুখ তাহাই শান্তি। চিন্তে কুৎসিত কর্মের নিবারণকে দম বলে। সুখে দুঃখে বা শত্রুমিত্র সমভাবই সমদৃষ্টি। নৈবেদ্য গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা শ্রীহরির অর্চনকে পূজা বলে; মধ্যাহ্নে বা রাত্রিতে আহার লজ্জলই অহোরাত্র ব্রত। শ্রীহরিতে নিজ নিজ আত্মার একীকরণকে বিষ্ণুস্মরণ বলে। ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়—দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। এই তোমার জিজ্ঞাসিত বাক্যের উত্তর প্রদান করিলাম। প্রতিদিন কমলাপতির অষ্টোত্তরশত নাম পাঠ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।

দাস্তুর উপদেশমত ভদ্রতনু সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্তিপরায়ণ হইয়া হরিপূজাপরায়ণ হইলে পঞ্চম দিবসে করুণাময় হরি ভদ্রতনুর সাক্ষাতে কোটিস্বর্ঘ্যসদৃশ জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবিভূত হইলেন। জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া ভদ্রতনু সাক্ষাতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন—হে জগন্নাথ জগন্নিষ্ঠারকারী কমলাকান্ত আমাকে সংসারসাগর হইতে ত্রাণ করুন। আমার সমান ভাগ্যবান জগতে কেহই নাই, যেহেতু আমি পাপী হইয়াও আপনার দর্শন লাভ করিলাম। আমি ধনু, কৃতার্থ হইলাম। বিস্তর পাপানুষ্ঠান করিয়াও আপনার ত্রিজগদ্বন্দ্য পাদপদ্ম দর্শনের অধিকারী হইয়াছি। আপনার স্মরণপ্রভাবে অজামিল পাপমুক্ত হইয়া দেবচূর্ত পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুলিক নামক ব্যাধ আপনার পাদপদ্ম-সলিলের গুণ জানিয়াছিলেন, যজ্ঞধ্বজ আপনার মন্দির-মার্জনের ফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যজ্ঞমালী মন্দির উপলেক্ষণের ফল এবং প্রদক্ষিণফল ভদ্রাতা স্মালী অবগত ছিলেন। জরাব্যাধ আপনাকে বানবিদ্ধ করিয়াও পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। শিশুপাল আপনার নিন্দা করিয়াও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইভাবে বিবিধ প্রকারে বহুবাক্য দ্বারা শ্রীহরির স্তব করিয়া বলিলেন,—হে প্রভো! আমার কৃত পাঠ এই স্তব যিনি করিবেন আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, কিন্তু তোমার সহিত আমার সখ্যতা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এই বলিয়া শ্রীহরি নিজ কণ্ঠস্থিত মালা ভদ্রতনুর গলায় পরাইয়া দিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভদ্রতনুও নিজ কণ্ঠস্থ তুলসী মালা শ্রীহরিকে পরাইয়া দিলেন। অতঃপর ভগবান্ অন্তর্দ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যহ ভক্তের সহিত কন্দুক ক্রৌড়া করিতেন। একদিন ভগবান্ বলিলেন—হে সখে! তোমাকে দুর্বল, রুক্ষাঙ্গ ও রুক্ষকেশ এবং তোমার অধর শুষ্ক কেন দেখিতেছি? কেহ কি তোমার ধন অপহরণ করিয়াছে অথবা অপমান করিয়াছে? তোমার হৃদয়ে চিন্তা কিসের জন্ত বল? ভদ্রতনু বলিলেন,—আপনার প্রীতির জন্ত আমি যে তপস্তা করি তাহাতেই আমার দুর্বলতা জন্মিয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সখে! আমি যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তখন তুমি কেন পুনরায় কায়ক্লেশরূপ তপস্তাচরণ কর? তোমার দুর্বলতা দেখিয়া

আমার হৃদয়ে ব্যথা জন্মিয়াছে। অতএব তপস্যা ত্যাগ কর। এই বলিয়া নিজ উত্তরীরের দ্বারা ভক্তের অঙ্গ মার্জন করতঃ নিজ হস্তস্থিত বলয়, মস্তকস্থ কিরীট, পাদাঙ্গদ ও মুক্তাদি পরাইয়া দিলেন। ভদ্রতনুও ভগবৎ-রূপাপ্রদত্ত আভরণ ধারণ করিয়া ভগবৎ সহ কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

তাহাকে এই প্রকারে ভূষণে ভূষিতাঙ্গ দর্শন করিয়া গুরু দাস্ত বলিলেন,— ভদ্রতনু! তুমি অত্যাপি পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে পার নাই; পূর্বের মত ভোগাকাজ্জ্ঞা এখনও ত্যাগ করিতে পার নাই। আমার প্রদত্ত শিক্ষা তুমি গ্রহণ কর নাই। তুমি যে কার্য্য করিতেছ তাহাতে সকলেই তোমার নিন্দা করিতেছে। অহংযুচ্ছদ্বশীলশ্চ নির্দয়ঃ পাপকামী। গুরুকীর্ত্তিবিনাশীচ পশ্চাতে শিষ্যপাংশুলাঃ। গর্বিত, ছদ্মশীল, নির্দয়, পাপতৎপর ও গুরুকীর্ত্তি-বিনাশী ব্যক্তিকে শিষ্যপাংশুল বলে। আর অভক্ত, বহুভাষী, চঞ্চলচিত্ত ও পরোক্ষ গুরুনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তি শিষ্যাধম। এইপ্রকার আরও অনেক বাক্যে ভৎসনা করিলে ভদ্রতনু বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমি আপনার নিকট সত্যই বলিতেছি, আমি আপনার প্রসাদে দুর্লভ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। দাস্ত বলিলেন—তোমার এত নীঘ্র সিদ্ধিপ্রাপ্তি কি প্রকারে হইল? ভদ্রতনু বলিলেন,—অল্পশ্রমের দ্বারা আমার ভগবৎ সন্দর্শন হইয়াছে। আর তাহারই আশ্রয়ে আমি নিত্য-ক্রিয়াদি ত্যাগ করিয়াছি। তিনি নিজ সুবর্ণ কুণ্ডল হস্তবলয় কিরীট, মুক্তাদি আমাকে স্বহস্তে প্রদান করিয়াছেন। আর আমার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া নিত্য কন্দুক ক্রীড়া করেন। আমার এইবাক্যে প্রতীতি না হইলেও আপনার নিকট মিথ্যা বলিতে পারি না।

দাস্ত বলিলেন—আমি পরম ভক্তিসহকারে সপ্তসহস্রবৎসর আরাধনা করিয়া ঐহার দর্শন অত্যাধি লাভ করিতে পারি নাই তুমি পঞ্চ দিবসের আরাধনায় কিপ্রকারে তাঁহার দর্শন লাভ করিলে? তোমার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিয়া প্রেমপূর্ব্বক ক্রীড়া করেন। তুমিই ধনু এবং কৃতার্থ। অতএব যদি আমাতে তোমার স্নেহ থাকে তবে আমার জন্ত শ্রীহরিকে নিবেদন করিও। এই কথা বলিয়া দাস্ত নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।

অতঃপর ভদ্রতনু কন্দুক ক্রীড়াকালে দয়াময়হ শ্রীহরিকে বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আমার গুরুদেব আপনার দর্শন অভিলাষ করেন। আপনার কি

আজ্ঞা হয়? শ্রীহরি বলিলেন—তুমি অনেক জন্ম আমার আরাধনা করিয়াছ বলিয়াই তোমাকে দর্শন দিয়াছি। কিন্তু দাস্ত কতিপয় দিবস মাত্র আমার আরাধনা করিয়া দেবতাগণেরও অদৃশ্য আমার দর্শন কি প্রকারে অভিলাষ করে? সে আমার মহাভক্ত স্মরণে কোন না কোন দিন দর্শন পাইবে। ভক্তনু বলিলেন—হে দেব! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে গুরুদেবকে দর্শন দান করিয়া পরিত্রাণ করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—তুমি যখন আমার দর্শন দানের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তখন তাহাকে আনিয়া দর্শন করাও।

ভক্তনু শ্রীহরির আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবকে আনিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীহরি সর্বলক্ষণ সম্পন্ন নিজ রূপ দর্শন করাইলেন। দাস্ত শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া আনন্দে বাষ্পলোচন ও কৃতাজ্জলি হইয়া শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন—

দয়ালো কমলাকান্ত শরণাগত-পালক ।
নমস্তভ্যং হৃষীকেশ নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥
অণু মে সফলং জন্ম অণু মে সফলং তপঃ ।
অণু মে সফলং সর্বং প্রাপ্তং তে দর্শনং যতঃ ॥

* * * * *

স্তোত্রং তন্নাস্তি সংসারে বাগীশশ্চ জগৎপতে ।
যেন্ স্তোত্রেণ তে প্রীতিং জনয়িষ্যামি চেতসি ॥
রক্ষ রক্ষ প্রভো রক্ষ মাং প্রসীদ জগৎপতে ।
ভৃদাসদাসদাসানাং দাসত্বেনাপি মাং বধু ॥

অতঃপর দয়াময় হরি দাস্তের মস্তকে করপদ্ম প্রদানপূর্বক প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তুমি আমার দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছ আমার প্রসাদে তোমার মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া প্রেমপূর্বক দাস্তকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্দ্বান হইলেন। দাস্তও সেই ক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের আরাধনা করিতে করিতে অস্ত্রিমে শ্রীহরিধামে গমন করিলেন। ভক্তনু দেবচূর্ণভ মুক্তিপদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীনামকীর্তন

মনোধর্ম্যবশতঃ অনেকে মনে করেন যে, শ্রবণ মুখ্য ভজন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীনাম-কীর্তনই মুখ্য ভজন। শ্রীনামসংকীর্তনই ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। শ্রবণাদি কীর্তন বা শ্রীনাম-কীর্তনেরই অধীন। কীর্তন ছাড়িয়া পৃথগ্ভাবে শ্রবণাদিচেষ্টা জড়-প্রতিষ্ঠা-সস্তার সংগ্রহ মাত্র। শ্রীনামকীর্তন সচ প্রেমসম্পত্তিদানে সমর্থ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্তন ।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

শ্রীনাম জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন। শ্রীনামকীর্তন লাভের অন্য কোন উপায়ই নাই। সংকীর্তন বা উচ্চকীর্তন-দ্বারা একাধারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সিদ্ধ হয়। বাঁহাদের কর্ণে উচ্চ-কীর্তনের ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারাও মঙ্গল লাভ করেন; আর কীর্তনকারীরও একাধারে হরিনাম কীর্তন, শ্রবণ ও শ্রবণ হয়। শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তুশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ (গী: ১০।৯-১০।)

পণ্ডিতগণ আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্যগ্রূপে অর্পণপূর্বক মদগতচিত্ত ও মদগতপ্রাণ হইয়া পরস্পর ভাব-বিনিময় ও আমার কথা কীর্তনপূর্বক সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন। বাঁহারা শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিযোগ দ্বারা সতত আমাতে যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি; তাঁহারা তদ্বারা আমার পরানন্দ ধাম লাভ করেন।

কীর্তন-প্রভাবে শ্রবণ, কীর্তন ও শ্রবণরূপ ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ সাধিত হয় বলিয়া চিত্ত সহজে ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।

নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ (ভাঃ ২।১০।৫)

যিনি শ্রীহরির স্নমঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকালমধ্যে সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন-ব্যতীত স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হন ।

‘আমি ভগবানের নিত্যদাস’—এইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধই স্মৃতি । সাধুসঙ্গে সংকীর্তন-প্রভাবেই ইহা লাভ হয় । শ্রবণ-কীর্তনরত ভক্তগণ নিজায়ত্ত বলিয়া গণনা করেন না ; পরন্তু প্রভুর মহাপ্রসাদ বলিয়াই জানেন । তাঁহারা কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । তাঁহারা জানেন, শ্রবণ বা কীর্তন সবই ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ । নিজচেষ্টায় কেহ কখনও ভগবান্কে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না । শ্রীহরির কৃপাতেই জীব ভগবদর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন । সংকীর্তনমুখেই জীবের ভগবদর্শন লাভ হইয়া থাকে । ভগবানের প্রসাদ হইতে সেবোন্মুখ-জিহ্বায় সংকীর্তন প্রকাশিত হইয়া থাকে । নিজ-পৌরুষবলে উহা কখনও সাধিত হয় না । ভগবৎপ্রসাদে কোন বিঘ্নই ভক্তের কিছু করিতে পারে না । সেবোন্মুখ ব্যক্তির ভজনের বিঘ্নসমূহ ভগবৎ-কৃপাতেই বিদূরিত হয় । শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

বিচিত্রলীলা-রস-সাগরন্তু

প্রভোবিচিত্র্যাং স্মৃতিভ্যাং প্রসাদাং ।

বিচিত্র-সংকীর্তন-মাধুরী সা

ন তু স্বল্পত্বাদিতি সাধু নিদ্ধয়েৎ ॥ (বৃঃ ভাঃ)

এক শ্রীনামসংকীর্তনের দ্বারাই নববিধা ভক্তি সাধিত হয় । কলিযুগের লোকের চিত্তবৃত্তি সর্বদাই বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত । সত্যে চতুষ্পদ ধর্ম ছিল, লোকের চিত্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় অধোক্ষজবস্তুর ধ্যান অতি সহজেই হইত । কিন্তু চঞ্চলমনবিশিষ্ট মানুষের কলিযুগে ধ্যান সম্ভবপর নহে । শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—

কৃতে যদ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্বরিকীর্তনাং ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্ ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্যা-
দ্বারা যাহা লাভ হইত, কলিতে একমাত্র হরিকীর্তন দ্বারাই তাহা লভ্য
হইয়া থাকে ।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃহৎ-ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন,—

জয়তি জয়তি রামানন্দরূপং মুরারে-

বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্ ।

কথমপি স কৃদাস্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ

পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দরূপ শ্রীনাম জয়যুক্ত হউক । শ্রীনাম সর্বোৎকর্ষতার
সহিত বিরাজ করুন । শ্রীনাম-উচ্চারণ দ্বারা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, ধ্যান ও
পূজাদির যত্ন সর্বতোভাবে নিরাকৃত হয় । কোন প্রকারে নাম একবার
উচ্চারিত হইলে প্রাণিগণের সম্বন্ধে তাহা মুক্তিপ্রদ হয় । শ্রীনাম পরম
অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ তাহা প্রেমপ্রদ, তাহা একমাত্র আমার জীবন ও ভূষণ ।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াম্ ।

সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্ ॥

জ্ঞান ও সিদ্ধি এই দুই বস্তু তোলদণ্ডে মাপা হইয়াছে ; কিন্তু কৃষ্ণনাম
ও কৃষ্ণপ্রেম এই দুই বস্তু এখন তুলিত হয় নাই অর্থাৎ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেমের
তুল্য আর কোথাও কিছুই নাই । শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন,—
“হে ভগবান্ যদিও তোমার অঙ্গের প্রভাবস্বরূপ নিখুল ব্রহ্ম সর্বদা সর্বত্র
বিরাজিত আছেন, তথাপি তিনি সংসার-বৃক্ষের একটীমাত্র পত্রও ছিন্ন
করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু হে প্রভো ! ক্ষণকালের জন্তও যদি তোমার
নাম জিহ্বাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে ঐ নাম সংসারতরুকে সমূলে উৎপাটিত
করিয়া দেন ; সুতরাং তোমার অঙ্গপ্রভা অপেক্ষা তোমার সাক্ষাৎ অভিন্ন-
স্বরূপ শ্রীনামই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সেব্য ।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম ।

অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান ॥

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি ।

তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥

কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন ।

চরণে ধরিয়া বল—কৃষ্ণে দেহ' মন ॥

বল কৃষ্ণ, ভক্ত কৃষ্ণ, লও কৃষ্ণনাম ।

কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥

ঋগ্বেদ বলিতেছেন,—

ও আহুস্তা জানস্তো নাম চিবিবিক্তনু ।

নমস্তে বিষ্ণো জুমতিং ভজ্যামহে ॥

হে বিষ্ণু, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ । এই নামের উচ্চারণাদিমাহাত্ম্য সম্যক্ না জানিয়া, তাহা আভাসেও অবগত হইয়া যদি কেহ তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তিনি তোমার তত্ত্ব অবগত হন । শুধু অবগত হওয়াই বা বলি কেন, ঐ নাম উচ্চারণ হইতেই জীব পরানন্দ বা পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন । শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং শ্রুয়তে মহদদ্ভুতম্ ।

যত্চুচ্চারণ-মাত্রেন নরো যায়াং পরং পদম্ ॥

কোন নামপরায়ণ ভক্ত বলিতেছেন,—

স্বর্গার্থীয়াব্যবসিতিরসৌ দীনয়ন্ত্যেব লোকান্ ।

মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজাম্ ॥

যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ ।

সর্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণকৃষ্ণোতি রৌতু ॥

শ্রীনাম কীর্তনকারী ভক্তগণ নিরন্তর হরিনামানুকীর্তনে মত্ত থাকিয়া সমস্ত বিশ্বকে শ্রীনামকীর্তনের উপদেশ দিতেছেন । শুধু ভক্তগণ কেন, মৃদঙ্গ-করতাল প্রভৃতি বাতায়ন্ত্রগুলিও ভগবানের সেবা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন । মৃদঙ্গ আমাদিগকে উপদেশ-দানে বলিতে থাকেন,—

যেবাং শ্রীমদ্-যশোদাসুতপদকমলে নাস্তি ভক্তিন'রাণাং

যেবামাভীরকথা-প্রিয়কথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা ।

যেবাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-ললিতগুণকথা-সাদরৌ নৈব কর্ণৌ

ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেস্তান্ কথয়তি নিতররাং কীর্তনস্তো মৃদঙ্গঃ ॥

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত হরিরজন মহারাজ

ব্রাহ্মণ কে ?

ত্রিশূল পত্রিকা, ১৩৭৫ সাল, বৈশাখ সংখ্যার ৫৭-৬৫ পৃষ্ঠায় নবতীর্থ মহাশয়ের জাতি-জন্মগত কিংবা গুণগত প্রবন্ধ পাঠ বিজ্ঞত্বের ভানে অতিশয় দুঃখের সহিত কিছুটা উত্তরস্বরূপ লিখিতে বাধ্য হইলাম— উক্ত পত্রিকা নিকটে না থাকায় সব কথার উল্লেখ হয় নাই, তাঁর লিখিত মানুষের আয়ুঃ যে শত বৎসর বা একশত কুড়ি বৎসর—একথা ক্রটিতেও আছে। ইহা যদি সত্যযুগের কথা হয়, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রের হাজার বৎসর বাঁচাই অসম্ভব—তপস্যা দূরের কথা। ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে চান নাই বলে ব্রহ্মা গুণগত ব্রাহ্মণত্বের সমর্থক নন কি করে বলা যায় ? তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত গুণের উদয় না হওয়ায় ব্রহ্মা বর দিতে স্বীকার করেন নাই বলা যায় না কি ? তপস্যা করিলেই তাহা আসে না, হিরণ্যকশিপুও তপস্যা করেছিল, সে কি ব্রাহ্মণ হইল ? গুণার্জন হইলে হয়। দুর্কাসাধ্বি, পরশুরাম, ব্রাহ্মণ হইলেও ক্ষত্রিয়ের ক্রোধে পূর্ণ ছিলেন নাকি ? জনক রাজা ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত গুণী ছিলেন, তাঁহারা তপস্যা করিয়াছিলেন কি ?

কেবল ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলে ত্রায়কুম্ভমাগুলির “উদ্ভিদবৃশ্চিকবদ্বর্ণাঃ—প্রসঙ্গে মার্গের আদিতে তাহা না থাকায়ই ব্রাহ্মণত্ব কাহারও সম্ভব ছিল না, তাই তদবংশে পরে ব্রাহ্মণ হয় কি করে ? প্রশ্নের জবাব দিবেন কি ? ঋষিশৃঙ্গ মৃগীর পুত্র হইয়াও ব্রাহ্মণ হন কি করে ? রামচন্দ্রের নাটকাত্মনয় করিলেই নট রাম হইয়া যায় না। তিনি লিখিয়াছেন, “যাহা শাস্ত্রতিরিক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ তার সম্বন্ধে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিলেও তদংশে শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই”। অহো মীমাংসা-রসিক ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ মৃতাস্থি শঙ্খ ও পশুমল গোময় অপবিত্রস্বরূপ ঘৃণ্যপদার্থ কেবল শাস্ত্রবলেই যে দেবপূজায় ও শুদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার কি মীমাংসা করিবেন ? ইহা কি প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ নয় ? ইহা কি অপ্রমাণ ? এ অংশে কি শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই বলিবেন ?

ব্রাহ্মণের জন্ম অপেক্ষা তদুচিত গুণ ও কর্ম প্রশংসনীয় বুঝাইতেই যদি শাস্ত্রের উক্তি হয়, তবে ত তাঁহার কথায়ই ব্রহ্ম গুণ ও কর্মবান্ হন, জাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়া হইয়া পড়ে, সমান বলা ত দূরের কথা। এখন জিজ্ঞাসা করি চরুভক্ষণের অর্থেই যদি সত্যবতীর গর্ভে ক্ষত্রতেজঃ আর তার

মায়ের গর্ভে ব্রহ্মতেজঃ আবিভূত হইয়া পড়ে, তবে পিতার ঔরসে কাহারও জন্ম নয়, এক ঋষিরই প্রভাবে জন্ম, তবে ভেদ হয় কেন ? আর তাহাতেও তাহাদের জাতি পরিবর্তিত হয় নাই ত ? বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রহিলেন, পরশুরামও ব্রাহ্মণ রহিলেন । তেজঃ জাতির জনক নয়, পিতাই বলিলে ত তাহাদের চরুর তেজ বৃথা হয় ।

ব্রাহ্মণত্ব লাভের তপশ্চায়া সালোক্যাদি মুক্তি হয়, একরূপ শাস্ত্রে কোথায় আছে ? আর ব্রাহ্মণত্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মুক্তি ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে দেওয়ার মালিক—শাস্ত্রে কোথায় বলেছেন ? মুক্তিদাতা একমাত্র বিষ্ণুই—দেবতারায় মুচুকুন্দকে বরদান-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছেন । ইন্দ্র যতঃমুনিকে ব্রাহ্মণত্ব দেন নাই, তাহার তাহা দেওয়া সম্ভব কিনা তাহাও চিন্তনীয় । বিশ্বামিত্রের জন্মের ন্যায় চক্রেতে তৎকালে অনেকেরই জন্ম হইত, এযুগেও সাধুর আশীর্বাদে অনেকের পুত্রলাভ হইতে দেখা যায় । কাজেই, কোথায় কি অলৌকিকত্ব আছে, তাহা তাহার কার্য্য ও গুণদ্বারাই পরে প্রকাশ পায় ।

শুধু পৈতা (উপবীত) নিয়ে অত্রাহ্মণ যেমন ব্রাহ্মণ হয় না, তেমনি ব্রাহ্মণও পৈতা নিয়েই মাত্র ব্রাহ্মণ থাকে না—তাহারও পাতিত্যা আসিয়া থাকে । দীক্ষার সম্বন্ধে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা । দীক্ষার দ্বারা যাহারা ব্রাহ্মণ হন, তাহারা বর্ণাশ্রমাতিরিক্ত শ্রেণীতে পড়েন । তাহারা কখনও যজ্ঞ-যাজনাদি ব্রাহ্মণের জীবিকা অবলম্বন করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা করিতে যান না । তাহাদের ভাগবতীয় বিপ্রত্ব বলা যায় । সাধন-ভজনোপযোগী সর্বশাস্ত্রমন্ত্রাদির অধিকার লাভই তাহাদের কাম্য—ভুক্তিতেই তাহারা তৃপ্ত ।

জন্মের অলৌকিকত্বই যদি জাতি-পরিবর্তনের হেতু হয়, তবে কশ্যপের পুত্র ইন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাহারই পুত্র অর্জুন কেন ক্ষত্রিয় ? তাহার জন্মেও অলৌকিকত্ব আছে, তেমনি ধৃতরাষ্ট্রাদিরও ব্রাহ্মণত্ব কেন হইল না ? বিদূর শূদ্র হলেন কেন ? পিতা ত সকলেরই ব্যাসদেব বা বিচিত্রবীৰ্য্যই ।

শ্রীমদ্ভাগবতই সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বসম্প্রদায়ের প্রমাণগ্রন্থ এবিষয়ে আশাকরি কাহারও দ্বিধা নাই । আর শ্রীধরস্বামীই যে সর্বমাত্র এবিষয়েও কাহারও আপত্তি নাই;—অন্ততঃ যাহারা আন্তিকতার দাবী করেন । তাহারই প্রদর্শিত টীকানুসারে এবং মূল গ্রন্থানুসারেও দেখা যায়, প্রথমে জন্মগত জাতি ছিল না—গুণ-কর্ম্মানুসারেই পরে ত্রেতাযুগেই ত্রয়ী ও বর্ণের সৃষ্টি হয় । যথা—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতিস্মৃতঃ ।

কৃত কৃত্যঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥

টীকা—তত্রাদৌ মনুপাসনালক্ষণ এব মুখ্যো ধর্মআসীৎ আচারলক্ষণস্ত
পশ্চাৎ প্রবৃত্তঃ । কল্পাদৌ যৎ কৃতযুগং তস্মিন্ । জাত্যা জন্মনৈব । কৃতার্থা
ইত্যর্থঃ মূলং—ত্রেতাযুগে মহাভাগ প্রাণানুমে হৃদয়ালয়ী । বিদ্যা প্রাত্তরভূৎ
তস্মা অহমাসং ত্রিব্রহ্মখঃ । টীকা—পশ্চাৎ ত্রেতাযুগপ্রবেশে মে বৈরাটরূপস্ত
হৃদয়াৎ । ত্রয়ী জাতা ইত্যর্থঃ মূলং—বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ জন্মভূম্যানুসারিণী ।
আসন্ প্রকৃতযোনুনাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ । টীকা—মন্দাভির্জন্মভূমিভির্মন্দাঃ
উত্তমাভিরুত্তমাশ্চেতি । ইহা স্বভাবভেদে দেখানোর অন্ত ই দৃষ্টান্ত । মূলং—
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট শূদ্রা মুখবাহুরূপাদজাঃ—বৈরাজ্যপুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার-
লক্ষণাঃ । টীকা—আত্মাচারঃ স্বধর্ম এব লক্ষণোজ্ঞাপকো যেষাং তে । নতু
জন্মজ্ঞাপকং ইত্যর্থঃ ।

এই কয়টি শ্লোক ও টীকা বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রথম সত্যযুগে
বর্ণ একমাত্র হংসই ছিল, উপাসনাই একমাত্র ধর্ম ছিল । পরে ত্রেতাযুগেই
ত্রয়ীবিদ্যা এবং বর্ণভেদ সৃষ্টি হয় । তাহার হেতুও একমাত্র উল্লিখিত স্বধর্মই
তাহাদের লক্ষণ বলিলেন । জন্মভূম্যানুসারে স্বভাবের উত্তমত্বাদিমাাত্র
দেখাইলেন । ইহার ব্যতিক্রমও নাই এরূপ বলা যায় না । (একাদশ স্কন্ধ)
চতুর্দশ ছাড়াও অনেক বর্ণের কথা ভারত ভিন্নবর্ষেও জম্বু প্লক্ষাদি দ্বীপে
আছে একথাও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা কোথা হইতে জন্মালেন ?
শ্রীভাগবতের ১১শ স্কন্ধে দেখা যায়, মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের বংশে ঋষভদেব
জন্মালেন, তাহার শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরতই রাজা হন । ২জন নবদ্বীপের
বা বর্ষের অধিপতি হন, আর ৮১ জন কর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক ব্রাহ্মণ হন ।
আর ৯জন যোগীন্দ্র হন । তাহা হইলে দেখা যায়, একই জন্মাধিকারে
জন্মিয়াও স্ব স্ব গুণ-কর্ম্যানুসারেই কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন—
তাহাদেরও জন্মের কোন অলৌকিকত্বও শাস্ত্রে দেখান নাই । ঋষভদেব
ক্ষত্রিয়জাত হইয়াও ব্রাহ্মণই, যেহেতু পরমহংস হন । পুত্রদের সম্বন্ধে
মে স্কন্ধেও উল্লেখ আছে । ১১শেও মূলং—

তেষাং নব নবদ্বীপ পত্যোইন্দ্ৰসমন্ততঃ ।

কর্মতত্ত্বপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ ॥

টীকা—কর্মমার্গপ্রবর্তক ব্রাহ্মণা অভুবন্। যবীয়সামেকাশীতির্জায়ন্তে যা পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কর্ম বিগুদ্বা ব্রাহ্মণা বভুবুঃ।

এখানেও মহাশ্রোত্রিয় শব্দ এবং কর্মের দ্বারাই বিগুদ্ব হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। প্রিয়ব্রতেরও তিন পুত্র পরমহংস হন, নিশ্চয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ৭ম স্কন্ধে স্পষ্টই বর্ণাশ্রমধর্মের সমস্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের লক্ষণও বলিলেন। তারপর বলিলেন, “যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভি-ব্যঞ্জকং। যদন্তত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ” ॥ টীকাতেও বলিলেন— “শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ যশ্চেতি”। এখানে স্পষ্টই মূলে ও টীকায় গুণগত ব্রাহ্মণত্বেরই বিধি দিলেন, জাতিমাত্রেরই নয় বলিলেন, “অন্তত্রাপি দৃশ্যেত” এই কথাই প্রমাণ দেয় কল্পিত ব্যাখ্যাগুলি গ্রাহ্য নয়। অন্ত বর্ণেও ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণই বলিতে হইবে।

উগ্রশ্রবাস্বতকে বধ করায় বলরাম ব্রাহ্মণবধেরই প্রায়শ্চিত্তরূপে ১২শ বৎসর তীর্থস্নান করেন। অন্ত বর্ণ ও কর্মের দ্বারা অন্ত বর্ণে পরিণত হওয়ার প্রমাণও ৯ম স্কন্ধে দেখা যায়। মনুর পুত্র পৃষথ গুরুর শাপে ব্যাঘ্রভয়ে গোহত্যা করায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। যথা— “ন ক্ষত্রবন্ধু শূদ্রত্বং কর্মণা ভবিতাহমুনা।” “ধৃষ্টাঙ্গাষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ” ॥ টীকাচ— “ব্রহ্মভূয়ং ব্রাহ্মণত্বং” “উরুশ্রবাঃ সূতস্তম্ভদেবদত্তস্ততোহভবৎ, ততোহগ্নিবেশ্যোভগবানগ্নিঃ স্বয়মভূৎ-স্বতঃ কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণোমহানৃষিঃ। ততো ব্রহ্মকুলং জাত-মাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপঃ। নাভাগো দিষ্ট পুত্রোহন্তঃ কর্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।” এখানে কর্মের দ্বারা ক্ষত্র বৈশ্য হইল দেখা যায়, আবার তারই বংশে ভলন্দনাদি মরুভাত্ত অনেকই ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। রথীতর রাজা অপুত্রক ছিলেন, তৎকর্তৃক প্রার্থিত হ’য়ে অগ্নির অনেক পুত্র জন্মান। তাঁহারা তৎক্ষত্রজ হইয়াও ব্রাহ্মণ হন। “এতে ক্ষেত্রপ্রসূতা বৈ পুনস্তাগ্নিরসাঃ স্মৃতাঃ। রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষেত্রোপেতা বিজাতয়ঃ” ॥ টীকা চ—যতো ক্ষেত্রোপেতা ব্রাহ্মণা ইত্যর্থঃ ॥ আবার “তস্মদসত্যব্রতঃ পুত্রাস্ত্রিশঙ্কুরিতিবিশ্রুতঃ প্রাপ্ত-শ্চাণ্ডালতাং শাপাদ্গুরোঃ কৌশিকতেজসা” ॥ টীকা—পরিণীয়মানবিপ্রকন্ত-হরণাৎকুরুশ্চ গুরোঃ পিতুঃ শাপাৎ ॥ তারপর হোত্রক ক্ষত্রিয়, তাঁর পুত্র জহুমুনিই গঙ্গাকে গণ্ডুবে পান করিয়া ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ আর তাঁরই পুত্র পুরুর বংশে গাধি ক্ষত্রিয় রাজা হন এবং তাঁরই পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হন। শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ পুত্র করিলে তাঁহার যে পুত্রগণ মানিল না তাহাদিগকে

শ্লেচ্ছ হইতে শাপ দিলেন—“অশপং তান্ মুনিঃ ক্রুদ্ধো শ্লেচ্ছা ভবত দুর্জনাঃ” ।
আবার ক্ষত্র বৃদ্ধের পুত্র গংসমদ তাঁর পুত্র শুনক, তাঁর পুত্র শৌনক, তিনি
বহুব্রূচপ্রবরও নিশ্চয় ব্রাহ্মণই ছিলেন । অক্রিয়ের পুত্রগণ ব্রহ্মবিদ ছিলেন ।
“শক্রিয়স্ততঃ—তদগোত্রং ব্রহ্মবিদজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ” ।

“সুমতিধ্বংসপ্রতিরথঃ কবোহপ্রতিরথাজ্ঞঃ । তস্মৈমেধাতিথিস্তস্মাৎ-প্রস্কন্নাত্মা
দ্বিজাতয়ঃ” ॥ এখানেও ক্ষত্রিয় পুত্র কথমুনি তাঁর পুত্র মেধাতিথির বংশও ব্রাহ্মণ
হন । আরও গর্গাচ্ছিনিস্তোগার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্মবর্ত্তহত । ছুরিতক্ষয়ো মহা-
বীর্য্যাং তস্মত্রয্যাকুণিঃ কবিঃ । পুষ্করাকুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাস্তে ॥
টীকা চ—যে অত্র ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণগতিং ব্রাহ্মণরূপতাং গতাস্তে । তাদের
বংশেই হস্তী রাজা হন ও হস্তিনাপুর করেন । নীপের পুত্র ব্রহ্মদত্ত যোগী
হন, তাঁর পুত্র বিশ্বক্সেন যে গত্ত্ব রচনা করেন । “নলিণ্যামজমীঢ়স্ত নীলঃ
শান্তিস্ত তৎসুতঃ” ॥ টীকা চ—“অজমীঢ়স্তবংশ্যা প্রিয়মেধাদয়ঃ কেচিৎ ব্রাহ্মণা-
বভুবুঃ বৃহদিষু প্রভৃতয়ঃ ক্ষত্রিয়াশ্চেতি বংশদ্বয়মুক্তং তস্মৈববংশান্তরমাহ
নলিণ্যাম্ ইতি” “ভর্ম্মাশ্বস্তনয়স্তস্ম পঞ্চাসন্মুদগলাদয়ঃ” মুদগলাব্রহ্মনিবৃত্তং
গোত্রং মোদগল্য সংজ্ঞিতং” । শরদ্বানের পুত্র কুপ ব্রাহ্মণই ছিলেন । এই
কয়টি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় যে, তৎকালে গুণ-কর্ম্মগত ব্রাহ্মণত্বও
প্রচলিত ছিল । অবশ্য জাতিগত ছিল না একথা বলা শক্ত । তবে সর্বপ্রথম
কল্লারস্তের সভ্যযুগে একই বর্ণ ছিল, তাহার জন্মগত সকলই সমান
ছিল । পরবর্ত্তীকালে গুণকর্ম্মানুসারেই তাহার বিভক্ত হন । তারপর
হইতে যদিও জন্মগতই প্রবল হয়, তথাপি অন্তরূপ ছিল না বলা যায় না ।
বিশেষতঃ গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণই প্রধান এবং জন্মগতটি প্রচুর হয় এইমাত্রই
বলা যায় । জাতি, গুণ, কর্ম্ম, তিনের সংযোগ যাহাতে আছে, তিনিই ত
শ্রেষ্ঠ । জন্মগত গুণই উত্তরাধিকারীস্বত্রে স্বভাবতঃ আসে বলিয়াই তাহার
প্রাচুর্য্য কিন্তু দৈবক্রমে অত্র জন্মালেও সাধকদের কেহ কেহ কর্ম্ম বা শাপে
উচ্চনীচ বর্ণ প্রাপ্ত হন একরূপ ইতিহাসও আছে ।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, (বি.এ অনাস)

অধ্যাপক, গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজ ;

নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

পত্রোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব

[২]

৩নং মূর এভিনু,

বেতার অফিস, টালিগঞ্জ

কলিকাতা—৪০

তাং ৯/১২/১৯৭০

শ্রী শ্রী বৈষ্ণবচরণে দণ্ডবনতিপূর্ব্বিকেষম্—

* আপনার কৃপা লিপিকথানা যথাসময়ে পাইয়া বিস্তারিত বিষয় অবগত হইলাম। আপনি পুনরায় কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কারণ মাদৃশ অধমের নিকট হইতে আপনি শাস্ত্র-যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে উত্তরের আশা করিয়া আমার পরমমঙ্গলের কাজই করিয়াছেন। আমি নিদ্রিত অবস্থায় যৎসামান্য শাস্ত্রালোচনায় রত ছিলাম। আপনি আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া পরম বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। “সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেম ভক্তি দাতা ॥” আপনি আমার যাহাতে সুদৃঢ় কৃষ্ণভক্তি হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কারণ, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, আমাকে শাস্ত্রালোচনায় মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সাধুসঙ্গ প্রভাবে তাঁহাদের কৃপালাভের দ্বারা আপনার সমস্তাপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইবে। অর্থাৎ আপনার প্রশ্নগুলি আমাকে, একই সঙ্গে ‘শাস্ত্রালোচনা ও সাধুসঙ্গ, অমূল্য দু’টিকাজের সুবর্ণ সুযোগ দান করিয়াছে।’ অতএব ইহা আপনার অশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক্ষণে, আপনার প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য শাস্ত্র-যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে উত্তর দিতে যত্নশীল হইলাম। কতদূর সফলকাম হইব, তাহা একমাত্র অগতির গতি শ্রীগুরুদেবই জানেন। আপনার প্রথম প্রশ্ন ছিল—
(১) “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ তাঁহারই বিলাসমুর্ত্তি। সৰ্ব্বাধিষ্ঠাতা লক্ষ্মীপতি নারায়ণে নিবেদিত প্রসাদ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন কিনা? নিলেই বা কি দোষ? প্রমাণ সাপেক্ষ।

বিষ্ণুতত্ত্বের প্রসাদ পাইতে কোথাও দোষ দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-ভক্ত। অতএব সেই বিষ্ণুতত্ত্বের মালিক ঐহারা, তাঁহাদের প্রসাদ বৈষ্ণবদের

একান্ত কাম্য। দোষের কথা শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ নাই, বরং না নিলেই দোষ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় সহায়কারী গুরুনিত্যানন্দ এবং মহাবিষ্ণুর অবতার ও গৌর আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রসাদ কি বৈষ্ণবগণ পান না? নিশ্চয়ই পাইয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা উভয়েই বিষ্ণুতত্ত্বের অধিকর্তা। বিচার এই যে, ‘কৃষ্ণ’ ও ‘নারায়ণ’ তত্ত্বতঃ ‘এক’। মাত্র রসগত বিচারে কৃষ্ণেরই শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ লিখিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেবা রসস্থিতিঃ ॥

(ভ, র, সি ২।৩২ পূর্ব বিভাগ)

অর্থাৎ নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ত কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই রূপেই রস-তত্ত্বের সংস্থান হয়। একই কৃষ্ণের ত্রিবিধরূপ—“স্বয়ংরূপ, তদেকান্তরূপ, আবেশ নাম। প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান ॥” অর্থাৎ একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্যলীলা) বিংশ-পরিচ্ছেদে “কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার” ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, কৃষ্ণের অনন্ত অবতারের মধ্যে কোন্ অবতারের প্রসাদ কৃষ্ণভক্তগণ পাইতে পারেন, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রিয় বেশের যে লীলা, তাহাই নারায়ণের ঐশ্বর্য্য লীলা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—“স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান। বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, ‘আমি’ ‘ক্ষত্রিয়’ জ্ঞান ॥ ‘সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ বিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥” (মধ্য ২০।১৭৭-১৭৮) বর্তমান জগতে কৃষ্ণ বা নারায়ণের যে পূজার বিধান প্রচলন আছে, তাহা মূলতঃ ঐশ্বর্য্য মার্গেরই পূজা। স্বয়ং কৃষ্ণের পূজা সাধারণ জীব করিতে সক্ষম নহেন। কারণ, তাহা বেদবিধির উর্দ্ধে এবং রাগমার্গে ব্রজরসাত্তর্গত মধুররসের সন্তোগ প্রকাশ। কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্য বিলাস-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণের সেবা জগতে প্রকটিত আছেন এবং বিভিন্ন মঠমন্দিরাদিতেও সেই সেবা প্রকটিত। অতএব, নারায়ণের প্রসাদ পাইতে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু কৃষ্ণের অবতারের মধ্যে ‘দশবিধ’ অবতারের প্রসাদ পাইলেও কোন দোষ আসে না।

চতুর্বেদ শিখা নামক গ্রন্থ বলেন—“বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রহ্মমোহহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধ কল্কিরহমিতি ।” অবতারী ভগবান্ বলিলেন—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্মা ও অনিরুদ্ধ; আমিই বলদেব, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম; আমিই কল্কি ও আমিই বুদ্ধ ।”

তবে যাহাদের গোপীভাব, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । তাহাদের ভজন-নিষ্ঠাই তাহাদিগকে ভজনীয় বস্তুর প্রতি আসক্তি স্ফূট করিবে । শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর মনঃশিক্ষা হইতে একটি শ্লোক উল্লেখ করিয়া আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর শেষ করিতেছি থা—

“ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং ক্রতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু ।
শচীশ্বনং নন্দীশ্বর-পতিশ্রুতস্তে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠস্তে স্মর পরমজস্রং নমু মনঃ ॥

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন—“দেবদেবী সকলেই ভগবানের অংশাবতার এবং ভগবদ্ভক্ত । বৈষ্ণবগণ ভক্তের প্রসাদের আকাঙ্ক্ষা করেন । তবে বৈষ্ণবগণ কেন কালকূট বিষ খাইয়া জীবন বিসর্জন দিবেন, তথাপি দেবতার উচ্ছিষ্ট নিবেন না ?

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর,—আমি আমার পূর্বপত্রে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছিলাম “যেই কৃষ্ণ সেই দুর্গা” ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নে । যাহা হউক, এক্ষণে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি ।

দেবদেবীগণ ভগবানের অংশাবতার হইলেও জীবকোটির অন্তর্গত এবং গুণাবতার । শাস্ত্রবিধিমত পূজা হইলে, তাহাদের প্রসাদ পাইতে কোন দোষ হয় না । তবে দেবগণের ভক্তগণ তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন বলিয়া, তাহাতে পূজায় যথাযথ শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় না ; সেই জন্যই তাহার কৃষ্ণোপাসনার নিত্যফল না পাইয়া নশ্বর দেবোপাসনার অনিত্য ফল প্রাপ্ত হন । যদিও দেবগণের প্রতি ঐ প্রকার শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার ফল ভগবানই বিধান করিয়া থাকেন, তথাপি দেবভক্তগণ তাহা জানিতে পারেন না । “যেহপ্যনুদেবতা ভক্তা” (গীতা ৯।২৩) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ঐরূপ দেবপূজার দ্বারা তাহার পূজা গৌণভাবে হইলেও ইহা অবিধিপূর্বক যজন, অর্থাৎ যে বিধির দ্বারা পূজা করিলে গতাগতি নিবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাপ্তিরূপ নিত্যফল লাভ হয়, তাহা ইহাতে নাই এজন্যই দেবভক্তের

দ্বারা নিবেদিত দেবতার প্রসাদ লাভে অনিত্য ফলই লাভ হয়। ইহার প্রাপ্তিতে সংসারমোচন না হইয়া বন্ধনেরই কারণ হয়।

অথচ, পুরীধামে বিমলাদেবীর প্রসাদ বিষ্ণুভক্তগণ শ্রদ্ধাসহকারেই গ্রহণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীক্ষেত্রে পূজার বিধান শাস্ত্রসম্মতভাবেই হইয়া থাকে। বিমলাদেবীর ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথের প্রসাদের দ্বারা বিমলাদেবীর ভোগ দিয়া থাকেন। তথায় স্বতন্ত্ররূপে বিমলাদেবীর পূজা হয় না।

ভগবন্তের প্রসাদ পাইতে বৈষ্ণবগণের বাসনা থাকে; কারণ তাহা মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান—তবে ভক্তের ভক্ত যিনি, তিনি যদি অবিধিপূর্ব্বক ভগবন্তের পূজা করেন, তবে সেক্ষেত্রে বিষ্ণুভক্তের কর্তব্য কি, তাহা আপনিই বিচার করুন।

(৩) তৃতীয় প্রশ্ন—প্রত্যেকের ঘরেই ঠাকুর সেবা আছে। কেহ বা পটে (আলেখ্য) কেহ বা ঘটে, কেহ বা ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহে। যদি জাত বা মৃত শৌচাদি থাকে, অথচ সেই ঘরে সপ্তাহ অন্তর পাঠকীর্তনের ব্যবস্থা আছে সেখানে ঠাকুরের প্রসাদ বৈষ্ণব ভক্তগণের লওয়া কর্তব্যাকর্তব্য বিস্তারিত জানিতে চাই।

আপনি প্রত্যেকের ঘর বলিতে কাহাদের বুঝাইতেছেন? সংসারীজীবের ঘরে বিধি বা অবিধিপূর্ব্বক পূজা, শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধাসহকারে পূজা দুই-ই হইয়া থাকে। অদীক্ষিতও গৃহে পূজা করেন এবং দীক্ষিত যিনি, তিনিও গৃহে পূজা করেন। বিভিন্ন দেবতার উপাসকগণও গৃহে পটে বা ধাতুনির্ম্মিত “বিগ্রহে” পূজা করেন। তবে পূজার প্রকার ভেদ বিদ্যমান।

(ক) সাধারণের গৃহে ঠাকুরসেবার যে বিধান আছে, সেখানে বৈষ্ণব-গৃহস্থের সেবিত ঠাকুরের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিয়া শ্রীভগবৎ নামকীর্তনান্তে শ্রীভগবৎ উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে গৃহস্থের গৃহে জাত বা মৃত শৌচাদি থাকিলেও পাঠকীর্তনের পর ভগবৎ প্রসাদ পাইতে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। তবে শুচিতাকে উপেক্ষা করিয়া নহে।

(খ) যদি বৈষ্ণবের গৃহে জাত বা মৃত কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে এই বিচার করেন, তবে সেইস্থলে শাস্ত্র যে বিচার দিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ বৈষ্ণবের দেহ অপ্রাকৃত। তাহাদের জন্ম-কর্মা-বন্ধন নাই। ‘ন কর্ম্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবাঞ্চ বিদ্যতে। বিষ্ণুরমুচরতত্ত্বং

হি মোক্ষমাহর্মণীবিগঃ । (হরিভক্তিবিলাস) ॥ এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—“অতএব বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই । সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যাবেন তথাই ॥ ধর্ম, কর্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে । পদ্মপুরাণে ইহা ব্যক্ত করি কহে ॥” এই বিচারে, বৈষ্ণবের গৃহে জাত বা মৃত শৌচাদিক্রিয়া স্পর্শ করে না । বৈষ্ণবের গৃহে নিত্য ভগবৎ সেবা হইয়া থাকে । এক্ষেত্রে ভক্তপ্রবর শ্রীধাম পণ্ডিতের মৃতপুত্রের কথা এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনলীলার কথা স্মরণযোগ্য । আমাদের সদা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্রোক্ত প্রমাণে যাহারা বৈষ্ণব, তাহাদের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয় । অন্য বৈষ্ণবব্রহ্মবগণের বিষয় আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নহে । “লোক দেখান গোরাভজা; তিলকমাত্র ধরি । গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরেন চুরি ॥” এহেন বিষয়ভোগী জীবদের বাদ দিয়াই আমাদের শুদ্ধপথে অগ্রসর হইতে হইবে । বৈষ্ণবের সংজ্ঞা পদ্মপুরাণে যাহা বলিয়াছেন—

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজৈরিতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্তৃক ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া কথিত হন । তদ্ব্যতীত অপরে ‘অবৈষ্ণব’ ।

এহেন বৈষ্ণবের গৃহে শ্রীবিগ্রহের পূজা নিত্য হইয়া থাকে । তথায় যে কোন অবস্থাতেই শ্রীহরিনাম কীর্তন বা শ্রীভাগবত পাঠাদি যাহাই হউক না কেন উক্তগৃহে ভগবৎ প্রসাদ পাইতে কোন সংশয় আসিলে অপরাধী হইতে হইবে ।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবগৃহে নিত্যপাঠ কীর্তনের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । অথবা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে যে হরিসংকীর্তনের ব্যবস্থা হয়, তাহাতে আগন্তুক বৈষ্ণবগণ প্রসাদ পাইতে অবহেলা করেন না । যেখানেই ভক্তগণ শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করেন, সেই ক্ষেত্রেই শ্রীভগবানের নিত্যবসতি । মহাজনগণ বলেন—“যেখানে বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন ॥”

‘বিগ্রহ’ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার । শ্রীবিগ্রহ কাহাকে বলা হয় ? “শ্রীবিগ্রহ” সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ । তবে এই প্রপঞ্চে অর্চাবিগ্রহকে লক্ষ্য করা হয় । ভগবান মায়াবদ্ধজীবকে কৃপা করিবার জন্য “অর্চাবিগ্রহরূপে” তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন । তিনি সচ্চিদানন্দময়রূপেই নিত্য বিরাজমান । পূজাবর্জিত বা অপ্রতিষ্ঠিত এবং

স্মার্ত দেবলভ্রাঙ্গণ-মায়াবাদিগণের দ্বারা সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে পূজিত প্রতিমূর্তিতে ভগবৎ উপলব্ধির অভাববশতঃ উহা মায়িক অচিদাধিষ্ঠান পুতুলিকামাত্র — ভগবদ্ভক্তের উপাস্ত্র শ্রীবিগ্রহ নহে। অতএব যত্রতত্র ঠাকুর সেবারনামে যে পূজার ব্যবস্থা আছে, সেদিকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ প্রথর দৃষ্টি দিয়া থাকেন। নতুবা মায়াবাদীর সঙ্গ হইবার সম্ভাবনা বেশী। প্রভু কহে “মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী”।

শ্রীঅর্চাবতার অষ্টবিধরূপভেদে প্রপঞ্চ প্রকটিত—

“শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥” (ভাঃ ১২।১৭।১২)

(৪) চতুর্থপ্রশ্ন—শ্রাদ্ধের বাড়ীতে বৈষ্ণবগণ সেবা করেন না কেন? শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পিতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রাদ্ধপাত্র কি করিয়া গ্রহণ করিলেন, তাহা কি দোষ দুষ্ট নহে?

যে স্থলে মহাবিশ্বুর অবতার শ্রীমদদ্বৈত প্রভু দাতা এবং নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর গ্রহীতা, সেস্থলে “দোষদুষ্ট” শব্দপ্রয়োগই শাস্ত্রবহিভূত—বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবের নিকট। যাহা হউক, এসম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা আলোচনা করা যাক। শ্রাদ্ধ দুই প্রকার—শুদ্ধ শ্রাদ্ধ এবং বিদ্ধ বা রাক্ষস শ্রাদ্ধ। বৈষ্ণবগণের যে শ্রাদ্ধের বিধান আছে, তাহাই শুদ্ধ শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত। বৈষ্ণবগণ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর “সংক্রিয়াসার-দীপিকা” মতেই সেই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কর্মমার্গে যে শ্রাদ্ধের বিধান আছে, তাহাই বিদ্ধ বা রাক্ষস শ্রাদ্ধ। বৈষ্ণবগণও শ্রাদ্ধের প্রসাদ পান, যেস্থলে বৈষ্ণবমতে বা শুদ্ধ সাত্বতঃ মতে শ্রাদ্ধের বিধান থাকে। সেই হেতু, সচরাচর দেখা যায় যে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ যত্রতত্র শ্রাদ্ধের বাড়ীতে প্রসাদ পান না। বৈষ্ণবগণ সদাসর্বদা শ্রীভগবৎ প্রসাদই গ্রহণ করেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সেই মহাপ্রসাদই গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবৈষ্ণবদাসাভাস—

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আবশ্যিকতা

কোনও বস্তু বা স্থানের চারিদিকে পদদ্বারা পরিভ্রমণকে পরিক্রমা বলে। জগতে দেখা যায়, নবগৃহে প্রবেশ করিতে হইলে স্বামি-স্ত্রী একত্র হইয়া আঁচলে-আঁচল বাঁধিয়া, একত্র কর সংযুক্ত করিয়া গৃহের চারিদিকে ‘পরিক্রমা’ করে। গরু, বলদ প্রভৃতি প্রাণী খুঁটির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাস খাইতে থাকে, তখন উহারা ‘পরিক্রমা’ করিতেছে,—আমরা বলিয়া থাকি।

কিন্তু স্বামি-স্ত্রী-যে গৃহের চতুর্দিকে পরিক্রমা করে, সে-গৃহ নিত্য নয়; অধিক কি, তাহাতে থাকিয়া সর্বক্ষণ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা না করিলে সেই গৃহই অধোগতির কারণ হয়। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ গৃহকে ‘গৃহাকুপ’, শ্রীমদ্ভাগবত ‘ব্যালাবয়ক্রমা’ অর্থাৎ সর্পদিগের আবাসস্থান বৃক্ষসদৃশ আর শ্রীমদ্ভাগবত ‘বিষয়বিষ্ঠাগর্ত’-নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভগবানের ভক্তগণ এই জন্ম শ্রীভগবানের মন্দির, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের প্রিয় তুলসী-মঞ্চ, ভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সমাধি প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

যে স্থানের চারিদিকে আমরা ঘুরিয়া থাকি, তাহার প্রতি আমাদের স্বভাবতই একটা আসক্তি জন্মিয়া থাকে। অনিত্য, হেয় গৃহের চারিদিকে ঘুরিলে অনিত্যবস্তুর প্রতি আসক্তি হয়, আবার নিত্য চিন্ময় বস্তু ভগবদ্ধাম, ভগবান্দির, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসীমঞ্চ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সমাধি প্রভৃতি স্থানের চতুর্দিকে ঘুরিলে তাহাতে আমাদের আসক্তি জন্মিয়া থাকে। এইজন্ম সাধন-ভক্তির চৌষটিপ্রকার অঙ্গের মধ্যে ‘পরিক্রমা’ একটি শুভ্যঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিস্বধোদয়ে লিখিত আছে,—

“বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্ধ্বন্ যন্ত্রাবর্ততে পুনঃ।

তদেবাবর্তনং তস্য পুনর্ন বর্ততে ভবে॥”

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পুনঃ আবর্তন করিয়া থাকে, তাহার সেই আবর্তনের জন্ম কৃষ্ণভক্তিবিশুদ্ধ হইয়া তাহাকে সংসারে পুনর বর্তন করিতে হয় না। স্বল্পপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

চতুর্দ্বারং ভ্রমন্তিস্ত জগৎ সর্বং চরাচরম্।

ক্রান্তো ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাধিকম্॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর জগৎপরিক্রমা করা হয় এবং গঙ্গাদি তীর্থরাজি-গমন অপেক্ষাও অধিকতর নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। কেন না, তাহার দ্বারা অতি সত্ত্বর হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

“সংসার-মরুকান্তার-নিস্তারকরণক্ষমো।

শ্লাঘ্যো তাবেব চরণো যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ॥

যে চরণদ্বয় হরিসম্বন্ধী তীর্থে গমনশীল, তাহাই অতিশয় শ্লাঘ্য ; যেহেতু
তদ্বারা সংসাররূপ মরুভূমির দুর্গমপথ উত্তীর্ণ হওয়া যায় ।

“পাদৌ নৃণাং তো দ্রুমজন্ম-ভাণ্ডৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরৈর্যৌ ।”

যাঁহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও পদদ্বারা শ্রীহরির লীলাস্থানসমূহ বিচরণ
না করে, তাহাদের পদদ্বয় বৃক্ষমূলতুল্য অর্থাৎ সেই সকল লোকের বিকচিত-
চেতনযুক্ত মনুষ্যজন্ম পাওয়া বৃথা, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ‘আচ্ছাদিত-চেতন’
বৃক্ষের ন্যায় । সুতরাং এই পদদ্বারা যদি আমরা ভগবান্ ও ভক্তের স্থান-
সমূহ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে তাঁহাদের সঙ্গে দর্শন করি, তাহা হইলেই
আমাদের মনুষ্য-দেহধারণের সার্থকতা ; নতুবা আমাদের মধ্যে আর
পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদিতে কোনই ভেদ থাকে না ।

আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব । অনর্থমুক্ত হওয়ার নামই নির্জ্ঞান । অনর্থ
থাকাকালে ‘অনর্থমুক্ত হইয়াছি’—এই ভ্রান্ত বিচারাবলম্বনে নির্জ্ঞান-ভঞ্নে
প্রয়াসী হইলে নানাপ্রকার উৎপাত ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশা হৃদয়
অধিকার করিয়া থাকে । আমাদের যখন অশান্ত বহির্মুখ-ব্যাপারে চেষ্টা
ও উৎসাহ প্রবল, তখন উহাকে দমন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের
সেবানুকূল-কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই । মহাভাগবত
শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ স্বসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের
দ্বারা শ্রীহরির সেবা-কার্য্য করিতেন । তিনি তাঁহার পদযুগলকে শ্রীধাম-
পরিক্ষেমা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—

“পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে ।”

শ্রীমধুসূদন বিজ্ঞানিধি, বি-এ.

গৌড়ীয়ের ত্রয়োবিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ত্রয়োবিংশ-বর্ষে শুভ-প্রবেশ করিলেন । শ্রীগুরু-
গৌড়ীয়ের মর্ত্যজগৎ হইতে অন্তর্দ্বানের পর দুইটি বর্ষ অতিবাহিত হইল ।
বর্ষদ্বয় স্বল্পকাল বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-প্রবাহে
আবর্তিত । জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার অভাব ও অবদান
অতুলনীয় । দেশের চতুর্দিকেই রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক-
বিপ্লবে মানুষ আজ বিভ্রান্ত ; প্রতিনিয়ত হিংসা লুণ্ঠন, ঠাণ্ডামস্তিকে মরহত্যা

আজ মানুষকে পশুস্তৰে নামাইয়াছে। দেশেৰ কল্যাণকামী চিন্তাশীল মনীষিগণ তজ্জন নানাকৰূপ প্ৰতিকাৰেৰ সন্ধান কৰিয়াও বিফলমনোৰথ হইতেছেন। এই অশান্ত পৰিবেশ হইতে মুক্ত হইতে পাৰিলেই যেন তাঁহারা স্বস্তিৰ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। কিন্তু হায়! “ঔষধেৰ ঔষধ কোথা পাই?”

দেশেৰ এই অশান্ত পৰিবেশে পাৰমাৰ্থিকগণ ব্যতিৰেকভাবে ধৰ্ম, নীতি, আদৰ্শেৰ অধিক উপযোগিতা উপলব্ধি কৰিতেছেন। তাঁহারা জড়বাদেৰ অকিঞ্চিৎকৰতা হৃদয়ঙ্গম কৰিয়া বাস্তব-সত্যেৰ প্ৰতিই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন। “সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি”, “পুষ্পেভ্য ইব ঘটপদাঃ”—বাক্যানুসারে সজ্জনগণ বিবিধ জাগতিক অমঙ্গলেৰ মধ্যে থাকিয়াও পৰম-মঙ্গলেৰ সন্ধান লাভ করেন; ইহাই তাঁহাদেৰ সাধু-বৃত্তি। তত্ত্বদৰ্শী মহাভাগবতগণেৰ ইহাই সমদৰ্শন বা সূ-দৰ্শন। জড়দুঃখ-কষ্ট, আধি-ব্যাধি প্ৰভৃতি ত্ৰিতাপকে তাঁহারা ভগবদ্-ভজনাৰূপে বলিয়াই গ্ৰহণ কৰিতে অভ্যস্ত। জড়ীয় ভাল-মন্দেৰ অতীত হওয়াৰ তাঁহারা নিগুণ—প্ৰকৃতিৰ পৰপাৰে তুৰীয় অবস্থায় প্ৰতিষ্ঠিত।

“অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ”—বেদান্তবাক্য শ্ৰীনামব্ৰহ্মেৰ যে উপাদনা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে কিৰূপ আকুলতা-ব্যাকুলতা আবশ্যক, তাহা আচাৰ-প্ৰচাৰমুখে প্ৰদৰ্শনেৰ নিমিত্ত স্বজন-বিভজন-প্ৰয়োজনাবতীৰী শ্ৰীগৌৰসুন্দৰ এই কলিযুগে অবতীৰ্ণ হইয়াছেন। তাঁহাৰ শুভাবিৰ্ভাব-কাল-বৰ্ণনায় দেখা যায়—“পাপতমো হৈল নাশ, ত্ৰিজগতেৰ উল্লাস, জগতৰি হৰিধ্বনি হয়”। আজ সেই প্ৰেমেৰ ঠাকুৰ পৰমব্ৰহ্ম শ্ৰীগৌৰহৰিৰ দেশে হৰিধ্বনি-বিবৰ্জিত অবস্থায় তুচ্ছ “খাওয়া-পৰা থাকাৰ” চিন্তায় বিব্ৰত হইয়া শত শত জগাই-মাধাই-এৰ পাপ-তমে পৰিপূৰ্ণ হইয়াছে। শ্ৰীশচীনন্দনেৰ নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী আবিৰ্ভাব-তিথিবৰা ফাল্গুনী-পূৰ্ণিমাকে বন্ধে ধারণ কৰিয়া শ্ৰীপত্ৰিকা জীব-কল্যাণেৰ নিমিত্ত ২২শ বৰ্ষ পূৰ্বে সৰ্বপ্ৰথম আত্মপ্ৰকাশ করেন। শ্ৰীগুরু-গোৱাঙ্গেৰ শ্ৰীনাম-মহিমা প্ৰচাৰই শ্ৰীপত্ৰিকাৰ একমাত্ৰ আদৰ্শ ও জীবাৰু। শ্ৰীৰূপানুগ গৌড়ীয়-গুরুবৰ্গেৰ মনোভীষ্ট পূৰ্ণেই জীবেৰ নিত্যমঙ্গল নিহিত আছে। ভবৰোগগ্ৰস্ত জীবেৰ অনর্থনিবৃত্তি ও ভজনপিপাসু সাধকগণকে হৰিসেবায় উদ্বুদ্ধ কৰাই শ্ৰীপত্ৰিকাৰ নিয়ম-সেবা। “মহামায়াৰ কাৰাগাৰ হইতে একটী জীষকে বাঁচাইতে পাৰাও” তাঁহাৰ সফলতা। এক্ষেত্ৰে “মনুষ্যানাং সহস্ৰেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে”, “সুদুৰ্লভঃ প্ৰশান্তাত্মা কোটীষপি মহামুনে” বাক্যই তাহাৰ প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণ।

শব্দস্রোতের জয়-গানকারী শ্রীপত্রিকা বৈকুণ্ঠবার্ত্তাই জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবসত্যের নির্ভীক প্রচারক হওয়ায় ইহাতে দেহ-মনোধর্মের কথা না পাইয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ইহার প্রতি হয়ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু “বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র, যেই নিম্নে হিংসা করি। ভক্তিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি।”—মহাজনগণের বিচারাবলম্বনে শ্রীপত্রিকার সেক্ষেত্রে উপেক্ষা-নীতি অবলম্বন ছাড়া গতান্তর নাই। “অসংসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।” গুরু-বৈষ্ণব-বিদেষিগণের সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা পরিত্যাগ করাই গুরুসেবৈকনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার লক্ষণ। “দুঃসঙ্গবর্জন ও ভক্তিবিনোদ-ধারা” প্রবন্ধ হইতে আমরা ঐরূপ শিক্ষাই লাভ করিয়া থাকি। দুঃসঙ্গ-বর্জন-নীতিতেই অমন্দোদয়দয়া অনুশ্রুত এবং তাহাই মহাবদান্ততার ধারক ও বাহক। শুদ্ধ-সরস্বতী ও আশ্রয়-শ্রীকেশবাদি গৌড়ীয়-গুরুবর্গ ইহাকেই রূপানুগ-চিন্তা বা ভক্তিবিনোদ-ধারা বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ আমাদের মারিক দৃষ্টির অন্তরালে থাকিলেও সর্বদা আমাদেরকে কেশাকর্ষণপূর্বক নিরপেক্ষ-বিচারে পরিচালিত করিতেছেন ও করিবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি। সিদ্ধ তোতারাম বাবাজী-নির্দিষ্ট আউল-বাউল-প্রাকৃতসহজিয়া, কস্মজডস্মার্ত্ত, অতিবাড়ী প্রভৃতি ১৩ অপসম্প্রদায় ব্যতীত আজ ভজনখাজা, ঘরপাগলা প্রভৃতি অসংখ্য সংসম্প্রদায়-বিরোধী গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। শ্রীগুরুবর্গের নিকট হইতে তাহার একটি তালিকাও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার অন্তিম মন্তব্যে লিখিত আছে,—

“স্বরগপন্থী (৩৮), মধববিরোধী (৩৯)—যত অপসম্প্রদায়।

দেশ-বিদেশে, সাধুর বেশে, ঘুরছে ফিরছে হায় !!

পূর্বকালে তের ছিল অপসম্প্রদায়।

তিন-তের বাড়ল এবে ধর্ম রাখা দায় !!”

সুতরাং জড়বাদী নাস্তিকতার যুগেও বজ্রনির্ঘোষ-কণ্ঠে মায়াবাদি-কুতর্কিকের কঠোর সমালোচনা ও বিশুদ্ধ-বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত স্থাপন দ্বারা সাধু-মহাপুরুষগণ জগতের নিত্যকল্যাণ কামনা করিয়াছেন। তজ্জন্ত সর্ব-বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের “ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সংস্রু সজ্জত বুদ্ধিমান্” বাক্যই আমাদের জীবনের আদর্শ হউক। “মগ্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুরুঃ শ্রীজগদ্-

গুরু”—বিশ্রুত সেবকের বিচার। জগদগুরু ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়-বিনির্মূলক। তিনি বৈষ্ণবগণকে দারোয়ান বা প্রহরী নিযুক্ত করিয়া “শালগ্রামদ্বারা বাদাম ভাঙ্গিতে” চাহেন নাই বা কস্মজড়-স্মার্ত্তবাদ ও শৌক্ৰ-ব্রাহ্মণতার প্রাধান্তও স্বীকার করেন নাই। “অপরাধ-ভঞ্নের পাট—কুলিয়া”কেই তিনি প্রকাশ বা প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। শুদ্ধা সরস্বতীর সেবা-সৌরভ বিস্তার করাই তাঁহার আদর্শ ছিল। তাঁহার প্রকটাবস্থায় সেই আদর্শই কায়-মন-বাক্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মৎসরগণ সেই সেবামোদ লক্ষ্য না করিয়া “মণিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশুতি ছিদ্ৰম্” নীতি অবলম্বনপূর্বক অমানী-মানদ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন মাত্র।

যে-কালে জগতে হরিকথার দুর্ভিক্ষ, ধর্ম্মীয় পরিবেশের অভাব, বহুমুখী নাস্তিকতার প্রাবল্য, শ্রোত-আম্নায়ধারা বা সংসম্প্রদায় রক্ষা করা দুর্লভ ব্যাপার, সেই সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত আত্মকলহ বড়ই পরিতাপের বিষয়। ইহাতে সাময়িকভাবে ‘মগজধোলাই’ বা intellectualismএর কিছুটা কসরৎ হইতে পারে, কিন্তু সম্প্রদায়-সংরক্ষণে আচার্য্যোচিত মনোভাবের পরিচয় কোথায়? “বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্থ্যধর্ম্মের গৌরব”—এই মহাজনবাণী এক্ষেত্রে কতটুকু প্রতিপালিত হইল? রূপানুগ সারস্বত গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য,—যে-কোনরূপ ভক্তিবিরোধী মতবাদ খণ্ডন, ভক্তিসদাচার প্রবর্তন, শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও শ্রীনামহট্টের প্রচার। ইহাই বিনোদ-বাণীর মনোভীষ্ট স্বরূপ-রূপানুগ সেবা বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মনুষ্য-সমাজ আজ নির্বিশেষ বিচার লইয়াই কাল কাটাইতেছেন। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাপথে তাঁহাদের আচার-বিচার বেশভূষা-শিক্ষাপদ্ধতিতে নাস্তিক্য ভাবধারাই পরিলক্ষিত হইতেছে। যাহারা এই গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়াছেন, তাঁহারা নিজদিগকে অধিকতর বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের নিকট দার্শনিক ধর্ম্মীয় পরিবেশ অলীক-কাল্পনিক ভাব-প্রবণতা-বিশেষ ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু আন্তিকগণ মুহুমুস্তিকে ইহা কিরূপে অস্বীকার করিতে পারেন? “Science ends in philosophy and philosophy ends in religion”—এ বাক্য নাস্তিকগণ কি স্বীকার করিয়া লইতে দ্বিধা করিবেন? তাঁহারা জড় ও চেতনকে কি একই অবস্থা বলিয়া মানিবেন? বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় এইরূপ

সন্দেহবাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং নিরীশ্বর শিক্ষাই এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। মানুষ আজ অহিংস-নীতিতে বিশ্বাস হারায়ে হিংসাশ্রয়ী হইয়া অধিক লাভবান হইবে বলিয়া ভাবিতেছে। হিংসারনীতিতে পার্শ্বিক-বলের প্রাধান্ত স্বীকৃত, কিন্তু অহিংসা মানবকে আল্লাহ্‌বলে প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্মভিত্তিক সমাজবাদই জগতের কল্যাণ আনয়নে সমর্থ, তাহাতেই বিপুল সাম্যবাদ বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর। উচ্ছৃঙ্খল সমাজে নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, শ্রেষ্ঠ ও গুরুজনদিগের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করিতে না পারিলে সুবিচার ও সুশিক্ষা সুদূরপরাহত।

দেহ-মনোধর্মের চিন্তা লইয়া একগণ্ডে কুকর্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ সনাতন-ধর্মের আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগীকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সকলেই পরিশেষে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। ভক্তিবৃত্তিকে বাদ দিয়া যে-কোনরূপ কর্ম-জ্ঞানাদির প্রয়াস নিরর্থক, ইহা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। সেব্য-সেবক, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা একই পর্য্যায়ভুক্ত হইলে কাহার প্রতি কে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা আরোপ করিবেন? তখন যথেষ্টাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাই সেইস্থান অধিকার করিয়া বসে। উহাকেই অনেকে উদারতা ও বিশ্বপ্রেম বলিয়া ভ্রম করেন। ভোগবাদী জগৎ বিশ্বস্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়া কেবল স্বার্থপরতার আশ্রয়পূর্ব্বক স্তূঁ সমাজ-জীবনের উপর আঘাত হানিতেছে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বিবেকহীন মায়াবিমুগ্ধ জীবগণ এইরূপে নিজেরা বঞ্চিত হইতেছে ও অপরকে বঞ্চিত করিতেছে। গ্রাম্যবার্ত্তা লইয়া কালাতি-পাত শিষ্টজনের প্রতি দ্রোহাচরণ ও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে রত থাকিয়া অশান্ত ব্যক্তিগণ কখনই শান্তিলাভে সক্ষম হয় না। অপরের অকল্যাণ ও অনিষ্ট চিন্তাকারীর মঙ্গল কোথায়?

অখিল লোকশিক্ষক জগদগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তবিরোধ, রসাতাস-দোষ ও মর্যাদালঙ্ঘন কখনও সহ করেন নাই। সুবিধাবাদী গুরুভোগী ও গুরু-ত্যাগিগণ জড়ীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-লাভাশায় অনর্থগ্রস্ত হইয়া কুটীনাটী ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয় দিতেছেন। কেহ কেহ শিষ্যভিমানী হইয়াও নিজের অসংচিন্তা অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া নির্দোষ সাজিতে চাহিতেছেন। আবার কেহবা আচার্য্যের প্রাধান্ত স্বীকারে পরাজুখ হইয়া সহজিয়া-গুরুর সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক “মূল-আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্য” পরিত্যাগ করিতেছেন। আবার

কেহ আখেরেৰ বন্দোবস্তেৰ জন্তু দেহাৰামী হইয়া গুরু-বৈষ্ণব-বিদেষিগণেৰ পদাবলেহনে ব্যস্ত হইয়াছেন। এইরূপ জড়ীয় প্রচেষ্টা সৰ্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বদ্ধজীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। তথাপি যাহারা মোহান্ন হইয়া লজ্জা-ঘৃণা-ভয় বিসজ্জনপূৰ্বক চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও গুরুবৈষ্ণবগণেৰ মৰ্যাদা-ভঞ্জন কৰিয়া চলিয়াছেন, “তাৰ শস্তা জন্মে জন্মে আছে প্রভু যম”। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ইহাদেৰ স্তুতি প্রদান কৰুন—ইহাই তাহাদেৰ শ্রীচরণে ঐকান্তিক প্রার্থন।

বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা-ভাগবতাদি সাস্বত শাস্ত্র শ্রোতপন্থায় শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার কৰিয়াছেন। বাস্তব শিক্ষার উহাই উৎকৃষ্টতম মাধ্যম। ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমই চেতন জীবের ধৰ্ম বা স্বৰূপ। সদগুরুর পদাশ্রয়ে শ্রদ্ধাবান্ জীব শব্দবন্ধেৰ উপাসনাধারা স্ব-স্বৰূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবেন। মহাবদান্তাবতার শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সেই শ্রীনামেৰ বৈশিষ্ট্য প্রদৰ্শনেৰ নিমিত্তই জীবের ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত মূল-শব্দপ্রমাণ ও শ্রীতিই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণয় কৰিয়াছেন। কলিকালে শ্রীনামসংকীৰ্তন-যজ্ঞেই শ্রীভগবান্ আরাধিত হন। তজ্জন্তু শ্রীপত্রিকা শ্রীভগবানেৰ শ্রীনামাদি-মহিমা বৰ্ণনধারা তাহার স্তূপসেবার সঙ্কল্প গ্রহণ কৰিয়াছেন। শ্রোতবাণী প্রচারই তাহার একমাত্র কৰ্তব্যৰূপে নির্ণীত হইয়াছে। সংসমালোচনায় অগ্রসর হইলেও শ্রীপত্রিকাৰ কাহারও মনে আঘাত প্রদানেৰ ইচ্ছা নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি-বিচ্যুতিৰ জন্তু আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণববৰ্গ ও শ্রীপত্রিকাৰ পাঠক-পাঠিকাগণেৰ নিকট ক্ষমাভিক্ষা কৰিতেছি।

শ্রী শ্রীগুরু-গোৱাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউৰ জয়গানধারা শ্রীপত্রিকাৰ নববৰ্ষে শুভযাত্রা সূচিত হইতেছে। তাহাদেৰ অহৈতুকী কৰুণা ও কৃপাশীষে সাধন-ভজন-বিষয়ে সকল বাধা-বিপত্তি দূৰীভূত হউক ও উৎসাহেৰ সহিত রূপানুগ গুরুবৰ্গেৰ আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনে শক্তি-সামৰ্থ্য লাভ কৰিতে পারি—ইহাই একমাত্র সকাফু প্রার্থনা। নিৰীককণ্ঠে ও নিৰপেক্ষভাবে শ্রীৰূপ-বদ্যনাথেৰ কথা প্রচার ও রূপানুগ চিন্তাধাৰায় অনুপ্রাণিত হইতে পারি—ইহাই আজিকার দিনে চরম আকাঙ্ক্ষাৰ বিষয় —

“যদি গমনমধস্তাৎ কৰ্মপাশানুবদ্ধো,

যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষীকীটে।

ক্রিমিশতমপি গতা জায়তে চান্তুরান্না,

ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা ॥”

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER “SHRI GOUDIYA-PATRIKA”

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i. e. once in a month.
3. Printer's Name - Shri Nabajogendra Brahmachari,
Bhakti-Bandhab.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnab.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,

Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnab.

Address—Shri Devananda Goudiya Math

Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Names and Address of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the total capital. Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Nabajogendra Brahmachari
Signature of Publisher

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বকুসেন-কথাস্থ যঃ ।



গৌড়ীয়-পট্টিকা

নোং পাদম্নেদেযদি রতিং ভ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ।

অন্ত ধর্ম স্মৃতিরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার ঘটি নৈলে পও সেই শ্রম ।

২৩শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ৪ মধুসূদন, ৪৮৫ গোরাক
বুধবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৭৭ ; ইং ১৪১৪।১৯৭১ } ২য় সংখ্যা

সান্নাং

শ্রীবিলাপকুসুমাজ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

অমৃতাক্ষি রসপ্রায়ে স্তব নূপুরসিঞ্জিতৈঃ ।

হা কদা মম কল্যাণি বাধির্ধ্যমপনেষ্যতে ॥ ১২ ॥

হা কল্যাণি ! বাধিকে ! অমৃতসাগরের রসস্বরূপ তোমার নূপুরধ্বনি-
সকল কবে আমার বাধির্ধ্য অর্থাৎ বধিরতা দূরীভূত করিবে ? ॥ ১২ ॥

শশকভৃদভিসারে নেত্রভৃঙ্গাঞ্চলাভ্যাং

দিশি বিদিশি ভয়েনোদ্যুগিতাভ্যাং বনানি ।

কুবলয়দল কোষাণ্যেব কলপ্তানি যাভ্যাং

কিমু কিল কলনীয়ো দেবি তাভ্যাং জনোহয়ং ॥ ১৩ ॥

হে দেবি ! জ্যোৎস্নাভিসারে ভীত বশতঃ দিক্ বিদিকে উদয়ুর্গিত যে-
নেত্র ভৃঙ্গদ্বয়ের অঞ্চল অর্থাৎ কটাক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা কাননসমূহকে কুবলয়
দল কোষ অর্থাৎ নীলপদ্ম সদৃশ করিতেছ, সেই নেত্রভৃঙ্গদ্বয় দ্বারা এই অধম
জনকে কি একবার নিরীক্ষণ করিবে না অর্থাৎ কটাক্ষ দৃষ্টিতেও কি দেখিবে
না ? ॥ ১৩ ॥

যদবধি মম কাচিৎসঞ্জরী রূপপূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্র দ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার ।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজি প্রকামং
চরণকমল লাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ ॥ ১৪ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরী ! যে অবধি এই বৃন্দাবনে কোন অনির্কচনীয় রূপমঞ্জরী
তোমার পরিচর্যাাদি প্রকার শিক্ষার জন্ত আমার প্রতি নেত্র প্রকাশ
করিয়াছেন, সেই অবধি তোমার চরণদ্বয়ের অলঙ্কৃত দর্শনে আমার অভিলাস
হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

যদা তব সরোবরং সরস ভৃঙ্গসংঘোল্লসৎ
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারি সম্পূরিতং ।
স্ফুটৎ সরসিজ্জাক্ষি হে নয়নযুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্ত্যে রসে ॥ ১৫ ॥

হে বিকসিতপদ্মাক্ষি ! যদবধি তোমার সরোবর (শ্রীরাধাকুণ্ড) শকারমান
ভ্রমরসমূহ কর্তৃক উল্লসিত পদ্মনিচয়ের দ্বারা অত্যন্ত সুশোভিত এবং সুমধুর
জলে পরিপূর্ণ হইয়া আমার নেত্রদ্বয়ের সাক্ষাতে বিকাশমান হইতেছেন,
সেই অবধি তোমারই দাস্ত্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে ॥ ১৫ ॥

পাদাক্ষয়োস্তব বিনা বর দাস্ত্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে ।
সখ্যায় তে মম নমোহস্ত নমোহস্ত নিত্যং
দাস্ত্যায় তে মম রসোহস্ত রসোহস্ত সত্যং ॥ ১৬ ॥

হে দেবি ! তোমার পাদপদ্মের দাস্ত্য ব্যতিরেকে আমি কোন কালে
অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না, অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমার
নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক এবং আমি শপথ করিয়া বলিতেছি
তোমার দাস্ত্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক ॥ ১৬ ॥

অতি সুললিত লাক্ষাশ্লিষ্টসৌভাগ্যমুদ্রা
ততিভি রধিকতুষ্ঠ্যা চিহ্নতী কৃত্য বাহু ।
নখদলিত হরিদ্রাগবর্বগৌরি প্রিয়াং মে
চরণকমলসেবাং হা কদা দাস্যসি ত্বং ॥ ১৭ ॥

হে রাধে ! তুমি নখ দলিত গন্ধিত হরিদ্রার ত্রায় গৌরাদী, আমি
অতিশয় সন্তোষের সহিত তোমার চরণস্থ অতি সুললিত অলঙ্ক পঙ্ক্তিতে
সংযুক্ত সৌভাগ্যচক্ৰ বাদি চিহ্নসমূহ দ্বারা বাহুদ্বয়কে চিহ্নিত করিয়া
অবস্থিত থাকিলে আমার অভিলাষিত অতি প্রিয় ত্বদীয় চরণকমলের সেবা
কবে আমাকে দান করিবে ? আমি সবিষাদে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৭ ॥

প্রণালীং কীলালৈর্বহুভিরসংক্ষাল্য মধুরৈ-
মূর্দা সংমার্জ্য শৈবিবৃত কচবৃন্দৈঃ প্রিয়তয়া ।
কদা বাহাগারং বরপরিমলৈধুপনিবহৈ-
বিধাশ্চে তে দেবি প্রতিদিন মহোবাসিতমহং ॥ ১৮ ॥

হে দেবি ! আমি অনেক স্নমধুর জল দ্বারা প্রণালী (মুরী) প্রক্ষালন
করিয়া এবং ঐ প্রণালীকে আমার বিস্তৃত কেশ কপাল দ্বারা প্রিয়জ্ঞানে
সম্মার্জিত করিয়া কবে প্রতিদিন তোমার উৎকৃষ্ট বাহু ভবন ধুপনিবহের
দ্বারা হুবাসিত করিবে ? ॥ ১৮ ॥

প্রাতঃ সুধাংশুমিলিতাং মৃদমত্র যত্না
দাহৃত্য বাসিত পয়শ্চ গৃহান্তরেচ ।
পাদান্বুজে তব কদা জলধারণা তে
প্রক্ষাল্য ভাবিনি কচৈরিহ মার্জ্জয়ামি ॥ ১৯ ॥

হে সুন্দরি ! গৃহমধ্যে প্রাতঃকালে কপূর্ববাসিত মৃদিকা ও স্নবাসিত
জল তোমার চরণদ্বয়ে প্রদান করিয়া জলধারণার পুনঃ প্রক্ষালনপূর্বক পরিচরণ
যোগ্যস্থান কবে কেশ দ্বারা মার্জ্জিত করিবে ॥ ১৯ ॥

প্রক্ষাল্য পাদকমলং কৃতদন্তকাষ্ঠাং
স্নানার্থমগ্ন সদনে ভবতীং নিবিষ্টাং ।
অভ্যজ্য গন্ধিততরৈরিহ তৈলপূরৈঃ
প্রোদ্বর্তয়িষ্যতি কদা কিমু কিঙ্করীয়ং ॥ ২০ ॥

হে রাধিকে ! তুমি পদপ্রক্ষালন ও দন্ত সন্মার্জন করিয়া স্নানার্থ অগ্নি
ভবনে উপবেশন করিয়া থাকিলে এই দাসী কবে তোমার গাত্র, স্নগন্ধি তৈল
সকলের দ্বারা মার্জ্জিত করিবে ? ২০ ॥ (ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসেবার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

প্রক্টর রোড, বোম্বে ৭

৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২

২২শে জুলাই, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ১৮ই তারিখের একখানা বিস্তৃত পত্র পাইলাম। ঐ তারিখে * * * এর কার্ড পাইয়াছি। আপাততঃ * * * কে আবশ্যক হইতেছে না। সে পার্টনায় যেরূপ কার্য্য করিতেছে, সেরূপ করিতে থাকুক। মধ্যে মধ্যে গয়ায় আসিয়া সে তোমাদের সাহায্য করুক।

তোমার লিখিত বিবরণ পড়িলাম। কু—বাবু অ—র অমুগত ব্যক্তি। অ—বাবু আ—দাসের ভাগিনেয়ের জ্যেষ্ঠত্ব ভাই। বা—দলের মতানুবর্তী অর্থাৎ কর্ম্মী ও ভোগি-সম্প্রদায়ভুক্ত। স—ভোগী ও মায়াবাদী এবং প্রকৃত-বিচারবিশিষ্ট। স—শ্রীহট্টের তবীগঞ্জ নিবাসী ও শৌকজাতাভিमानে বিমূঢ় ব্যক্তিগণের প্রিয়; বিশেষতঃ হেনোথিষ্ট বা পাঁচমিশালিদলের সহিত স—এর সম্বন্ধ। মায়াবাদী বলিয়া সে বহু বিমুখদল সংগ্রহে পটু। মহাপ্রভুর বিদেষী বলিয়া গৌড়ীয়গণ তাহার মুখ দর্শন করেন না। যাহারা নির্বুদ্ধিতাক্রমে মহাপ্রভুর বিরোধীর শিষ্য হয়, তাহারা রাধাগোবিন্দের ভজনে বা গৌর-সেবায় অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয় না। কপট ব্যক্তিগণ রাধা-গোবিন্দের ভজন মুখে যে স্বীকার করে, তাহা লোকপ্রতারণা মাত্র। ঐ সকলকে সুপথে আনাহিতে না পারিলে তাহারা সত্যের আদর করিবে না। রা—এর দল জড়-সম্বন্ধবাদী এবং লৌকিক পরার্থিতার আবরণে আবৃত বলিয়া আমরা উহাদের সঙ্গ করি না। উহারাও গৌর-বিরোধী। এই সকল লোকের অমুগ্রহের উপর কিছু গয়ামঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুদ্ধভক্তিগণের ভজনোন্নতির জন্তই গয়ামঠ প্রতিষ্ঠিত। যে-কালে স—, রা—প্রভৃতি লৌকিক তাৎকালিক নায়কগণের পূজা সংসারে বিলুপ্ত হইবে, তৎকালেও অখিলরসামৃতমুত্তি কৃষ্ণের সেবা নিত্যকাল প্রকটিত থাকিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের গৌর-লীলার আদর্শ জীবের একমাত্র মঙ্গলের পথ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ঐ উভয় দলই প্রাকৃত বিচারবিশিষ্ট বলিয়া চরমে

হলাহল মায়াবাদে নিমগ্ন। প্রপঞ্চে উহাদের তামসিক প্রবৃত্তি প্রবলা। সুতরাং * * * ও * * * প্রভুর অপ্রাকৃত বাণী জড়বিচারপর রু—বাবুর ভোগের ইন্ধন যোগাটেতে পারে নাই। রু—বাবুর আত্মীয়ের মনিব মহাশয় অর্থাৎ গয়ার রায় ষ্টেটের—বাবু স—দাসীয়া হওয়ায় মহাপ্রভুর বিদেষী এবং গোড়ীয় বা বাঙ্গালীর বিদেষী হইয়া পড়িয়াছেন। রু—এর সরলতার সুবিধা লইয়া স—দাসীয়া দল তাহাকেও বিপথগামী করিয়াছে।

রায়বাহাদুর কা—পরলোকগত ম—মহারাজের দ্বিতীয় মূর্তি, তাহা আমি অনেক দিন হইতেই জানি। এজন্য তাঁহার সরলতার প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। তিনি জনমত-প্রিয়; শুদ্ধভক্তির কথা তাঁহার রোচমান। প্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে অসমর্থ। গৌরসুন্দরের প্রতি তাঁহার একটু ভক্তি থাকিলে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত—পদ্ধতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেন।—পত্রিকার সংবাদ-দাতা উকিলটিও শুদ্ধভক্তির অনুরাগী নহেন। কিন্তু আমরা গয়ামঠ কিজন্য স্থাপন করিয়াছি তাহা লোকে ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদঙ্ক-বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের গয়ামঠ স্থাপিত হয় নাই, পরন্তু শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্যই এই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠস্থাপনরূপ হরিসেবার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে। রু—এর অনুগ্রহ বা তা—এর বিচার রা—এর দলের লোলজিহ্বা ও অশ্রুসিক্ত ভোগিগণের ঝরণা থামাইবার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। কেবল দুই একটি টাকা দিয়া গয়ামঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, জানিবে।

কর্মীর কর্মকাণ্ড ও জড়াভিমানীর আভিজাত্যের মূল্য অন্ধকপর্দক-মাত্র। মায়াবাদীর ডেঁপোমি ও ভোগীর ভোগা দেওয়া কথার যে কপট সাহায্য আছে, তাহা লইবার জন্য তোমাদের আগ্রহ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে, নতুবা—

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।

নিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্চাদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

শ্লোকের বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধায় পড়িবে, অথবা ইহজগতে ভোগী থাকিয়া পরজগতে গুণমায়ায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে।

* * * * *

রায়বাহাদুর কা—শঙ্করমতাবলম্বী পাঁচমিশালিদলের চিন্তাগ্রস্ত হইয়া
আছেন। তবে লোকটা সদসৎ বিচারহীন সরল বলিয়া ভবিষ্যতে
বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। * * * ভোগিদল চিরদিনই আমাদের
বিরুদ্ধ। গয়ায় সেই দল প্রবল হইতেছে। অসার মু—ও ইন্দ্রিয়তাড়নায়
গয়ায় ঝঠ করিতে গিয়াছিল, উহার দল নানাভাবে তোমাদের সহিত কপটতা
খেলিবে। ঐগুলিকে ভগবানের পরীক্ষা জানিবে। জীবের সৌভাগ্য না
থাকিলে দুপ্পারা মাঝাকে অতিক্রম করা কঠিন। মায়াবাদী ও ভোগী উভয়ই
মায়াবদ্ধজীব। হরিপ্রপন্ন জনগণই কৃষ্ণভক্তের কৃপায় হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট,
নতুবা আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যেও অনেকেই ভোগ-প্রাধান্তে চালিত হইয়া
সত্যের উপলব্ধি হইতে বিরত হয়।

যদি সুযোগ করিয়া পাটনা ও গয়ামঠে আগমন করেন এবং ভূমি প্রস্তুত
করেন, তাহা হইলে সি—ও অ—প্রভুর কথা বুঝিয়া ঐসকল ব্যক্তি মঙ্গল-
পথে আসিতেও পারে, অথবা জাহ্নমেও যাইতে পারে। গয়ায় কার্য্য
করিবার জন্ত ভা—কে লিখিতেছি। আমিও শীঘ্র ঐ প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা
করি। গৌড়ীয়মঠের উৎসবান্তে গয়ায় প্রবল-ভাবে প্রচার করিবার ইচ্ছা
আছে; কৃষ্ণোচ্ছা হইলে উহা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(মনোধর্ম)

১। বদ্ধজীবের ধ্যান মনের ধর্ম কেন?

“ধ্যান—মনের ধর্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান
কখনও চিন্ময় হইতে পারে না।”

—ভৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২। আত্মা, জগৎ ও মুক্তি-সম্বন্ধে মনোধর্মীর ধারণা কিরূপ?

“কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থূল জগতে
সৃষ্ট হইয়াছে; সংসারের উন্নতিরূপ ধর্ম-আচরণ করতঃ ক্রমশঃ আত্মার

উচ্চ-গতি হইবে—এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই জড়-জগৎ নরবুদ্ধি দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ-ধামস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর ঘটয়া পরে নির্বাণরূপ মোক্ষ হইবে—এরূপ স্থির করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধকর্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ত্রায় বৃথা তর্কমাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা-তর্কে প্রবেশ করেন না; যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বারা এসকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না।”

—‘উপক্রমণিকা’, কঃ সং

৩। জড়-নিঃস্বার্থবাদ কি আকাশকুসুম-কল্পনা নহে ?

“নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবৌর (Mirabeau) নামে ভন্ হল্‌বাক্ (Von Holbace) ‘সিস্টেম অব্ নেচার্ (System of Nature) নামক যে গ্রন্থ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন যে, জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই; পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই আমরা ধর্ম বলি। আমরাও দেখিতেছি যে, নিঃস্বার্থপরতা একটি আকাশকুসুমের ত্রায় নিরর্থক বাক্য-বিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজ-সুখ সাধিত হয়। ‘নিঃস্বার্থ’ শব্দ শুনিলে অন্তঃস্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয় সাধন সহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুতা ও স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি ঐ সকল কার্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ লাভের জন্য নিজ-জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করেন।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ২-১২

৪। সম্বতানের পৃথগ্ অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিত কি ?

“‘সম্বতান’ বলিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া অবিচ্ছিন্নতাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যিক।”

—জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

—জগদ্গুরু শ্রীম ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ত্রিসপ্ততিতম আনির্ভাব-বাসরে

শ্রদ্ধাজলি

“সাক্ষাদ্‌করিষ্যে সমস্তশাস্ত্রে-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবৃন্দম্ ॥”

শ্রীকেশবেষ্টদেবায় ভক্তিপ্রজ্ঞান-নামিনে ।
বিশুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-মূর্ত্ত-বিগ্রহ-রূপিণে ॥
গৌরশক্তিস্বরূপায় শ্রীরূপানুগবর্ত্তিনে ।
মায়াবাদ-তমোহ্মায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ ॥

ভক্তি-ধর্ম-চরিত-পাতে

পেল যাঁরা অমরতা,

ক্ষুদ্র জীবন হয় যে ধন্য

স্মরিয়া যাঁদের কথা—

তন্মধ্যে তুমি হে অন্যতম,

ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব,

তোমায় স্মরি' লভে সুকৃতি

এ মরতের মানব ।

হে মুক্ত-শুদ্ধ আরাধ্যতম,

ক'রেছিলে আগমন ।

মহান্তাচার্য্য-বেশে এলে এ'

তিথি করি আলম্বন ॥

হে ধর্মক্ষেত্র-বীরকেশরি,

বেদ-বেদান্তভূষণ !

দেশ-বিদেশে (তব) বিজয়গাথা,

বিঘোষিত সর্বক্ষণ ॥

কুলিশ চেয়ে কঠোর ছিলে,

পুষ্প হ'তে সুকোমল ।

চিত্ত-দর্পণ অনর্থ শূন্য

দীপ্ত স্বচ্ছ নিরমল ॥

শিশুর নগ্ন পরাণসম

তোমারই ব্যবহার ।

শিষ্যমহলে নয়কো শুধু

মুক্ত কৈল সবাকার ॥

হে নটরাজ ! নাটমন্দির

সংকীর্তন-বাঘরোলে—

গভীর মন্ড্রে হ'ত ঝঙ্কত

তব চারুপদতালে ॥

(আজি) তোমার স্মৃতি জাগুক হৃদি-

পূত-আবির্ভাব-দিনে ।

(যেন) কৃপার বলে আনতে পারি

বৈকুণ্ঠ-জগদ্ জিনে ॥

তপ্ত পরাণ-প্রীতি-সুপুষ্পে

মাখি' শ্রদ্ধা-সচন্দনে ।

শ্রীপাদপদ্মে দিলাম ডালি

লহ হাসি-খুসী মনে ॥

শ্রীপাদ-পঙ্কজরেণুপ্রার্থী—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু উদ্ধ মন্থী

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৫)

জীবদশায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে দেহানুসন্ধান নিবৃত্ত হয়, কেবল ব্রহ্মানুভব বিদ্যমান থাকে। এজন্ত ইহার নাম জীবমুক্তি। জীবদশায় কেবল ব্রহ্মানুভব দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, তাহা নহে, পরমাত্মা ও ভগবানের অনুভব দ্বারাও মুক্ত হইতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিল দেবহুঁত সংবাদে জীবমুক্তির লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

মুক্তাশ্রয়ং যহি নির্বিষয়ং বিরক্তং
নির্কারণমুচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চিঃ ।

আত্মানমত্র পুরুষোহব্যবধানমেক-
ময়ীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণ প্রবাহঃ ॥

সোহপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্মহিম্যবসিত সুখদুঃখবাহো ।

হেতুত্বমপ্যসতি কর্তরি দুঃখয়োৰ্যং
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাভ্রুকাষ্ঠঃ ॥

দেহঞ্চ তং ন চরমস্তিতমুখিতং বা
সিদ্ধো বিপণ্ডতি যতোহধাগমং স্বরূপং ।

দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদাক্ষঃ ॥

দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কৰ্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতिसমীক্ষত এব সাত্মঃ ।

তং সপ্রপঞ্চমধিক্রুতসমাধিযোগং

সাপ্নং পুনর্নভজতে প্রতিবুদ্ধবজ্র ॥ (৩২৮।৩৫-৩৮)

মোক্ষাকাজক্ষী যোগীর যোগমিশ্র ভক্ত্যনুষ্ঠানে শ্রীভগবদ্ভ্যান করিতে করিতে তাঁহাতে প্রীতির উদয় হয়। কিন্তু মোক্ষভিলাষ থাকা হেতু তাঁহা হইতে চিত্ত বিরোদ্ধিত হইয়া পড়ে। ঐপ্রকারে চিত্ত যখন নির্বিষয় হয়, তখন তাহার কোন আশ্রয় থাকে না। কারণ ধ্যেয় সম্বন্ধ ব্যতীত চিত্ত কেবল ধ্যানত্যাগ হইয়া থাকিতে পারে না। সাধনদশায় ধ্যানযোগে পরমানন্দ

অনুভব করিয়াছে বলিয়া শব্দাদি বিষয়েও আকৃষ্ট হইতে পারে না ; সুতরাং তৈলবন্তিকার অভাবে দীপশিখার নির্বাণ প্রাপ্তির ন্যায় চিত্তও সহসা লয় প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থায় জীব দেহাদি-উপাধিবিরহিত হইয়া ধ্যাভূষণবিভাগ-শূন্য আত্মা পরমাত্মাকে দর্শন করে। ঈদৃশ যোগী সুপ্তোখিত ব্যক্তির ন্যায় আর সংসার প্রাপ্ত হয় না। সুপ্ত ব্যক্তির অবিদ্যা নিবৃত্তি ঘটে না বলিয়া জাগ্রদশায় সংসার প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যোগীর চিত্ত বিক্লেপের নিবৃত্তি চরমাবস্থা লাভ করে অর্থাৎ অবিদ্যা দূর হয়। তদ্বারা স্ব-স্বরূপ ভূত মহিমায় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন। পূর্বে আত্মাতে যে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব ছিল, অবিদ্যাসত্ত্বত অহঙ্কার না থাকায় সুখদুঃখের কর্তৃত্বাদি থাকে না। এই প্রকার যোগী নিজ দেহও দেখিতে পান না। দেহ আসন হইতে উখিত হউক বা আসনে থাকুক, কিম্বা তথা হইতে অন্তর যাইক অথবা দৈববশতঃ পুনরায় সেস্থান প্রাপ্ত হউক মদিরামদাক্ষ ব্যক্তির যেরূপ পরিচিত বস্ত্রের অনুসন্ধান থাকে না, তাহারও সেইরূপ দেহানুসন্ধান থাকে না। যে পর্য্যন্ত নিজ কর্মফলভোগ জন্ম প্রাপ্ত দেহ সমাপ্ত হয় না, ততকাল পূর্বসংস্কারবশে দৈহিক ব্যাপার সকল নির্বাহ করিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত বর্তমান থাকে। সমাধিপ্রাপ্ত হওয়ার স্বপ্নবৎ প্রতীত দেহ-পরিজনাদিতে অনুরক্ত হন না। জীবমুক্ত ব্যক্তি অবিদ্যাকল্পিত মায়াকার্যসম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া অবগত হন বলিয়া অভিনিবেশই প্রারম্ভ কর্মভোগ হয়।

জীবের সংসার ভোগের হেতু প্রারম্ভ-অপ্রারম্ভ কর্ম, বাসনা ও অবিদ্যা। যাহার ভোগ পাঞ্চভৌতিক দেহপ্রাপ্তি হইতে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রারম্ভ কর্ম। যাহার ভোগ এখনও আসে নাই, তাহা অপ্রারম্ভ। বাসনা হইলেই বিবিধ কর্ম উপস্থিত হয়। আর অবিদ্যা—অজ্ঞানবাসনার হেতুভূতা।

দেহস্থিতি পর্য্যন্ত প্রারম্ভ কর্মভোগ বর্তমান থাকে। তৎপ্রভাবে উচ্চ-নীচকূলে জন্ম দুঃখদারিদ্র্য বা ধনবানতা প্রভৃতি ঘটে। যতদিন দেহানুসন্ধান থাকে ততদিন ঐসকল ভোগ অনুভূত হয়। আত্মদৃষ্টি প্রভাবে দেহানুসন্ধান রহিত হইলে অনভিনিবেশ দৈহিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। কুন্তকারের চাকা ঘুরাইয়া দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নিজেই ঘুরিতে থাকে দেহাভিনিবেশ রহিত জীবমুক্ত-ব্যক্তির তদ্রূপ পৃষ্ঠাভ্যাসে দৈহিক ব্যাপার নিষ্পাদিত হয়।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—দেহাদিবন্ধনের হেতুভূত ভগবৎস্বমুখ্য তিরোহিত হওয়ার পর জীবমুক্তির দেহস্থিত কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তর—ব্রহ্মবিৎ ও পরমভাগবত ব্যক্তির জীবমুক্তি প্রাপ্তি হইলে যদি দেহ ধ্বংস হয় তবে জগৎ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা বা ভাগবতধর্মোপদেশ তিরোহিত হয়। কারণ তাঁহারা বর্ণ্যবিষয়ে উপদেশ দিতে সমর্থ। এজন্ত ভগবদ্দিচ্ছায় তাঁহাদের প্রবন্ধাবশেষ থাকে। কিন্তু তাঁহাদের সাধননিষ্ঠা ও ভগবৎপ্রাপ্তির উৎকর্ষা-প্রবল হওয়ায় করুণাময় ভগবানের কৃপায় অবিদ্যা ও অপ্রারব্ধ ক্ষয় হয়।

গোবিন্দভাষ্যকার বলেন—ব্রহ্মবিদ্যাং দেহস্থিতিদর্শনাং তদারম্ভকং কৰ্ম উপদেশাদি প্রচারিণ্যা তদিচ্ছয়ৈব তিষ্ঠতীতি স্বীকার্যম্। এবঞ্চ সতি মণ্যাদি প্রতিবন্ধসাক্ষে-বহিরিব বিদ্যায়াঃ কিঞ্চিৎ কৰ্মদাহকত্বেহপি ন কাপি ক্ষতিঃ। (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৫) মহাভাগবতগণ সর্বদা ভগবদনুভব করেন। এজন্ত পরতত্ত্ব বৈমূঢ়জনিত অবিদ্যাকর্তৃক পরাভব বা তজ্জনিত শোক মোহ প্রভৃতি সংসার-দুঃখ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। ভক্তিযোগে জীবমুক্ত ব্যক্তির শ্রীভগবানের সহিত সেব্যসেবক সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। তাঁহারা সর্বভূতে নিষ্কেষ্ট দর্শন ও সর্বপ্রাণীকে ভগবদাশ্রিত বলিয়া বা অনুভব করেন ভগবৎস্বস্থে সতত নিমগ্ন থাকাহেতু দেহ স্থিতি সত্ত্বেও দৈহিক ব্যাপার সুখদুঃখাদিতে লিপ্ত হন না।

অতঃপর অস্তিমা মুক্তির কথা বলা হইতেছে—

যত্তেবোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।

সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি শ্বে মহীয়তে। (ভাঃ ১।৩।৩৪)

যদি এই বৈশারদী মতি মায়াদেবী উপরতা হন, তবে নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইয়াছেন—মুনিগণ এইরূপ মনে করেন। তাহা হইতে সম্পন্ন জীব স্বমহিমায় পূজিত হন।

‘যদি’ শব্দ দ্বারা জীবমুক্ত জীবের চরম মুক্তিকালে সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তি নিবৃত্তির নিশ্চয়তা সূচিত হইল। জীবমুক্তিদশায় মায়িক দেহের স্থিতি হেতু মায়াসম্বন্ধ সম্যক তিরোহিত হয় না। তবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তর—মায়া ত্রিগুণময়ী। জীব এই মায়া দ্বারা আবৃত। তমোরজোত্তমের আবরণ অস্বচ্ছ আর তত্ত্বগুণের আবরণ স্বচ্ছ। যেমন আবৃত দীপ প্রকাশরহিত, আর কাচপাত্রে আবৃত দীপ প্রকাশমান।

জীবের রক্তমোণ্ডনের আবরণ থাকাকালে জীব অজ্ঞানচ্ছন্ন থাকে। আর সত্ত্বগুণে আবৃত জীব জ্ঞানবান, তাহাতে নিজস্বরূপ ও পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। সাধন দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহে মায়া নিবৃত্তিকালে সত্ত্বগুণের আচরণ (ঈশ্বরেচ্ছায়) কিছুদিন ঘুচে না, তাঁহার জীবমুক্ত। সত্ত্বগুণের আচরণ থাকিলেও জীবমুক্ত জীব তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন। কারণ মায়ার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না—সম্বন্ধ থাকে ভগবানের সহিত। সত্ত্বগুণময়ী মায়া ঈশ্বরেচ্ছায় বর্তমান থাকে বলিয়া তাহাকে বৈশাখদী অর্থাৎ পরমেশ্বরদত্তা বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় মায়া প্রকাশাত্মিকা বলিয়া ছোতমানা। তখন মায়া স্বরূপাচরণ ও অস্বরূপ আবেশ ঘটায় না বলিয়া মতি-বিদ্যা তাহা জ্ঞানপদার্থ। মায়া জ্ঞানস্বরূপা না হইলেও ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া জ্ঞানরূপিণী। সত্ত্বগুণময়ী মায়া প্রকাশাত্মিকা হইলেও পরতত্ত্ববস্তুর প্রকাশ করিতে পারে না। তাহা স্বরূপশক্তি সহায়তায় প্রকাশ হয়। জীব যখন স্বরূপ শক্তির কৃপাভাজন হয়, তখন পরতত্ত্বসাক্ষাতে সমর্থ হয়। সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তির স্থিতিকালেও স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বিদ্যার আবির্ভাব সম্ভব হয়। পরস্তু প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া জীবের হৃদয়ে আবির্ভূতা হন বলিয়া তাহাকে বিদ্যাবির্ভাবের দ্বারস্বরূপ বলা হইয়াছে। ঘরে প্রবেশ করিলে আর দ্বারের সহায়তা আবশ্যক হয় না। মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে যাহারা কেবল সত্ত্বগুণোপাধি দ্বারা আবৃত তাঁহার স্বরূপশক্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারেন। স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বিদ্যার সাহায্যে ঈশ্বরানুভব লাভ হয়। তখন ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যবধান থাকিলেও তাহা বাস্তবিক ব্যবধান নহে। মায়াবৃত্তি ব্যবধানভাসের মত থাকে। স্থূল-সূক্ষ্মদেহনাশের সঙ্গে মায়ার উক্ত উপাধি তিরোহিত হয়। তখন জীব শুদ্ধচিৎস্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থায় পরমানন্দ সম্পত্তি—ভগবৎসেবাসুখ লাভ হয়। ইহার পূর্বে খনিগর্ভস্থিত মণির মত স্বরূপসম্পত্তিও অনভিব্যক্ত ছিল। খনিগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে উত্তোলিত মণি যেমন সূর্য্যাকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া নিজ দ্যুতিবিকীর্ণ করে, তদ্রূপ জীব মুক্তাবস্থায় নিজস্বরূপ সিদ্ধগুণ সকলের দ্বারা উত্তমরূপে প্রকাশ পায়।

—ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তকিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

ব্রাহ্মণ কে ?

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২৬ পৃষ্ঠার পর)

বর্গশব্দে শব্দকল্পদ্রুমযুক্ত পদ্মপুরাণের প্রমাণ—ন বিশেষোহস্তিবর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ । ব্রহ্মণাপূর্বসৃষ্টং হি কৰ্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥ কামভোগপ্রিয়া-
স্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ । ত্যক্তস্বধৰ্ম্মা রক্তাজাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুজীবিনঃ । স্বধৰ্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা
বৈশ্বতাং গতাঃ ॥ হিংসানুতপ্রিয়া লুপ্তাঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মোপজীবিনঃ । কৃষ্ণাঃ শৌচ-
পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥ ইত্যেতৈঃ কৰ্ম্মভিৰ্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং
গতাঃ । শূদ্রে চৈবভবেল্লক্ষং দ্বিজে চৈব ন বিভতে ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো
ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥ ইতি পদ্মপুরাণং—

জাতিভ্রংশক পাপ, শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে পাতিত্যের কথাও শাস্ত্রে
আছে ; কাজেই গুণ ও কৰ্ম্মের দ্বারা জাতি পরিবর্তন হয় না, যাহারা
বলেন, তাঁহারা শাস্ত্রের কথা বলেন,—তাহা নয় ; নিজের অর্থ যোগ
করিয়া বলেন । তবে ইহা নিত্যই করা চলে না, কালবিশেষে হইয়া-
ছিল, ব্যক্তিবিশেষেও হইতে পারে । বিশ্বামিত্রের ষতদিন তাদৃশ গুণ-কৰ্ম্ম
জন্মে নাই, ততদিনই আপত্তি ছিল । পরে বশিষ্ঠের গুণে মুগ্ধ হইয়াই সেই
গুণ অর্জন করেন, তখনই ব্রাহ্মণত্বের স্বীকৃতি পান । ব্রাহ্মণ শব্দেও তাহার
হানি কারক—

বিষ্ণুমন্ত্রবিহিনোচ্চ ত্রিসম্ভারহিতোদ্বিজঃ ।

একাদশী বিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥

হরেনৈবৈশ্বভোগী ন ধাবকো বৃষবাহকঃ ।

শূদ্রান্নভোজী বিপ্রশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥

স্বর্য্যোদয়েচদ্বির্ভোজী মৎস্ত ভোজী চ যোদ্বিজঃ ।

শিলাপূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তং)

যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিশ্রো বৃষলীপতিরেব সঃ ।

অন্নংবিষ্ঠা জলং মূত্রমনিবেশ্যং হরেনৃপি ।

ভবন্তি শূকরা সৰ্ব্বে ব্রাহ্মণা যদি ভুঞ্জতে ॥

এই সব বহু প্রমাণেই অব্রাহ্মণও গুণকৰ্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে পারেন ।
আব ব্রাহ্মণও হীনজাতি হইতে পারেন ব্যবস্থা দেখা যায় । ব্রাহ্মণের বংশধর

ব্রাহ্মণ যদি অকার্য্য করেন, তবে কেন তিনি পতিত হইবেন না, তাহার কি কোন ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে ? দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছি যে, শাপে অনেক ব্রাহ্মণই অব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। কাজেই ইহার অত্থা করা মীমাংসার বলে হয় না। প্রত্যক্ষ শাস্ত্রকে দুর্বল কে করিবে ? এখনও দেখা যায়, অনেক ব্রাহ্মণের ছেলেই অখাতি খায়, পৈতা (যজ্ঞমূত্র), গায়ত্রী ত্যাগ করে, তাহারাও কি জাতিবলেই ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইবে ? অথবা ব্রাহ্মণের লক্ষণ তাহাতে দেখা যাইবে ? অব্রাহ্মণেও লক্ষণ পেলে কেন তা বলা যাইবে না ? জন্ম-গুণ-কর্ম্ম তিনের মিশ্রণ অতি উত্তম তাহা কে অস্বীকার করিবেন ? জন্ম অপেক্ষাও গুণ-কর্ম্মেরই বৈশিষ্ট্য বেশী শাস্ত্র স্বীকার করেন—শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণই পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

এখন ইহা স্পষ্টই বলা যায়, জাতি গুণকর্ম্মগত। একমাত্র জন্মগত বলিলে ভুল বলা হইবে। তবে উভয়ের মিশ্রণে উত্তম হইবে একথা কে না বলিবে ? অথবা ঝগড়া করার মধ্যে অশ্রের প্রতি বিদ্রোহই হেতু, তাহাও ব্রাহ্মণত্বের হানিকারক বিশেষতঃ মনুষ্যত্বেরও হানিকারক। সাধারণ মানুষের যে-গুণাবলী শাস্ত্রে আছে, সার্ববর্ণিক ধর্ম্মেরও তাহাতে হানি হয়, ব্রাহ্মণত্বের কথা কি ? তাই এই সব আলোচনা বাড়ানো বুধা।

এখন দীক্ষা লইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, এপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। দীক্ষাশব্দের অর্থই হইল “দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপং সর্বং ॥ ইত্যাদি লক্ষণে বৈষ্ণবী দীক্ষায় প্রারব্ধ পর্যান্ত পাপও ক্ষয় হয়, ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্রের রহস্য। বৈষ্ণব সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত প্রমাণ যথা—

“কলৌ ভাগবতং নামদুর্লভং নৈবলভ্যতে।

ব্রহ্মরূদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণাকথিতং মম ॥

শ্বপচোহপি মহীপাল বিষ্ণোভক্তোদ্বিজাধিকঃ।

বিষ্ণুভক্তিবিনো যো যতিশ্চশ্বপচাধিকঃ ॥”

টীকা—বিপ্রাদপ্যধিকঃ উত্তমঃ।

শ্বপচাদপ্যধিকঃ—পরমনিকৃষ্টঃ।

অধম-ইত্যেব বা পাঠঃ ॥

স এব জ্ঞানবান্জোকে যোগিনাং প্রথমো হি সঃ।

মহাক্রতুনাহর্ত্তা হরিভক্তিযুতোহি যঃ ॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ ।
 বিষ্ণুভক্তি সমায়ুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥
 স্মৃতঃ সন্তাষিতো বাপি, পূজিতো বা দ্বিজোত্তমঃ ।
 পুনাতি ভগবন্তুক্তশ্চণ্ডালোহপি যদৃচ্ছয়া ।
 ন মে প্রিয়শ্চতুর্কেদী মন্তুক্তশ্চপচঃ প্রিয়ঃ ।
 তস্মৈদেয়ং ততোগ্রাহং স চ পূজ্যো যথাহুহম্ ॥
 “স্বাদোহপি সত্ত্বঃ সর্বনাথ কল্পতে ।”
 শূদ্রং বা ভগবন্তুক্তং নিবাদং স্বপচং তথা ।
 বীক্ষতে জাতি সামান্যং স যাতি নরকং ক্রবং ॥
 ন শূদ্রা ভাবন্তুক্তান্তে তু ভাগবতা মতাঃ ।
 সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনাৰ্দনে ॥
 সত্রযাজিস্তশ্রেষ্ঠাঃ সর্ববেদান্তপারগাঃ ।
 সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥
 বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ...
 প্রাণং পুণ্যতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

বৈষ্ণবশব্দে কল্পদ্রমেণ—

গুরুবক্ত্রা দ্বিষ্ণুমন্ত্রো যন্ত কর্ণে প্রবিশতি ।
 তং বৈষ্ণবং মহাপুতং প্রবদন্তি মনীষিণাঃ ॥
 বহ্নিহৃদ্যাব্রাহ্মণেভ্যস্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা ।
 রক্ষিতো বিষ্ণুচক্রেণ স্বতন্ত্রো মন্তুকুঞ্জরঃ ॥
 ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকর্মণাং ।
 লিখিতং সান্নিকৌথুম্যাং কুরু প্রশ্নং বৃহস্পতিং ॥

ব্রহ্মবৈবর্তে—

সর্বদেবান্ পরিত্যজ্য নিত্য ভগবদাশ্রয়ঃ ।
 রতস্তদীয়সেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে ॥
 বর্ণানাং ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সাধবো বৈষ্ণবা যদি
 বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনেভ্যো দ্বিজোভ্যো নৃপচোবরঃ ॥
 পরাভক্তা ন মে প্রাণা ন চ লক্ষ্মীনর্শকরঃ ।
 ন ব্রাহ্মণা ন বেদাশ্চ ন বেদ জননী সুরাঃ ॥

ইত্যাদি প্রমাণগুলিতে দেখা যায় বৈষ্ণবগণ জন্মগত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভগবৎ প্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। দুর্ভাষা অম্বরীষ-প্রসঙ্গে তিনি যখন ক্রুদ্ধ হয়ে কৃত্যানল দ্বারা অম্বরীষকে দগ্ধ করিতে প্রেরণ করেন, অম্বরীষ একটুও ভীত হন নাই পিছুও হঠেন নাই, কিন্তু যখন স্তূদর্শন অগ্রসর হইয়া তাহা দগ্ধ করে তখনই ভয়ে দুর্ভাষা ত্রিভুবন ঘুরিয়া এমনকি বৈকুণ্ঠেও আশ্রয় পান নাই। শেষ পর্য্যন্ত অম্বরীষের কৃপা ভিক্ষাই করিয়া জীবন বাঁচাইতে হইল। তিনি নিজেকেও রক্ষা করিতে অসমর্থ আর অম্বরীষ পৃথিবী শুদ্ধ রক্ষা করিতে সমর্থ। তথাপি দত্ত অহঙ্কার শূন্য ইহাই বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি ব্রাহ্মণ অভিমান করেন নাই বরং তাহারই সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। একপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে অনেক আছে। ব্রাহ্মণ্যদেব বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধারণ করায়ই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব তাহার সংপ্রবহীন ব্রাহ্মণও অধম। আর বৈষ্ণবও তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করেন ও তিনি তাহার অপেক্ষাও প্রাণপ্রিয় স্বয়ংই তিনি বলিয়াছেন কাজেই এই নিয়া বিবাদ করা বুথা। ভক্তির তারতম্যেই তারতম্য ব্রাহ্মণকে ভগবান ইহা সম্মান করেন বৈষ্ণবও করেন তাই বলে শুধু জাত্যাভিমান করা যুক্তিযুক্ত নহে। রাজসূয় যজ্ঞের পুত্তিও দ্বিতীয় বাল্মীকি-মুচির ভোজনেই হইয়াছিল—অন্য শত শত ব্রাহ্মণাদি খাইলেও হয় নাই এখন উহা স্মধীগণই বিচার করুন।

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতর্ক, বি.এ. (অনাস)

অধ্যাপক, গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ ;

নবদ্বীপ (নদীয়া)।

সংগ্রহ করুন !

সংগ্রহ করুন !!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত দ্বারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত ৪৮৫ শ্রীগৌরাদেবের

বিশুদ্ধ সান্ন্যাসত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবদির যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

আনুকূল্য—১.৫০ পয়সা, ডাক-মাণ্ডুল স্বতন্ত্র।

“ভক্তির মহিমা”

(একাক্ষ নাটিকা)

—চরিত্র—

মহাপ্রভু—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

গোবিন্দ—ঐ ভক্ত

সনাতন—ঐ ভক্ত

হরিদাস—ঐ ভক্ত

জগদানন্দ—ঐ ভক্ত

প্রমথ দৃশ্য

স্থান—যমেশ্বর টোটা

[বিশ্রাম কক্ষ]

(মহাপ্রভু ও গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ—প্রভু, এইবার আপনি এখানে একটু বিশ্রাম করুন !

মহাপ্রভু—আমার আবার বিশ্রাম ! (ইং হাসিয়া) তবু তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে তখন একটু বিশ্রামই করি ।

(মহাপ্রভু পালঙ্কে শয়ন করিলেন এবং গোবিন্দ প্রভু পদসেবা করিতে লাগিলেন)

[ইত্যবসরে দ্বারদেশে শ্রীমদমহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্বক সনাতন গোস্বামীর প্রবেশ]

গোবিন্দ—প্রভু, সনাতন গোসাঞি এসেছেন ।

মহাপ্রভু—(সনাতনের দিকে লক্ষ্য করিয়া গাত্রোথানপূর্বক) এসো সনাতন ! এই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথর রৌদ্রে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় তুমি কেমন করে কোন পথে এলে ? প্রসাদ পেয়েছো তো ?

গোবিন্দ—প্রভু, গোসাঞিকে আমি নিজের আপনার প্রসাদ পরিবেশন করে এসেছি ।

মহাপ্রভু—ধন্য তুমি গোবিন্দ ! জগৎ-পাবন সনাতনকে প্রসাদ পরিবেশন করে তোমার স্মৃতি অজিত হয়েছে ।

সনাতন—(করজোড়ে) প্রভো ! আমি প্রসাদ পেয়েই এসেছি । এখানে এসেই প্রথমে কীর্তনমণ্ডপে বহু দর্শনার্থীদের ভীড়ের মধ্যেই আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য পেয়েছি । তখন অত্যাধিক ভীড় থাকায় এবং মধ্যাহ্নে আপনার বিশ্রামের সময় জেনে গোবিন্দ প্রভু আমাকে

এই সময় আস্তে বলেছিলেন। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনার্থে সমুদ্রপথ দিয়েই এখানে এসেছি।

মহাপ্রভু—(আশ্চর্যাবৃত হইয়া) সে কি ! সমুদ্রপথে তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে তুমি কেমন করে এলে ? তোমার পায়ে ফোস্কা বা ব্রণ হয়নি তো ?

(গোবিন্দের প্রতি) দেখতো গোবিন্দ, সনাতনের পায়ে ব্রণ হয়েছে কি না ! ওর প্রাণ কত কঠিন দেখ,....এই জৈষ্ঠের প্রখর দাবদাহে উত্তপ্ত বালির উপর দিয়ে ও' কেমন করে হেঁটে এলো ?

গোবিন্দ—(সনাতনের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া) হায়, হায় গোসাঞি ! আপনার পা' দুটি গরম বালুর উপর পুড়ে ঝলসে গিয়ে কত ব্রণ হয়েছে।

সনাতন—(নিজে পায়ে দিকে তাকাইয়া) তাইতো, কিছু ব্রণ হয়েছে দেখছি। এতে কিন্তু আমার কোনও কষ্ট হয় নি প্রভু !

মহাপ্রভু—(সনাতনের প্রতি) সনাতন, তুমি সমুদ্রপথে তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে না এসে সিংহদ্বারের পথ বেয়ে আসতে পারতে। সিংহদ্বারের পথ অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে নীতল ছিল এবং তা'তে পায়ে কোনরূপ ফোস্কা বা ব্রণ হইত না।

সনাতন—প্রভু, আমি মনে করি সিংহদ্বারের পথে আমার চলার কোন অধিকার নেই। ঐ সিংহদ্বার-পথে ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ কার্য্যানুরোধে কেবলই যাতায়াত করেন। অপ্রাকৃত তনু ভগবদ্ভক্তগণের ঐ যাতায়াত-পথে আমার উপস্থিতিতে কোন বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে আমার আশঙ্কা জাগে। অথবা যদি বা কোনক্রমে এই দেহ তাঁদের স্পর্শ ক'রে ফেলে তা'হলে তো আমার সর্বনাশ ! এই নীচ জাতি অধম দেহ অত্যন্ত অসার ; জীবনে কত যে অধর্ম ও অন্তায় কর্ম করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। এমতাবস্থায় আপনার স্পর্শ হ'লে আমার অপরাধ হবে। তাই সমুদ্রপথেই এসেছি। প্রভু ! আপনার অনুগ্রহে আমি কোন কষ্ট বা দুঃখ পাই নি।

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি পরম পবিত্র নিষ্পাপ ভক্তশ্রেষ্ঠ। দেব-মুনিবৃন্দও তোমার স্পর্শে পবিত্র হয়। তুমি শুদ্ধভক্তগণের ভূষণ-স্বরূপ। মর্যাদা-রক্ষণ করাই ভক্তের স্বভাব। তোমার এই মর্যাদা পালনে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

[হরিদাসের প্রবেশ]

(হরিদাস মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন)

হরিদাস—প্রভো! সূদূর বাংলাদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী ও ভক্তবৃন্দ এসেছেন।

মহাপ্রভু—(গোবিন্দের প্রতি) গোবিন্দ, তুমি তাদের বসবার ব্যবস্থা করে দাও গে। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

গোবিন্দ—যথাদেশ ...! (দণ্ডবৎপূর্বক প্রস্থান)

মহাপ্রভু—হরিদাস, তোমাদের সনাতন এসে গিয়েছে। দেখ সে কিরূপ তাপদগ্ধ হ'য়ে কত কষ্ট স্বীকার করে এসেছে! ও' কেন এসেছে জান?

হরিদাস—ও' তো রথষাত্রা-উৎসবে আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থেই এসেছে প্রভু!

মহাপ্রভু—শুধু কি তাই! ওর মনোবাসনা কি ওকেই জিজ্ঞাসা কর। ও' তো সর্বদাই প্রেমাজনচ্ছুরিতলোচনে আমাকে দর্শন করে থাকে। তবু এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এতদূর এসেছে কেন?

হরিদাস—(সনাতনের দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করতঃ) প্রভু কি জানতে চাইছেন বল?

সনাতন—(মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভক্তিস্বরে গদ-গদ কণ্ঠে) প্রভো, আপনার কৃপায় ও অপার মহিমায় আমি হৃদয়ে আপনার সাক্ষাৎ পাই সত্য, তবু এসেছি সাক্ষাৎ দর্শন করতে! আপনি অন্তর্যামী, লীলাময়, সর্বজ্ঞ। আমার মনোভিলাষ তো আপনার অজানা নাই। আর কি বলব নাথ!

হরিদাস—(হরিদাস বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে শ্রীমহাপ্রভুর দিকে তাকাইয়া রহিল)।

মহাপ্রভু—হরিদাস, সনাতনের কথাবার্তা শুন্নে তো! ও' বলতে চায় আমি ওর মনের খবর রাখি। বেশ, তা'হলে বলি শোন;—সনাতন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে না পেয়ে দেহত্যাগের সংকল্প ক'রে সূদূর বাংলা থেকে এখানে এসেছে। সে ভেবেছে এ জন্মে আমাকে শেষবারের মত একবার চোখের দেখা দেখে নিয়ে আমার ছেড়ে চলে যাবে!

(কিছুক্ষণ ভাব গভীর হয়ে নীরবে থাকিয়া সনাতনের প্রতি) কিন্তু তা' হয় কি সনাতন ? তুমি পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী । এই কি তোমার বিচার, দেহত্যাগাদি তমোধর্ম—পাতক কারণ । তমোরজ ধর্মে কখনই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ হয় না । ভক্তি ব্যতীত কি কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ? শাস্ত্র বলেছেন,—“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥” অতএব কুবুদ্ধি ছেড়ে শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি নবধা-ভক্তির অনুষ্ঠান কর, তা'তে শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হইবে ।

সনাতন—(প্রভুর পদতলে পড়িয়া কাদিতে কাদিতে) প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ কৃপালু স্বতন্ত্র ঈশ্বর । আমার মত নীচ পামরকে বাঁচিয়ে আপনার কি লাভ হবে জানি না । যা' ইচ্ছা হয় আদেশ করুন !

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি অস্থমস্তিকে চিন্তা করে দেখ,—যে কালে তুমি আমাকে আত্ম সমর্পণ করেছো তখনই তোমার দেহ আর তোমার নাই,...উহা আমার নিজ ধন । কোন ব্যক্তি তার গাভীকে বাজারে বিক্রী করে দিলে সে-গাভী কি আর তখন তার থাকে ? যিনি গাভীটি কিনে নেয়, তখন সে-ই ঐ গাভীর মালিক হয় । এই সাধারণ বিবেচনাটুকুও কি তোমার নেই ! পরের দ্রব্য তুমি কেমন করে বিনাশ করতে চাইছো ? তোমার ঐ দেহ দিয়ে আমার বহু লীলার প্রকাশ পাবে । কৃষ্ণপ্রেমভক্তিতত্ত্ব, বৈষ্ণবাচার তথা বৈষ্ণবের কৃত্যাদি নির্দ্ধারণ, কৃষ্ণভক্তিপ্রেম-সেবাদি প্রবর্তন, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার এবং বৈরাগ্য শিক্ষণ প্রভৃতি বহু কর্ম তোমার ঐ দেহের মাধ্যমেই আমি জগতে আচরণ করতে ও ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করতে চাই । আমার এই আশা-আকাঙ্ক্ষা নশ্রাৎ করে দিয়ে তুমি দেহ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা কর ? (হরিদাসের প্রতি) দেখ তো হরিদাস, সনাতনের এ কেমন রীতি ? পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ কি খায়, না বিলায় ? পরের দ্রব্য সে কেমন করে বিনাশ করতে চায় ?

হরিদাস—প্রভো ! আপনার গভীর হৃদয় উপলব্ধি করা খুবই কঠিন ! আপনি কার দ্বারা কি কার্য সাধন করবেন আপনি না জানালে কে-ই বা জানবে ? (দণ্ডবৎ করিলেন)

(সনাতনের প্রতি) সনাতন, তোমার খুবই সৌভাগ্য ! প্রভু স্বয়ং তোমার দ্বারা তাঁর নিজকার্য্য সমাধা করতে চান !

সনাতন—(মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া) প্রভু, আপনি অমুগ্রহ ক'রে আমার সর্ববিধ মার্জনা করুন! আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে শপথ করছি আমি আর কখনও আপনার অমতে এ দেহ নষ্ট করব না।

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি আমার বড় আপনার ধন। তোমার বিতৃষ্ণ ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। ওঠো সনাতন, কাছে এসো—!
(সনাতনকে তুলিয়া প্রভু আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন)।

সনাতন—প্রভু! আপনি দয়া করে আমার এই নীচ দেহ স্পর্শ করবেন না। আমার গায়ে কণ্ডুরসা, আমার সর্বাঙ্গ ক্ষত পরিব্যাপ্ত; এ অবস্থায় আপনি আমায় স্পর্শ করলে আপনার যে অপরাধ হবে।

মহাপ্রভু—(সনাতনকে জোড়ে আলিঙ্গনপূর্বক) না—না সনাতন! তোমার এতে অপরাধ হবে না। তোমার স্থান যে আমার হৃদয়ে!...

‘সাধবো হৃদয় মহং সাধুনাং হৃদয়স্থহম্।

মদন্তুশ্চে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥’

হরিদাস—জয়তু প্রভুজি! ধন্য—ধন্য তত্ত্বপ্রবর সনাতন! (দণ্ডবৎ করিলেন) (সনাতনের প্রতি) সনাতন, আজ তোমার দেহ ধন্য! আর আমি অস্পৃশ্য-অধম কান্দাল দীন হীন—নীচ বংশোদ্ভব মহাপাপীষ্ট! তোমার দেহ দ্বারা প্রভু তাঁর নিজ কার্য্য তথা ভক্তিসিদ্ধান্ত-পূর্ণ শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করবেন ও ভক্তিধর্ম প্রচার করবেন। আর এই মহাপাপী নীচ পামর দেহটা প্রভুর কোন কার্য্যে লাগল না। ভারতভূমিতে জন্মে এবং স্বয়ং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম দর্শন পেয়েও এই দুষ্কৃতকারী দেহটা পাপমুক্ত হ'ল না। আমার এ জন্ম ব্যর্থ হ'ল!

মহাপ্রভু—হরিদাস, তুমি আক্ষেপ ক'রো না। তুমি নাম প্রেমী ঠাকুর, তোমার দ্বারাই হরিনামের মহিমা জগতে প্রচারিত হবে। তুমি সর্বগুরু জগতের আচার্য্য। (হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন)

চল, বাহিরে অপেক্ষমান দর্শনার্থীদের দেখে আসি।

হরিদাস ও সনাতন—(মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক সকলের প্রস্থান)। (ক্রমশঃ)

—চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

পত্রোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

আচার্য্য কহেন, তুমি না করিহ ভয় ।

সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥

তুমি খাইলে হয় কোটী-ব্রাহ্মণ ভোজন ।

এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥” (অঃ ৩।২।১৯-২০)

অতএব, শ্রীমদ্বৈতাচার্য্য শাস্ত্র-সম্মত শ্রাদ্ধ করিয়াই বিষ্ণুর নিবেদিত
অন্নদ্বারা পিতৃগণের পূজা করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে তিফা করাইয়া-
ছিলেন। শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে কুর্শ্মপুরাণ বলেন—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেহপি প্রাগ্ননং ভগবতেহর্পয়েৎ ।

তচ্ছেষেণৈব কুর্কীত শ্রাদ্ধং ভাগবতেনারঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৪)

ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনেও প্রথমতঃ ভগবানকে অনুপ্রদানপূর্বক সেই
নিবেদিত অন্নের শেষভাগ দ্বারাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন ।

পদ্মপুরাণ বলেন—

“বিষ্ণোনিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতাস্তরম্ ।

পিতৃভ্যাশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যয় কল্পতে ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৭)

অর্থাৎ বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অতীত দেবতাগণের পূজা করা কর্তব্য ।
পিতৃপুরুষদিগকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে। উহা পিতৃ বা দেবতা-
গণকে অর্পিত হইলে আনন্ত্য ধর্ম অর্থাৎ তাঁহাদের ভগবৎ সেবা-প্রাপ্তির
যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকেন ।

(৫) পঞ্চম প্রশ্ন—মাধবীদেবী বৃদ্ধাতপস্বিনী, শ্রীরাধিকারগণভুক্ত। ছোট
হরিদাস তগুল মাগিয়া অপরাধী হইলেন। শ্রীমন্নমোহপ্রভুর সমসাময়িক-
কালে কত শত ভক্ত স্ত্রীসহবাস করিয়া অপরাধী হইলেন না কেন?

বৈষ্ণবের কৃত্য দু’টি—বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত
থাকিবেন, নতুবা স্ত্রী সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া “বৈরাগী” হইবেন। ‘বৈরাগী’
হইলে আর স্ত্রীলোকে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না।
ছোট হরিদাস ছিলেন বিরক্ত সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত ‘বৈরাগী’। তাঁহার
যাহা করণীয় ছিল, তাহাই জগতের শিক্ষাগুরু শ্রীমন্নমোহপ্রভু চাহিয়াছিলেন।
কারণ নমোহপ্রভুর প্রচারের বৈশিষ্ট্য ছিল—“আচার প্রচার নামের করহ দুই

কার্য্য। তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আৰ্য্য।” “আপনি করিমু ভক্ততাব অঙ্গীকার। আপনি আচরি ভক্তি-শিখামু সবারে।” আপনে না কৈলে ধন্য শিখান না যায়। এই ত’ সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।” তাঁহার “অসংসঙ্গত্যাগ,” এই বৈষ্ণব আচার। শ্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।”

কীর্ত্তনকারী মহাজনদের চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্তই কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে বর্জন-লীলার দ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দর এক মহান্ আদর্শ জগতে প্রচার করিলেন। ছোট হরিদাসের অপরাধ যে সামান্য ছিল, তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের আবেদনে জানা যায়। “অন্ন অপরাধ, প্রভু করহ প্রসাদ। এবে শিক্ষা হইল না করিবে অপরাধ।”

জগদগুরু লোকশিক্ষক প্রভুর নিরপেক্ষতা ও বজ্রাদপি কঠোরতা নিত্য বিরাজমান। সেই হেতু তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,— “প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন। প্রকৃতি সম্ভাষা বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥ দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারুপ্রকৃতি হরে মুন-রপিমন ॥”

মাধবীদেবী—“বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী।” ‘প্রভু লেখা করে যারে রাধিকারগণ।’ এহেন উচ্চাধিকারিনী মহাভাগবতের নিকট তগুল ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া হরিদাসের জ্ঞায় প্রভুপার্ষদের অবৈধকার্য্য না হইলেও ভবিষ্যতে ঐপ্রকার উদাহরণ বা আদর্শে হরিদাসের চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া অনেকে পাঠ্য ও কাপট্য বিস্তারপূর্ব্বক কলিজনোচিত অবৈষ্ণবমত প্রচার করিতে পারে, তাহার নিবারণ-কল্পে জগদগুরু লোকশিক্ষক ভগবানের এই হরিদাস সঙ্ঘক্ষিনী দণ্ডলীলা। শ্রীগৌরসুন্দর অসামান্য দয়ার সাগর হইয়াও কলিজীবের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই একরূপ সঙ্গত্যাগরূপ স্ককঠোর দণ্ডবিধান করিয়া অমন্দোদয়-দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

“দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কালের ভক্তগণের শ্রী-সহবাসের কথা লিখিয়াছেন। যাহারা গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন, তাহাদের বৈষ্ণব-গৃহিণীর সঙ্গ দোষের নহে। সে-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন,—

বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।

দূরে থাকি’ প্রভু দেখি’ করয়ে ক্রন্দন ॥

তা সবার প্রেমাধারে অন্ত নাহি পাই ।

সবেই বৈষ্ণবী শক্তি ভেদ কিছু নাই ।

জ্ঞান-ভক্তি-যোগে পতির সমান ।

কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য ভগবান ॥

তঁাহারা সকলেই পতিব্রতা । তঁাহারা কখনও মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন নাই । ইঞ্জিয়-তর্পণ যথেষ্টাচারিতাকে প্রশ্রয় দেন নাই ।

ধার্মিকগণের কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু জগদগুরুরূপে তাহাও শিক্ষা দিলেন—“সবে স্ত্রী, মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ।” (চৈঃ চঃ আঃ ১৫।২৯)

সুতরাং মহাপ্রভুর পার্শ্বদত্তগণের স্ত্রীসহবাসজনিত অপরাধের কথা দূরে থাকুক, ইহা চিন্তা করাই মহা অপরাধ । “স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু” এই প্রসঙ্গে পরবর্ত্তীকালে বিশদ আলোচনার প্রতিক্ষায় রহিলাম ।

(৬) ষষ্ঠ প্রশ্ন—জাগতিক লোক পরম্পরানুসারে কোন ব্যক্তি মাতার নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন । তঁাহার মৃত্যু হইলে, তঁাহার কি করা বিধি ? অশৌচ পালন করিবে, অথবা গুরুদশাবস্থায় থাকিবে ? (না পূর্ব্বাঙ্গা বেদধর্ম্ম পরবিধি বলবান) ।

শাস্ত্রানুযায়ী গুরুকরণই বিধি, লোক পরম্পরানুসারে গুরুকরণের বিধি নাই । গুরুপরম্পরা বা আশ্রয় পরম্পরানুসারে ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইবে ।

“সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রান্তে নিষ্ফলা মতাঃ ।

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-পাবনাঃ ক্ষিতি পাবকাঃ ॥”

* * * *

“বৈষ্ণবই সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর গুরু ।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—“যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়” । বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে— আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যাপি ।

স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যন্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগরূপে গ্রহণ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ ‘আচার্য্য’ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ।

“আচার প্রচার নামের করহ ছুই কার্য্য”—ইহাই গুরুর কার্য্য। ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে গুরুর গুরুত্ব থাকে না—লঘুত্বই প্রমাণিত হইবে। আপনার প্রশ্নের উত্তর উপরি-উক্ত বাক্যই যথেষ্ট। এক্ষণে, আপনিই বিচার করুন কোন্ গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিলে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়? যদি বৈষ্ণবগুরুর নিকট দীক্ষালাভ করা যায়, তবে গুরুদেব নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে শিষ্যের অশৌচাদি কোন ক্রিয়াই করিতে হয় না। কারণ বৈষ্ণবগণ চিদানন্দময়-দেহবিশিষ্ট। তাঁহারা নিত্য বস্ত্র এবং অচ্যুতের সেবক বলিয়া তাঁহারা চ্যুত হন না। অবৈষ্ণব গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিলে, শিষ্যকে লোকাচারানুযায়ী গুরুদশাদি ক্রিয়া করিতে হয়। সেইজন্তই শাস্ত্র বলেন,—

“পরমার্থ গুরুরাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুরুরাদি পরিত্যাগেনাপি কর্তব্যঃ।

(ভক্তি-সন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

অর্থাৎ ব্যবহারিক, লৌকিক, কোলিক অযোগ্য গুরুত্ব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

হাতের জলগুদ্ধির অন্ত্র কাণে যন্ত্র দিয়া গুরুগিরি ব্যবসার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধি হয় না। শিষ্যের নিকট হইতে যিনি শুধু পরিচর্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন। সাত্ত্বত শাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন শ্রবণের ফলে গুরুশিষ্য উভয়েরই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন হয়।

সংক্ষিপ্তভাবে আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম। মাদৃশ অধর্মের উত্তরগুলি আপনাকে কতদূর আনন্দদান করিবে, তাহা আপনিই জানেন। তবে “সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্য” হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দানে আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে যথাসাধ্য নিয়োজিত করিয়াছি। লেখার মাধ্যমে যদি অজ্ঞাতসারে কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে ক্ষমা করিয়া এ অধ্যম অযোগ্যদাসকে ক্ষমা করিতে শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইয়া আজিকার মত বিদায় নিচ্ছি। ইতি—

শ্রীবৈষ্ণবদাসাভাস—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ত্রিসত্তিতম আনির্ভাব-নামের
প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি

[২]

হে পরমারাধ্য শ্রীল পরমগুরুদেব ! আজ আপনার শুভাবির্ভাব, শুদ্ধাভক্তি প্রদায়িনী পবিত্রা মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিকে বন্দনা করি। আজিকার এই শুভবাসরে আপনার প্রিয় সেবকগণ পবিত্র হৃদয়-ডালিতে নানাপ্রকার সেবা-ভাবনারূপ কোমল পুষ্প সাজাইয়া আপনার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন। ইহা দর্শন করিয়া আমার হৃদয় এক অনির্বচনীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে অভিলাষ জাগ্রত হইতেছে। কিন্তু আমি এমনই দুর্ভাগা এবং আমার এমন কোন সেবা-যোগ্যতা নাই যাহার দ্বারা আপনার শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিব। তাই আমি সর্বাস্তঃকরণে মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী প্রভুবরের শ্রীপাদপদ্মে সকাতির প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি আমায় অহৈতুকী কৃপা ও প্রেরণা দান করুন যাহাতে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ডালিতে শ্রদ্ধারূপী অর্ঘ্য সাজাইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে সমর্থ হই।

হে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিজজন ! আমার জ্ঞায় অসংখ্য কলিহত জীবের উদ্ধারের নিমিত্তই এই প্রপঞ্চে আপনার শুভাবির্ভাব। আপনি কৃপাপূর্বক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তথা ভারতবর্ষের নানা স্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ স্থাপন করতঃ আপনার প্রিয়জনগণ দ্বারা ভারতবাসীর প্রতি-
ষরে ঘরে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন ও করাইতেছেন। আমি যত অধমই হই না কেন আপনার সেই কৃপাবারি হইতে বঞ্চিত হই নাই। তাই আপনার অন্তরঙ্গ নিজজন মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্বক শ্রীচরণকমলে আশ্রয় দিয়াছেন। হে দেব ! আপনি অভিন্ন নিত্যানন্দ বিগ্রহ। প্রভূত শক্তিশালী, আপনি আমায় অহৈতুকী কৃপা করুন ; আপনার কৃপাই আমার উদ্ধারের উপায়। শাস্ত্র বলেন,—

যশ প্রসাদাৎ ভগবৎ-প্রসাদো

যশাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোহপি।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। হে পরমহংসকুলোপাশ্রয় ! আপনি নির্ভীক সাহসিকতার সহিত শুদ্ধ ভক্তিবিরুদ্ধ সমস্ত মতবাদ সমূহ (বিশেষতঃ মায়াবাদ) প্রবল ভাবে খণ্ডন করতঃ জগতে শ্রীকৃষ্ণপরশুনাথ-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী বজ্র বিঘোষ কর্ত্তে প্রচার করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন—প্রার্থনা করি, যেন আমিও আপনার অহৈতুকী কৃপায় অন্তরস্থিত ছয়দোষ ও ছয়বেগাদি দমনপূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে সমস্ত অপসিদ্ধান্তকে বিদূরিত করিয়া বিত্তদ্বান্তঃকরণে শুদ্ধভক্তি-পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হই।

হে পরমকারুণিক শ্রীল পরমগুরুদেব ! আপনার স্মরণীয় জীবনাদর্শে অতুলনীয় গুরুসেবা, প্রগাঢ় গুরুনিষ্ঠা, সদাচার, স্পষ্টবাদীতা, অপূর্ব পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত সংগঠনশক্তি আদি অনির্ব্বচনীয় গুণরাশি শ্রবণ করিয়া শিরঃস্পর্শেই শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে। আপনি যেরূপ গভীর স্নেহ ও প্রগাঢ় বাংলাভাবে আপ্নত হইয়া আশ্রিত জনগণকে লালন-পালন করিতেন—আমিও যেন তাহা হইতে বঞ্চিত না হই।

হে শ্রীগৌরকরুণাশক্তির মূর্ত্ত-ঘন-বিগ্রহ ! আজিকার শুভ প্রকটবাসরে আপনার নিজজনগণ আপনার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের নানা গুণ-মহিমা-কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু আমি অতীব দুর্ভাগ্য, আপনার কোন মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। শুধু আজিকার এই শুভলগ্নে আপনার শ্রীচরণসরোজে দাসাধমের কাকু প্রার্থনা—আপনি আমাকে অহৈতুকী কৃপা করুন, বাহাতে আমি আপনার প্রদর্শিত পথে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্মৃৎভাবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করতঃ আপনার নিজজনগণের আনুগত্যে আপনার মনোভীষ্ট কিঞ্চিৎ পরিমাণেও পূরণ করিতে সমর্থ হই। আপনার কৃপাই আমার জীবাতু।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

নবদ্বীপ (নদীয়া)।

কৃপাপ্রার্থী—

“শ্রীস্বলসখাদাস”

[৩]

অজ্ঞান-তিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজন-শলাকয়া ।

চক্ষুঃস্নানীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

মুকং কৰোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিণ্ ।

যংকুপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব তিথিবরা দেখিতে দেখিতে পুনরায় আমাদের নয়ন গোচরে প্রকটিত হইলেন। মাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথিবরার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়া তিনি বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্ত পুণ্যতীর্থ ভারত ভূমিতে আবিভূত হইয়াছিলেন।

পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বে উদিত-উজ্জ্বল ভাস্কর-স্বরূপ। এই ভব সংসাররূপ সমুদ্রে পতিত জীবকুলকে উদ্ধারের তিনিই একমাত্র কর্ণধার। শ্রীগুরুদেবই আমার জ্ঞায় দুর্গত ভগবদ্বিমুখ, নিখিল জীবকুলকে উদ্ধার করিতে সক্ষম। হে গুরুদেব! আমি তো কিছুই জানিনা, আমার বিদ্যা বুদ্ধিও নাই। আপনার কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল। হে প্রভু প্রিয়ান্ন! আজ আপনার আবির্ভাবে সকলে নানাবিধ উপায়ন স্বহস্তে লইয়া ভদীয় অভয় শ্রীপাদপদ্মে পূজা ও গুণ-মহিমা-কীর্তন করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছেন। কিন্তু হায়, আমার যে কোন যোগ্যতা বা উপায়ন নাই, যদ্বারা আপনার অভয় শ্রীপাদপদ্মের পূজা করিতে পারি। হে প্রভো! শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীকোলহীপের অন্তর্গত আপনার শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে আজ অপূর্ব আনন্দ বিরাজ করিতেছে, ষড়ঋতু ও বসন্তের মৃদু হিল্লোল চারিদিকে যেন অপূর্ব-সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা হইয়াছেন। ফুলের সৌরভে, বিহঙ্গের গানে, ভ্রমরের গুঞ্জনে ও মধুপের গন্ধে সবাইকে যেন উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছে। হে আরাধ্যদেব! আপনার শ্রীঅঙ্গের রূপচ্ছটা-মহিমা হরিকথামৃত ও সিদ্ধান্তের ধারায় জগৎ কত সুন্দর হইয়াছে। শ্রীরূপ-স্নাতন দুই ভাই যেক্রপ শ্রীশ্রীগৌরহরির মনোভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন। তদ্রূপ আপনারাও দুই ভ্রাতা বরিশালে আবির্ভাবপূর্বক শ্রীগৌর-মণ্ডলে আসিয়া তব প্রভুর মনোভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। তব সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া 'কৃতিরত্ন' নাম রাখিলেন শ্রীল প্রভুপাদ। হে 'অনিন্দম্বর শ্রীশ্রীগুরুদেব!

আমি বড় অপরাধী, তাই দণ্ডা করিয়া আমায় এই অপরাধ-ভঞ্নের পাঠে রেখেছেন। আপনার অনুগত ভক্তগণ সর্বক্ষণ আপনার গুণ-মহিমা-কীর্তনে রত থাকেন। তাঁরা যেন আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন।

নিজ কৰ্ম্ম-দোষ-গুণে যে-কোন জন্মে, যে-কোন স্থানে, যে-কোন অবস্থাতেই থাকি না কেন আপনি কৃপাপরবশ হইয়া শুধু এই কৃপা করুন যাহাতে আপনার অহৈতুকী কৃপায় তদীয় শ্রীচরণকমলের সেবাধিকার লাভ করিতে পারি।

শ্রীচরণরেণু-প্রার্থিনী—

অধমাসেবিকা

“গিরিবালী”

[৪]

অজ্ঞান-তিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

যিনি জ্ঞানাজ্ঞানরূপ শলাকা দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত করতঃ দিব্যচক্ষুদান করেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

শ্রীগুরুদেবকে অভিন্ন নিত্যানন্দ, অভিন্ন ব্যাসদেব এবং ভগবানের অতীব প্রিয়ত্বহেতু ভগবৎস্বরূপ বলা হয়। যিনি বৈচিত্র্যময় জগতে ভগবৎ শক্তির অনুকূল ভাবে দর্শন করান, ভগবৎ সেবাধিকার দান করান তিনি ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেব, আজ সেই ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের পূজা-বাসরে আমাদের আত্মকল্যাণ লাভের জন্ত সমবেত হইয়াছি।

প্রকৃতির রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্যা ও কার্যের উন্মুখীন গতিতে ব্যবহারিক লৌকিক, কৌলিক ইত্যাদি বহু প্রকার গুরু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে জগতে যাবতীয় গুরুর মধ্যে মায়া বা অজ্ঞান হইতে উদ্ধারকারী পারমার্থিক গুরুই শ্রেষ্ঠ। ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ দিব্যজ্ঞান দাতা, প্রেমভক্তি প্রদাতা জগৎগুরু—তথা মহান্ত গুরুই যথার্থ গুরু। সেই মহান্তগুরুর চরণাশ্রয় করতঃ আমরা তদীয় দিব্যশক্তির দ্বারা অনাদি কৰ্ম্মবন্ধনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। অনাদি কৰ্ম্মফলবাধ্য ক্ষুদ্র জীব স্বীয় শক্তির দ্বারা দৈব শক্তিসম্পন্ন মায়া, অবিদ্যা তথা প্রকৃতির রাজ্য হইতে কোন দিন উদ্ধার লাভ করিতে পারে না—শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত। ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শাক্তে পরে চ নিষ্কাতং ব্রহ্মহু্যপশমাপ্রমম্ । (ভাঃ ১১।৩।২১)

যিনি “শব্দব্রহ্মে” অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে স্তূনিপুণ । “পরব্রহ্মে” নিষ্কাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, এবং তজ্জন্তু যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভে বশীভূত নহেন তিনি সৎগুরু । সদস্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া উত্তম শ্রেয় বিষয় অবগত হইয়া অনুশীলন করিবেন ।

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম পৃথক্ বস্তু নহে । প্রকৃতির দর্শনে প্রকৃতির রাজ্যে পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না । প্রকৃতির রাজ্যে পরব্রহ্ম শব্দব্রহ্মের দ্বারা প্রকাশমান । পরব্রহ্ম ও তদধীশ-তত্ত্বের রূপায় যিনি বশীভূত, তাঁহার উচ্চারিত শব্দই শব্দব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম । পরব্রহ্মের বৈচিত্র্য দ্রষ্টা বাহ্যদর্শনে প্রকৃতির রাজ্যে অবস্থান করিলেও শব্দ ব্রহ্মের সাহায্যে প্রকৃতির রাজ্যে বৈচিত্র্যের জ্ঞায় তাহা দৃষ্ট হয় । অর্থাৎ পরব্রহ্ম বস্তু প্রকৃতির প্রত্যক্ষের বিপরীত আশ্রয় নরনে প্রত্যক্ষীভূত হয় । বাহার অধিকারে পরব্রহ্ম দৃশ্য হয় নাই তাহার উচ্চারিত শব্দই ‘শব্দ-সামান্য’ । অর্থাৎ তাহার নিকট শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম পৃথক্ বস্তু । তাহার শব্দ-শব্দীতে ভেদ । শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম যাহাকে রূপা করেন নাই বা অনুভূতির বিষয় হয় নাই, তিনি সৎগুরু হওয়ার যথার্থ অধিকার লাভ করেন নাই । তিনি হরিনাম ও দীক্ষাদান করিয়া শিষ্যের যথার্থ মঙ্গল করিতে অসমর্থ । অতএব আমরা গুরুর নিকট বসবাস করে তাঁহার পরব্রহ্মের যথার্থ অনুভূতি সম্বন্ধে বাঁচাই করতঃ পরে দীক্ষাগ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য । আজকাল পারমাণ্বিক রাজ্যে বৈষ্ণব-সৎগুরু—তথা জগৎ-গুরু—ব্যাস কথিত সম্প্রদায়ের বিপরীত অপসম্প্রদায়ে অনেক গুরু দৃষ্ট হয় । তারা পরব্রহ্মে বা ভগবৎতত্ত্বে শ্রীগুরুদেবের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং তদ্ সেবকেরও নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । তাহারা বলিতে চান,—শ্রীগুরুদেব মুক্ত অবস্থায় পরব্রহ্ম বা ভগবান্ হইয়া যান । তাহারা, সেবা, সেবক, সেবা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, দৃশ্য, দ্রষ্টা, দর্শন ইত্যাদির বৈচিত্র্য স্বীকার করেন না । আজকাল অপসম্প্রদায়গুলি অবরোধের বিপরীত আরোহপথে আধ্যাত্মিক রাজ্যের অর্থার্থ, অসম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিয়া শুদ্ধ ভক্তির নিত্য অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নিজেকে মহাপুরুষ, অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর এবং “সন্তবামি যুগে যুগে” গীতার এই বাণী অবলম্বনে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত হইতে চান । তাহারা জীবসেবা ও জীবের মধ্যে

ব্রহ্মের অনুশীলন করেন এবং প্রচার করেন, বৈষ্ণবীয় দর্শনে যাহাকে অজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন বলা যাইবে। অর্থাৎ উহা ভ্রম বা অজ্ঞানতা।

শ্রীচৈতন্যদেবের পর যাহারা শুদ্ধভক্তিবিরোধী নিবিশেষবাদী নির্বাণ মুক্তির সাধনকারী ও প্রচারক হিসাবে মহাপুরুষ ও অবতার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন,—তাহারা শাস্ত্রের যথার্থ অবতারবাদ ও মহাপুরুষের বিচারে অবরোহ দর্শনে অবতারের বিকার, আগাছা ও মহাপুরুষের বিকার-বিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্যে গণ্য হইবে। ঐ বিকৃত অবতারের ও আগাছা মহাপুরুষকে দমন করিবার জন্য অবতারণীতত্ব শ্রীশ্যামসুন্দর-মদনমোহনের পুনঃ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং মায়ার রাজ্যে বিভিন্নিকাময়ী তাণ্ডব নৃত্যরূপ ভোগের কারখানার মধ্যে আমরা মায়ার রাজ্যে বিকৃত ডাইনী মূর্তির বিকৃত অবতার, আগাছা অবতার এবং বিকৃত ও আগাছারূপী মহাপুরুষদের চিন্তাশ্রোতে যত মত তত পথের খাপে পতিত হইয়া ভগবৎ ভক্তির সুকোমল অঙ্গুরটুকু নষ্ট করিয়া না ফেলি সে-বিষয়ে সাবধান হইয়া আধ্যাত্মিকরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই আমরা শুদ্ধভক্তির ধারায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিব সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের কৃপাসিদ্ধ অবরোহ দর্শনে শ্রীগুরুদেব নিত্য। গুরুসেবকও নিত্য। এই মায়ার জগতে এবং পরজগতে শ্রীগুরুদেবই একমাত্র নিত্য-কালের পরম বন্ধু। শ্রীচৈতন্যের ধারায়, গুরু ব্যতীত এই জগতে প্রকৃত বন্ধু বলিবার আর কেহ নাই। যিনি সরল, উদার, নিকপটচিত্তে গুরুসেবা করেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিবিরোধী বিকৃত অবতার-মহাপুরুষ হইতে কোন ভয় নাই,—অর্থাৎ যথার্থ গুরুসেবক পরম নিশ্চিন্ত। নিত্য ভক্তিবিরোধী মায়ার আকর্ষণ হইতে তাঁহার কোন ভয় নাই। সরল হৃদয় নিকপট গুরুসেবককে অন্তর্যামীমূর্ত্তিতে ভগবানই তাঁহাকে রক্ষা করেন। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় ভগবৎ কৃপায় তাহার কুদর্শন, প্রাকৃত-দর্শন বা জড়-দর্শন তিরোহিত হয়, দিবা চক্ষুর প্রকাশ পায়। তিনিই সর্বত্র সর্ব হৃদয়ে ইষ্টদেব আছেন দেখিতে পান। এবং নিজের হৃদয়ে ইষ্টদেব কিভাবে বিরাজ করিতেছেন তাহাও অনুভবের মৌভাগ্য লাভ করেন।

সর্বত্র কৃষ্ণের কৃপা করে বলমল।

সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল ॥

ইহা দর্শনের বিষয় হইবে। যথার্থ গুরুসেবকের দর্শনে ইষ্টদর্শন ব্যতীত অনিষ্ট বা মায়ার দর্শন নাই। তাঁহার দর্শনই ইষ্টদেবের বিলাস-দর্শন বা সুদর্শন।

তাই গুরুসেবক পরম নিষ্ঠীক, পরম শাস্ত্র, পরম দীন। শ্রীগুরুসেবকের নিরাশা-হতাশা বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি পরম আশাযুক্ত। শ্রীগুরুদেবের প্রচুর করুণায় ভগবানকে নিশ্চয়ই লাভ করিব, এই পরম আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। প্রথমে হৃদয়ে আশা পাওয়া যায়, তারপর বস্তুলাভ হয়। শ্রীকৃপাভুগ-গুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই শ্রীরাধামাধবের প্রাপ্তি বিষয়িনী আশা করা যায়। শ্রীগুরুদেব আলোকবস্ত্র। তাঁহার কৃপাতেই স্বয়ংরূপ, স্বয়ংরূপা, স্বয়ংরূপভিন্ন বিগ্রহ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়। তাই আজ ব্যাসাশ্রিত শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি-পূজাবাসরে তাঁহার কৃপালোক আমাদের উপর বর্ষিত হউক এই আশা করি। আর শ্রীভক্তিবিনোদের ভক্তির ধারা, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তের ধার এবং শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞানের, সবিশেষ জ্ঞানের ধারাই আমাদের অমূল্যবোধের বিষয় হইক, দর্শনের বিষয় হউক। এই সকল ধারা আমাদের হৃদয় হইতে তিরোহিত না হউক, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণকমলে সাকাতর প্রার্থনা।

দীন সেবাদাসাভিলাষী—

আবির্ভাব-তিথিবাসর

শ্রীধীরকৃষ্ণ সোসুহৃদ

১৩৭৭ সাল।

গ্রাম কুশলপুর।

শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ

প্রতি বৎসরেই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অমুষ্ঠিত হয়। এই মহোৎসব সাধারণতঃ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-দিবসে অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুই ব্যাসানুগত্য শিক্ষার প্রকৃত প্রচলনকারী। তাঁহারই সময়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা এই ব্যাসপূজার অমুষ্ঠান হয় এবং উহাই বর্তমান ধারার প্রথম অধিবেশন। কিন্তু কালের করালগ্রাসে সমাজে নানান অবিলম্ব প্রবেশ করায় ইহা প্রায় বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইতে থাকে। পরবর্ত্তিকালে আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের দীপ্তমান আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুল-চুড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুবর ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করতঃ গৌড়ীয়-গগনে এক নবজাগরণের অধ্যায় রচনা করেন। এই মহাপুরুষই গৌড়ীয়-গগনে ‘শ্রীল প্রভুপাদ’ নামে

বিদিত। শ্রীল প্রভুপাদই পুনঃ ব্যাসপূজার তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতঃ জগতের সমক্ষে ব্যাসানুগত্যের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

শাক্ত-সম্প্রদায়েও জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতিথিতে ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান থাকিলেও উহা প্রকৃত ব্যাসানুগত্য নহে। কারণ আচার্য্য শঙ্করই তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রে শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রাতৃ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু যুগাচার্য্যকেশরী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসদেবকেই ‘জগদগুরু’ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কারণ শ্রীব্যাসদেবই সনাতন ধর্ম্মের মূলতঃ পথ-প্রদর্শক। তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের উপরিও অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া তিনি সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিগমকল্পতরু সদৃশ ভগবানের শাক্তিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের যিনি রচয়িতা তাঁহাকে ভ্রাতৃ বলিয়া প্রতিপন্ন করা গুরুদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীব্যাসপূজাকে শ্রীগুরুপূজাও বলা হয়। আশ্বাষ-পথের পথিকগণ ইহাকে শ্রীগোপীজনবল্লভের সেবাও বলেন, কারণ শ্রীকৃপানুগগণ গোড়ীয়-গুরুবর্গকে ‘গোপী’ বিচার করেন। সেই গোড়ীয়গণের সেবার নামই শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোপীজনবল্লভ বা শ্রীব্যাসবল্লভ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—জীবের শেষ গতি। সেই সিন্ধু যিনি প্রকট করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা ব্যাসাভিন্ন শ্রীকৃপ। জীবের যাহা চরম গতি, সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সঙ্গে যিনি জীবকে সম্মিলিত করাইয়া থাকেন, তিনিই জীবের প্রভু—গুরুদেব। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ‘দুর্গমসঙ্গমনী’ নিষ্কাশন করিয়াছেন। দুর্গমসঙ্গমনী-অর্থে—দুস্তর সাগরের সেতু বা দুর্লভ-সম্মিলনী। শ্রীগুরুপাদপদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা স্ববল্লভের স্বভজন দান করেন; এজন্য গুরুবাদী, গুরুভজা, কর্তা-ভজা, এক জগদবাদী ও একল-কৃষ্ণবাদীগণের বিচার হইতে শ্রীব্যাস-বল্লভের উপাসক গোড়ীয়গণের বিচারধারা সম্পূর্ণ পৃথক।

শ্রীব্যাসদেব—চিচ্ছক্তির প্রকাশ। গৌরব দৃষ্টিতে শ্রীব্যাসই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ।

মাধবগণ শ্রীব্যাসদেবকে বিষয়-বিগ্রহ বিচার করেন,—

“কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুং।”

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অঃ—পরশর-বাক্য)

কিন্তু গোড়ীয়গণ শ্রীব্যাসদেবকে আশ্রয়বিগ্রহ বিচার করেন,—

সাক্ষাদ্ভিরিহেন সমস্ত শাস্ত্রৈক্যসুখা ভাব্যত এব সত্তিঃ ।

কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তন্তু বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

শ্রীব্যাসদেব চিচ্ছক্তির প্রকাশ ; তিনি বৈয়াসকি-সজ্জের ঈশ্বর । ‘ঋষি-কুলশ্রমণসজ্জ’ যে স্থানে অবস্থিত, তথায় সজ্জের ঈশ্বরেরও অবস্থান অবশ্যস্তাবী । ‘সজ্জ’—এই নামটি আছে, অথচ তাহার ঈশ্বর বা নিয়ামক নাই, যুথ আছে, যুথেশ্বর নাই কিংবা তাহা নির্বিশেষ বা রূপক-ধারণামাত্র,—এই বিচার মায়াপ্রসূত । শ্রীব্যাসরূপ-দর্শনে তটস্থ জীবদর্শন নাই ; তাহাতে আছে বিষয়াশ্রয়-সমাপ্তিষ্ট অদ্বয়জ্ঞানের সুখদর্শন—ইহাই শিষ্যের দর্শন ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদগুরুর লীলা প্রকট করিবার জন্ত এই শ্রীব্যাস-পূজা শিক্ষা দিয়াছেন । তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ ও সমগ্র বিষ্ণুভক্তের মূল হইয়া ও জগদগুরু যে স্বয়ং সন্তোক্তা নহেন, গুরুত্ব হইতে কৃষ্ণ বা মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বকে অর্থাৎ সেবক-ভগবত্বকে বিয়োগ করিলে যে জগদগুরুত্ব থাকে না,—ইহা শিক্ষা দিবার জন্ত শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামপ্রভুর রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অর্থাৎ ব্যাসবল্লভের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান করিবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন ।

সেই অনুসৃত ধারাকে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী যে-ভাবে জগতে প্রকটিত করিয়াছেন তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অস্বদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুরও জগতে প্রচার করিয়াছেন এবং তাহারই অনুপ্রেরণায় অত্যাধিও তদীয় নিজপ্রেষ্ঠ জনগণ বর্তমানের হরিকথা ছুভিকালেও ইহার অনুষ্ঠান করতঃ জগদ্বাসীসমক্ষে উহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন । এতদুপলক্ষ্যে বিগত ৩০শে মাঘ (ইং ১৩২৭) শনিবার হইতে ২রা ফাল্গুন (ইং ১৫২৭) সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমস্ত মঠ ও অনেক ভক্তগৃহে শ্রীব্যাস-পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন । শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের আবির্ভাব-তিথি অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রয়োদিবসব্যাপী ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে । স্থানাভাবে সমিতির মূল কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ ও আসামস্থ শ্রীবাসদেব গোড়ীয় মঠের উৎসব অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল,—

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

বিগত ৩০শে মাঘ (ইং ১২।২।৭১) শনিবার দিবসে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুল-চূড়ামণি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের জুবনমঙ্গল আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীব্যাসপূজার বিপুল আয়োজন করা হয়। উক্ত দিবসেও ব্রহ্মমূর্ত্তে মঙ্গলারতি যথারীতি সম্পন্ন হইলে শ্রীগুরুবন্দনাসূচক বিভিন্ন স্তব-কীর্ত্তনাদি হইতে থাকে। পরে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্পর্কে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ পাঠমুখে বক্তৃতা দান করেন। তদন্তর শ্রীব্যাস-পূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, শ্রীব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চক এবং হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পূজার্চনে সমিতির সভাপতি-আচার্য্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ হোতা ও সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজন পৌরহিত্য করেন। যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রত্যেকেই শ্রীল গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। তদন্তর বিচিত্র উপকরণাদি ভোগারতি কীর্ত্তনমুখে নিবেদিত হয় এবং পরে অভ্যাগত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বৈকাল ৪ ঘটিকায় উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক মহতী সভার আয়োজন হয়; এই সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত সভায় বাংলা, সংস্কৃত, অসমীয়া, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দান করেন। বলা বাহুল্য তৎপর দিবসে বিভিন্ন আন্তিলিপি সভার মধ্যে পাঠ করা হয় ও তৃতীয় দিবসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব উপলক্ষ্যেও যথারীতি অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইয়াছে।

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে

পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্মৃতিকে বহন করিয়া শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক প্রভু এই বৎসরও শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। উক্ত দিবসের পূর্বদিনেই শ্রীমঠকে বিভিন্ন পত্র-পুষ্পদ্বারা স্নশোভিত করা হয়। আরও উল্লেখ যে, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারীজীর বিশেষ সেবা-প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এই বৎসরেই স্থায়ীভাবে শ্রীমঠে বৈদ্যাতিক আলোর

ব্যবস্থা করা হয়। নির্দিষ্ট দিবসের ব্রহ্মমূর্ত্তে যথারীতি আরতি কীৰ্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনাসূচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীৰ্ত্তন হয়। তৎপর পূজানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে অঞ্জলি প্রদানান্তে নিবেদিত বিচিত্রপূর্ণ মহাপ্রসাদ অভ্যাগত ও আগত জনসাধারণকে বিতরণ করা হয়।

বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক ধর্মসভার অয়োজন হয়। এই ধর্মসভায় পণ্ডিত শ্রীযুত গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভু সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এবং সিদগির ভূতপূর্ব জমিদার শ্রীযুত অজিত নারায়ণ দেব ও তদীয় সহধর্মিণী রাণী মঞ্জুলা দেবী প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত হন। শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী B.A., শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির উপরিও অতিথিদয়ও এই ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন। শ্রীব্যাস-পূজার তাৎপর্য্যই যে গুরুপূজা তাহা তাহারা এই প্রথম অবগত হইতে পারিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন এবং এই অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় তাহারা ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরে কীৰ্ত্তনমুখে সভার-কার্য্য সমাপ্ত হয়।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারীজীহ্বয়ের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাদের উক্তরূপ সেবা-উৎসাহ দর্শকের স্মৃতিপথে স্মরণীয় থাকিবেন।

—প্রকাশক

বিরহ-বার্তা

স্বধামে শ্রীকৃষ্ণগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীধাম বৃন্দাবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের অতিশয় প্রিয়, শ্রীসারস্বত গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৃন্দাবনের তীর্থ-পাণ্ডাজী—শ্রীকৃষ্ণগোপাল ব্রজবাসী বিগত ২৪শে পৌষ, ৯ জাম্বুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ৫ টায় নিজের বৃন্দাবনস্থ কিশোরপুরার ‘শ্রীকৃষ্ণ-কুঞ্জে’ অনায়াসে শ্রীহরি-স্মরণ করিতে করিতে ব্রজে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্তিম সময়েও এই ধর্ম-প্রাণ বৃদ্ধ ব্রজবাসীজীর মুখমণ্ডলে অপূর্ব শান্ত-প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে প্রদীপ্ত হইয়াছিল।

ব্রজবাসীজীর পরলোকগমনের সংবাদ ক্ষণমাত্রে বৃন্দাবন, মথুরা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার প্রতি নিজেদের শেষ-শ্রদ্ধাজলি অর্পণের জন্য একত্রিত হইয়া পড়িলেন। বিবিধ প্রকার বাত-যন্ত্রের মাধ্যমে হরি সংকীর্তন করিতে করিতে তাঁহার সুসজ্জিত কলেবরকে লইয়া অগণিত জনসমূহ বৃন্দাবন সহর পরিক্রমা করিয়া যমুনার তটে উপস্থিত হইলেন। সেই-খানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহার সুষোণ্য পুত্র শ্রীরামাশঙ্কর দীক্ষিত, শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত ও শ্রীগৌরীশঙ্কর দীক্ষিত তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে গত ২২ জ্যৈষ্ঠারী-শুক্লাবাসে একটি বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া-ছিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এবং সর্বাধারণকে বিবিধ প্রকারে ভগবৎ প্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করাইয়াছেন।

এই ব্রজবাসীজী পরম উদার, সরল, উপকারী, ধর্মপ্রাণ ও অত্যন্ত মৃদুভাষী ছিলেন। তিনি জন্মজাত কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ব্রজভাষাতে তিনি অনেক প্রকারের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণ-লীলার অতিশয় মধুর পদাবলী এবং রসিয়া ব্রজমণ্ডলে রাসমণ্ডলী এবং রসিয়া রসিক ব্রজবাসীগণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গান করা হয়। তাঁহার পরলোক গমনে আমরা ব্রজমণ্ডলে একজন বিশিষ্ট বন্ধু হারাইলাম। আশাকরি তাঁহার সুষোণ্য উত্তরাধিকারিণী তাঁহার প্রদর্শিত পথে অনুগমন করিয়া তাঁহার অভাবের পূর্তি করিবেন।

স্বধামে শ্রীমতী পঞ্চুবালা দেবী

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পানপাড়া গ্রামস্থ আমাদের গুরুভগ্নী শ্রীমতী পঞ্চুবালা দেবী গত ১৭ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ মঙ্গলবার দিন বেলা ১ট নাগাদ শ্রীধাম নবদ্বীপে তদীয় ইষ্টদেবের নামস্মরণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করেন। প্রকাশ যে, তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবানুকূলো বহু অর্থাদি সাহায্য ও পরিশেষে দেহরক্ষা করার কিছুদিন পূর্বে স্থায়ীভাবে সেবানুকূল্য করার মানসে প্রায় ২ বিঘা জমিও লিখিতভাবে দান করিয়া যান। তিনি ধাম-বাস করার অভিপ্রায়ে কিছুদিন হইতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের মহিলা-যাত্রী-নিবাসে বাস করিতেছিলেন। দেহরক্ষার দিবস পর্যন্ত শ্রীহরিনাম

কীর্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করতঃ ঠাকুরের বাল্যপ্রসাদ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। দেহরক্ষা করার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় সপ্ততিতম বৎসরে পদার্পণ করিলেও স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা ও যথানিয়মে শ্রীহরিনাম শ্রবণ ও শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ হওয়ার মাত্র ৩৪ দিবস পূর্বে অনেক বৈষ্ণববৃন্দের উপস্থিতিতে তাঁহার এইরূপ স্বধাম গমন ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের পরিচয়। তিনি দেহরক্ষা করার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্বে হইতেই বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে মহামন্ত্র কীর্তন করিতেছিলেন। সমিতির দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিজস্ব ডাক্তার তথা বাহিরের বিশিষ্ট চিকিৎসকের অকুণ্ঠ প্রচেষ্টায়েও তাঁহাকে রক্ষা করা যায় নাই। তিনি দেহরক্ষা করিলে পর বৈষ্ণবগণ কীর্তন সহযোগে সুরধনৌ তীরে লইয়া যান। জীবনাবসানের পূর্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম শ্রবণ, বৈষ্ণবদর্শন ও ধামবাস এবং পরে গঙ্গা-স্পর্শন প্রভৃতি সমস্ত সৌভাগ্য লাভ করা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটয়া থাকে। তাঁহার সন্তপ্ত আত্মীয়বর্গের নিকট আমরা স্বহাসুভূতি প্রদর্শন করিতেছি।

স্বধামে শ্রীবলরাম ব্রজবাসী

আমরা ইহা অবগত হইয়া অত্যন্ত মর্মান্ত হইলাম যে, শ্রীসারস্বত গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীগোবর্দ্ধনস্ব তীর্থ-পাণ্ডা, শ্রীবলরাম ব্রজবাসী ২রা এপ্রিল, ১৯২৯ চৈত্র শুক্রবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ‘প্রভুপাদের’ এবং তাঁহার শিষ্য, প্রশিষ্যগণের প্রতি এই ব্রজবাসীর অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি সরল বিনয় ও মধুর ব্যবহার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। কোন বৈষ্ণব তাঁহার নিকটে গেলে তনমন ধনের সর্বপ্রকারে তাঁহার সেবা-সৎকার ও সাহায্য করিতেন। ইহার্য পরলোকগমনে আমরা ব্রজমণ্ডলে একজন আরও বিশিষ্ট সহায়ক ও বান্ধব হারাইলাম।

—বিশেষ সংবাদদাতা

মহা কিঞ্চিৎ

মহৎ ব্যক্তিকেই মহাজন বলে। পারমাণ্বিক ও জাগতিক বিচারে মহৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বর্তমান। বদ্ধ-জীবের মনোধর্ম বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ধারণায় যাহারা তাহার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য এবং ইন্দ্রিয়তপণের ইন্ধনপ্রদানকারী তাহারাই 'মহাজন' বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হন। ভগবদ্ভক্তি হীনের নিকট অগ্রাভিলাষী, কন্মী, জ্ঞানী, অভক্ত যোগী, বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লুপ্ত ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন, সত্য; কিন্তু নিরন্তর-কুহক পরম সত্য বা বাস্তববস্তু-প্রতিপাদনকারী নিম্নসর শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যে-সকল কন্মী জগতে মহাজন বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল ধর্ম বহুগণ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাহাদের বুদ্ধি ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা বিমোহিত, তাই তাহারা ভগবদ্-ভক্তিকে অনাদর করিয়া প্রকৃতির উপাদান-মূলক বিস্তারশীল কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং মায়া-জালে আবদ্ধ। বেদাদি শাস্ত্র পড়িতে গিয়া আপাতরমণীয় মধুর অর্থবাদে তাহাদের মতি জড়ীকৃত। সেই সকল ব্যক্তি প্রাকৃত লোকের ধারণায় মহাজন বলিয়া কল্পিত হইলেও ইহারা পুরুষত্তম শ্রীভগবানের নিত্য সেবায় বুদ্ধি বিশিষ্ট নহেন।

জগতের লোক কর্মবীর বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, ধর্মবীর বলিয়া সম্মান পাইতে পারেন, জ্ঞানবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ বলিয়া পূজিত হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জগতে যে কর্মবীর ধর্মের ভক্ত কর্ম না করেন, যে ত্যাগবীর শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ না করেন, সে ব্যক্তি জীবনমৃত। আর বস্তুতঃ হরি তোষণের নামই সেবা। আর যে-কর্ম্মে, যে-ধর্ম্মে, যে-ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রীতি বা সম্বন্ধ নাই, তাহা জগতে প্রাতঃস্মরণীয় কার্য্য নামে প্রচারিত থাকিলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে নিজেইন্দ্রিয়তোষণ বা ভোগ, কৃষ্ণেইন্দ্রিয়তোষণ বা সেবা নহে! ভগবদিন্দ্রিয়তোষণই সেবা আর সেই সেবা-শিক্ষা যাহাদের নিকট লাভ করা যায়, তাহারাই মহাজন।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধর্মঃ বহুভিঃ পুংসাং বিশ্বকূসেন-কথাম্ ॥



০ গোদায় পট্টিকা

নোংপাদমেরেযদি বতিং প্রমত্তম্ হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা ধনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥

অন্ত ধর্ম সুদ্রুপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২০ বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ৫ ত্রিবিক্রম, ৪৮৫ গোরাঙ্গ
শনিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৭৮ ; ইং ১৫।৫।১৯৭১ } ৩য় সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীবিলাপকুসুমাজলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোঙ্গামি-বিরচিতঃ

অয়ি বিমলজ্বলানাং গন্ধকপূরপুষ্প-

জিতবিধুমুখপদ্মে বাসিতানাং ঘটৌষেঃ ।

প্রণয়-ললিত-সখ্যা দীয়মানৈঃ পুরস্তা-

ত্বব বরমভিষেকং হা কদাহং করিষ্যে ॥২১॥

হে রাধিকে ! তুমি আপনার মুখপদ্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ, তোমার প্রতি যে প্রীতি তাহাই ললিত অর্থাৎ কণ্ঠাভরণ বিশেষ তদ্বারা যিনি প্রথমতঃ গন্ধ, কপূর ও পুষ্প দ্বারা বাসিতজলের কলসসমূহ আমাকে অর্পণ করিবেন, তৎপরে আমি ঐ সকল কলসের দ্বারা দ্বারা কবে তোমার উত্তম অভিষেক বিধান করিব ? ॥২১॥

পানীয়ং চীনবস্ত্রৈঃ শশিমুখি শনকৈ রম্যমৃদঙ্গযষ্ঠৈর্ঘণ্টা-

তুংসার্য্য মোদাদিশি দিশি বিচলনেত্রমীনাঞ্চলায়াঃ ।

শ্রোগৌ রক্তং ছকুলং তদপরমভুলং চারুনীলং শিরোহগ্রাং

সর্ব্বাঙ্গেষু প্রমোদাং পুলকিতবপুষা কিং ময়া তে প্রযোজ্যম্ ॥

হে শশিমুখি ! আমি অতিহর্ষে পুলকিতাঙ্গ হইয়া তোমার স্নানান্তে রমনীয় মৃদু অঙ্গ হইতে সূক্ষ্ম বসন দ্বারা জল অপসারণ করিব, তাহাতে তুমি আনন্দিত হইয়া ইত্যন্ততঃ নেত্ররূপ মীনকে বিচালিত করিবা। তদনন্তর তোমার নিতম্বদেশে রক্তবস্ত্র ও তৎপরে নিক্রপম মনোহর লীলাঘর মস্তকাগ্র হইতে সর্ব্বাঙ্গে যোজিত করিব ? ॥২২॥

প্রক্ষাল্য পাদকমলং তদনুক্রমেণ

গোষ্ঠেভ্রস্মুদয়িতে তব কেশপাশং ।

হা নর্ম্মদাগ্রথিত-সুন্দর-সূক্ষ্মমাল্যৈ-

বেণীং করিষ্যতি কদা প্রণয়ৈর্জনোহয়ং ॥২৩॥

হে নন্দনন্দনপ্রেয়সি ! এই জন (আমি) যথাক্রমে পাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া নর্ম্মদা নামী কোন মালাকার কণ্ঠ্য কর্ত্তক গ্রথিত সূক্ষ্ম মাল্যের দ্বারা তোমার কেশকলাপে কবে সাতিশয় প্রণয় পুরঃসর বৈবীধ্য বিধান করিবে ? ইহাই সবিষাদে প্রার্থনা করিতেছি ॥২৩॥

শুভগমুগমদেনাথগুণ্ডলাংশুবতে

তিলকমিহ ললাটে দেবি মোদাদ্বিধায় ।

মসৃণ-মুসৃণ-চর্চামর্পয়িত্বা চ গাত্রে

স্তনযুগমপি গন্ধৈশ্চিহ্নিত্রিং কিং করিষ্যে ॥২৪॥

হে দেবি ! আমি কি তোমার ললাটে সুন্দর যুগমদের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সানন্দে তিলক রচনাপূর্ব্বক অতি চিকণ কুঙ্কুমাভরণ গাত্রে অর্পণ করিয়া স্তনযুগলকে গন্ধ দ্রব্য দ্বারা চিহ্নিত করিব ? ॥২৪॥

সিন্দূররেখা সীমন্তে দেবি রত্নশলাকয়া ।

ময়া যা কল্পিতা কিস্তে সালকাঞ্জোভয়িষ্যতি ॥২৫॥

হে দেবি ! তোমার সীমান্তে রত্নশলাকা দ্বারা আমি যে সিন্দূররেখা লিখিব ঐ রেখা কি স্বদীয় অলক পঙ্ক্তিকে (কপালের ক্ষুদ্র কেশ সমূহকে) শোভিত করিবে ? ॥২৫॥

হন্ত দেবি তিলকশ্চ সমন্তা-

দ্বিন্দবোহরুণসুগন্ধিরসেন ।

কৃষ্ণমাদনমহৌষধিমুখ্যা

ধীরহন্তমিহ কিং পরিকল্প্যাঃ ॥২৬॥

হে দেবি ! আমি অতিশয় হর্ষসহকারে তোমার এই তিলকের চতুর্দিকে অরুণবর্ণ সুগন্ধি রস দ্বারা ধীর হস্তে কি সেই প্রকার বিন্দু সকল রচনা করিব ? যে-সকল বিন্দু শ্রীকৃষ্ণের মন্ততাকারক শ্রেষ্ঠ মহৌষধির ত্রায় হইবে অর্থাৎ ঐ অরুণবিন্দুসকল শ্রীকৃষ্ণকেও উত্তম করিবে ॥২৬॥

গোষ্ঠেন্দ্রপুত্রমদচিতকরীন্দ্ররাজ-

বন্ধ্যায় পুষ্পধনুষঃ কিল বন্ধরজ্জ্বাঃ ।

কিং কর্ণয়োস্তব বরোরু বরাবতংস-

যুগ্মেন ভূষণমহং সুখিতা করিষ্যে ॥২৭॥

হে বরোরু ! অর্থাৎ প্রশস্ত উরুশালিনী । রাধিকে ! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ মদমত্ত গজরাজের বন্ধন নিমিত্ত তোমার কর্ণদ্বয় যে কন্দর্পের ত্রায় হইয়াছে সেই কর্ণদ্বয়কে কি আমি অত্যন্ত সুখানুভবপূর্বক অবতংস (কর্ণ-ভূষণ) দ্বারা ভূষিত করিব ॥২৭॥

যা তে কঞ্চুলিরত্র সুন্দরি ময়া বক্ষোজয়োরপিতা

শ্যামাচ্ছাদনকাম্যয়া কিল ন সাহসতোতি বিজ্ঞায়তাং ।

কিন্তু স্বামিনি কৃষ্ণ এব সহসা তস্তামবাপ্য স্বয়ং ।

প্রাণেভ্যোহপ্যধিকং স্বকং নিধিযুগং সঙ্কোপয়ত্যেব হি ॥২৮॥

হে সুন্দরি ! শ্রীকৃষ্ণ অবলোকন না করুন এই অতিপ্রায়ে তাঁহা হইতে আবরণ করিবার নিমিত্ত আমি যে তোমার স্তনোপরি কঞ্চুলি (কাঁচুলী) অর্পণ করিয়াছিলাম তাহা যে কেবল মিথ্যা ইহা বিবেচনা করিও না কিন্তু হে স্বামিনি ! রাধিকে ! শ্রীকৃষ্ণই সহসা সেই কঞ্চুলিতা প্রাপ্ত হইয়া যেহেতু নিজের রত্নযুগল বোধে প্রাণাপেক্ষা অধিক বিবেচনাতেই সঙ্কোপন করিতেছেন ॥২৮॥

নানামণি-প্রকরগুহিতচারু-পুষ্টা

মুক্তাশ্রজস্তব শুবক্ষসি হেমগৌরি ।

শ্র ত্ত্যাভূতালস-মুকুন্দ-সুতুলিকায়াং

কিং কল্পয়িষ্যতিতরাং তব দাসিকেয়ম্ ॥২৯॥

হে হেমগৌরি ! শ্রান্তিহেতু অলসাবৃত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শয্যাতে অবস্থিতি
যে তোমার বক্ষঃস্থল তাহাতে এই তোমার দাসী কি নানাবিধ মণি সমূহের
গ্রন্থন জ্ঞাত সুশোভিতা মুক্তমালা পরিকল্পিত করিবে ? অর্থাৎ আমি কি
তোমাকে হার পরিধান করাইব ? ॥২৯॥

মণিচয়-খচিতাভিনীলচূড়াবলীভি-

ইরিদয়িত-কলাবিদ্বন্দ্বমিন্দীবরাক্ষি ।

অপি বত তব দীব্যৈরঙ্গুলীরঙ্গুলীয়েঃ

কচিদপি কিল কালে ভূষায়িষ্যমি কিং নু ॥৩০॥

হে ইন্দীবরাক্ষি ! অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ভূঙ্গাকর্ষক নীলোৎপল নয়নে। মণিযুক্ত
নীলচূড়াবলী অর্থাৎ ভূজের আভরণ চূড়িকা বিশেষ দ্বারা তোমার হরিদয়িত
কলাবিদ্বন্দ্ব অর্থাৎ ভূঙ্গযুগলকে এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গুরীয়ক দ্বারা তোমার অঙ্গুলী-
চয়কে কি ভূষিত করিব ? ইহাই আমি সখেদে প্রার্থনা করিতেছি ॥৩০॥

আচার্যের কপোপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১

৩১শে জুলাই, ১৯৩৪

পরমহংস * * *

তোমার ২৯শে জুলাই তারিখের পত্র যাহা কলিকাতার ঠিকানাঘ' লাল
কালিতে লিখিয়াছ, তাহা অন্তর redirected হইয়া পাওয়া গেল। রায়-
বাহাদুর ই—তোমাকে 'পরমহংস' খেতাব দিয়াছিলেন, আজ তাহার সার্থকতা
হইল। তুমি যে ভিতরে ভিতরে তোমার জননীর সেবা করিবার কার্য্যটিকে
হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা বহুমানন করিতে, উহা প্রমাণ করিয়াছে।
পুত্রবৎসলা এখন বাৎসল্যরসে তোমাকে সিক্ত করিয়াছেন, স্নতরাং আমাদের
মায়া তুমি কাটাইয়া যোগমায়া সংসারে প্রবেশ করিলে ! ইহাতে আমাদের
বলিবার কিছুই নাই। শ্রীমান্ শ—সংসার-বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইবার পর
আমাকে অনুযোগ দিয়াছিল যে, আপনি কেন আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে
রক্ষা করেন নাই ?—আপনি কেন রঘুনাথভট্টের কথা আমাকে স্মরণ করান
নাই ? যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদের একটি কথা
মনে পড়িল—

“সেই ভক্ত—ধনু, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ ।

সেই প্রভু—ধনু, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥

দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে ।

সেই ঠাকুর ধনু, তারে চুলে ধরি’ আনে ।

তোমার কৈতবপূর্ণ ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রে যে-সকল কথা উল্লেখ করিয়াছ, ঐ সকল চলবাক্য তুমি নিজে নিজে আলোচনা করিয়া আমাদের স্নেহ ভুলিয়া যাঠিতে পার । প্রবল উদ্যম ইঞ্জিরের চালনায় হরিসেবা ছাড়িয়া দেওয়া বদ্ধভীষের নৈসর্গিক ধর্ম । কিন্তু আজ শ্রীমন্তুক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুনঃ পুনঃ কথিত—

জাতশ্রদ্ধো মংকথাসু নির্বিঘ্নঃ সর্বকর্মসু ।

বেদদুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ ।

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

প্রভৃতিকে কেবলমাত্র শব্দাবরণে আবৃত করিয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হওয়া তোমার ন্যায় সরল বুদ্ধিমান (বর্তমানে অবুঝ) লোকের কর্তব্য হয় নাই । তোমার সতীর্থগণ একাল পর্যন্ত তোমাকে যে-সকল রহস্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তুমি তলাইতে পার নাই, সুতরাং দুর্বলতার ঔষধ বিচারে যে কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহাতে আমি মাংসভোজীর মুরগী পোষার ন্যায় তোমার বর্তমান চিত্তবৃত্তিকে অগ্নিতে ঘুতাহুতিদানবৎ বর্ধন করিতে পারি না, তাহা তুমি বুঝিতে পার ।

প্রত্যেক জন্মেই পিতা-মাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মেই মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে । তোমার জন্ম যাহারা তোমার বর্তমান কথা শুনিতেছেন, তাহারাই শোক করিতেছেন । নিজের চিকিৎসা নিজে না করিলেই ভাল হইত ।

তুমি যে-সকল অনুযোগ লিখিয়াছ ও অভিযোগ করিয়াছ, তাহাতে একচক্ষু আমি আমাকেই সমর্থন করিব—তোমাকে সমর্থন করিব না । তুমি মুরগী সাজিয়া সহসা তোমার স্নেহে আমাকে বঞ্চিত করিতে পার, কিন্তু আমি অতদূর পরমহংসতা লাভ করি নাই, ক্ষুদ্রচেতাঃ মানবের মধ্যেই আছি । ইতি—

তোমার প্রতিপাল্য

গুরুকুব

প্রশ্নোত্তর

(মায়াবাদ)

১। মায়াবাদী কাহারা?

“মায়াবাদী—সমস্ত দৃষ্টিষয়ে বাহারা মাক্সা লইয়া বিবাদ উঠায়, ব্রহ্মকে মাযার অতীত করিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী করে এবং ঈশ্বরের অবতার-সকলের দেহকে ‘মাষিক’ বলে। জীবের গঠনের মাযার কার্য্য আছে, অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি মায়া-নির্ম্মিত,—এরূপ বলে; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে, শুদ্ধজীব বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করে এবং মুক্তি হইলে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ হয়,—এরূপ শিক্ষা দেয়।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ৭২৯

২। অদ্বৈতবাদ কি বেদের সার্ব্বদেশিক মত? ‘অদ্বৈতবাদের জন্মভূমি কোন্টি?

“বহুদিন হইতে ‘অদ্বৈতবাদ’ নামক একটা বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদ্ভিত হইয়াছে; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিত প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেকু-জাণ্ডারের সহিত কয়েকটি পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংগিকরূপে তদ্বর্ণনস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ৩০২:

৩। মায়াবাদিগণ বৌদ্ধ অপেক্ষাও নিন্দনীয় কেন?

“বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায়, তাহাকে বৈদিক আখ্যাগণ নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয়; কেন না, স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৬৮:৬৮

৪। মায়াবাদীর ভাষা কি ব্যাসসূত্রের বিরুদ্ধ নহে?

ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময়-বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম

হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শুদ্ধতত্ত্ব-তত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৬৯

৫। জীবসত্তা কি ব্রহ্মবিবর্ত হইতে পারে ?

“জীব নিত্যসিদ্ধ চিদ্রূপ; জীবের প্রকৃত বন্ধন বা ক্লেশ নাই; কেবল দেহান্ধাভিমানরূপ বিবর্তভ্রমেই এত যন্ত্রণা হইতেছে। রজুতে সর্পজ্ঞান এবং শুদ্ধিতে রজত-জ্ঞান—এই দুইটী বিবর্তের বৈদিক উদাহরণ। এই উদাহরণকে ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী জীবের সত্তাকেই ব্রহ্মবিবর্ত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। সৎগুরুর কৃপায় যখন জীব জানিতে পারেন যে, ঐ দুইটী উদাহরণ জীবের সত্তা সম্বন্ধে বিহিত হয় নাই, কেবল জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-দেহে যে আত্মবুদ্ধি, তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, তখন তিনি সুপথ দেখিতে পান।”

—চৈঃ শিঃ ১।৬

৬। মায়াবাদী কিরূপে কৃষ্ণাপরাধী ?

“যিনি মায়াবাদী, তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-অপরাধী। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণমূর্তি, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা—মায়িক। ‘মায়িক’ শব্দের অর্থ মায়ামিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময়। মায়াবাদীর মতে, শুদ্ধতত্ত্ব—নিরাকার ও নির্বিশেষ, কার্য-উপরোধে সেই শুদ্ধতত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন; শুদ্ধতত্ত্বের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য ও রাম-কৃষ্ণাদি মূর্তি—জড়োদিত, রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড়-শব্দাধীন এবং রাম-কৃষ্ণাদির বিলাসও জড়োদিত। তবে জীবে ও রাম-কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম-দোষে বা গুণে জড় শরীর পাইতে বাধ্য হন। কিন্তু চৈতন্য নিজ ইচ্ছাতে জড় শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামতে পুনরায় জড় শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রাম-কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ ও লীলা মায়ার আশ্রয় তইতেই হয়। যে-পর্যন্ত সাধক জ্ঞান লাভ না করেন, সে-পর্যন্ত রামকৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন। জ্ঞান-লাভ হইলে ব্রহ্ম পরমাত্মা, চৈতন্য—এইমাত্র জপ করিবেন, তখন আর রাম-কৃষ্ণরূপ জড়ীয় নাম ও ধ্যানে প্রয়োজন হয় না। মায়াবাদী স্মরণ্য রামকৃষ্ণ-স্বরূপকে শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন। এই জন্তই মায়াবাদী—কৃষ্ণ অপরাধী।”

—মায়াবাদী কাহাকে বলি? সঃ ভাঃ ৫।১২

৭। মায়াবাদীর কৃষ্ণকীর্তন কি নামাপরাধ নহে ?

“মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণকীর্তনাদি করেন, তাহাও অপরাধ। তাঁহার কৃষ্ণকীর্তনে শুদ্ধভক্তের অনুমোদন করা উচিত নয়। কেন না, তাঁহার সংসর্গে নামাপরাধই সম্ভব। মায়াবাদী যদিও কীর্তনে অশ্রু-পুলকাদি ও অশ্রান্ত সান্ত্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয় ; তাহা কেবল সান্ত্বিক-ভাবাবাস প্রতীবিষ-লক্ষণ অপরাধ-বিশেষ।”

—‘মায়াবাদী কাহাকে বলি’ ? সং: তো: ৫।১২

৮। মায়াবাদি-ভাষ্য ও বিচারাদি ভক্তমাত্রেরই অশ্রাব্য কেন ?

“যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শঙ্করভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে ‘ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার ; এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা ; জীব বস্তুতঃ নাই,—কেবল অজ্ঞানকল্পিত এবং ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান’—ইত্যাদি বিচার আছে। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়।”

—অ: প্র: ভা:, অ ২।২৮-২৯

৯। নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের মূল কোথায় ?

“অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত-পূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃতপূজা দুই প্রকার—অর্থাৎ অবয়্বরূপে প্রাকৃতধর্মকে ভগবজ্জ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্মে ভগবদ্বুদ্ধি। প্রাকৃতস্বয়-সাধকেরা ভৌমমুত্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন ; প্রাকৃত-ব্যতিরেক-সাধকগণ প্রকৃতির ধর্মের ব্যতিরেক ভাব-সকলকে ব্রহ্ম বোধ করেন—ইহারাই নিরাকার নিরাকার ও নিরবয়ব-বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন।”

—‘উপসংহার’, কৃ: সং

১০। জড়-কর্ষনিষ্ঠ ও অতিজ্ঞানে ফল কি ?

“অতএব নিরাকার ও সাকার-বাদ, উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবদমান। জ্ঞানকে অতিক্রম করত যুক্তি তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না, এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অমুগত হইয়া স্ব-স্বভাব পরিভ্যাগ করে, তখন আত্মার নির্বাণকে অনুসন্ধান করে, এই অতিজ্ঞানজনিত চেষ্টা দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না।”

—‘উপসংহার’, কৃ: সং

১১। থিয়সফিষ্ট-মত কি অদ্বৈতবাদের প্রকারান্তর নহে ?

“আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিয়সফিষ্ট-মত প্রচারিত হইতেছে, তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে কাজেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্বদেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অত্র সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত।” —চৈঃ শিঃ ৫।৩

১২। নাস্তিকতা ও নির্ঝাণবাদ কি চেতনের অস্বাস্থ্যলক্ষণ নহে ?

“সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি (জীব) যখন নানাবিধ বিচার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদন করত হয় নাস্তিকতা, নয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্ঝাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐসকল কদর্য্য বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্তবল চেতনের অস্বাস্থ্য-লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে।” —চৈঃ শিঃ ১।১

১৩। অতিজ্ঞান বা অভেদবাদ কি সদযুক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারে ?

“সদযুক্তির দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটি বিচার প্রদত্ত হইল—

১। ব্রহ্মনির্ঝাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মসৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করিতে হয় ; কেন না, তিনি এমত অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মের স্বাধীনতায় স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্মনির্ঝাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্য বিলাস-সত্ত্বে আত্মার ব্রহ্মনির্ঝাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ-নামক ধর্ম্মকে সর্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অন্তাব হয় এবং ব্রহ্মে অস্তিত্বেও সংশয় হয়। বিশেষ পদার্থ ‘নিত্য’ হইলে আত্মার ব্রহ্মনির্ঝাণ ঘটে না।”

—‘উপসংহার’, বঃ সং

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৬)

তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবাণু সমষ্টিশক্তিবিশিষ্ট যে পরমতত্ত্ব ব্যষ্টি (প্রত্যেক) জীব তাহারই অংশ; সেই জীব তেজোমণ্ডল সূর্য্যের বহিঃস্থ রশ্মি পরমাণুর মত চিৎসূর্য্য শ্রীভগবানের বহিঃস্থ চিৎপরমাণু। পরম তত্ত্বের ব্যাপকত্ব-হেতু জীবে তাঁহার একদেশত্ব আছে। একদেশে অবস্থান করিলেও জীব অন্তর্ভুক্ত নহে। পরমতত্ত্বের আশ্রিত বলিয়া বহিঃস্থ। পরমতত্ত্ব জ্ঞানাভাব-হেতু, ছায়া দ্বারা সূর্য্যরশ্মির অভিব্যক্তিমায়া কর্তৃক জীবের পরাভব হইয়াছে।

জীব ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ। জল বলিতে যেমন জলকণাসকলের সমষ্টি বুঝায়, তদ্রূপ জীবশক্তি অনন্ত জীবের সমষ্টি। প্রত্যেক জীব এই সমষ্টি শক্তির অংশ। জীবাণু শক্তি অনন্ত হইলেও ঈশ্বর নিয়ামক।

ঈশ্বর চিৎকরণ অর্থাৎ কেবল চিৎস্বরূপ। চিৎ—জ্ঞান, তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানময়। তাঁহার কোন অংশে অজ্ঞান বা জড় মায়া সম্পর্কের লেশও নাই। সূর্য্যের রশ্মি যেমন তাহার অণু-অংশ, জীবও তদ্রূপ চিৎসূর্য্য ভগবানের অণুচিৎ অংশ। সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যের বাহিরে প্রকাশ পায়, জীবও তদ্রূপ ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহার অভিব্যক্তির বাহিরে প্রকাশ পায়। জীব নিজ শক্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। যেখানে তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপশক্তির কার্য্যের অনভিব্যক্তি, কর্ম্মপরবশ জীব তথায় ভ্রমণ করে। এই জন্য তাহাকে বহিঃস্থ চিৎপরমাণু বলা হয়। তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার লীলাভূমি বৈকুণ্ঠাদিতে প্রবেশ করিতে পারে। পরমতত্ত্ববিভূ, জীব অণু। তিনি অনন্ত, আর জীব ক্ষুদ্রসীমাবদ্ধ। ঈশ্বর জীবের আশ্রয় হইলেও ঈশ্বরের সত্তা যতদূর, জীব ততদূর ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। পরমতত্ত্ব সর্বব্যাপক বলিয়া জীব তাঁহার বহিঃস্থ বলিলে কোন দোষ হয় না।

জীবকে পরমতত্ত্বের রশ্মি-স্থানীয় বলা হইবার কারণ—সূর্য্য প্রকাশিত থাকিলে রশ্মিও প্রকাশ পায়। আর সূর্য্য অস্তমিত হইলে রশ্মিও অস্তগত হয়। সূর্য্যের সত্তায় রশ্মির সত্তা, সূর্য্যের অভাবে রশ্মির অভাব। এইরূপ ঈশ্বর

মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্টাদিলীলা প্রকাশ করেন বলিয়া জীবের প্রকাশ। তিনি এই লীলাসংগোপন করিলে জীবের প্রকাশ থাকে না।

জীবের ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি বৈকুণ্ঠাদিধামগত লীলাবিস্তার করেন আর জীব ও মায়াশক্তি দ্বারা জগতের সৃষ্টাদি লীলা নিষ্পন্ন করেন।

জীব অণুচৈতন্য হইলেও একদেশস্থিত অগ্নি বা আলোকের দ্বারা সমস্ত দেহে চেতনের ব্যাপ্তি হয়। গৃহের একস্থানে অগ্নি বা আলোক প্রজ্জ্বলিত থাকিলে সমস্ত গৃহ আলোকিত হয়, এইপ্রকার জীব অণুপরিমিত হইলেও সমস্ত শরীরে চেতনতা সঞ্চার হয়। তজ্জন্তু বেদান্তে উক্তি “গুণীদ্বালোকবৎ”।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (১।২২।৫৪) উক্ত হইয়াছে—

একদেশস্থিতস্ত্র্যাগ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।

পরম ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ ॥

একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ বহু স্থান ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, পরম ব্রহ্মের শক্তি এই জগৎও তদ্রূপ।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভগবৎসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—একমেব তৎ পরম-তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ ইব মণ্ডলতর্জির্গতরশ্মি তৎপরমাণু-প্রতিচ্ছবিরূপেণ। অর্থাৎ একই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সর্বদাই স্বরূপ (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান), তদ্রূপবৈভব (ধাম, পরিকর ও লীলা,) জীব ও প্রধান—এই চারিরূপে অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ যেরূপ মণ্ডল, মণ্ডলবহির্গতরশ্মি, রশ্মি, পরমাণু ও প্রতিচ্ছবিরূপে অবস্থান করে, ইহাও তদ্রূপ।

জীবেশ্বরের স্বরূপ বিচারে তদুভয়ের অত্যন্তাভেদ স্বীকার করিলে একই সময়ে অবিদ্যা ও বিদ্যার আশ্রয়ত্ব প্রতিপাদিত হয় না। জীব অবিদ্যা-পরবশ, ঈশ্বর জ্ঞানময়, উভয়ের মধ্যে ভেদ না থাকিলে একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়কে অবলম্বন করিতে পারে না। ঈশ্বর বিদ্যা পরিসেবিত আর জীব অবিদ্যাগ্রস্ত। জীব পরমতত্ত্বের রশ্মিস্থানীয় বলিয়া তাহার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি স্বরূপধর্ম্য সকল আছে। পরমেশ্বরের শক্ত্যানুগ্রহেই তাহা কার্যক্ষম হয়। জীবের প্রকৃতিবিকারময় কর্তৃত্বাদি পরমেশ্বরের মায়াশক্তির অনুগ্রহে সম্পাদিত হয়। মায়াসম্বন্ধ হেতুই জীবের সংসারবন্ধন।

কিন্তু তাহার স্বরূপানুভব এবং ভগবদনুভব শক্তিপ্রভাবেই সম্ভব হয় । স্বরূপশক্তির অনুগ্রহে মায়াসম্বন্ধ দূর হইলেই জীবের সংসারবন্ধন মুক্ত হইয়া আনন্দময়-স্বরূপ অনুভূত হয় ।

সমস্ত জীবই আনন্দাভিলাষী । আনন্দ বর্তমান থাকিলেও যাহারা তাহা অনুভব করিতে পারে না, তাহারা পুরুষার্থলাভ করিতে পারে না । যাহা আছে, তাহার অনুভব না হইলে থাকা না থাকা দুই-ই সমান । স্মরণ-ভাবে বস্তুর বিদ্যমানতা নিরর্থক হইয়া পড়ে । পরমাত্মরূপায় জীবের স্বরূপের স্মরণ হইলেই তাহার আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হয় । জীব কেবল আনন্দ-স্বরূপ নহে, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তাহার অজ্ঞান ও দুঃখ থাকিত না । কর্মদ্বারা সেই অজ্ঞান বা দুঃখের নাশ হয় না ; এজন্য শ্রীনারদ (প্রাচীনবহির নিকট) বলিয়াছেন—

শ্রেয়স্বং কতমদ্রাজন্ কৰ্ম্মণাত্মন ঈহসে ।

দুঃখহানিঃ সুখাপ্তিঃ শ্রেয়স্বেন্নেহ চেযুতে ॥ (ভাঃ ৪।২৫।৪)

হে রাজন্, তুমি কর্ম্মদ্বারা কি শ্রেয়ঃ বাঞ্ছা করিতেছ ? দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এই উভয় শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিই কর্ম্মদ্বারা সম্ভব হয় না । কর্ম্মদ্বারা যে-স্বর্গাদিসুখ পাওয়া যায়, তাহাও অনিত্য দুঃখমিশ্র । মুক্তিতে আনন্দ আছে, শ্রুতি বলেন—‘রসো বৈ সঃ । রসং হ্রেবায় লক্কানন্দী ভবতি’ । পরমতত্ত্বই রস বস্তু । তাহাকে লাভ করিতে পারিলে জীব আনন্দের অধিকারী হইতে পারে ।

বিষ্ণুধর্মেও উক্ত হইয়াছে—

ভিন্নে দূতো যথা বায়ু নৈবাত্তঃ সহ বায়ুনা ।

ক্ষীণপুণ্যাত্তবন্ধস্ত তেথাত্মা ব্রহ্মণী সহ ॥

ততঃ সমস্ত কল্যাণ সমস্ত সুখসম্পদাম্ ।

আহ্লাদমগ্নমকলঙ্ক মবাপ্নোতি শাস্বতম্ ॥

ব্রহ্মস্বরূপস্ত তথা হ্যাত্মনো নিত্যদৈব সঃ ।

ব্যুত্থানকালে রাজেন্দ্র আস্তে হি অতিরোহিতঃ ॥

আদর্শস্ত মালাভাবাদ্ বৈমল্যং কীশতে যথা ।

জ্ঞানাদিদন্ধহেয়স্ত স হলাদোহ্যাত্মনস্তথা ॥

তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণীঃ ।

প্রকাশন্তে ন জন্তুন্তে নিত্যা এবাত্মনোহি তে ॥

ভজ্ঞা ছিন্ন হইলে যেমন বায়ুর সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ যে আত্মার পাপপুণ্যবন্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়। তৎপরে সমস্ত কল্যাণ ও সমস্ত সুখসম্পদের অন্ততম অকলঙ্ক, নিত্য আনন্দ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম-স্বরূপের ও জীবের সেই আনন্দ নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস প্রাগভাবরহিত। হে রাজেন্দ্র ব্যাখ্যানকালে (মুক্তিতে) অতিরোহিত সুখ আছে। যেমন মলাভাব হইলে দর্পণের বিমলতা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আত্মার অবিद्या দগ্ধ হইলে আত্ম-সুখ প্রকাশিত হয়। আর মায়িক গুণসকল ধ্বংস হইলে অববোধ (জ্ঞান) প্রভৃতি স্বরূপসিদ্ধ গুণসকল প্রকাশ পায়। এসকলের উৎপত্তি হয় না। আত্মাতে নিত্য বিद्यমান।

এস্থলে জীব ও ব্রহ্মের অংশাংশিত্ব সম্বন্ধে বায়ুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জীব অংশস্বরূপ হইলেও মায়া আবৃত স্বরূপ বলিয়া বহিরঙ্গত্ব। অতএব অনাদি ঈশ্বর বৈমুখ্যাহেতু মায়া কর্তৃক ঈশ্বরানুভব ও জীবস্বরূপানুভব লোপ হইয়াছে। তত্ত্ব স্বরূপ অনুভূত হইলেই ঈশ্বরানুগ্রহে মায়া নিবৃত্তি হয়। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন (তৈত্তিরীয় ২।৪) ; যিনি ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করিতে পারেন, তিনি কখনও ভয় প্রাপ্ত হন না।

ন তস্ম প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। (বৃহদারণ্যক ৪।২।৬)
কর্মবদ্ধ জীবগণ কর্মফল ভোগ করিবার জন্য পরলোকে গমন করে, আবার ভোগান্তে ইহলোক আগমন করে। প্রাণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরসহ জীবের গমনাগমন হয়। কিন্তু যাহার কর্মক্ষয় হইয়াছে তিনি আত্মকাম তাহার প্রাণাদি দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ উর্দ্ধে গমন করে না। তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম হওয়া অর্থে অপহতপম্পা বিজরো বিমৃত্যু-বিশোকো বিজিঘিৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি অর্থাৎ পাপ-রাহিত্য, জ্বরারাহিত্য, মৃত্যুরাহিত্য শোকরাহিত্য, ক্ষুধারাহিত্য, পিপাসা-রাহিত্য, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প—এই আটটি গুণের আবির্ভাবকে ব্রহ্মভূত অবস্থা বলে। মুক্ত জীব এই সকল গুণসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তাদাত্ম্য প্রাপ্তি দ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয় একত্ব নহে।

মুক্তিতে জীবব্রহ্মের অভেদত্ব বা সাম্যত্ব নির্দেশ দেখা যায়। মুণ্ডক (৩।১।৩) বলিতেছেন—

যদা পশুঃ পশুতে রুক্ষবর্ণং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

যখন বিদ্বান সাধক স্বপ্রকাশ, অনন্তব্রহ্মাণ্ডকর্তা, পরমপুরুষ ব্রহ্মযোনি পরম ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন তিনি সংসার বন্ধনের হেতুভূত পুণ্যপাপ সমূলে দক্ষ করিয়া নির্লিপ্ত ও সর্ববিধ ক্লেশ মুক্ত হন এবং পরম সাম্য লাভ করেন।

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্যামগতাঃ ।
সর্গেইপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ (১৪।২)

যে জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইলে আমার সাধর্য লাভ করে এবং সৃষ্টিকালে পুনরায় জন্মলাভ বা প্রলয়কালীন দুঃখানুভবও করিতে হয় না।

ধর্মরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছেন—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।
এবং মূনেবিজানত আত্মা ভবতি গোতম ॥ (কঠ ২।১।১৫)

নির্মল জল নির্মল জলে মিশ্রিত তাহা তাদৃশ নির্মলই হয়, তদ্রূপ পরতত্ত্বানুভব সম্পন্ন মুনির আত্মাও পরতত্ত্বসদৃশ হয়। তাদৃগেব অর্থে তৎ সাদৃশ্য বুঝায় একত্ব প্রাপ্তি বুঝায় না। যদি মুক্তিতে জীব ও ঈশ্বরের একত্ব সম্ভাবনা থাকিত, তবে শ্রুতি তাদৃগেব ভবতি না বলিয়া তদেব ভবতি বলিতেন (তাদৃশ না হইয়া তাহাই হয় এই অর্থ)। এই দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝায় যে, ব্রহ্ম যেমন চিৎস্বরূপ, জীবও তদ্রূপ চিৎস্বরূপ। ব্রহ্মবিদের আত্মা ব্রহ্মসদৃশ হয় ইহার অর্থ উভয়ের সাম্য বুঝায়।

এক্ষণে একত্ব বা অভেদ নিরাণ করিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্থাপনের জন্ত বলিতেছেন—

বহুবঃ সূর্য্যকা যদ্বৎ সূর্য্যস্ত সদৃশা জলে ।
এবমোক্তকালোকে পরাত্মসদৃশা মতাঃ ॥

যে প্রকার জলে সূর্য্যতুল্য বহু সূর্য্য প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার এই জগতে পরমাত্মসদৃশ বহু আত্মপ্রতিবিম্ব দেখা যায়।

ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৯ ও ২০ সূত্রে—

অম্বুবদগ্রহণাতু ন তথাত্মম্ ॥
বুদ্ধিহ্রাসভাক্তমন্তর্ভাবাহুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥

দূরবর্তী সূর্য্য ও তৎ প্রতিবিম্বের আশ্রয় ভূত জলের সহিত পরমাত্মা ও জীবোপাধির সাম্য না থাকায় জীবকে পরমাত্মা প্রতিবিম্ব বলা যায় না। জীবের আচরণ অবিচ্ছিন্ন। জল যেরূপ সূর্য্য হইতে দূরবর্তী, অবিচ্ছিন্ন তদ্রূপ নহে। পরমাত্মা বিভূ বলিয়া তাঁহার দূরবর্তী কোন বস্তু থাকা অসম্ভব। আর পরিচ্ছন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব হয় অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার তাহা হইতে পারে না। এজন্য প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত মুখ্যাবৃত্তিতে প্রযুক্ত হয় নাই, গুণ বৃত্তিধারা বুদ্ধিহাস-ভাগিত্ব বলা হইয়াছে। সাধৰ্ম্যাংশেই প্রতিবিম্ব শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের পর্য্যবসান।

এবম্বেব সংপ্রসাদোহথাচ্ছরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপং সম্পন্নং শ্বেন রূপেণীভিনিষ্পদ্যতে (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩) শ্রুতিতে বলিতেছেন—এইরূপে মুক্তজীব এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া অভিব্যক্তি লাভ করত নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ নিজ (যুক্তরূপে) রূপে মুক্ত্যানন্দ লাভ করেন। ভগবানের অনুগ্রহপাত্র বলিয়া সম্প্রসাদ শব্দের উল্লেখ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীনামকীর্তন

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২১ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে যে সকল ব্যক্তির ভক্তি নাই, “ধিক্ তান্”—তাহাদিগকে ধিক্। গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনে যাহাদের জিহ্বা আসক্ত নহে, “ধিক্ তান্”—তাহাদিগকে ধিক্। যাহাদের কণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা-শ্রবণে অহুরক্ত নহে, “ধিক্ এতান্”—ইহাদিগকে ধিক্। কীর্তনকালে মৃদঙ্গ এই কথাই বলিয়া থাকেন।”

করতাল বাদ্যচ্ছলে বলিয়া থাকেন,—

মৃত্যুং লয়েয়ং শমনং লয়েয়ং তৎ কিল্লরাশ্চাপি স্মৃৎ জয়েয়ম্।

শ্রদ্ধেতি দূরাং করতালশব্দং সংকীর্তনং তে খলু নোপযন্তি ॥

“মৃত্যুকে জয় করিব, শমনকে জয় করিব এবং তাঁহার কিল্লরগণকে জয় করিব”—করতালের এই শব্দ দূর হইতে শুনিয়া মৃত্যু, শমন ও তাহাদের কিল্লরগণ সংকীর্তনকারীর নিকট আসিতে পারে না।

জগদগুরু শ্রীল ভীষ্ম গোষামী প্রভু বলিয়াছেন,—“কলিযুগে স্বভাবতঃই অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবিভূত হইয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগকে পূর্ব পূর্ব যুগোচিত মহা মহা সাধনলভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সংকীর্তন-দ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগ-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে কীর্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ-বর্ণন অভিপ্রেত; যেহেতু কেবল-মাত্র এই কীর্তনাখ্যা ভক্তিবিশয়েই কাল-দেশাদি-নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন; এই নিমিত্তই কীর্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্ত্য (নয় প্রকার বা চতুষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে। সুরেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিকালে সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া)-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে (অনধিকারীর গুণ-রূপ-পরিকর-লীলা-কীর্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাতি সংযোগ-পূর্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনাম কীর্তনই অতিশয় প্রশস্ত। কেবলমাত্র হরিনাম, এবং হরিনামই কর্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ়-প্রমাণ-সমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধনামকীর্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

(১) হে ভরতবংশাবতাংস, যিনি শত শত পূর্ব জন্মে সম্যগরূপে বাসুদেবের অর্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

(২) শ্রবণকীর্তনকারী ভক্তের স্মরণ প্রযত্নের আবশ্যক নাই। শ্রবণ-কীর্তনের অধীনই স্মরণ।

(৩) অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম শ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা-শ্রবণ দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণ সকলের স্মৃতি সম্যগ্ভাবে সম্পন্ন হয়। শ্রীরূপের স্মৃতি হইলে পরিকর-

গণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের সিদ্ধপরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদ্ভূত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর, এই সমুদয়ের সম্যক স্মৃতি হইলে লীলার স্মৃতিও যে সম্যগ্ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই প্রতিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল। কীর্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে।

(৪) অনন্তর কীর্তনাদি-দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে “হে নৃপ, বিরক্ত, অকুতোভয়াভিলাষী যোগী ব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্তন করিয়া থাকেন” ইত্যাদি বচনানুসারে নাম-কীর্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্তব্য।

(৫) বেদ-পুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত, স্তুতি প্রভৃতিভেদে বহু প্রকার কৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে কৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনই মুখ্য; কেননা, একমাত্র নাম-সংকীর্তনই অবিলম্বেই কৃষ্ণে প্রেমসম্পদ আবির্ভাব করাইতে স্বয়ং অর্থাৎ অত্ম-নিরপেক্ষ হইয়াই সমর্থ। এইজন্তই ধ্যানাদি হইতেও নামসংকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা; নামসংকীর্তনই সর্ববিধ ভক্তিमध्ये শ্রেষ্ঠতম, সজ্জনগণ ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন।

(৬) জিহ্বা দ্বারা প্রেম-সহযোগে ভক্তিভরে স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত যাহা সম্যগ্রূপে অবিরাম আশ্বাদিত হয়, সেই নামামৃত আশ্বাদনের কোন তুলনা নাট, কেই বা তাঁহার মহত্ব বর্ণন করিতে পারে?

(৭) শ্রীনামামৃত একটা ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর রসে সমগ্র ইন্দ্রিয়ই প্রাণিত করিয়া থাকে।

(৮) নিজের ও পরের অর্থাৎ কীর্তনকারীর ও শ্রোতার হর্ষপ্রদ নাম-সংকীর্তন সাক্ষাদরূপে বাগিষ্ট্রিয়েই উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও নামসংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ।

(৯) শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তনই পরমাকর্ষক মস্তের ত্বায় প্রেমসম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অহো! নামসংকীর্তনকে শ্রেষ্ঠ সাধনই বা বলি কেন? রসিকজন নামসংকীর্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিচার করেন, কারণ, ভগবানে প্রেমসম্পত্তি আবির্ভাব করাইতে সর্বদা ‘নাম-সংকীর্তন’ই অব্যর্থ। তজ্জন্ত নাম-সংকীর্তনকেই ‘সাধ্য’ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কোন কোন রসজ্ঞ পুরুষগণ নামসংকীর্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া বিচার করেন। নাম-সংকীর্তনই কৃষ্ণে প্রেম-প্রাচুর্যের সঙ্গুৎকৃষ্ট লক্ষণ।

যেহেতু নিজ ইষ্টের নামসংকীৰ্ত্তন হৃদয়ে আত্তির সহিত প্রেমের ভরেই স্ফুৰ্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। অতএব নামসংকীৰ্ত্তন ও প্রেমের পরস্পর কার্য্য-কারণতা সম্বন্ধহেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

(১০) বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক্কুলের আৰ্ত্তস্বরে 'প্রিয়' 'প্রিয়' এইরূপ আস্থানের শ্রায় এবং রাত্ৰিকালে পতিবিরহবিধুরা কুবরী ও চক্রবাকীবর্গের শ্রায় শুদ্ধ সকল বিরহকাতর প্রেমের সহিতই নামসংকীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পরম আত্তিসহকারে বিচিত্র-মধুরগাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নামসংকীৰ্ত্তনই কর্তব্য।

(১১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেরেই যুক্তিযুক্ত হয়। সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না; পরন্তু সংকীৰ্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষ সর্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

(১২) শ্রীভগবানের সর্বশোভা-সম্প্রাপ্তিতশয়-যুক্ত 'শ্রীনাম' নিজবিগ্রহ হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়, কেননা, শ্রীনাম সর্বস্থানে, সর্বকালে, সর্বশাস্ত্রে নিজমহিমা প্রাচুর্য্যের সহিত প্রকাশমান। শ্রীনাম, অধিকারী অনধিকারী অপেক্ষা করে না বলিয়াই 'ভুবনমঙ্গল' নামে অভিহিত হন। হেহেতু উহা সুখোপাস্ত্র অর্থাৎ জিহ্বাগ্র-মাত্র-দ্বারাই শ্রীনামের সেবা করা যায়। ঐ শ্রীভগবান্নাম—সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময় অথবা সচ্চিদানন্দরসময় কিম্বা অশেষ রসের সহিত বর্ত্তমান শৃঙ্গারাদি নবরসের মধ্যে ভক্তি ও প্রেমরসে তথা বিরহ ও সঙ্গমে স্ফুৰ্ত্তি পাইয়া থাকে বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' অথবা রস অর্থাৎ আত্মার সাহজিক রাগের সহিত বর্ত্তমান বলিয়া সরস; কারণ, শ্রীনাম অব্যর্থরূপে আশু ভগবৎপ্রেম সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং স্বসেবক নিখিল জনেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন, কিম্বা রস অর্থাৎ বীর্য্য-বিশেষ বা পরম শক্তিমন্তার সহিত বর্ত্তমান বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' কিম্বা অখিল দীনজন-নিস্তারকারক বা পরম মধুর বলিয়া 'সরস', অতএব শ্রীনামের সমান অণু কিছুই নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

হে প্রভো !

তোমাতে জানাই শতকোটি প্রণিপাত ।

জানিয়াছি তুমি মোদের হৃদয়নাথ ॥

শুনিয়াছি তুমি পরম করুণাসিন্ধু ।

তবে কেন উপেক্ষিছ, ওগো দীনবন্ধু ॥

শিষ্যের মঙ্গলচিন্তায় ছিলে তুমি রত ।

সকল সেবক তাই তোমার অনুগত ॥

পতিত অধমা আমি, তুমি তো মহান ।

শ্রীচরণে সেবা দিয়া কর পরিত্রাণ ॥

বহু ভাগ্যে (তব) পদাশ্রয় করিয়াছি নাথ ।

তাই তব বিরহে আজ সতত বিষাদ ॥

অতিব বিচিত্রময় এ' ভব-সংসার ।

তোমার চরণ বিনা গতি নাই আর ॥

তব চরণে জানাই এ' শুধু মিনতি ।

তব পদে চিরদিন থাকে যেন মতি ॥

তব কৃপা থাকিলে কৃষ্ণ রুপে হয় ।

তব কৃপা না হইলে কৃষ্ণ রুপে হয় ॥

কৃষ্ণ রুপে হ'লে তুমি পার রক্ষিবারে ।

তুমি রুপে হ'লে কৃষ্ণ রাখিতে না পারে ॥

সর্বদা আশা জাগে পূজিতে শ্রীচরণ ।

কিন্তু, নিঃস্ব আমি নাহি পূজোপকরণ ॥

হৃদয়ে নাহি ভাষা, গাহিতে তব গুণ ।

তপ্তাশ্র দিয়ে ভিজাইব কি শ্রীচরণ ?

না বুঝিয়া যদি করিয়াছি অপরাধ ।

অনর্থ ঘুচায়ে মোরে কর আত্মসাথ ॥

—কুমারী মাধবীলতা (মীনা)

কাশিনগর (২৪ পরগণা) ।

ভক্তির মহিমা

(একাক্ষ নাটিকা)

(পূর্ব প্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা. ৬২ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কীর্তনমণ্ডপ-প্রাঙ্গন]

(জগদানন্দ ও সনাতনের প্রবেশ)

জগদানন্দ—সনাতন প্রভু, আপনাকে বড় বিষম বলে মনে হচ্ছে। কারও সঙ্গে ভালবেসে কথা কইছেন না; কেমন যেন আনমনা ভাবে আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনের পর থেকেই আপনাকে আর আগের মত হাসি-খুশীভাবে বেড়াতে দেখছি না! অথচ আপনি প্রভুর একান্ত অনুগত, মহাপ্রভু আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। উনি দিনান্তে আমাদের সমক্ষে আপনার গুণকীর্তন বহবার করে থাকেন। কিন্তু আপনি এখানে আনন্দ-ময়ের কাছে এসে নিরানন্দে আছেন কেন?...আমি এ'র হৃদিশ খুঁজে পাচ্ছি না।

সনাতন—পণ্ডিত, তোমায় আর কি বলব!...আমার মন সত্যিই বড় দুঃখভারাক্রান্ত। আমি এখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্রূপ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে নিজ দুঃখ বিমোচন করবার জন্য এলাম; কিন্তু আমার দুর্দৈব, প্রভুর করুণায় আমার দুঃখ দূর হওয়া তো দূরের কথা, দুঃখ উপর্যুপরি বেড়ে গেল। আমার এই নীচ জাতি পাপীষ্ঠ কণ্ডুরসায়ুজ দেহটাকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। আমি সানুনয়ে কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করে বললাম—প্রভু এতে আমার অপরাধ হবে। কিন্তু দীন-বৎসল প্রভু তা' শুনলেন না। আমায় আলিঙ্গন করায় প্রভুর অপ্রাকৃত নয়নমনোমুগ্ধকর অপরিদীপ্ত সুন্দর কলেবরে আমার দেহের কণ্ডুরস লেগে গেল। আমার এই অপরাধের আর নিস্তার নেই পণ্ডিত! আমি হিত উদ্দেশ্যে এসে বিপরীত হয়ে গেল! এখন কি ভাবে হিত হ'তে পারে একটু উপদেশ দাও দেখি!

জগদানন্দ—আপনাকে আর কি উপদেশ দেবো প্রভু ! আপনি এখানে থাকলে হয়তঃ আবার প্রভু আপনাকে স্নেহডোরে আলিঙ্গন করবেন। তা'তে আবার প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আপনার দেহের কণ্ডুরসা লাগবে। কিন্তু প্রভুর গায়ে কণ্ডুরসা লাগুক-এটা কোন ভক্তশিষ্যেরই কাম্য নয় বা তা'তে আপনার অপরাধই হবে। আমার মনে হয় আপনি এই রথযাত্রা-উৎসব শেষ হ'লে শ্রীবৃন্দাবনে চলে গেলে আপনার পক্ষে ভাল হবে। আপনি যখন সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তখন শ্রীবৃন্দাবনধামই আপনার বাসযোগ্য-স্থান। “ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্য যত্র বৃন্দাবনং পুরী।” পৃথিবীর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন ধামই শ্রেষ্ঠ। প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ক'রে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গিয়ে স্মৃষ্টভাবে ভজন করুন গে। আপনারা দুই ভাইয়ে শ্রীবৃন্দাবন গিয়ে সাধন-ভজন করলে সন্তুষ্ট হবেন।

সনাতন—ভাল উপদেশ দিয়েছো ভাই ! তাই যাব ;—প্রভুর কার্য লাগি' শ্রীবৃন্দাবনে যা'ব। শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজিউর শ্রীচরণ সেবা কর'ব ! কিন্তু সেখানে কি আমার প্রভুকে পা'ব ? ভাই জগদানন্দ, আমি আমার প্রভুকে ফেলে সেখানে কেমন করে থাকবো ভাই ! আবার এখানে থাকলেও তো প্রভু প্রত্যহ স্পর্শ দিয়ে আমাকে অপরাধী করবেন।

জগদানন্দ—আমি আপনাকে ভাল যুক্তিই দিয়েছি প্রভু ! বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করাই আপনার আশু কর্তব্য। আমি এখন যাচ্ছি,...শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় হয়ে এসেছে। আপনি এখানে একান্তে আপনার কর্তব্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে চিন্তা করুন।

(জগদানন্দের প্রস্থান)

সনাতন—(ভাবাবেশে) প্রভো, শেষে এট কি আপনার ইচ্ছা হ'ল ? পণ্ডিত জগদানন্দকে দিয়ে আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাবার আদেশ করলেন ? আমি সুদূর বাংলা থেকে এলাম আপনাকে দেখতে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করতে ; ...আর আপনি আমাকে তাড়া-তাড়ি আপনার সান্নিধ্য থেকে সরাবার ব্যবস্থা করছেন ?

[ইত্যবসরে মহাপ্রভুর প্রবেশ]

মহাপ্রভু—কে তোমায় আমার কাছ থেকে সরাবেন সনাতন ? আমি তো সেদিনই বলেছি তোমার স্থান আমার হয়ে !

সনাতন—(ভাবাবেশে মগ্ন থাকায় মহাপ্রভুর কথা শুনিতে না পাইয়া করষোড়ে প্রার্থনারত অবস্থায় মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে) কৈ আর আমাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিলেন ? আমি আপনার পাদপদ্মে একটু স্থান বা আশ্রয় চেয়েছিলাম, তাও দিলেন না ! আপনি আবার আমাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দেবেন ? তাই কিনা বৃন্দাবন যা'বার জন্তে জগদানন্দ-মাধামে আমাকে আদেশ করেছেন পাছে আমি আপনার পাদপদ্মে একটু ঠাঁই পা'বার জন্ত পীড়াপীড়ি করি ! কিন্তু আপনার আশা আমি অপূর্ণ রাখি না প্রভু ! আমার ইচ্ছা পূর্ণ না হ'লেও তা'তে দুঃখ নেই, কিন্তু আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করা বা আপনাকে সন্তুষ্ট রাখাই আমার একমাত্র পন ! আপনি আমায় দূরে ঠেলে দিলেও আমি কি আপনাকে ভুলতে পারি ! ওগো নাথ, আপনি যে আমার হৃদয়ের ধন—নয়নের মণি ! আপনি আমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে ভাবছেন এখানে সানন্দে লীলা করবেন ! আর আমি সেখানে হা প্রভু...হা গৌর বলে পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াবো ? তা' আমি হ'তে দেবো না । আপনার আদেশ পেলে তা' নিরোধার্য্য করে আমি শ্রীবৃন্দাবনে অবশ্যই যা'ব । কিন্তু সেই গোলোকাভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য গৌরধাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেখানে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হৃদয়নিধি আপনি স্বয়ংরূপে স্বপ্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তো আপনার অপ্রাকৃত নিত্যলীলা প্রত্যক্ষ করতে পারব না প্রভু ! আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে বলুন ! ওগো, আপনি আমার উপর রাগ করে থাকলে আমি আর কি সুখে বেঁচে থাকব ! আপনার জন্তই তো আমার বেঁচে থাকা ! (দিব্যচক্ষে যেন প্রভুকে দেখিতে পাইয়া) কথা কন'... ! একটিবার ঐ মিষ্টিমুখে কথা ক'ন প্রভু ।

মহাপ্রভু—(সনাতনের হস্তধারণপূর্বক) সনাতন, তুমি আমারই । আমি তোমায় কোনদিন ভুলি নাই,—ভুল'বাও না । তুমি বৃন্দাবনে যাবে কেন সনাতন ?

সনাতন—(চক্ষু মেলিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে)
প্রভো, আপনি এসেছেন !... আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন ! আমি
এতক্ষণ কি বলেছি তজ্জন্তু আমায় ক্ষমা করুন ।

(মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া)

প্রভো, আমি অম্পৃশ্য অধম, দুষ্ট পামর, আপনি আমাকে ছুঁলে
আমার মহা অপরাধ হয় । আমার সঙ্গে কণ্ডুস। থাকায় তা'র
রক্ত রস আপনার শ্রীঅঙ্গে লেগে যায়, তাই আমি পণ্ডিত-জগদানন্দের
কাছে যুক্তি চেয়েছিলাম । সে আমাকে বৃন্দাবন যাবার বিধান
দিয়েছে । এখন আপনার আদেশ পেলে রথযাত্রা দেখে শ্রীবৃন্দাবনে
যাইব ।

মহাপ্রভু—কি বল্লে ? কালকের পড়ুয়া জগার কিনা এত অহঙ্কার যে
তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে ? তুমি ব্যবহারে পরমার্থে তার গুরুতুল্য
সে বেটা তার নিজের মূল্য জানে না, আর তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ
কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে যুক্তি দিয়েছে ? ওঠো সনাতন, তুমি আমার
প্রাণাধিক,—তুমি জগদগুরু !

(সনাতনের হস্তধারণপূর্বক উত্তলন করিলেন)

[হরিদাসের প্রবেশ]

হরিদাস—(দ্বারদেশে মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করতঃ নীরবে
দণ্ডায়মান)

মহাপ্রভু—হরিদাস, দেখ—দেখ জগার কাণ্ডখানা ! কালকের জগা কিনা
সনাতনকে যুক্তি দেয় ! তার কত বড় স্পর্দ্ধা !... সে সনাতনকে
বৃন্দাবন যাবার পরামর্শ দিয়েছে ।

হরিদাস—প্রভু, জগদানন্দের প্রতি রাগ করবেন না । ও একটু অণু
ধরণের, যেখানে সেখানে যুক্তি দিয়ে বসে । ও ভাবের খেয়ালে
সদাই মসৃণ । জগদানন্দের যেমন আপনার শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিক
ভক্তি আছে, তদ্রূপ সনাতনকেও সে শুদ্ধভক্তরূপে অত্যধিক প্রীতি
ও সম্মান করে । এখানে সনাতন থাকলে সে আপনার কোনদিন
আলিঙ্গনচ্যুত না হওয়ার ফলে তা'র কণ্ডুরসা আপনার শ্রীঅঙ্গে লেগে
যাওয়ায় সে মনে মনে মহা দুঃখ পায় তাই তা'কে দুঃখ ও অপরাধের

হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্তই জগদানন্দ ঐক্লপ বলেছে। (সনাতনের প্রতি) কি গো সনাতন, তাই না?

সনাতন—(মুখ নীচু করিয়া নীরবে রহিলেন)।

মহাপ্রভু—জগদানন্দের এ কাজটা মোটেই ভাল হয় নি। আমি কি তাকে উপদেশ দেবার ভার অর্পণ করেছি! তোমাদের স্নেহেই জগদানন্দ সনাতনকে ঐক্লপ বলতে সাহস পেয়েছে।

হরিদাস—(নিরুত্তর)

সনাতন—(ভাবাবেশে সানন্দে) অহো পণ্ডিত জগদানন্দের কি সৌভাগ্য! জগদানন্দ, তোমায় প্রণাম করি।

(হস্ত উত্তোলনপূর্বক জগদানন্দের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন)

(পুনশ্চ প্রভুর পদতলে দণ্ডবৎপূর্বক) প্রভো! জগদানন্দ অশেষ সৌভাগ্যবান্। আপনি আমায় যে গৌরব স্তুতি করছেন—এ তো নিম্নসম তিত; আর জগদানন্দকে যে বকছেন,....ওই তো আপনার বাৎসল্য স্নেহস্বধারস। কই, এ অভাগাকে তো ভৎসনা করছেন না? কেহ নিম্ন আত্মীয় ও সর্বাধিক প্রিয় না হ'লে তা'কে কি ভৎসনা করা যায়?

আজ জান্লাম জগদানন্দ আপনার কত প্রিয়! আর আমি অভাগা আপনার করুণা বঞ্চিত দুর্ভাগ্য পাপীষ্ট। তাই ভাবি, আমি আপনার পাদপদ্ম থেকে কত দূরে!

হা ভাগ্য! এ জীবন ব্যর্থ;....এ জীবনে প্রভুর কিছুই সেবা করতে পার্লাম না; প্রভুর দ্বারা তো কখনও শাসিত হ'লাম না! (মস্তকে করাঘাত করিলেন) হায় প্রভু, তবে কি আমায় ত্যাগ করলেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

গৃহ ও গৃহী

আমরা সাধারণতঃ যে সকল গৃহ দেখিয়া থাকি সেগুলি স্থাবর ; তাহাদের চলচ্ছক্তি নাই, তাহাদের চক্ষু, কণ, নাসা, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় নাই। কিন্তু আজ আমরা যে গৃহের কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি তাহা ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত হইলেও বা চেতন না হইলেও চেতনের আশ্রয় ক্রিয়াশীল,—চলচ্ছক্তিযুক্ত ও হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। বাহার গৃহটী একরূপ ধরণের বিচিত্রতায়ুক্ত ও অত্যদ্ভুত, সেই মালিক বা গৃহস্থ যে কিরূপ ধরণের তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বিচার করিছেন না কি ? এখানে গৃহী ও গৃহ উভয়কেই দেখা যায় কিন্তু আমরা যে গৃহের কথা বলিতেছি সেই গৃহটি দেখা গেলেও এই গৃহের বাসিন্দাকে চেষ্টা করিয়াও দেখা যায় না ; তবে আহার বিহারাদি দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া—কার্য্য দেখিয়া কারণের অর্থাৎ গৃহীর বিষয় অনুভব করিয়া থাকি মাত্র। তাই বলিতেছিলাম, এই অদ্ভুত গৃহের প্রজাটী এই দেশের নন, ইনি বিদেশী, কোন কারণবশতঃ এদেশে আসিয়া পরিয়াছেন এবং এই অদ্ভুত গৃহকে সতত সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া চলা ফেরা আদি করেন। এই গৃহটী মানুষের তৈয়ারী নয়—ইহা বিশ্বকর্মান্বার তৈয়ারী জিনিষ ; ইহা মাটি দিয়া তৈয়ারী বা মাটির বিকার হইলেও এক অদ্ভুত রকমের ! তাই বলি, এ যে এক অদ্ভুত গৃহ ! কথা বলা গৃহ ! ক্রমবর্দ্ধমান গৃহ ! বালক, যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতি নামধারী গৃহ ! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নব-নবভাবে পরিবর্তনশীল গৃহ !

এই অদ্ভুত গৃহটীর নাম দেহ এবং এই দেহঘরে যিনি বাস করেন তিনি জীব—আত্মা অর্থাৎ আমি স্বয়ং। এই জীবাত্মা যতদিন একঘরে বাস করেন ততদিন ঘরের দরজা জানালা অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়গুলি যথারীতি খোলেন বা বন্ধ করেন এবং প্রয়োজনানুসারে ঐগুলি ব্যবহার করেন কিন্তু ইনি এই ঘরে কতদিন বাস করিবেন, এ কথা কাহাকেও বলেন না এবং যাইবার কালে কাহাকেও বলিয়া যান না, দরজা জানালাগুলি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়াও যান না। ইহার গৃহপরিত্যাগের জন্ম-নক্ষত্র নাই, তিথি বার নাই, সময় নাই, প্রথম মাস, প্রথম দিন, ত্র্যাহম্পর্শ বা মঘা নাই ; পথ ঘাট, স্থান অস্থান নাই। যে ঘরে এতদিন ধরিয়া বাস করিয়াছেন সেই ঘরের কোন ব্যবস্থাই তিনি করেন না, ছাড়িয়া গেলে সেই ঘরের কি দশা হইবে তাহা একবার চিন্তাও করেন না। প্রত্যেক ঘরেরই কেহ না কেহ ওয়ারিশ থাকে, কিন্তু

এই ঘরের ওয়ারিশও কেউ থাকে না ; এমন কি অতি যত্নে লালিতপালিত এই ক্রমবর্দ্ধমান গৃহটিকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া বা অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভাঙে পরিণত করিতে পারিলেই যেন লোকের একটা দায় যুচিয়া যায় ! এখানকার ঘরগুলি কাহারও ভোজ্যবস্তু নয়—খাবার জিনিষ নয় কিন্তু এই গৃহটী পরিত্যক্ত হইলে ইহাকে উন্নয়ন করিবার অংশীদার অনেক জোটে। তাই বলি, এই গৃহটী যেমন অদ্ভুত, এই গৃহের বাসিন্দা বা প্রজাও সেইরূপই এক আশ্চর্য্য ধরনের। এই গৃহটি এত সাধের যে এই গৃহটিকে রাখিতে হইলে আবার আর একটি মাটির ঘর দরকার হয় এবং এই ঘরটি এমনভাবে তৈয়ারী যে ইহাতে আকৃষ্ট হয় না এমন লোক জগতে খুব কমই আছে এবং এই ঘরের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা এই গৃহকেই গৃহস্থ বা গৃহী বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া ভালবাসি ; তাই আমরা এই অদ্ভুত গৃহের অদ্ভুত প্রজাকে চিনিতে পারি না। এই গৃহটী মালিকের এত অনুগত যে মালিক যখন যা বলে সে তখন মালিকের হইয়া সেই সেই কার্য্য করে, এমনই ইহার বৈশিষ্ট্য ? (ক্রমশঃ)

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

রজকবধ ও তার তাৎপর্য্য

কংস-সভায় উপস্থিত হইবার জন্ত যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেব ও বয়শ্যগণের সহিত মথুরায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন রাজপথে কংসের এক বস্ত্ররঞ্জক অনুচরের সহিত তাহাদের দেখা হয়। সেই রজক কংসের জন্ত বিবিধ সুন্দর বসন-ভূষণ পরিস্কৃত ও রঞ্জিত করিয়া রাজবাড়ীর দিকে লইয়া যাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ রজকের নিকট হইতে কতকগুলি উত্তম বস্ত্র চাহিলেন। ইহাতে ঐ রজক ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রূপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবকে বলিল—“তোরা গ্রাম্যলোক, পাহাড়ে ও বনে বিচরণ করিয়া থাকিস্, রাজার চায় সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ তোদের উপযুক্ত নয়। সুতরাং এই সকল রাজবস্ত্র প্রার্থনা করছিস্ কেন? হে মূর্খগণ, তোদের এরূপ আত্মপক্ষা ও নির্বুদ্ধিতা পরিত্যাগ করা উচিত। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তা’ হ’লে সাবধান, পুনরায় ঐ কথা মুখে আনিস্ না ; শীঘ্র পলায়ন কর। জানিস্, রাজপুরুগণ অহঙ্কারী ব্যক্তিগণকে বন্ধন, প্রহার ও তাহাদের সকল সম্পত্তি হরণ করেন।” কংসের ভৃত্য জানিত না যে, সে সরাট

পুরুষের সঙ্গে কথা বলিতেছে। কংসের ভৃত্য মনে করিতেছিল, আমার মালিক—কংস, বস্ত্রগুলির মালিক—কংস, মথুরানগরীর মালিক কংস; কিন্তু আজ যে সকল মালিকের মালিক—কংসের মালিক—কংসের কারণের কারণ—স্বরাটপুরুষ আসিয়াছেন, সে কথা নির্বোধ অক্ষজ্ঞানী, নীতিবাদী ও কর্মজড়বাদের প্রতীক কংসের রজক বুঝিতে পারে নাই। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হস্তের আঘাতে রজকের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন—রজককে বধ করিলেন। তাহার অনুচরগণ এই ব্যাপারদর্শনে বস্ত্র-পেটকসমূহ পরিত্যাগ-পূর্বক চতুর্দিকে পলায়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ উত্তম বস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব মনোরম বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করতঃ কতিপয় বস্ত্র ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং অবশিষ্ট পোষপণের ভ্রূত গ্রহণ করিলেন।

কর্মজড় নীতিবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণই যে নিখিল-বস্ত্রের মালিক, তাহা না জানিয়া নাস্তিকতা-ক্রমে মনে করে—জীবগণ নিজেরাই সকল-দ্রব্যের মালিক—সকল অর্থের মালিক। বাহু গোণদৃষ্টিতে ত্রায়তঃ কংসকেই বস্ত্রগুলির মালিক বোধ হয়। সাধারণ লোক দৈহিক পরিশ্রম করিয়া যে অর্থাদি সংগ্ৰহ করে, কিংবা উত্তরাধিকারীস্বত্রে যাহা পায়, কর্মজড়নীতিবাদীর বিচারে তাহা তাহারই অর্থ। কর্মজড়স্মার্ত্ত মনে করেন, সেইরূপে লব্ধ অর্থের মালিক জীব; স্ততরাং জীব নিজেই সেই অর্থ ভোগ করিবে, শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রজককে বধ করিয়া কর্মজড়স্মার্ত্তের—প্রাকৃত নীতিবাদীর ঐক্লপ দুর্বুদ্ধিকে হনন করেন। রজক সাধারণের মলিন বস্ত্রসমূহ পরিস্কৃত করিয়া দেয়, ধূলি ও মলিনতাদ্বারা ঐসকল শুভ্র বস্ত্র পুনরায় মলিন হইলে রজক উহা পুনরায় পরিষ্কার করিয়া তদ্বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ করে—প্রাকৃত মলিন বস্ত্রকে সাময়িকভাবে পরিষ্কার করে অর্থাৎ উহা যতবার মলিন হয়, ততবারই পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার করে; এই ব্যবসায়—রজকের। কর্মজড়স্মার্ত্তবাদও তাহাই। এই কর্মজড়বাদ কংস অর্থাৎ কৃষ্ণদেবীর বা অহংগ্রহোপাসকের অনুচর। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। কর্মজড়স্মার্ত্তবাদ পরিত্যাগ না করিলে কখনই শুদ্ধভক্তি লাভ হইতে পারে না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের রজকবধলীলার শিক্ষা।

ইহাতে আমরা আরও শিক্ষা পাই যে, ভক্তিব্যতীত কেহ ভগবান্কে দর্শন করিতে পারে না। যদি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকে, তাহা

হইলে আমরা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার পাইয়াও তদর্শন-সুখ বা তদর্শনফল পাইতে পারি না। এ কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীম বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

মুকুন্দের ভক্তির মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
 যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি ॥
 তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।
 ভক্তি বিনা আমি' দেখিলে কিছু নয় ॥
 ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্মদুঃখ।
 মোর দুঃখ ঘুচে তা'র দরশন সুখ ॥
 রজককেও দেখিল,—মাগিল তা'র ঠাঞি।
 তথাপি বঞ্চিত হইল,—যা'তে প্রেম নাঞি ॥
 আমি দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
 কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল ॥
 পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
 না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ ॥
 ভক্তিশূন্য জনে মুই না করি প্রসাদ।
 মোর দরশনসুখ তা'র হয় বাধ ॥
 ভক্তিগানে অপরাধ কৈলে, ঘুচে ভক্তি।
 ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন শক্তি ॥

ভগবদর্শন অল্প ভাগ্যের ফলে ঘটে না। রজকেরও তপস্যা করিয়া কোটি কোটি জন্ম গিয়াছিল, কিন্তু ভগবদর্শন করিয়াও সে সেবোন্মুখ না হওয়ায় ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। সে সেবাবুদ্ধি-বঞ্চিত, তাহার ভগবদর্শন বৃথা হয়। সেবোন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের ভগবদর্শনে ভক্তিসুখোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তাহার ভগবান্কে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করায় সেবাবুদ্ধির অভাবে দর্শনশক্তির বাস্তবফল নিত্যসুখ লাভ করিতে অসমর্থ হয়।

—শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী

সাধক জীবনের জ্ঞাতব্য

আমরা অনেক সময় ধর্মরাজ্যে প্রবেশাধীকারমুখে প্রথমেই এই প্রশ্নটি স্তনিত পাই,—“আমার কর্তব্য কি? আমি চলিব কিরূপে? অর্থাৎ ধর্মোন্মুখ ব্যক্তি ধর্মজীবন-যাপনের প্রারম্ভেই প্রাত্যহিক জীবনের অনুষ্ঠানাবলীর একটি তালিকা ঠিক করিয়া তদনুসারে চলিতে সক্ষম করেন। এক্ষণে সক্ষম উত্তম; কিন্তু এতৎপূর্বে কয়েকটি জানিবার কথা আছে।

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই যে, বালিকা বিবাহের পূর্বেই পতিগৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলির তালিকার জ্ঞাতব্য হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে, সর্বাগ্রে বালিকা ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়েই চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আগে পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, পতি গৃহে গমন, তারপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের জ্ঞাতব্য চেষ্টা। পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া অর্থাৎ পতি ঠিক না করিয়া যদি কেহ বারবনিতার দ্বারা উদ্দেশ্যবিহীন গৃহ-কার্য্যগুলি সম্বন্ধেও সম্পাদন করিতে থাকে, তবে সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলি সুখ শান্তি বা মঙ্গলের হেতু না হইয়া অনুষ্ঠান-কারিণীকে ইন্দ্রিয়লালসারূপ ও তজ্জন্ম নরকেই নিমগ্ন করে। সুতরাং সর্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যিক।

ভগবান্‌ই আমাদের নিত্য পতি। শ্রীগুরুদেব সেই পতির সহিত আমাদের সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে “সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা” বলে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের নামই ‘দীক্ষা’ বা দিব্যজ্ঞান।’

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুল-খেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণ-মাত্র। বালিকার পুতুল-খেলার দ্বারা সত্য সত্য পতির সেবা হয় না, কেবল জ্ঞানহীন বালিকার সাময়িক মানসিক সন্তোষ হয় মাত্র। আবার পতি-সম্বন্ধবিমুখিনী বারবনিতার গৃহকার্য্যগুলিও উহার নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর দৈনন্দিন গৃহকার্য্যগুলির প্রত্যেকটিই পতির সুখান্বেষণ উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়ায় উহা সুশৃঙ্খল, মঙ্গলজনক ও সমগ্র গৃহপরিবারের শান্তিবিষয়ক হইয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (ভাঃ ১১/২।৩৪) ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের ঠিক সেইরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ আকাশ-

পাতাল-প্রভেদ বর্তমান, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন : ষেক্ষপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত-পুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয়-সুখ-ভোগের জন্তই করিয়া থাকেন এবং কর্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও দেব-পিতাদি পূজার জন্তই তত্তৎ কার্য করেন, ভগবন্তুগণ তদ্রূপ সেই সেই কার্য সেইভাবে ভগবৎসেবার জন্তই করেন। তাহাতে তাঁহাদের মৃত-পুরীষোৎসর্গ হইতে শ্রবণ-কথনাদি যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যাপার ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়।

মূল কথা এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবন্তুগণ বিষয়ী ও কর্মকাণ্ডরত ব্যক্তির জ্ঞান যাবতীয় কার্যই করিয়া থাকেন। ভক্ত, বিষয়ী ও কর্মীর বাহ্যানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য নাই ; কেবলমাত্র অন্তনিষ্ঠায় ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকল কার্যই ভগবানের শ্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যেই করেন ; আর বিষয়ী ও কর্মকাণ্ডরত ব্যক্তি স্ব-স্ব ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সুবিধার জন্ত তৎ-তৎ কার্য করেন,—যেমন সাধবী স্ত্রী কেশবিন্যাস, বেশ-রচনা, গৃহ সংস্কার ও রন্ধন কার্য প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান পতি-সুখের জন্তই করেন ; আর সর্বদা নিজসুখ-তাৎপর্য্যপরা বারবনিতাও তৎ-তৎ কার্যগুলিই অর্থাৎ সংগ্রহ ও নিজসুখেচ্ছামূলেই করিয়া থাকে।

অতএব আমাদের সর্বাগ্রে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যিক। সম্বন্ধের পরে ‘অভিধেয়’ অর্থাৎ আমাদের যাহা কর্তব্য, তাহার নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। ‘সম্বন্ধ’ ও ‘অভিধেয়’ পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। ‘সম্বন্ধ’ ব্যতীত ‘অভিধেয়’ নির্ণয় হয় না ; আবার ‘অভিধেয়’-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না,—যেমন কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি পতিগৃহে গমন না করে এবং তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই, জানিতে হইবে। যখন ভার্য্যা পতিগৃহের কার্য-গুলি অত্যন্ত আপনার বোধে প্রাণপণে করিতে থাকে, নানাপ্রকার অভাব-অসুবিধা, রোগশোক অগ্রাহ করিয়াও পতিগৃহের যাবতীয় কার্য দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত অনুষ্ঠান করিতে থাকে ; তখনই বালিকার অভি-ভাবকগণ অপর সকলেও জানিতে পারে যে, ঐ বালিকার পতির সঙ্গে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অভিধেয়ের পরই ‘প্রয়োজন’ সিদ্ধ হয়।

সাধবী পত্নী কি চান ? তিনি কখনও অপরের প্রশংসা-প্রাপ্তির জন্ত পতি-সেবা করেন না। তিনি চান—পতির সুখের জন্তই পতি সেবা ;

পতির প্রীতিই তাঁহার প্রয়োজন। পতির সুখেই তাঁহার সুখ ; নিজের সুখ তাঁহার প্রয়োজনীয় সুখ নহে। এইরূপ সৰ্বতোভাবে নিজস্বার্থ বর্জন করিয়া ভগবৎ-প্রীতির অনুসন্ধানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন।

ভক্তি-লাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—‘সদগুরুপদাশ্রয়।’ আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—“আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ।” শ্রুতি বলেন,—“ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ‘সমিৎপাণি হইয়া বেদভাৎপর্য্যজ্ঞ ভগবৎতত্ত্ববিৎ সদগুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবে” (মুক্তকোপনিষৎ ১।২।১২)। আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষা ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন” (ছান্দোগ্যোপনিষদে) ৬।১৪।২)। “যাঁহার ভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনই শ্রীগুরুদেবেও ঐ ঐকান্তিকী ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মাই শ্রুতির মন্ত্যর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন” (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩)। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে,—“কর্তব্য অকর্তব্যজিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম মঙ্গল জানিবার জন্ত সদগুরুর পদাশ্রয় করিবেন। যিনি শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, কষ্টক-শরণ এবং প্রাকৃত লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই সদগুরু।”

ভক্তি-লাভেচ্ছু ব্যক্তিমাতেই পারমাথিক গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। পারমাথিক গুরু-বরণকালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে প্রকৃত সত্য লাভ হয় না। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—“ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমাথিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। (ভক্তি-সন্দর্ভ—২১০ অনুচ্ছেদ)। বিষ্ণু স্মৃতি বলেন, “শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্যা বা যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন। “স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন” (হরিভক্তিবিলাস ২।৫)। “কেহ যদি এইসকল শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোন ‘অগুরু’কেই ‘গুরু’ বলিয়া ঠিক করেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরুপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরক লাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন” (হরিভক্তিবিলাস ৪।১৪৪)।

যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক সময় মনে করেন,—অসদগুরু ত্যাগ করিয়া সদগুরু গ্রহণ করিলে, গুরুত্যাগরূপ অপরাধে

পতিত হইতে হইবে। কিন্তু আচার্য্যগণ ও নিখিল সাধুত স্মৃতি-শাস্ত্র বলেন,—“এইরূপ অসদগুরু-পরিত্যাগই বিধি” (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ ও ২৩৮ অনুচ্ছেদ) “যে ব্যক্তি আচার্য্যবেশে কীর্ত্তন করেন ও যিনি শিষ্যরূপে তাহা অন্ত্রায়ভাবে শ্রবণ করেন, তাহার উভয়েই অনন্তকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন” (হরিভক্তিবিলাস ১৬২)। পূর্বাচার্য্যগণের আচরণও এইসকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেন। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—“দুঃখ যেকোনই হউক না গুরু যাহাই থাকুক না কেন, বিষমুদ বিক্রেতা হইতে বা গুরুত্ব হইতে দুঃখ বা লক্ষ্যমস্ত (?) ত’ আর কিছু খারাপ হয় নাই ! আর শিষ্যের যদি ভক্তি (?) থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের কল্লনার বলে অসদগুরুও শিষ্যের নিকট ‘সৎ’ বলিয়া প্রতিভাত হইবেন”—এইসকল কথা সমর্থন করিবার জন্যও বহু বহু মনঃকল্লিত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র এইসকল মনোমুগ্ধোৎপাদিত কথার সমর্থন করেন না। শ্রুতির কথা ছাড়িয়া স্বার্থপর ব্যক্তিগণের মনঃকল্লিত কথার কখনই আদর হইতে পারে না। ‘গুরু যাহাই থাকুক না কেন’—এইরূপ দুঃসঙ্গ-বিচার সংরক্ষণ করা কল্যাণেচ্ছু পারমাথিকের বিচার নহে।

পরমার্থানুসন্ধিস্থ ব্যক্তি তাহার প্রাত্যহিক জীবন শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—“যিনি স্বয়ং শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যদিগকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই ‘আচার্য্য’। উৎপথগামী কখনও ‘আচার্য্য’ মহেন। অর্থলোভী, অতাবগ্রস্ত শোককারী, আচারহীন, স্ত্রীসঙ্গী ও ভগবানে শরণাপত্তি-রহিত ব্যক্তি কখনই ‘গুরু’-পদবাচ্য হইতে পারে না। যে-গুরু অর্থলোভী এবং যে শিষ্য সংসারমুখে একান্ত অভিলাষী, ইঁহারা দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভবসাগর-অভ্যন্তরে পাবাণের ত্রায় দৃঢ় জ্ঞান-নৌকায় আরোহণপূর্বক ধৈর্য্য লইয়া যান, তাহা হইলেও দুইজনই নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবেন। তাহাদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পরপারে যাইতে সমর্থ হইবেন না।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

অশিষ্ট ও শিষ্টাচার

যাঁহারা সাত্ত্বত-স্বতির শাসন মানিয়া চলেন না তাঁহারা অশিষ্ট। অশিষ্টগণ প্রেয়ঃপথের পথিক; তাঁহারা মানসিকবৃত্তি চরিতার্থতার জন্ত স্বৈচ্ছাচারী হইয়া পড়েন। স্ততরাং তাঁহাদের আচারে স্বৈচ্ছাচারিতার প্রবল তরঙ্গ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের শাসনবাণীর সহিত নিজেদের অশান্ত মনের চিন্তাস্রোতের মিল হয় না বলিয়া অনেক সময় তাঁহারা সাত্ত্বত-শাস্ত্রকার-গণকে একদেশদর্শী, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অজ্ঞ এবং নিজদগকে বিজ্ঞ জ্ঞান করেন। কোনও পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়া-ছেন—We think our fathers fool. Our wiser sons will no doubt think us so. বস্তুতঃ অশিষ্টাচারেব গতি এই প্রকারই। প্রাতিষ্ঠা-লাভের আশায় নিজেদের প্রতিভা দেখাইতে যাইয়া যদি আমরা আমাদের পরম হিতৈষী পূর্বাচার্যাগণকে অজ্ঞ বলিতে অধ্বাবোধ না করি তাহা হইলে আমাদের সম্মান-সম্মতিগণ যে আমাদের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি লক্ষ্য করিয়া আমা-দিগকে অজ্ঞ, মুর্থ, অসভ্য প্রভৃতি বলিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

একটি সত্য ঘটনা লিখিতেছি। কোনও জীলোক তাহার বৃদ্ধা স্বস্ত্র-মাতাকে সর্বদাই বাক্যবাণে জর্জরিত করিত। বৃদ্ধা একটি ভগ্ন পাথরের থালায় আহার করিত। আহারান্তে থালাটি তাহাকেই পুষ্করিণীতে লইয়া যাইয়া ধৌত করিতে হইত। একদিন পুষ্করিণী হইতে আসিবার সময় থালাটি হস্ত হইতে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে বৃদ্ধার পুত্রবধূর ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। সে অনর্গল ধারায় বচনামৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। এই গালি শ্রবণ করিয়া তাহার পুত্র—বৃদ্ধার পৌত্রও বৃদ্ধাকে গালি দিয়া বলিতে লাগিল—“বুড়ি, তুই আমার যে ক্ষতি করুলি এইরূপ ক্ষতি আর কেহ করে নাই। ভাঙ্গা পাথরখানা যে একেবারে চূরমার করুলি, আমার মা যখন বৃদ্ধ হইবে তখন আমি তাহাকে ভাত দিবার জন্ত এইপ্রকার মূল্যবান ভাঙ্গা পাথর আর কোথায় পাইব? এইবার বৃদ্ধার পুত্রবধূর একটু চৈতন্যোদয় হইল। সে দেখিল—বৃদ্ধাকে সে যেভাবে উৎপীড়িত করিতেছে, তাহার পুত্রও তাহাকে সেই প্রকার উৎপীড়নের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দিন হইতে সে শিষ্ট হইল—স্বস্ত্রমাতাকে বথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল। এই উদাহরণ দেখিয়া—নিজেরা অশিষ্ট হইলে সম্মানসম্মতি-গণকর্তৃক তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়া যাইবে, এই চিন্তা করিয়াও যদি জনগণ অশিষ্টাচার পরিত্যাগ করে তাহা হইলেও অন্ততঃ মন্দের ভাল নহে

কি ? উপদেশে শিক্ষা না হইলে অনেকে অপরের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা করে । সর্বশেষে ঠেকিয়া শিক্ষা হইয়া থাকে । তাহাতেও যাহাদের চৈতন্যোদয় না হয় সে ত পশুরও অধম ।

সাত্ত্বত-শাস্ত্রবাণীর প্রতি অনাদরের ফলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পর্য্যন্ত আজ কি ভীষণ দুর্গতি হইয়াছে । অনেকে বলিবেন,—ভারতে রেলগাড়ীর বন্দোবস্ত হইয়াছে, ডাকবিভাগের উন্নতি হইয়াছে, মুদ্রণ-যন্ত্রাদি হইয়াছে, নূতন নূতন শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, স্ততরাং ভারতের দুর্গতি কোথায় ? কিন্তু ঐগুলি কি জুগতির চরম লক্ষণ ? বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে কেন ? অধিকাংশ স্থলেই ত’ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেছে না ; ইহার কারণ কি ? অপস্বার্থ আসিয়া বন্ধুতার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইতেছে কেন ? দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, বিভাগে বিভাগে, জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায়, বোর্ডে বোর্ডে, গ্রামে গ্রামে, বিবাদ-বিসম্বাদ প্রজ্জলিত অবস্থায় কেন ? জাতিতে জাতিতে অহিনকুল সম্বন্ধ হইতেছে কেন ? এই সকল কি অশিষ্টতা নহে ? শিক্ষার আগার যে-সকল স্থান, সে-সকল স্থান হইতেও ছাত্রবৃন্দের ক্রমশঃই অধিকতর দুর্ভিক্ষিত হইবার অভিযোগ শিক্ষক ও অধ্যাপক-মণ্ডলী হইতেও পাওয়া যাইতেছে কেন ? স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে কারণ অনুসন্ধান করুন, দেখিতে পাইবেন, সাত্ত্বত-স্মৃতির প্রতি ওদাসীত্ত্ব—পরমার্থশিক্ষার প্রতি দৃষ্টিহীনতাই ইহার মূলীভূত কারণ । কেহ কেহ বলেন,—নিরক্ষরতাই এই অশিষ্টতা-বৃদ্ধির কারণ ; কিন্তু পাশ্চাত্য উন্নত দেশগুলির মধ্যে কি অশিষ্টতার উদাহরণ কিছু কম পাওয়া যায় ?

শিষ্টতার আগার হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাহার। আমাদের জ্ঞাত অহৈতুক-করণাবশতঃ উপদেশবাণী সাত্ত্বতশাস্ত্র পে সংরক্ষণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি যদি উপেক্ষা প্রদর্শন করি—প্রকৃত শিক্ষককে যদি অবহেলা করি—যাহা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে, তাহাকে যদি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে অশিষ্টাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতমস্তিস্কতার ফলস্বরূপ অশান্তির অনল সমগ্র দেশ গ্রাস করিবে বৈ কি ? তাই আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট নিবেদন—তাহারা কি ঠেকিয়াও শিখিবেন না ? পরমার্থজ্ঞানের অভাবে যে ভীষণ অবস্থা শিক্ষামন্দিরে পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা প্রতিক্ষণ অমুভব করিয়াও কি “Back to God and back to Home” এর জ্ঞাত যত্নবিশিষ্ট

হইবেন না ? তাঁহারা কি প্রকৃত শিষ্টাচার—ভগবৎসেবার আত্মনিয়োগপূর্বক “আপনি আচরি’ ধর্ম জীবেরে শিখায়” এই শিক্ষার বরণ করিবেন না ? তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষার মূল্য কি ? পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে আমদানী কপট-শিষ্টাচার ভারতের সম্পত্তি নহে । মমঃপ্রাণে সরল হইয়া ভগবদ্ভজন—কীবমাত্রকেই স্বরূপতঃ ভগবদ্ভাস জানিয়া সকলকেই প্রীতির চক্ষে অবলোকন—সকলকেই ভগবদ্ভজনের মাধুর্য্যে আকর্ষণই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্টাচার । সে-স্থানের আচার-ব্যবহার যে আবরণেই আবৃত থাকুক এই শিষ্টাচারের অভাব যে-স্থানে, ভারত—পরমার্থ ভারতের দৃষ্টিতে তাহা অশিষ্টাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে । পরমার্থ-ভারত সর্বদাই স্বাধীন আছে, ভবিষ্যতেও স্বাধীন থাকিবে । পরমার্থ ভারত জগতের গুরু, তিনি স্বীয় শিষ্টাচারের আলোকে জগতের যাবতীয় অশিষ্টাচার দূরীভূত করিবেন । তাঁহার অধীনতায় থাকাই প্রকৃত-মনুষ্যত্ব ।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

অজামিল-উপাখ্যান

কাত্যকূজে শ্রীঅজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তিনি বেদনিষ্ঠ, সদাচার-সম্পন্ন সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র, কোমলচিত্ত নিরহঙ্কার, সাধু ও মিতভাবী ছিলেন । একদিন তিনি পিতার আদেশে ফল ও পুষ্পাদি সংগ্রহের জন্ত বনে গমন করেন । ফলাদি সংগ্রহ করিয়া বন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন-সময়ে পথিমধ্যে এক কামুক শূদ্রকে নিলজ্জ-ভাবে সাধারণ ভোগ্যা এক শূদ্রাণীর সহিত, হাস্য, গান ও বিহার করিতে দেখেন । ইহাতে ঐ ব্রাহ্মণ হঠাৎ বিমোহিত ও মদনের বশীভূত হইয়া পড়েন । শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে ও নিজবুদ্ধিবলে তিনি চিত্তকে নানাভাবে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হন । তিনি সেই শূদ্রাণীকে অহুঙ্কার চিন্তা করিতে করিতে স্ব-ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হন এবং পিতার উপার্জিত অর্থের দ্বারা শূদ্রাণীর সন্তোষ বিধান করিতে থাকেন । সেই বারাজনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি নবযৌবনা, সংকুলোৎভবা বিবাহিতা ব্রাহ্মণপত্নীকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করেন । অনন্তর তিনি পাশে প্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল অগ্নায়ভাবে জীবনযাপন করেন । ঐ শূদ্রাণীর গর্ভে সেই বৃদ্ধ অজামিলের দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে । তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ‘নারায়ণ’ রাখেন ।

এই কনিষ্ঠ পুত্রটি মাতাপিতার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল। অজামিল বৃদ্ধবয়সেও সর্বক্ষণ স্ত্রী-পুত্রাদির সেবায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন; মৃত্যু যে ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্তী হইতেছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। এইরূপে কালতিপাত করিতে করিতে অজামিলের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও তিনি 'নারায়ণ'-নামক বালক-পুত্রের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। অজামিল সেই সময় দেখিতে পাইলেন, পাশহস্তে, বক্রমুখ, উর্দ্ধরোমা, অতি-ভীষণাকৃতি তিনজন পুরুষ তাঁহার জীবাত্মাকে লইবার জন্ত আগমন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিবা মাত্রই অজামিল ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহার বালক-পুত্রটি দূরে ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিল। অজামিল সেই 'নারায়ণ'-নামক পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ, 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু অজামিলের মুখে নিম্ন প্রভুর নামকীর্তন শ্রবণ করিয়া এবং উহাকে হারকীর্তন অর্থাৎ অপরাধশূন্য সাঙ্কেত্য নামান্তাস বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে চারিজন বিষ্ণুদূত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল বিধ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই তিনজন যমদূত ও চারিজন বিষ্ণুদূত-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতের ৬।১।২৮-২৯ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—জ্ঞানাত অজামলেন কৃত-নামনস্তনামপি পাপনাং কাষিক-বাচিক-মানসেন ত্রৈবধ্যাত্রয় এব যাম্যা আগতাঃ নারায়ণনামস্তুরক্ষরত্বাচ্চত্বারো বিষ্ণুপার্ষদা আগতা ইতি জ্ঞেয়ম্।”

যমদূতগণ অজামিলের হৃদয় হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্বক তাহা নিবারণ করলেন। এই বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ছিলেন। ধর্ম্মরাজ যমের কিস্করগণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণুদূতগণ হাস্ত করিয়া বলিলেন,—“যাদ তোমরা ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া থাক, তাহা হইলে আমরা দিগকে ধর্ম্মের স্বরূপ, অধর্ম্মের লক্ষণ ও দণ্ডের যোগ্যপাত্র কে, তাহা বল।” যমদূতগণ বলিল,—“বেদে যাহা কর্তব্য বলিয়া বিহিত, তাহাই ধর্ম্ম, তাঁদ্বিপরীতহ অধর্ম্ম। আমরা শুনিয়াছি, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং ঋষভৃ অর্থাৎ স্বতঃ-প্রকাশত। সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, জল, পৃথিবী ও স্বয়ং ধর্ম্ম—এই সকল জীবের কন্ম সমূহের সাক্ষী। এই সমস্ত সাক্ষী দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম্মী দণ্ডের পাত্র। সকল কর্ম্মই কৃতকন্ম্যনুসারে দণ্ডের যোগ্য হয়। কর্ম্মিগণের পুণ্য ও পাপ

—উভয়ই সম্ভব। দেহধারী ব্যক্তি কখনও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহলোকে যিনি যেরূপ কর্ম করেন, পরলোকে তিনি সেইরূপ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন; সর্বজ্ঞ যমদেব স্বীয় পুরীতে অবস্থিত হইয়া জীবের পূর্বকৃত সমস্ত আচরণ দেখিতে পান এবং তদনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। এই অজামিল আজীবন কেবল পাপাচরণ করিয়াছেন। তিনি পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। অতএব আমরা তাঁহাকে দণ্ডপাণি যমের নিকট লইয়া যাইব। সেইস্থানে তিনি পাপানুরূপ দণ্ড পাইয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন।

যমদূতগণের এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ বলিতে লাগিলেন,—“অজামিল যে কেবল এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কোটীজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; যেহেতু তিনি বিবশ হইয়া, কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র নহে, মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ পরম-মঙ্গলময় হরিনাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছেন। এই অজামিল পূর্বেও ভোজনাদি-সময়ে ‘বৎস নারায়ণ, শীঘ্র এস’—এই প্রকার পুত্রোপচারে চতুরক্ষর ‘নারায়ণ’-নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার অশেষ-জন্মার্জিত পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। মণ্ডপান, চৌর্য্য, ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা ও পিতৃহত্যা প্রভৃতি যত মহাপাপ আছে, শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর ‘এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইহাকে সর্বোত্তমভাবে আমার রক্ষা করা কর্তব্য’—এইরূপ মতি হইয়া থাকে। শ্রীহরির নামোচ্চারণের দ্বারা পাপমলিন হৃদয় যেরূপ নির্মল হয়, স্রুত বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা সেইরূপ নির্মলতা আসে না। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্ত সম্যগ্রূপে নির্মল হয় না। কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনরায় অসংপথে ধাবিত হয়, কিন্তু শ্রীহরির নাম-গুণাদিকীর্ণন পাপমূল অবিছাকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া হৃদয়কে শুদ্ধ ও নির্মল করিয়া থাকেন। এই অজামিল মুমূর্ষু-অবস্থায় শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন এবং তদ্বারা তাঁহার অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; সুতরাং তোমরা ইহাকে যমলোকে লইয়া যাইও না। অথ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই হউক, কাহাকেও উপহাস করিবার ছলেই হউক, গীতালাপপূর্ণের জন্তই হউক অথবা অশ্রদ্ধার সহিতই হউক, বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলে অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমুসিংহদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

বিগত কয়েকদশকের অনুসৃতধারাকে অনুন্ন রাখিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবর্গ এই বৎসরও শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আয়োজন করিয়াছেন।

দেশের অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেও সমিতির সেবকগণ অশেষ কষ্টস্বীকার করতঃ সমিতির সভাপাত-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় শ্রীধাম পরিক্রমা যথারীতি উদ্ঘাপন করিয়াছেন।

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ, কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিকে আত্মান জানাইবার উদ্দেশ্যে জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রী শচিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবর্তিত ধারাকে অনুসরণ করিয়া সপ্তাহব্যাপী নবদ্বীপ-ভক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গের পূর্ণযাজনদ্বারা কীর্তনাখ্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন ও সমগ্র বিশ্বকে শ্রীহরিকথায় মুখরিত করাইবার প্রয়াসই এই বৃহৎ মহা-মহোৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে।

উক্ত মহা-মহোৎসব বিগত ২৪শে গোবিন্দ, ২১শে ফাল্গুন (ইং ৬/৩/৭১) শনিবার হইতে ৩০শে গোবিন্দ, ২৭শে ফাল্গুন (ইং ১২/৩/৭১) শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকালব্যাপী এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মহোৎসবের পূর্বদিন হইতে অর্থাৎ ২০শে ফাল্গুন হইতেই এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সেবা-স্বচী আরম্ভ উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইবার ও শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবাণী-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতৎ উপলক্ষ্যে সপ্তাহদিবসব্যাপী শ্রীধামের বিভিন্নস্থান পরিক্রমাতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠের নাট্যমন্দির-মদনে ধর্ম্ম-সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই সভায় পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজ প্রতিদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ২১শে ফাল্গুন হইতে দ্বীপমণ্ডলী পারিক্রমা আরম্ভ হইলে সমিতির বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ পরিক্রমণ-সম্বন্ধে পরিচালনা করিতেন এবং প্রত্যেকটি স্থানে পৌরাণিক যুগ হইতে অত্যাধি ভগবান্ ও বিভিন্ন ভক্তের লীলাবলী তথা তত্ত্বস্থান-মাহাত্ম্য কীর্তন ও বর্ণনা করিয়া ষাত্রি-রন্দের নিকট অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করতঃ মায়াগন্ধ-রহিত চিন্ময়রাজ্যের সন্ধান দিতেন।

পূর্বের পরিক্রমা-সূচী অনুযায়ী ২১শে ফাল্গুন হইতে ২৩শে ফাল্গুন পর্যন্ত প্রতিদিন দুইটি দ্বীপ যথাক্রমে **শ্রীগোক্রমদ্বীপ** (কীর্তনাখ্য), **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য), **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য), **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চনাখ্য) **শ্রীভকুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য), **শ্রীমোদক্রমদ্বীপ** (দাস্তাখ্য) প্রভৃতি পরিক্রমা করা হয়। রাত্রের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫শে ফাল্গুনের পরিক্রমা-সূচী বন্ধ করার জন্ত তৎপূর্ব দিবসেই **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য), **শ্রীসৌমন্ত্রদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) ও **শ্রীঅমৃতদ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) ২৪শে ফাল্গুন পরিক্রমা করতঃ পরিক্রমা-সূচী সমাপ্ত করা হয়। তৎপর যথাক্রমে ২৫শে ও ২৬শে ফাল্গুন শ্রীমঠেই সম্পূর্ণ দিবস পাঠ-কীর্তন ও বক্তৃতার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীমন্তুক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত সন্নিভির বর্তমান সভাপতি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, সহঃ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত হরিক্ষন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমুখী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদ্বৈবত মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণের মুখনিষৃত হরিকথা যাত্রীগণের প্রভূত ভূগুণি বিধান করিয়াছে।

পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগৃহীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদৈতী মহারাজ ও বিশেষ বিশেষ ব্রহ্মচারী-বৃন্দ প্রভৃতিও শাস্ত্রীয় শিক্ষা লইয়া বাংলা, সংস্কৃত, অসমীয়া, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা করতঃ যাত্রীগণের হৃৎকর্ণরসাষণ বিধান করেন।

উক্ত কয়েক দিবসই যাত্রীগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ বিতরণ ও বাসস্থান দানের উপরি ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যখন অপেক্ষাকৃত দূরস্থানে পরিক্রমা যাইত, সেক্ষেত্রে সকালে বালাভোগ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পরদিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর আনন্দ-উৎসব-উপলক্ষ্যে সকাল ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত আহুত, অনাহুত, রবাহুত প্রভৃতি সকলকেই অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য গোড়ীয়ভাস্কর পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অনুকম্পিত বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদ্য বামন মহারাজ মাসাধিককাল ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্নস্থানে ভাক্তধর্ম-প্রচার করিয়া কলিকাতার অন্তর্গত টালিগঞ্জ পুলিশ বেতার প্রধানকেন্দ্রের অধিনস্ত সরকারী কোষাট্টারে শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিবূষণ, প্রভুর গৃহে গত ২৭শে মাঘ ১০ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার রূপাপূর্বক শুভবিজয় করিয়া তত্রস্থ অধিবাসীদের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

উক্ত দিবসে সন্ধ্যা ৭-ঘটিকায় বেতার আরক্ষাধ্যক্ষ শ্রীসখীচরণ সরকার আই. পি. এস. মহাশয়ের সাতিশয় আগ্রহে বেতারকেন্দ্রে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

উক্ত ধর্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ দার্শনিক বক্তৃতা প্রদানের দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে ভক্তির গভীর রেখাপাত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা-মুখে বিভিন্ন বিচার আলোচনা করিয়া যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডল তাঁহার সুসিদ্ধান্ত শাস্ত্রালোচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাহাদের বক্তব্য যে বহুমুখী চিন্তাধারার মধ্যে ভারতীয় দর্শনের এক্লপ সুন্দর বিচার তাহারা কোন দিনই শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন নাই।


পরবর্তী দিবসেও শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রোতৃমণ্ডলের একান্ত অনুরোধে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভরত রাজার উপাখ্যান আলোচনা মুখে বৈজ্ঞানিকদের ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রবন্ধের সমালোচনা করেন। শ্রীভগবানের উপাসনার দ্বারাই যে জগতের সর্বপ্রকার অশান্তি দূরীভূত হইতে পারে—তাহার আলোচনাই প্রধাণ লাভ করে।

উক্ত দুই দিবসের অধিবেশনে বেতার আরক্ষাধ্যক্ষ Shri S. C. Sarkar I. P. S. Wireless Advisor Shri S. P. Ghosh, DY. S. P (A) Shri P. K. Mazumder এবং অগ্রাগ্র বহুমানাগণ্য শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতার প্রভূতি প্রশংসা করেন।

বেতার আরক্ষাধ্যক্ষ মহাশয়ের সন্নিবন্ধ অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব ১২ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবস পূর্বাঙ্কে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আরক্ষাধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে হরিকথা পরিবেশন করেন।

উক্ত দিবসেই বৈকাল বেলা শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম নবদ্বীপে শুভ-বিজয় করেন।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

| | | |
|--|--|---|
| ধর্ম: অমৃতত: গুংসাং বিষকুসোদ-কথাং য:। | স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরথোকজে। | লোংপাদয়েদেবদি রতিং প্রমত্তব হি কেবলম্॥ |
|  | | |
| অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়ান্না সুপ্রসীদতি ॥ | | |
| <p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম। অল্প ধর্ম অল্পরূপে পালে যেই জন। অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত্ত্ব। হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই প্রশ্ন ॥</p> | | |

২৩ বর্ষ { প্রহ্মায়, ৬ বামন, ৪৮৫ গৌরাক
 মঙ্গলবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ ; ইং ১৫।৬.১৯ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীবিলাপকুসুমাজ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতঃ

পাদান্তোজে মণিময়তুলাকোটীযুগ্মেন যত্রা-

দভার্চে তদ্বল কুলমপি প্রেষ্ঠপাদাঙ্গুলীয়েঃ।

কাঞ্চীদাম্না কটিতটমিদং প্রেমপীঠং স্নেহে

কংসারাতেরতুল মচিরাদচ্চ'য়িষ্যামি কিং তে ॥ ৩১ ॥

হে স্নলোচনে ! আমি তোমার চরণপদ্মদ্বয়কে মণিময় নূপুর দ্বারা কি
 অর্চনা করিব ? এবং ঐ চরণরূপ পদ্মপুষ্পের পত্রস্বরূপ অঙ্গুলীসমূহকে
 অত্যুৎকৃষ্ট পাদাঙ্গুল ভূষণ (আঙ্গুল চটকা) দ্বারা অর্চনা করিব। তথা
 শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপীঠস্বরূপ তোমার কটিদেশকে কাঞ্চীদাম অর্থাৎ চন্দ্রহার
 দ্বারা অর্চিত করিব ? ॥ ৩১ ॥

ললিততর-মৃণালী-কল্পবাহুদ্বয়ং তে
 মুরজয়ি-মতি-হংসী-ধৈর্য্যবিধ্বংসদক্ষম্ ।
 মণিকুল-রচিতাভ্যামঙ্গদাভ্যাং পুরস্তাং
 প্রমদভর-বিনম্রা কল্পয়িষ্যাম কিম্বা ॥ ৩২ ॥

হে রাধিকে ! যাহা মুরারি শ্রীকৃষ্ণের মতিরূপা হংসীর অধৈর্য্যকারী ও
 অতিশয় মনোহর মৃণাল সদৃশ এতাদৃশ তোমার বাহুদ্বয়কে কি আমি অগ্রে
 হর্ষাতিশয় বশতঃ বিনম্রা হইয়া মণিসমূহ রচিত অঙ্গদ (কঙ্কনদ্বয়) দ্বারা
 কল্পিত করিব ? অর্থাৎ ভুজদ্বয়ে কি কঙ্কনদ্বয় সংবৃত্ত করিব ? ॥ ৩২ ॥

রাসোৎসবে য ইহ গোকুলচন্দ্রবাহু-
 স্পর্শেন সৌভগভরং নিতরামবাপ ।
 গ্ৰৈবেয়কেণ কিমু তং তব কণ্ঠদেশং
 সংপূজয়িষ্যতি পুনঃ সুভগে জনোহয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

হে সৌভাগ্যশালিনি রাধিকে ! তোমার যে কণ্ঠদেশে এই বৃন্দাবনে
 রাসোৎসবকালে গোকুলচন্দ্রের হস্তস্পর্শ অন্ত্র নিরতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত
 হইয়াছিল এই পরিচর্য্যাকাজ্জ্বলী জন (আমি) কি তাদৃশ কণ্ঠদেশকে কণ্ঠান্তরগ
 দ্বারা পূজা করিবে ? ॥ ৩৩ ॥

দত্তঃ প্রলম্বরিপুণোদুট-শঙ্খচূড়-
 নাশাং প্রতোষি হৃদয়ং মধুমঙ্গলম্ ।
 হস্তেন যঃ স্মৃখি কৌস্তভমিত্রমেতং
 কিং তে স্মমন্তকমণিং তরলং করিষ্যে ॥ ৩৪ ॥

হে স্মৃখি ! যে স্যমন্তককে বলরাম উদ্ধত শঙ্খচূড়ের বিনাশ বশতঃ
 সঙ্কটমনা হইয়া মধুমঙ্গলের হস্ত দ্বারা তোমাকে যে স্যমন্তকমণি অর্পণ
 করিয়াছিলেন যাহা কৃষ্ণালিঙ্গনে কৌস্তভমণির মিত্রস্বরূপ হইয়াছে, সেই
 স্যমন্তককে কি তোমার হার (মুক্তামালার) মধ্যস্থ করিব ? ॥ ৩৪ ॥

প্রান্তদ্বয়ে পরিবিরাজিত-গুচ্ছযুগ্ম-
 বিভ্রাজিতেন নবকাঞ্চন-ডোরকেণ ।
 ক্ষীণং ত্রুটত্যাথ কুশোদরি চেদিতীব
 বধ্যামি ভো স্তব কদাতিভয়েন মধ্যম্ ॥ ৩৫ ॥

হে কশোদরি ! তোমার মধ্যদেশ অতিক্রীণ যদি ত্রুটিত (ভগ্ন) হয়
এই আশঙ্কায় যাহার উভয়াগ্রভাগ সুশোভিত গুচ্ছ (থোপনা) দ্বারা
দীপ্তিমান হইয়াছে, তাদৃশ নূতন স্বর্ণ ডোর দ্বারা ঐ মধ্যদেশ কবে বন্ধন
করিব ? ॥ ৩৫ ॥

কনকগুণিতমুচ্ছের্মৌক্তিকং মংকরাশ্চ
তিলকুসুমবিজেত্রী নাসিকা সা সুবৃত্তম্ ।
মধুমথন-মহালিক্কোভকং হেমগৌরি
প্রকটতরমরন্দ-প্রায়মাদাস্মতে কিম্ ॥ ৩৬ ॥

হে হেমগৌরাসি রাধিকে ! তোমার তিলপুষ্প জয়কারিণী নাসিকা
আমার হস্ত হইতে কণক গুণযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমরের ক্ষোভজনক
সুন্দর গোলাকার উৎকৃষ্ট মুক্তা পুষ্পরসের দ্বারা কি গ্রহণ করিবে ? অর্থাৎ
নাসিকা যেমন পুষ্পরস গ্রহণ করে তাদৃশ আমি কি তোমার নাসাতে
মুক্তা পরিধান করাইব ? ॥ ৩৬ ॥

অঙ্গদেন তব বামদোঃ স্থলে
স্বর্ণগৌরি নবরত্ন-মালিকাম্ ।
পটুগুচ্ছপরিশোভিতামিমা-
মাজ্জয়া পরিণয়ামি তে কদা ॥ ৩৭ ॥

হে স্বর্ণগৌরি ! অঙ্গদের সহিত তোমার বামবাহতে পটুবস্ত্রের গুচ্ছ
দ্বারা পরিশোভিত নূতন রত্নমালা, আমি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কবে পরিধান
করাইব ? ॥ ৩৭ ॥

কর্ণয়োরুপরি-চক্রশলাকে
চঞ্চলান্ধি নিহিতে ময়কা তে ।
ক্ষোভকং নিখিল-গোপবধুনাং
চক্রবদ্ভুময়তাং মুরশক্রম্ ॥ ৩৮ ॥

হে চঞ্চলনেত্রে ? আমি যে তোমার কর্ণদ্বয়ের উপরি ভাগে চক্র বৃত্ত
শলাকারূপ কর্ণভরণ অর্পণ করিয়াছি উহা সম্প্রতি চক্রের দ্বারা গোপবধু-
সকলের ক্ষোভকারক মুরারিকে ভ্রমণ করাইবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তদর্শনে
উন্মত্ত হইবেন ॥ ৩৮ ॥

কদা তে মৃগশাবাক্ষি চিবুকে মৃগনাভিনা ।

বিন্দু মূল্লাসয়িষ্যামি মুকুন্দামোদমন্দিরে ॥ ৩৯ ॥

হে মৃগলোচনে ! শ্রীকৃষ্ণের আমোদের ভবনস্বরূপ তোমার যে চিবুক-প্রদেশ অর্থাৎ অধরের নিম্নদেশ, তাহাতে কবে কস্তুরী দ্বারা বিন্দু রচনা করিব ? ॥ ৩৯ ॥

দশনাংস্তে কদা রক্তরেখাভিভূষায়মাহং ।

দেবী মুক্তাফলানীহ পদ্মরাগগুণৈরিব ॥ ৪০ ॥

হে দেবি ! যেমন পদ্মরাগমণি নিম্নিত সূত্রদ্বারা মুক্তাফল অর্থাৎ গজমুক্তা সূশোভিত হয়, তেমন তোমার দশন পঙ্ক্তিকে রক্তবর্ণ রেখা দ্বারা আঁম কবে ভূষিত করিব ? ॥ ৪০ ॥

(ক্রমশঃ)

হরিকীর্্তন-বাধক নির্জন-ভজন ও যুগবৈরাগ্যের ছলনা

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রী সনাতন-গৌড়ীয়মঠ

৪, জগজ্জীবনপুরা, কাশীধাম

৩রা কাশ্তিক, ১৩৭৮ ; ২০শে অক্টোবর, ১৯৩১

২৪ পদ্মনাভ, ৪৪৫ পৌরাকষ্ট

স্নেহবিগ্রহেশু—

গতকল্য শ্রীযুক্ত * *র প্রেরিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, * * সা—পর্ণকুটীরে বাস করিয়া ভজনের উন্নতি-সাধন-মানসে কুটীর নির্মাণ-পূর্বক মাদ্রাজের হরিকীর্্তনকার্য্যের বাধা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আগামী বহু জন্মে ঐরূপ বিষয়-কার্য্য করিলেও চলিবে। কিন্তু মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি হ্রাস করা উচিত নহে। সহরের মধ্যে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের থাকিবার পক্ষপাতি আমি নহি ; যেহেতু সে-সকল কার্য্য হিমালয়-গহবরের মধ্যে আরো ভালরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং যমলার্জুনের গ্রায় বৃক্ষযোনিতে অবস্থান করিয়াও ভজনাদি-কার্য্য করা যাইতে পারে। হরিকীর্্তন করাই অর্থদ মানবজন্মের

একমাত্র প্রয়োজন। নির্জ্ঞানভজনের ছলনায় সর্বদা অলস জীবন
যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা
ও হরিকীর্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যিক নহে। প্রচ্ছন্ন ভোগের
অভিসন্ধিতে কুটীরবাস ওন্ম-ওন্মাত্তরের জঘ্ন স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্তেই
কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্তব্য। ‘প্রার্থনা’ ও ‘প্রেমভক্তি-
চন্দ্রিকা’-লিখিত বৈরাগ্য অন্তরে (অর্থাৎ লোক না দেখাইয়া) অবলম্বন-
পূর্বক ‘ষড়্‌রস ভোজন দূরে পরিহরি, কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী’
ইত্যাদি বাক্য মনে মনে স্বীকার করিয়া গুরুগোরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও
প্রচারের চেষ্টা করিলে হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপালাভ হইতে পারে।
বাহিরে North Gopalpuram এর মাদ্রাজ গোড়ীমঠের মোটরে চড়িয়াও
অকপট ভিক্ষুর বেণ সংরক্ষিত হইতে পারে। বাহিরে কুলিয়ার * * *
ভেদধারী * * * র অনুকরণে বিলাসিতা বা কৃত্রিম-বৈরাগ্য
প্রদর্শনের কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগ্য হৃদয়ের বস্তু; যাহারা
বৈরাগ্যের অপব্যবহার করে, তাহাদের বিচার-প্রণালীর সহিত জনকরাজা
ও রায়রামানন্দের অনুগত সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। জনকরাজা বা
রায়রামানন্দের দোহাই দিয়া বা তাহাদের অনুকরণ করিয়া
রাবণ হইয়া যাওয়াও আন্তরবৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য নহে।
কপটতা বাহিরেই দেখান যাইতে পারে; কিন্তু অন্তরে যদি কাপটা প্রবেশ
করে, তবে কোন দিন কেহ সুফল লাভ করিতে পারে না।

এই পত্রখানি আপনি স্বয়ং পাঠ করিবেন এবং * * * ও * * *
মহাশয়কে ভাল করিয়া পড়াইবেন।

ভগবান্ ও ভক্তির অনুষ্ঠানকে খর্ব করিতে হইবে না। অনেকে
এই বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধা লাভ করিয়াছে, আলস্য শিখিয়াছে।
* * * ও প্রকৃত বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছে।

নিত্যাশীর্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

অশোভন

(পৌত্তলিকতা)

১। উপাসনাকাণ্ডে মূর্তিপূজা ত্যাগ করা সম্ভবপর হয় কি ?

“ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্তি নাই, সত্য; কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাবির্ভাব বদ্ধজীবে সম্ভব নহে, অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু উপাসনাকাণ্ডে তাহা সম্ভব না।”

—তঃ সূঃ ৩৫ সূঃ

২। যোগেশ্বর শাস্ত্রে ঈশ্বরের শুদ্ধ চিন্ময়রূপ কি অস্বীকৃত হইয়াছে ?

“শ্রীগোরাঙ্গ চাঁদ-কাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্তিরই নিষেধ; শুদ্ধ মুজর্রদি মূর্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্তি পঞ্চগম্বর সাহেব নিজ অধিকার-মতে দেখিয়াছিলেন; অন্ত্যান্ত রসের ভাব-সকল অবগুষ্ঠিত ছিল।

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৩। প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক কাহারো ?

“অসভ্য বহুজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ্ (Jove) স্যাটার্ন (Saturn) প্রভৃতি গ্রহের পূজক গ্রীসদেশীয় ব্যক্তিগণ—প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কিরূপ ?

“জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তি দ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্বিশেষ-ভাবকে যখন ‘ঈশ্বর’ বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয়-শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৫। কাহারো তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক ?

“চরমে নির্মাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর

লিক-মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে ‘পঞ্চোপাসনা’ বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৬। চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কি ?

“যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্তি-ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৭। পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক কাহারো ?

“যাঁহারা জীবকে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা—পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৮। শ্রীমূর্তিসেবা ও পৌত্তলিকতার ভেদ কি ?

“শ্রীমূর্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থ-তত্ত্বের নির্দেশক শ্রীমূর্তিসেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মাষিক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই ‘পৌত্তলিকতা’ অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দেশ।”

—কঃ সং ৬।১২

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অমোঘ বিপ্র উদ্ধার

| | | |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| ভট্ট নিমন্ত্রণ | করিতে গ্রহণ | প্রভুর হ'ল বড় সাধ, |
| তাই ভট্ট-গৃহে | মহা সমারোহে | অন্ন ব্যঞ্জন হয় পাক। |
| ভট্টের গৃহিণী | ষাটীর জননী | পাক কর্মে সুনিপুনা, |
| প্রভুরে সেবিতে | অন্ন ভোগ দিতে | রান্ধে ভক্ষ্য দ্রব্য নানা। |
| প্রভু আগমনে | ভট্ট পূত মনে | কৈল পাদ প্রক্ষালন, |
| রন্ধন নিরখি' | বিস্ময়ে প্রভুজী | ভঙ্গী করি' ভট্টে ক'ন;— |
| শত চুলা জ্বলে | শত জন মিলে | রাঁধিতে না পারে এত, |
| ছ'প্রহর খাটি' | কৃষ্ণ-ভোগ লাগি' | রেঁধেছো অন্নাদি কত। |
| অন্ন'পরে হেরি | তুলসী মঞ্জরী, | বুঝি এ কৃষ্ণের ভোগ, |
| ব্রজেন্দ্র-নন্দন | করেছে ভোজন | শ্রীরাধা সনে এ ভোগ। |
| কৃষ্ণাসন পীঠে | রাখ তুলি এবে, | ভিন্ন পাত্রে প্রসাদ দেহ, |
| পূজ্য করি' মানি | এ আসন খানি | কৃষ্ণের আসন ইহো। |
| ভট্ট কহে তবে, | 'অন্ন আর পীঠে | সমান প্রসাদ জানি, |
| অন্ন খাইবারে | বসিতে পীঠ 'পরে | কাঁহা অপরাধ স্বামী !' |
| প্রভু তবে কয়,— | 'শাস্ত্র আজ্ঞা হয় | কহিলে যা' মোর পাশে, |
| কৃষ্ণের প্রসাদ | তথা সকল শেষ | ভক্তজনে আশ্বাদে। |
| এত অন্ন তবু | খেতে নারি কভু, | অন্নতেই হব খুশী ; |
| ভট্ট হাসি' কয় | এ অন্ন না হয় | কভু তব এক গ্রাসী। |

কুপায় ভোজন কর ভগবন্ আমি তো সামান্য ছার,
 পালিছে যে জন অসংখ্য ভুবন তারে কে খাওয়াবে আর !
 দ্বারকা নগরে মহিষী-মন্দিরে যাদবের ঘরে ঘরে,
 ব্রজবাসী সঙ্গে গোবর্দ্ধন যজ্ঞে খেতে অন্ত থরে থরে ।
 নীলাচলে তুমি ত্রিভুবস-স্বামী খেতেছো বায়ান্ন বার,
 মোর কাছে তবু কিঞ্চিৎ অন্ত কভু খাইতে না পার আর !
 শুনি' এ ভাষণে হাসি খুলী মনে বসেন প্রভু ভোজনে,
 ভট্ট নিজ হাতে জগন্নাথ প্রসাদ পরিবেশে পূত মনে ।
 ভট্টের জামাতা ষাটী কন্যা-ভর্তা অমোঘ তাহার নাম,
 বড়ই নিন্দুক পাষণ্ড দুর্ন্যূথ কলুষিত তার প্রাণ ।
 ভোজন নেহারিতে সাধ জাগে চিতে তবু সে আসিতে নারে,
 নিন্দা ভয়ে ভীত লাঠি হাতে ভট্ট দুয়ারে অপেক্ষা করে ।
 ভট্টাচার্য্য যবে গেলা প্রসাদ দিতে, অমোঘ আসি' নিন্দি 'কয়,
 দশ বার জন করে যা' ভোজন একা ঘাসী তাহা খায় ।
 জামাতার কার্য্য নেহারি' ভট্ট চাহে অতি ক্রোধ ভরে,
 অমোঘে মারিতে ধায় লাঠি হাতে, ভয়ে সে পালা'ল দূরে ।
 ভট্ট উদ্গ্রীব দিতে অভিশাপ ষাটী-মাতা হাহাকারে,
 জামাই মরুক ষাটী রাঁড়ি হোক, কহে দুঃখে বারে বারে ।
 প্রভুজী এক্ষণে স্বনিন্দা শ্রবণে হাসিলা আপন মনে,
 প্রবোধি' ভাদেরে সেবি' অতঃপরে ফিরি গেলা স্বভবনে ।
 লুটি' প্রভু পায় ভট্ট ক্ষমা চায় আত্মনিন্দা করে কত,
 প্রভু দয়াময় হইয়া সদয় কহে, 'দোষ নাহি তব ।'
 ষাটীর মাতারে কহে ভট্ট ধীরে, 'প্রভু-নিন্দা যবে স্মরি,
 অমোঘে বধিব কি নিজে মরিব ভাবি মনে কিবা করি !
 দৌহার বিপ্র-গাত্র নহে বধযোগ্য অমোঘে ত্যজি তাই আজি,
 দেখিব না আর মুখখানি তার যতদিন রব বাঁচি ।
 ষাটীরে কহগে ত্যজিতে অমোঘে পতিত ভর্তা তার,
 পতিত পতিরে ত্যাগ করিবারে কহিছে শাস্ত্রকার !'

সে-রাতে হঠাৎ পালায় অমোঘ রটিল তার অখ্যাতি,
 নিশা অবসানে অমোঘের অঙ্গে হ'ল বিস্মৃতিকা ব্যাধি ।
 এ খবর শুনে ভট্ট ভাবে মনে অমোঘ বড় অপরাধী,
 ঈশ্বরে নিন্দিল মহাপাপ কৈল হৈল তাই হেন ব্যাধি ।
 প্রভু-পদ পাশে এ কথা জানাতে গেলা গোপীনাথচার্য্য,
 কহিলা প্রভুরে, 'বাঁচাও অমোঘেরে ভট্ট যে বিপদগ্রস্থ ।
 অমোঘ যে ভোগে বিস্মৃতিকা রোগে আর বাঁচিবে না বুঝি,
 ভট্ট দৌছে এবে রহে উপবাসে বিনিত্র রজনী যাপি' ।
 শুনি' হেন বাণী প্রভুজী তখনি ত্বরাতার পাশে গিয়া,
 কহেন, ...এ ব্রাহ্মণে নিম্মল পরাণ কে বলে অশুদ্ধ ইহা ?
 এ বিপ্র-হৃদয় কৃষ্ণের স্থান হয়, পাপ-মুক্ত হ'ল আজি,
 কল্মষ ঘুচিলে কৃষ্ণ নাম নিলে পায় জীব পরাগতি ।
 অমোঘে পরশি' কহিলা প্রভুজী, উঠ, লহ 'কৃষ্ণনাম',
 প্রভুর নির্দেশে উঠি' সে আবেশে কহে কৃষ্ণ অবিরাম !
 ব্যাধিমুক্ত হ'য়ে প্রেমে নাচে গাহে লুটি পড়ে প্রভু-পায়,
 কহে 'গো প্রভুজী আমি মহাপাপী ক্ষমা কর করুণায় ।'
 হেরি' তার আতি ক্ষমিলা প্রভুজী দিলা তারে নিজ দাস্য,
 হেন বর পেয়ে পাপমুক্ত হয়ে হ'ল সে শুদ্ধ ভক্ত ।
 ভট্ট কহে, 'ধাতা মরিত জামাতা বাঁচাইলে কেন প্রাণে ?'
 কহিলা প্রভুজী, 'নহে সে তো দোষী সরল শিশু কিবা জানে ।
 এবে সে বৈষ্ণব নাহি তার পাপ করহ করুণা তারে,
 ত্যজ উপবাস না করিও রোষ সে যে মোরে ভক্তি করে !'
 অদোষ-দরশী গৌরাঙ্গ প্রভুজী আসি' সার্বভৌম-ঘরে,
 হরি-গুরুদ্বেষী মহাপাপীয়সী অমোঘেরে উদ্ধারে ।
 ভট্ট-প্রীতি-বন্ধে ভট্টেরই সম্বন্ধে নিদূকেরে কৃপা কৈলা,
 মাখিলা স্ব-অঙ্গে নিন্দা কলঙ্কে বিচিত্র এ প্রেমছলা !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৭)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মুক্তিতে জীবেশ্বরের ভেদ কথিত হইয়াছে—

বিভেদজনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদং অসত্ত্বং কঃ করিষ্যতি ॥ (৬।৭।৯৪)

অর্থাৎ বিভেদজনক অজ্ঞান—দেবমনুষ্যাদিজ্ঞান—আমি দেবতা, আমি মনুষ্য—এই প্রকার জ্ঞান, ইহা স্বরূপতঃ অজ্ঞান । ঠহার নাশ হইলে—স্বরূপ-জ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্ম ও আত্মার ভেদ কেহই মিথ্যা করিতে পারে না। তখনও যথার্থতঃ ভেদ বর্তমান থাকে ।

মুক্তিতে যে আনন্দানুভব আছে, তাহা ব্রহ্মানন্দ । কিন্তু যজ্ঞাদিকর্মের নিত্যতা নাই বা তাহা পরমার্থও নহে । কুশ, সমিধ, স্রুত প্রভৃতি বিনাশী দ্রব্যে যে ক্রিয়া হয়, তাহাও বিনাশী । তাই বলিয়া পৃথার অঙ্গসকল জড়ীয় দ্রব্য দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও উক্ত ক্রিয়ার ফল অনিত্য নহে । কারণ যজ্ঞাদি গুণময় আর অর্চনাদি ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গুণাতীত । শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্লিকঞ্চ যৎ ।

প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মনিস্থং নিগুণং স্মৃতম্ ॥

বনস্ত সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।

তামসং দ্যুতসদনং মনিকেতনং নিগুণম্ ॥

সাত্ত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী রাগাক্কো রাজসঃ স্মৃতঃ ।

তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কৰ্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী ।

তামস্মধর্মো যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াত্ত নিগুণা ॥

পথ্যং পুত্ৰমনামৃতাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতং ।

রাজসক্ষেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চাতিদাশুচিঃ ॥

সাত্ত্বিকং সূখমাত্মোখং বিষয়োখন্ত রাজসং ।

তামসং মোহদৈন্তোখং নিগুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১।১।২৫।২৪-২৯)

কৈবল্য সাত্ত্বিকজ্ঞান, দেহাদিবিষয়ক জ্ঞান রাজস । আর প্রাকৃত অর্থাৎ বালক, মুক প্রভৃতির জ্ঞান তামস । পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান নিগুণত্বং-পদার্থ

অর্থাৎ জীবাত্মজ্ঞান দ্বারা কৈবল্য সম্ভব হয় না। কারণ উহা তৎপদার্থের সাপেক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জীবাত্মজ্ঞান সম্ভব হয় না। সমুদ্রকুচিতে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম জীবচৈতন্য প্রকাশ পায়। তৎপরে শব্দজীবও ব্রহ্মবিষয়ের চিৎ-স্বরূপতারূপ ব্রহ্মচৈতন্য অনুভূত হয়। যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তি প্রথমে নিজ সান্নিধ্যে আলোক অনুভব করিয়া পরে সূর্য্যোদয় অনুভব করে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানাবির্ভাবের প্রথমে জীব স্বরূপজ্ঞান, পরে ব্রহ্মজ্ঞানানুভব হয়। এই জ্ঞানাবির্ভাবে সমুদ্রগুণই প্রধান কারণ। মহৎ ব্যক্তির সঙ্গেই ভগবৎজ্ঞান লাভের হেতু। তাদৃশ জ্ঞান নিগুণ। বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, পাশাখেলাদি তামসিক এবং ভগবদ্গৃহে বাস নিগুণ। বনবাস অর্থাৎ বাণপ্রস্থ। আসক্তিরহিত কর্তা সাত্ত্বিক, অনিত্য বিষয়ে আবিষ্ট কর্তা রাজসিক, স্মৃতিবিব্রষ্ট কর্তা তামসিক এবং একমাত্র ভগবানে শরণাগত কর্তা নিগুণ।

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মে শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে শ্রদ্ধা তামসী এবং ভগবৎ সেবার শ্রদ্ধা নিগুণা।

হিতকর পবিত্র অনায়াসলভ্য খাদ্য সাত্ত্বিক, ভোগকালে ইন্দ্রিয় সুখপ্রদ খাদ্য রাজস, দুঃখপ্রদ অপবিত্র খাদ্য তামস, আর ভগবৎ প্রসাদ নিগুণ।

আত্মোৎসাহ সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়ে ভোগজনিত সুখ রাজস, মোহ-দৈন্ত হইতে উৎপন্ন সুখ তামস এবং ভগবানে শরণাগতিজনিত সুখ নিগুণ।

ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভগবৎকৃপা হইলে ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হন। যজ্ঞাদির অপরমার্থত্বের হেতু—ভগবদনাশ্রয়।

কর্ম্ম বিবিধ—সকাম ও নিকাম। ফলাকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—সকাম, আর ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্ম নিকাম। যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর এক “অপূর্ব্ব” উৎপন্ন হয়, উহাকে সাধারণ কথায় ‘অদৃষ্ট’ বলে। অপূর্ব্ব দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ হয়। অপূর্ব্ব অনন্ত নহে, তাহা কর্ম্মের অনুরূপ। কোন কর্ম্মই অনন্ত ফল দিতে পারে না, তাহা বিনাশী। নিকাম কর্ম্মও পুরুষার্থ নহে। নশ্বর মানব অবিনশ্বর বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না। প্রয়োজন বিশেষেই সাধনপ্রবৃত্তি সম্ভব হয়। কেহ প্রয়োজন ব্যতীত কোন চেষ্টা করে না। যে প্রয়োজনে যাহা করা যায় তাহা সিদ্ধ হইলে চেষ্টা নিবৃত্ত হয়। নিকাম কর্ম্মে স্বর্গাদি ফলভোগ আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির ফল জ্ঞানলাভ। উক্ত কর্ম্মও বিনশ্বর। নিকাম কর্ম্ম মানুষের ইন্দ্রিয়সাধ্য ব্যাপার, আর ভক্তি ভগবানের

স্বরূপশক্তির কার্যরূপ। স্বরূপশক্তি সাধকের ইন্দ্রিয়কে তাদাত্ম্যাপন্ন করিয়া সাধনভক্তি নির্বাহ করে। লোহে অগ্নিসংযোগ হইলে লোহের তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হয়। ভক্তির কার্য ও তদ্রূপ।

পরতত্ত্বের ধ্যান—পরমার্থ, কিন্তু আত্মার ধ্যানকে অপরমার্থ বলা হইয়াছে।

“ধ্যানৈবাত্মনো ভূপ পরমার্থার্থশব্দিতম্।

ভেদকারিপরেভ্যস্তৎ পরমার্থো ন ভেদবান্ ॥” (বিষ্ণুপুরাণ ২।১৪।১৬)

অর্থাৎ হে রাজন্, যদি মনে কর আত্মার ধ্যান পরমার্থ, তাহাও হইতে পারে না; কারণ উহা পরমেশ্বরের ধ্যানভেদকারী। পরমার্থ ভেদবান নহে।

ষদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং ভবতি তদেব ব্রহ্ম। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অসতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥ (ছান্দোগ্য ৬।১।৩)

যে জ্ঞান দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অনালোচিত বিষয় আলোচিত হয়, অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হয় অর্থাৎ যাহা জানিলে সকলই জানা যায় তাহাই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে পরমার্থরূপে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্বাত্মা। এজন্য তাহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানময়ত্ব সম্ভব। অগ্নির জ্ঞান যেক্রপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গাদিকেও জানাইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমার্থবিজ্ঞান হইতে তদীয় চিহ্নঙ্কি ও মারাত্মকতার বিচিত্র কার্য অবগত হওয়া যায় এবং জীবস্বরূপেরও জ্ঞানোদয় হয়। জীব অণুস্বরূপ বলিয়া তাহার জ্ঞানও পরমার্থ নহে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগকেও পরমার্থ বলা যায় না। কারণ জীবলক্ষণ অশ্রুত দ্রব্য, তাহা পরমার্থতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং মহাতেজে প্রবিষ্ট অণুতেজের মত পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট জীবাত্মার অত্যন্ত সংযোগেও অভেদ প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া উভয়ের যোগকে পরমার্থ বলা যায় না। যোগ-শব্দের অর্থ একত্ব বঝাইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব অসম্ভব। এক্ষণে পরমার্থ কি তাহা নির্দেশ করিতেছেন—

একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

জন্মবৃদ্ধাদিরহিত আত্মা সর্বগতোহব্যয়ঃ ॥

পরজ্ঞানময়োহসত্ত্বিনামজাত্যাতিভিবিভূঃ।

ন যোগবান্ ন যুক্তোহভূন্নৈব পার্থিব যোজ্যতি ॥

তস্মাত্মপরদেহেষু সতোহভূন্নৈব যোজ্যতে।

বিজ্ঞানং পরমার্থহসৌ দ্বৈতিনোহতত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ২।১৪।২৯-৩১)

এক, ব্যাপী, সম, শুদ্ধ, নিগুণ, প্রকৃতির অতীত, জন্মবৃদ্ধাদিরহিত, আত্মা সর্বগত, অব্যয়, পরজ্ঞানময়, বিভূ, অসংনামজাত্যাতি দ্বারা যোগবাস নহেন, যুক্ত ছিলেন না, পার্থিব বস্তু যুক্ত হইবেন না ; সুতরাং আত্মদেহ ও পরদেহে বিদ্যমান হইলেও একময় যে বিজ্ঞান, তাহাই পরমার্থ । দ্বৈতিগণ যথার্থ দর্শন করেন না । পরমাত্মা এক—জীবের মত অনেক নহেন । স্মৃতিগণ যেমন অগ্নিতে অবস্থান করে, তদ্রূপ নিজশক্তিসকল ও কার্যসকল ব্যাপিয়া অবস্থান হেতু তিনি ব্যাপী । সর্বগত-পদে প্রভাব দ্বারা সমুদয় দেহব্যাপী জীবের মত নহেন । জীব জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, তিনি সেই জ্ঞানময়, অসংনাম জাত্যাতি দ্বারা যুক্ত নহেন । কিন্তু স্বরূপসিদ্ধ নামাদি দ্বারাই যোগবান্ । এই লক্ষণবিশিষ্ট পরতত্ত্বের নিহদেহ ও অণু সকলের দেহে পরমাত্মরূপে অবস্থিতি বিভিন্নবৎ মনে হইলেও তদীয় নিজস্বরূপ 'এক' । সেই স্বরূপাত্মক যে বিজ্ঞান—অনুভব তাহাই পরমার্থ । এই বিজ্ঞান অদ্বৈত, সার্থ্য এবং সর্ববিজ্ঞান ইহার অন্তর্ভূত । দ্বৈতিগণ সেই উপাধি দৃষ্টিতে পরমাত্মারও ভেদ মনে করে । পরমার্থে ভেদদর্শকে দ্বৈতী বলা হইয়াছে । তাহাদের মতে বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন অন্তর্যামী ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে জীবস্বরূপের পরমার্থতা নিষেধ করিয়া পরমতত্ত্বজ্ঞানের-পরমার্থতা নিশ্চয় করিয়াছেন । জীব অণুচৈতন্য, এজ্ঞ অসংখ্য । জীব প্রভাবলক্ষণ গুণ দ্বারা সমস্ত দেহব্যাপিয়া থাকে, স্বরূপে 'অণু' বলিয়া স্বরূপ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না । পরতত্ত্ব 'বিভূ' বলিয়া স্বরূপতঃই তিনি সর্বব্যাপী, এজ্ঞাই তাহাকে সর্বগত বলা হইয়াছে ।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—পরতত্ত্বের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি । ব্রহ্মের কোন লীলা নাই । লীলা হইতে নাম-জাতীয় প্রকাশ ; এজ্ঞ ব্রহ্মের কোন নাম ও জাতিও নাই । পরমাত্মা অন্তর্যামী, সৃষ্টাদিলীলানির্বাহক হইলেও ভক্ত-বিনোদনার্থ তাঁহার বিচিত্র লীলা নাই । তিনি কারণোদক, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদকে পুরুষাবতাররূপে বিরাজ করেন, ঐরূপ জন্মাদিলীলাহেতুক অভিব্যক্ত নহে । তিনি প্রপঞ্চে কখনও আবিভূত হন না । সুতরাং প্রাপঞ্চিক লীলা আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহার কোন নাম প্রকাশিত হয় না । প্রাপঞ্চিক কোন রূপের সাদৃশ্য তাঁহাতে নাই বলিয়া জাত্যাতি সম্বন্ধেও কোন সংশয় থাকিতে পারে না । ভগবৎ স্বরূপ ভক্তবিনোদনের জ্ঞ প্রপঞ্চে লীলা প্রকাশ করেন । সেই সঙ্গে নাম ও প্রাপঞ্চিক মৎস্তাদিরূপের সাদৃশ্যহেতু

জাতি প্রভৃতি তাঁহাতে সংযোজিত হয় ; এজন্য নাম জাতি প্রভৃতিকে ভগবদ্রূপে প্রকাশ্য বলা হইয়াছে । এই নাম-জাত্যাদি প্রপঞ্চ প্রকাশিত হইলেও তাহা অসং (অনিত্য) নহে । এই নামজাত্যাদি স্বরূপসিদ্ধ—স্বরূপে সতত বর্তমান । জীবের নামজাত্যাতির মত জন্মহেতু সঞ্জাত নহে, নিত্য ।

সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মরূপে প্রত্যেক জীবের দেহে অবস্থান করেন । এটি আমার দেহ, ওটি অপরের দেহ—এইরূপ উপাধি ভেদ থাকিলেও তিনি বিভিন্ন নহেন, সকল দেহেই একমাত্র তিনি বিরাজ করেন । সর্বদেহে একমাত্র তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভবই পরমার্থ । এই অনুভব মায়াবিসৃতির পরে উপস্থিত হয় বলিয়া তাহা নিত্য । এই অনুভব লাভই সাধনের উদ্দেশ্য । এই অনুভবে সমস্ত জানা যায় বলিয়া ইহাই পরমার্থ ।

পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে অন্তর্ম্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিলেও দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না । তাঁহার দেহসম্বন্ধ না থাকায় তিনি কখনও দেহ দ্বারা আবৃত হন না । এজন্য তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের ব্যতিচার ঘটে না । জীব কর্ম্মবশে দেহে আবদ্ধ হয় । পরমাত্মা সৃষ্টাদিলীলানির্ব্বাহের জন্য অন্তর্ম্যামিরূপে অবস্থিত । এই অবস্থিতি কোন পারতন্ত্র্য নিবন্ধন নহে ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

জগদ্গুরু ঐ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

ত্রিসপ্ততিতম আনির্ভাব-বাসরে

প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি

[৫]

নমঃ ঐ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি-নামিনে ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

প্রতি বৎসরের মত আজও শ্রীগুরুদেবের শুভ-আবির্ভাব তিথি-বাসরে শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্যচরিতকথা শ্রবণ মানসে উপস্থিত হইয়াছি। সারা বৎসর শুধু আপন সুখবিলাসে নিমজ্জিত হইয়া কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের জায় দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলাম। হঠাৎ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রেরিত শ্রীব্যাসপূজার আমন্ত্রণ লিপি হস্তগত হইল।

ব্যাসপূজার পত্র! অতএব শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি-পূজায় শ্রীগুরু-তত্ত্ব, ব্যাসতত্ত্ব ইত্যাদি কিছু লিখিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার যে কপট ভক্তি আছে, তাহা সকল সজ্জনমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। দিনের পর দিন আমি যে ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া কালশ্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম তাহা গোপন করিবার অপূর্ব সুযোগ আসিয়াছে এই শুভ ব্যাসপূজা-বাসরে। মাদৃশ অধমের এই হীন চিন্তাশ্রোতের দ্বারা কি কোন আত্মমঙ্গল সাধিত হইতে পারে?

শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছি। উপবীত সংস্কারের দ্বারা শূদ্রত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগও প্রচুর হইয়াছিল ও হইতেছে। সুতরাং অভিধেয় প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার না করিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের যে আভাস লাভ হইয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মীয়-স্বজনের নিকট—বন্ধুবান্ধবের নিকট তথা সভ্যসমাজের নিকট নিজেকে বৈষ্ণব নামে পরিচয় দান করিবার আর কোন অসুবিধা হইবে না।

আজকাল, সর্বক্ষেত্রে এই চিন্তাশ্রোতের বিষময় ফলকে উপেক্ষা করিয়া জীব আপনমনে বিচরণ করিতেছে। মঠত্যাগী বহু শিষ্য আশ্রয়চ্যুত হইয়া আপন মহিমা প্রচারে ব্যস্ত এ দৃশ্য দর্শনেরও অভাব হয় না। আমি ভোগী গৃহস্থ হইয়া ভোগীসমাজ লইয়া বসবাস করি। সুতরাং এহেন মঠত্যাগীজনের আচরণের কোন দোষ আমার দৃষ্টগোচর হয় না। এই ভাবকে বজায় রাখিয়া শুদ্ধ ভক্তিকেন্দ্রের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে কে অত্নের আনুগত্য স্বীকার করিবে?

হে গুরুদেব! আপনি অধম পতিতজনের গতিদায়ক কাণ্ডারী। আপনি কৃপাপূর্বক মাদৃশ অধমের এবিধ চিন্তাশ্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার এবং আপনার অনুগত সেবকবৃন্দের শ্রীচরণে আশ্রয় দান করুন; যাহাতে আপনার এবং আপনার অনুগত ভক্তগণের গুণগান কীর্তন করিয়া এই ভবলীলা সাজ করিতে পারি।

বৈষ্ণব-ধর্মই আনুগত্য বা শরণাগতির ধর্ম। সেই ধর্মের আশ্রয় করিয়া পুনরায় আনুগত্য ভুলিয়া আপন সেবাস্থখে “কৃষ্ণসেবানন্দে”র বিরোধী হইব, ইহা ভাবিতেও যেন গা শিহরিয়া উঠে! হে গুরুদেব, আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপায় যেন আমি ভক্তিবিরোধী চিন্তাকে জয় করিয়া আপনার এবং সারস্বত-গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করিতে পারি এই প্রার্থনাই আমার জীবাত্ম হউক।

শাস্ত্রে ষড়্‌বিধ শরণাগতির উল্লেখ আছে। সেই ষড়ঙ্গ শরণাগতি না হইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয় না। সম্পূর্ণ আনুগত্য ব্যতিরেকে শরণাগতির পূর্ণতা বিকাশও সম্ভব নয়। সুতরাং সেই সম্পূর্ণ শরণাগতির জন্ত বহু জন্মের প্রতীক্ষা করিতে হয়। তবে স্মৃতিশালী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইলেও মায়াবদ্ধজীব, কৃষ্ণাপরাধীজন্মের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্মৃতিশালী ব্যক্তিরই ভগবৎভক্তি লাভ হয়। শাস্ত্র বলেন—

“ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।

সংসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংস্তি স্কৃতৈঃ পূর্বসঙ্কিতৈঃ।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবেই ভক্তিবৃত্তি উদয় হয়। পুরুষসকল পূর্ব পূর্ব জন্মের সঙ্কিত স্কৃতির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন। এদিকে, শরণাগতি সম্বন্ধে বৈষ্ণবতন্ত্র বলেন—

আনুকূল্যস্তু সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিরজ্জনম্।

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।

আত্মনিষ্কেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।

তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।

হে গুরুদেব! আপনার কৃপায় এক্ষণে অনুভব হইল যে, শরণাগতি বা আনুগত্য ছাড়া ভজনপথে অগ্রসর হইবার অন্ত কোন পথ নাই।

বর্তমানে আশ্রিতজন্মের শরণাগতির যা নমুনা দেখিতেছি, তাহাতে আমার মত কোমলশ্রদ্ধা-ব্যক্তির পক্ষে ভজনপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে বলি ‘শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাথ।’ ‘যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাই পাই, তোমার করুণা সার।’ কিন্তু যখনই “বৈষ্ণববুদ্ধি” দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, তখনই একে অন্তরে সহ্য করিতে পারি না। সংসরতাকে আশ্রয় করিয়া আমার স্বকীয় ধর্ম ভুলিয়া যাই।

অন্যত্র নিজের দৈন্ত্যতা স্বীকার করিয়া শ্রীবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা করি—‘তুমি কৃপা করি, শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণনাম ধনে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে।’

হে গুরুদেব ! মুখে এক বলি, কাজে অন্য করি এই কপটতা দ্বারা আমার কি করিয়া হরিভজন হইবে ? আপনি ‘কৃপা করিয়া আমার কপটতাবকে তীব্র বাক্যবাণের দ্বারা কষাঘাত করিয়া সরলতার উদয় করুন, যাহাতে আমার আত্মমজল হয়। ব্যবহারিক জীবনে উন্নীত ভাবধারা দর্শন করিয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। হে গুরুদেব, আমাকে এই ছুর্দশাগ্রস্ত ভাব হইতে আপনি বিনা কে আমার উদ্ধারকর্তা আছেন ?

অন্তবাদ শতান্তে বা মৃত্যু বৈ প্রাণীনাং ধ্রুবঃ। আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিত না থাক শুই, যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ, জীবনের ঠিক নাই।

হে গুরুদেব ! মৃত্যু আমার কেশাকর্ষণ করিতেছে, মহাজনের কীর্তন গাহিয়া বা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্তবৃত্তির কোন উন্নতির লক্ষণ দেখিতেছি না। আপনার কৃপাই সর্ব ভবরোগের মহৌষধ। একথা সাধুমুখে শুনিয়াছি। এক্ষণে আমাকে এই সমুখ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবনের নাম সার্থক করুন। কারণ,—

* * * *

নিজ বর্ষ-দোষে এ দেহ হইল

ভজনের প্রতিবন্ধ ॥

বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে,
পড়িয়াছি স্থস্থিল ॥

ইতি—

তাং ১৩ই ফেব্রুয়ারী,

শ্রীগুরুদাসানুদাস—

১৯৭১

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ভক্তিভূষণ)

শ্রীকৃষ্ণদাস

মুসলমানবিজয়ের প্রাকালে রাজপুতজাতি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, প্রভাবে, প্রতিভায়, দেশপ্রেমে. আত্মত্যাগে যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। আমাদের আলোচ্য “কৃষ্ণদাস”—ইনি রাজপুতজাতির মধ্যে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহর শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রভাব, প্রতিভা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, জাগতিক লাতালাভ—হিংসাদেবাদিবহুল নশ্বর কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া যথার্থ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণ-সেবায় প্রযুক্ত হইবার আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস দেশত্যাগ ও আত্মত্যাগের যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তত্ত্বশব্দগুলির বিদ্বদ্ভ্রুটি ও সার্থকতা প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রাদর্শনলীলা প্রকট করিয়া ঝারিখণ্ডপথে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-হস্তী প্রভৃতি বহু হিংস্র জন্তুসমূহকে কৃষ্ণনামে নৃত্য করাইয়া বারাগসীতে নিজভক্ত চন্দ্রশেখরের সেবা স্বীকারপূর্ব্বক প্রয়াগপথে মথুরায় ও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্নহাপ্রভু অক্রুরতীরে আসিয়া ভিক্ষা করেন এবং “ভৈতুলতলার” এক প্রান্তে বসিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সংখ্যানাম কীর্ত্তন করেন।

একদিন মহাপ্রভু “ইমলিতলায়” উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় যমুনার পরপারস্থ গ্রামের অধিবাসী “কৃষ্ণদাস” নামক একজন রাজপুত গৃহস্থ কেশীষাটে স্নান করিয়া কালীষদহে যাইবার সময় “ইমলিতলায়” অকস্মাৎ মহাপ্রভুর হেমাভদ্রবিষ্ণুদেবশ্রীমূর্ত্তি ও প্রভূত অত্যদ্বুত প্রেমোন্মাদ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক প্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন।

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে তুমি? কাহাঁ তোমার ঘর?” কৃষ্ণদাস বলিতে লাগিলেন—“আমি গৃহস্থ পামর, জাতিতে রাজপুত, ওপারে আমার ঘর, আমার ইচ্ছা—বৈষ্ণবের কিঙ্কর হই। আমি আজ এক্ষণ দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্নের সাফল্যস্বরূপ প্রত্যক্ষ আপনার দর্শন লাভ করিলাম।”

মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে কৃপাপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণদাস প্রেমে বিহ্বল হইয়া হরিনাম উচ্চারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস

মহাপ্রভুর সঙ্গে মধ্যাহ্নে অকুরতীর্থে আগমন করিলেন এবং তথায় মহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্র-প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন।

তদবধি কৃষ্ণদাস প্রভুর কমণ্ডলুবাহক, নিত্যকিষ্কর ও নিত্যসঙ্গী হইয়াছেন,—

প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।

প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥

বৃন্দাবনে রোল উঠিল, তথায় পুনরায় কৃষ্ণ প্রকটিত হইয়াছেন। রাস্তায়, ঘাটে, লোকে ইহা গাহিয়া বেড়াইতে লাগল। একদিন মহাপ্রভু অকুর-তীর্থের ঘাটে বসিয়া বিচার করিতে লাগিলেন—এই ঘাটেই ঐশ্বর্য্যোপসাক অকুর স্বীয় অধিকারে বৈকুণ্ঠদর্শন আর মাধুর্য্যসেবক ব্রজবাসিবৃন্দ স্ব-স্ব অধিকারে গোলোকদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা বিচার করিতে করিতেই মহাপ্রভু ব্রজবাসীর ভাবে জলে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক জলাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত্র ইহা দেখিয়া ক্রন্দন ও চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ আসিয়া জল হইতে শ্রীমন্নমহাপ্রভুকে উত্তোলন করিলেন।

একদিকে অসম্ভব জনসম্মেলন, তদুপরি লোকের ভিক্ষানুরোধ-দৌরাত্ম্য তাহাতে আবার প্রভুর সর্ব্বদা প্রেমাবেগদর্শনে ভীত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছায় মাঘস্নানোপলক্ষের ছলে গঙ্গাতটপথে মহাপ্রভুকে লইয়া প্রয়াগে আসিবার যুক্তি করিলেন।

মহাপ্রভুর সহিত পথজ্ঞ রাজপুত্র কৃষ্ণদাস, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া বিপ্র, শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী ব্রাহ্মণ চলিলেন। তাঁহারা নৌকা পার হইয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিলেন। যাইতে যাইতে মহাপ্রভু পথশ্রান্ত হইয়া সকলকে লইয়া এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। বৃক্ষের নিকটেই অনেকগুলি গাভী চরিতেছিল। তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর ব্রজলীলার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল। এমন সময় হঠাৎ জনৈক গোপ বংশীধ্বনি করায় মহাপ্রভুর ঐ ধ্বনি শ্রবণমাত্রেই প্রেম-মূচ্ছা উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। মুখে ফেনোদগার ও শ্বাসরুদ্ধ হইল।

মহাপ্রভু যখন পথিমধ্যে সেই বৃক্ষতলে তাঁহার চারিজন-সঙ্গি-বেষ্টিত হইয়া অন্তর্দর্শায় নিমগ্ন আছেন, তখন সেই পথ দিয়া দশজন অশ্বারোহী পাঠান যাইতেছিল। পাঠানগণ একজন সন্ন্যাসীকে মূচ্ছিত ও তাঁহার সঙ্গিকটে

চারিজন ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখিয়া বিচার করিল—নিশ্চয়ই এই চারিজন দস্যু এই সন্ন্যাসীকে ধূতুরা খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীর প্রাণ লইয়াছে এবং সন্ন্যাসীর যে সকল স্ত্রবর্ণাদি মূল্যবান বস্তু ছিল, তাহা হরণ করিয়াছে। ইহা মনে মনে স্থির করিয়া পাঠানগণ মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস রাজপুত, সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্রকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাঁহাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে, এইরূপ ভয় দেখাইতে লাগিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্র সহজেই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃষ্ণদাস রাজপুত ও সানোড়িয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে উক্ত পাঠানগণকে আত্মপরিচয়াদি প্রদান করিতে লাগিলেন। তথাপি পাঠানগণ তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া গৌড়ীয়াগণকে ‘দস্যু’ ও ‘ঠকু’ বলিতে লাগিল। রাজপুত কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব-গণের প্রতি আক্রমণ সহ করিতে না পারিয়া তাঁহার শৌর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—“পাঠানগণ, সাবধান! তোমরা গৌড়ীয়াস্বয়ং এইরূপ অত্যাচারে আক্রমণ করিতে পার না। এই গ্রামেই আমার গৃহ। আমার হাতে দুইশত তুর্কসৈন্য ও একশত কামান আছে; এখনই হুকম করিলে তাহারা এখানে আসিয়া পড়িবে এবং তোমাদিগকে হত্যা করিয়া তোমাদের ‘ঘোড়া-পিড়া’ সমস্তই লুটিয়া লইবে। “গৌড়ীয়া”—“বাটপাড়” নহে: তোমরাই বাটপাড়। তোমরাই তীর্থবাসীদিগের ধন লুণ্ঠন কর, আর তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে চাও।”

কৃষ্ণদাস রাজপুতের এইরূপ ভীষণ বাক্য শুনিয়া পাঠানগণের মনে সঙ্কোচ হইল। এমন সময় মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহুদশা লাভ করিলেন; হুকম করিয়া উঠিয়া ‘হরি’, ‘হরি’ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমাবেশে উর্দ্ধবাহু হইয়া উদ্ভূত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া-শুনিয়া পাঠানগণ ভয়ে তৎক্ষণাৎ প্রভুর ভক্ত চারিজনকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল। মহাপ্রভু নিজগণের বন্ধন দেখিতে পাইলেন না।

মহাপ্রভু সম্পূর্ণ বাহুদশা লাভ করিলে পাঠানগণ মহাপ্রভুর প্রভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণত হইল এবং ঐ চারিজন প্রভুকে ধূতুরা খাওয়াইয়া তাঁহার ধনরত্নাদি হরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন—ইহা মহাপ্রভুকে জানাইল। মহাপ্রভু পাঠানদিগকে বলিলেন—ঐ চারিজন ‘দস্যু’ নহেন, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গী। তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, তাঁহার কোন ধনরত্নই নাই।

তিনি সময় সময় এইরূপভাবে রাস্তায়-ঘাটে অচেতন হইয়া পড়েন বলিয়া এই চারিজন সর্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। মহাপ্রভুর পাদপদ্মকুপায় ঐ সকল পাঠানগণের দলপতি ‘বিজ্জলি খাঁ’ মহাভাগবত বৈষ্ণব হইলেন এবং প্রভুর আদেশে সকল পাঠানই কৃষ্ণনাম-দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন।

সোরোক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভু গজ্ঞানান করিলেন এবং গজাতীরপথে প্রয়াগ যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় মহাপ্রভু সানোড়িয়া বিপ্র ও কৃষ্ণদাস রাজপুতকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা করযোড়ে প্রয়াগ পর্য্যন্ত প্রভুর অনুগমনার্থ প্রার্থনা জানাইলেন।

মহাপ্রভু প্রয়াগে আগমন করিয়া শ্রীবল্লভভট্টের ভিক্ষা-গ্রহণার্থ যে-কালে প্রয়াগের পরপারে আড়াইল-গ্রামে গমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভু ও রাজপুত কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সঙ্গিরূপে তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল রূপ প্রভু এবং রাজপুত কৃষ্ণদাস উভয়েই তথায় মহাপ্রভুর অবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিহিত-পণ্ডিত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সত্বিতও মহাপ্রভুর যে-সকল রসতত্ত্ব-প্রমঙ্গ হইয়াছিল, কৃষ্ণদাস তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পাঠক! রাজপুতের চরিত্র আলোচনায় আমরা কি শিক্ষা পাইলাম? মহাপ্রভু তাঁহার এক একজন ভক্তের দ্বারা জগতে কি প্রকার অভূতপূর্ব শিক্ষা-সহস্র-ধারা প্রবাহিত করেন, তাহা বিচার করুন—বিচার করিতে করিতে চমৎকৃত হইবেন—চমৎকৃত হইতে সপার্বদ শ্রীচৈতন্যপাদপদে চিত্তভঙ্গ গাঢ়ভাবে সংলগ্ন হইবে।

কৃষ্ণদাস রাজপুতে শৌর্য্যবীর্য্যের অধি ছিল না—দুইশত তুর্কসৈন্য, একশত কামানের অধিকারী যিনি, তাঁহার ধন, সম্মান, বৈভব কম নহে; কৃষ্ণদাসের স্ত্রীপুত্র ছিল। তিনি—আচা ও প্রতিপত্তিশালী গৃহস্থ ছিলেন; কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর কমণ্ডলুবাহক ভূতা হইবার জন্ত—

“প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া।”

ইহাই কৃষ্ণদাসের প্রকৃত পরিচয়। কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণদাস রাজপুত আরও সুন্দরতর ভাষায় “বৈষ্ণবকিঙ্কর।” কৃষ্ণদাস—গৃহের দাস, স্ত্রী-পুত্রের দাস নহেন, কিংবা দুইশত সৈন্য বা একশত কামান অথবা জাগতিক প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য, জাতি-কুল-ধন-রত্নের বা অধনের দাস নহেন। তাঁহার নিজেকে দুইশত সৈন্য ও একশত কামানের মালিক বলিয়া পরিচয় প্রদান জাগতিক সৈন্যবল ও অস্ত্রবলদৃষ্ট কর্মবীরের আক্ষালন নহে। তিনি

শ্রীমমহাপ্রভুর সেবার জন্তই নিজেকে জাগতিক মৈত্রবল ও অস্ত্রবলশালী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল বস্তুর প্রভু হইবারও আকাঙ্ক্ষা-
লেখ ছিল না। ঐ সকল বস্তুর প্রভুর অভিনয় বা দাসের অভিনয় অসুরগণও
করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণদাসের পরিচয় অদ্বিতীয়—অসমোর্দ্ধ—অপ্রাকৃত—
অহৈতুক—অপ্রতিহত—অনাবিল।

কৃষ্ণদাস—‘ফল্গু-বৈরাগী’ নহেন, তিনি মর্কটের জায় আশ্রভোগ-পিপাসায়
গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া বনগমন করেন নাই। তিনি প্রভুর সঙ্গেই জন্ম—প্রভুর
সেবার জন্ম গৃহস্থ হইয়াও গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহার হরি-গুরু
বৈষ্ণব-সেবা-প্ৰীতি অতুলনীয়। তিনিই প্রকৃত তৃণাদপি স্নানীচ। কৃষ্ণার্থে
অখিলচেষ্টাও যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ তাঁহাতেই পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান ছিল।

ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন—তিনি যুক্তবৈরাগী। ভোগত্যাগ ও
ত্যাগ-ত্যাগই যুক্তবৈরাগ্য। ভক্ত কৃষ্ণসেবার জন্ম স্বীয় ভোগসুখও ত্যাগ
করেন আবার কৃষ্ণসেবার জন্ম বিষয়ও গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি বিষয়কে
বিষয়রূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

ভক্তির মহিমা

(একাক্ষ নাটিকা)

(পূর্ব প্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৪ পৃষ্ঠার পর)

মহাপ্রভু—সনাতন, ওঠো ফুঁক হ'য়ে না।

(সনাতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

তোমার থেকে জগদানন্দ আমার প্রিয় নহে। তুমি প্রবীন
শাস্ত্রজ্ঞ, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ, আমার পরমপ্রিয় প্রাণাধক ; আর জগা নবীন
কিশোর, কালকের পড়ুয়া। তোমার কাছে আমি কৃষ্ণ-কথা শুন্তে
ভালবাসি। তোমার ব্যবহার ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্রীত। তাই
আমি তোমার প্রশংসা না করলে যে মর্যাদা লঙ্ঘন হয়। অর ঐ

কালকার বটুক নবীন জগা শাস্ত্রের কি জানে যে তোমাকে উপদেশ দিতে আসে ? যা'র মুখে আমি শাস্ত্র শুনি, যে আমাকে বুঝাইতে শক্তি ধরে তা'কে কিনা ঐ জগা বেটা শিক্ষা দেয় ? জগার এই অন্তায় কার্য আমি সহ্য করতে না পেরে তা'কে ভৎসনা করেছিলাম আমি বহিরঙ্গজ্ঞানে তোমার স্তুতি করি নি ; তোমার গুণই তোমাকে স্তুতি করিয়েছে । গুণবান্ তাঁর গুণসমূহের দ্বারাই জগতে পূজনীয় হ'ন । তোমার ঐ দেহকে তুমি হেয় অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করে থাকো, কিন্তু আমি তোমার দেহটীকে অমৃত সমান বলে মনে করি । তোমার ঐ দেহ অপ্রাকৃত বস্তু । চিনির পুতুলের যেমন পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সবটাই চিনি দিয়ে তৈরী ও সমস্ত পুতুলটাই চিনির পুতুল ; তেমনি তোমার সম্পূর্ণ দেহটাই অপ্রাকৃত, কখনও প্রাকৃত নহে । তোমার তা'তে প্রাকৃত বুদ্ধি হলেও এবং তোমার বপু প্রাকৃত হলেও আমি তা' উপেক্ষা করতে পারি না । প্রাকৃতে ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান না থাকায় তা' মনোধর্মের বিষয়ীভূত হওয়ায় বৈতবস্তু মাত্রেই অবস্তু । আমি সন্ন্যাসী, সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া ঘৃণা বুদ্ধি বশে তোমাকে ত্যাগ করলে আমার ধর্ম নষ্ট হবে । কাজেই তোমাকে কোনমতেই ত্যাগ করতে পারি না । প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি আমার শরণ গ্রহণ করে আমাতে আত্মসমর্পণ করায় তোমার দেহ চিদানন্দময় অপ্রাকৃত ও আমার আত্মসম ।

হরিদাস—প্রভো ! আপনি দীন-দয়াল, আপনি আমার ন্যায় নীচ অধম পাপীষ্ঠকেও অঙ্গীকার করেছেন ।

সন্নাতন—প্রভো ! আপনার আলিঙ্গনকালে আমার কণ্ঠরসা যে আপনার সুন্দর স্তূঠাম শ্রীঅঙ্গে লেগে যায়, তাই আমার মহাতৃপ্ত ।

মহাপ্রভু—পুত্রের অমেধা-বিষ্ঠা গর্ভধারিণী মায়ের অঙ্গে লেগে যায়, তা'তে কি মা তার পুত্রের উপর ক্রুষ্ট হয়, না কি মহা-সুখ পায় ? তোমার দেহের ঐ ক্রুদ্ধরাশিকে আমি কি ঘৃণা করতে পারি ? ভগবান্ কৃষ্ণ তোমার দেহে কণ্ঠ রোগ দিয়ে আমায় পরীক্ষা করতে তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন । আমি ঘৃণাভরে তোমাকে আলিঙ্গন না করলে যে ভগবান্ কৃষ্ণ সমীপে অপরাধী হ'তাম ।

হরিদাস—প্রভু ! আপনার লীলা বোঝা ভার ! বিপ্র বসুদেবের গলংকুষ্ঠী দেহে আপনি আলিঙ্গন করায় তাঁ'র দেহ তখনই আপনার প্রভাবে ও আপনার ইচ্ছায় কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হয়ে সে সুন্দর কন্দর্পসম দেহ প্রাপ্ত হ'ল । আর এই সনাতনের প্রতি এত বিমুখ কেন ? যদি সনাতন আপনার প্রাণাধিক প্রিয় হয় আপনার সঙ্গলাভে সে কুষ্ঠী-দেহী হওয়ায় যখন দুঃখিত হচ্ছে, তখন তা'কে সুখ দেওয়ার নিমিত্ত তা'র দেহটিকে কন্দর্পসম কান্তিযুক্ত করাই তো বিধেয় বলে মনে করি । আপনিই দ্বাপরে আপনার ভক্ত মহাবীর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্ত নিজ প্রতিজ্ঞা তুচ্ছীকৃত করেছিলেন, ...নিজে অস্ত্র ধরবেন না প্রতিজ্ঞা করলেও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্তই অস্ত্র ধারণ করেছিলেন । আপনি নিজেই বলেছেন,—অহং ভক্ত পরাধীনো হৃদয়তন্ত্র ইব দ্বিজ ।' আপনি ভক্ত পরতন্ত্র হয়ে ও ভক্ত মাহাত্ম্য-প্রচারে ব্রতী হ'য়ে সনাতনের মত ভক্তকে দুঃখ দিচ্ছেন কেন তা' বুঝতে পারছি না ।

মহাপ্রভু—সনাতন আমাকে তা'র নিজ দেহটা সমর্পণ করে দিয়েও ঐ দেহটাতে আমাকে আলিঙ্গন দিতে তা'র বাধা কেন ?

সনাতন—(স্বজল চক্ষে) প্রভু, আপনি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ! আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন ! আমার এ দেহ আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছি সত্য, এবং এক্ষণে এ দেহ আপনার ধন ও আপনার ভোগ্য হওয়ায় আপনি স্পর্শ করলে এই দেহের কণ্ডুরস রক্ত আপনার শ্রীঅঙ্গে লেগে যাওয়ায় আপনার শ্রীঅঙ্গ অপরিচ্ছন্ন হয় ও সৌষ্টব বিনষ্ট হয় এবং তা'তে আপনার ক্ষোভ উপস্থিত হ'তে পারে—আশঙ্কার মনে মনে অশেষ দুঃখ পাই ।

মহাপ্রভু—তাই বুঝি গায়ে যা'তে কণ্ডুরসা না লাগে সেজন্ত এক খণ্ড ওড়না গায়ে দিয়ে আছো ! তোমার জায় ভক্তি আর কা'র আছে ! তোমার আলিঙ্গনে আমি অত্যন্ত সুখ পাই । তুমি এ বৎসর আমার কাছে থেকে আগামী বৎসর বৃন্দাবনে যেও । দুঃখ ক'রো না সনাতন ! তোমার স্থান আমার হৃদয়ে ।

[মহাপ্রভু তাঁর ভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মহাপ্রভুর গাত্রস্পর্শমাত্রেই সনাতনের কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হইল ও সনাতন সুন্দর স্মৃঠাম দেহ লাভ করিলেন ।]

হরিদাস—ধনু সনাতন ! ধনু তোমার ভগবদভক্তি পরশমণির স্পর্শে লোহা যেমন খাঁটি সোনায়ে পরিণত হয়, তদ্রূপ তুমিও প্রভু স্পর্শে আজ ভিতর-বাহিরে খাঁটি হ'লে। এদিকে বাহিরে যেমন সুন্দর রূপশ্রী লাভ করলে, তেমনি হৃদয়মধ্যে সমস্ত ভগবদগুণের অধিকারী হ'লে। হা প্রভু, ধনু আপনার মহিমা ! আপনি সনাতনকে ঝারিখণ্ডের জল খাইয়ে তার গায়ে গলিৎকুষ্ঠ সৃষ্টি করলেন, আবার তাকেই আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে আলিঙ্গন দিয়ে সুন্দর দেহ করে দিলেন। লীলাময়, আপনার লীলাভঙ্গী বড় বিচিত্র !

গীত

এবার সবে ওঠরে জেগে, ডাক গৌর ব'লে ।
 আর কত নিদ্রা যা'বে মায়া-পিপাচীর কোলে ॥
 এই কলিযুগে শ্রীহরি স্বয়ং গৌর-অবতার ।
 জড়, অন্ধ, আতুরেও আজ কৈল রে উদ্ধার ॥
 ভক্ত-বৎসল রহেন সদাই শুদ্ধ ভক্তি-বশে ।
 সনাতনেরে কৈলা কৃপা তা'রি সুখ-আশে ॥
 লুটিয়ে পড় সবে রে ভাই, গৌর-পদ-তলে ।
 হেন দয়াল পাবে না আর কভু কোন কালে ॥
 ভব-সাগর-পারে যেতে গৌর-কৃপা চাই ।
 গৌর-পদ ভজনে আর দেবী কেন ভাই ??
 এবার সবে ওঠরে জেগে, ডাক গৌর ব'লে ।
 সকল আশা মিটবে রে ভাই, গৌর নামের বলে ॥

(নেচে নেচে গাহিতে লাগিলেন)

জয় গৌর হরিবোল ! জয় গৌর হরিবোল !!

[সকলের প্রস্থান]

—ষষ্ঠিকা—

বাণীই গোড়ীয় মঠের প্রচার্য

আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ সফল বা চক্ষুরাদ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতিকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা। বহির্মুখ জগতের শতকরা শতজন লোকেরই এই প্রবৃত্তি আছে। কৃষ্ণবিমুখ জগদ্বাসী সকলেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষে ছুঁষ্ট। এজগতের খণ্ড ধারণা লইয়া তাহারা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে মাপিতে যায়। তাঁহাদিগকে জন্মস্থিতি-ভঙ্গ—দেশ-কাল-পাত্র বা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের আসামী মনে করে। নিজেরা শত-সহস্র দোষে দোষী বলিয়া সেই দোষ অতীন্দ্রিয় বস্তুতেও আরোপ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নির্দোষ, নিভুল কোন বস্তু আছে—ইহাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। তাহারা এই গোঁড়ামি প্রাণান্তেও ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। ইহাই বহির্মুখ বন্ধিতের বৃত্তি। শ্রীগোড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিকতার এই গোঁড়ামির প্রতিবাদকারী। তাঁহারা গোঁড়ামিল দেওয়া কোন কথা বলেন না। তাঁহারা নির্ভীকভাবে অসত্যের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। জগতের সমস্ত লোক যদি এই কার্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তথাপি তাঁহারা অচল-অটলভাবে বজ্রপঙ্ক্তীরস্বরে, সিংহনাদে এই কথা প্রচার করেন, করিতেছেন ও নিয়তই করিবেন।

‘গুরুও ভ্রম হইতে পারে তাঁহার কোন কোন কার্যে ত্রুটি থাকিতে পারে—সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান নাও থাকিতে পারে’—যেখানে গুরুর পতি এইরূপ ভাব, সেখানে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নাই। যেখানে গুরুকে লঘুদর্শন—পরিপূর্ণ-বস্তুতে অসম্পূর্ণতা-দর্শন, খণ্ডদর্শন, সেখানে ভ্রান্তদর্শন বা বিবর্তদর্শন। এই বিচার লইয়া গেলে শ্রীগোড়ীয়, শ্রীগোড়ীয়মঠ ও শ্রীগোড়ীয়মঠাচার্যের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। যেখানে গুরুবরণের মধ্যে এই প্রকার কোন দুর্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে অস্বচ্ছ গুরুই হৃদয়াসন দখল করিয়া বসিবে। যেখানে গুরুত্বে ও শিষ্যত্বে সাময়িক চুক্তি, সেখানেই গুরুত্বে বা সাধুত্বে নানারূপ দোষ দর্শন হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুবৈষ্ণব আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন ও ইন্দ্রিয়তর্পণে নানাভাবে সহায়তা করিবেন, ততক্ষণই তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ, আর যখন তাঁহারা বলিবেন—হৃষীকেশের দ্বারে হৃষীকেশের সেবাই প্রয়োজন, তাহা না করিলে অমঙ্গল হইবে। তখন হইতেই মতভেদ হয়।

শ্রীগোড়ীয় মঠ বাণীর উপাসক। বাণী ব্যতীত তাঁহার কাম্য নাই। বাণীই তাঁহার প্রাণ, বাণীই তাঁহার জীবন, বাণীই তাঁহার ভূষণ, বাণীই তাঁহার যথাসর্ব্বশ্ব। বাণীদ্বারাই শ্রীবিগ্রহের অর্চন বা সেবা সম্ভব। বাণীর আনুগত্য বাদ দিয়া বপুর সেবা হয় না। বাণীই বিশ্বকে চালিত করিতেছেন। বাণী বা শব্দ বন্ধ হইলে মানুষ মৃত, বাণী বন্ধ হইলে চেতন ও অচেতনে পার্থক্য থাকে না। মৃতের লক্ষণ—বাগ্‌রোধ। মৃত ব্যক্তি কথা বলিতে পারে না। বাণীদ্বারাই চেতন-অচেতন বুঝা যায়। বাণীর মত শক্তিশালী বস্তু আর নাই। বাণী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের দূরদর্শন করাইতে পারে। বাণী তড়িতের চেয়েও দ্রুতগতিতে শক্তিসঞ্চার করে, ব্যথিতকে শান্ত করে, শত্রুকে মিত্র করে, বিমুখকে উন্মুখ করে, বন্ধকে মুক্ত করে। অতএব গোড়ীয়মঠাশ্রিতগণ এই বাণী ছাড়িবেন কি করিয়া—এই বাণীকীর্তনকারী আচার্য্য বা গুরুকে ছাড়িবেন কি করিয়া? তাঁহারা গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাই ছাড়িতে পারেন না। গোড়ীয়-মঠবাসিগণের সহিত গুরুর বা আচার্য্যের সম্বন্ধ সাময়িক নহে, নিত্য। তাঁহাদের সহিত গুরুর কখনও মতভেদ হয় না। তাঁহারা জানেন—“ভগবানের কায়বাহ সকল বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ‘আচার্য্য’ নামে অভিহিত হন।” গোড়ীয়মঠবাসিগণ শ্রীআচার্য্যদেবকে ভগবানের অভিন্নবিগ্রহ বলিয়াই জানেন। তাঁহাতে অসুখ বা মৎসরতা করিলে জীবের মহা সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাও তাঁহারা জানেন। তজ্জন্তু তাঁহারা ‘তুম্ভি চূপ্ হাম্ভি চূপ্’-নীতি অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বক্ষণ অকৈতব শ্রীহরিকথা কীর্তন করেন। তাঁহাদের কীর্তনে কেহই বাধা দিতে পারেন না, মুখ বন্ধ করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন, যদি কোন কীর্তনবিরোধী মৎসর ব্যক্তি সত্যকথা-কীর্তনে বাধা দেয়, তাহাতে তাঁহাদের কোন কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না, দৈবশাসনে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। পাষাণদলন হইবেই, কোন সন্দেহ নাই। সংকীর্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর কীর্তন-বিরোধ কখনই সহ্য করিতে পারেন না। সেইজন্তুই গোড়ীয়মঠবাসী সকলেই সর্ব্বত্র হরিকথা কীর্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন ‘পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্’ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই সকলের সকল মঙ্গল হইবে। যিনি গুরুপাদপদ্ম, তাঁহার প্রচারিত বিষয় সত্য—তাঁহার বাণী অভ্রান্ত। যাহার কথা ক্ষণস্থায়ী—প্রতিবাদযোগ্য, যাহার বাণী অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত, সেই

বাণীকীৰ্ত্তনকারী ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-কেশব-পাদাশ্রিত নহেন, আর সেই বাণী ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী নহে। বাস্তব শ্রোতসিদ্ধান্তে কোনও গৌজামিল নাই। ইহাই গোড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয়।

হরিকথা প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক। আচারহীনের প্রচার সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সেই আচার শাস্ত্রীয় আচার হওয়াই আবশ্যক। যে সকল স্থানে কলি বাস করে, সেই দ্যুত, পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, পশুবধ, নিজ ভোগের জন্ত অর্থ বা কনকের প্রতি প্রবল আসক্তি প্রভৃতি সকলই কলিসহচর। ইহাতে যাহারা আসক্ত, তাহাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আসক্তি হয় না, তাহাদের শ্রীচরণে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে না। তাহারা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরোধই করিয়া থাকে। তাহারা ভোগ-বুদ্ধিতে ঐ সব গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া যোষিৎসঙ্গী। যাহারা ঐরূপে যোষিৎসঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা প্রকাশ্যভাবেই হউক, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করে, তাহারা অসৎ। অন্ত্যভিলাষীর ইন্দ্রিয়তর্পণ আর সেবকের সেবা এক নহে। যাহারা উভয়কে এক মনে করে, মুড়ি-মিশ্রি, সাধু-অসাধু, সেবা ও কৰ্ম্মকে সমান মনে করে, তাহারাও অসৎ। অসৎ-সঙ্গ হইতে কৌশলে তফাৎ থাকিয়া নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্ত সচেষ্ট হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

—শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী

কালের চলন্তিকা

বায়ু-যে প্রকার আমাদের দৃষ্টির গোচর না হইয়াও স্বীয় প্রভাব অনুভব করায়, কালচক্র ও তপদ্রূপ দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে থাকিয়াও স্বীয় প্রবল-পরাক্রম জীববৃন্দের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত করাইয়া থাকে। কালচক্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা প্রাণিগণকে নিপীড়িত করিয়াও স্বীয় অধীনতায় মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। অন্য প্রাণীর কথা কি, প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত তাহার অহঙ্কার-প্রণোদিত যাবতীয় বিজ্ঞাবুদ্ধির বলেও কালচক্রের পীড়ন ও তাহার অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। সেদিন যাহাকে রাজরাজেশ্বরের সিংহাসনে আসীন দেখিয়াছি আজ যে তাহাকে ভিক্ষুকের বেশে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতেছি, তাহা কি কালচক্রের পীড়ন

নহে? কল্যা যাহাকে তর্কজালে অপর ব্যক্তিগণকে অস্থির করিতে দেখিয়াছি আজ যে সে পক্ষাঘাতবশে নিশ্চল ও নির্ঝাক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি কালপীড়ন নহে? কল্যা যাহাকে সূত্র-গর্বে গর্বিত দেখিয়াছি, আজ যে সে উদরের সংস্থানের জন্ত শূদ্র-পদাবলেহী হইয়া পড়িয়াছে ইহা কি কালচক্কের ভীষণ আক্রমণ নহে? সেদিন স্বীয় রূপমদে প্রমত্ত যাহাকে 'ভূমিতে না পড়ে পদ' অবস্থায় দেখিয়াছি আজ যে সে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বিরূপগ্রস্ত তাহা কি কালের নিষ্ঠুর আচরণ নহে? কল্যা যাহাকে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-পরি-বেষ্টিত-অবস্থায় আনন্দ-সাগরে ভাসিতে দেখিয়াছি আজ যে সে শোকাবুল তাহা কি কাল-বিড়ম্বনা নহে? কালের এই নিষ্ঠুর আচরণ ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্য করিয়াও কয়জন কালের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত যত্নপর, কয়জনই বা কালের ঐ প্রভাব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্ত কালনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে শরণ-গ্রহণে অভিলাষী? ধন্য কাল! ধন্য তোমার অমিত প্রভাব!! ধন্য—অনন্ত ধন্য তোমার মোহন-চাতুর্য্য, যে চাতুর্য্য নির্ম্মম-কষাঘাতেও চন্দন-স্নিগ্ধতার ধারণা জীব-হৃদয়ে জন্মাইয়া থাকে!!! তোমার প্রভাবে জীববৃন্দ নাসাবদ্ধ বলদের স্থায় মায়া-দেবীর কারাগৃহে চতুর্দশ-ভুবন-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে ঘুরিয়া কক্ষ-ক্লেশ-তৈল প্রস্তুত করে। বলদের দ্বারা ঘানিতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা অপরে ব্যবহার করে, কিন্তু জীব কক্ষবিপাকে ঘুরিয়া যে ক্লেশ তৈল প্রস্তুত করে তাহা তাহারই ভোগ্য। এই স্থানেই তাহার বাহাদুরী। নিজে শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিজের হস্তপদাদি আবদ্ধ করা অপেক্ষা আর অধিক বাহাদুরির কথা কি হইতে পারে? কাল! এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার কার্য্য-কুশলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় কি?

হে কাল! প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব নিজ সুখের জন্ত বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, তুমি হয় ত' এক অল্পপলের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট করিয়া কোতুক দেখ। প্রাণিশ্রেষ্ঠ কিন্তু তথাপি তোমার ঐ সর্বনাশকর কোতুকের কথা একবারও চিন্তা করে না; হয় ত' অনেক সময় শোকে অন্ধ হয়, তথাপি তোমার প্রভাব তাহার নিরোধার্য্য। তোমার প্রভাবের বলেই সে নরকযোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহাৰাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারক-শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। তোমার প্রভাবেই মানব ধন, জন, দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতিতে

নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। তোমার প্রভাব-বলেই কুটুম্ব-ভরণ-পোষণের জন্য পাপকার্য্যাদির আবাহন করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। তোমার প্রভাবে কলভাষি-শিশুর আধ-আধ আলাপ কেমন মধুর বলে মনে হয়! অসতীর্ণের নির্জ্জন-বিরচিত সন্তোগকামনা কেমন প্রলোভনের বিপণি বিস্তার করে! এই সকল প্রলোভন-সামগ্রী যে আসক্তি জালে আবৃত তাহা তোমার প্রভাবে একবারও চিন্তার বিষয় হয় না। কেহ অঙ্গুলী নির্দেশপূর্ব্বক তাহা দেখাইয়া দিলেও তোমার প্রভাব মন্ত্রণা দেয়—“পরকাল আছে কিনা জানা নাই, অনাসক্তিতেই বা লাভ কি? এখন বুঝিয়া পড়া যাউক, ভোগটা পূর্ণমাত্রায় হউক, পরে দেখা যাইবে।” জড়শক্তি যে ইহ-কালের ভোগেও কত বিড়ম্বনা উপস্থিত করে তাহা তোমার প্রভাবে মোটেই বোধগম্য হয় না।

তোমার প্রভাবের কথা আর কত বলিব? ইহা যে বলিয়া শেষ করা যায় না। কখনও বৈরাগ্যাশ্রয়ের ভাণ করিয়া বলি—‘যদি আমার শ্রী বিয়োগ হইত, তাহা হইলে বাঁচিতাম, সংসারাসক্তি ছিন্ন হইত।’ কিন্তু ভগবান রূপা করিয়া আমার সেই ভোগের সামগ্রী যখন সরান তখন বলি—‘ভগবান্ তুমি কি ঠাট্টাও বুঝ না? একবার একটু মাত্র বলিলাম তাহাতে তোমার এমন ক্রোধ হইল যে, ঐপ্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করিলে! আচ্ছা তুমি একটী লইয়া গেলে, দেখ আমি আর একটী লইতে পারি কিনা?’ যেমনই কথা, তেমনই কাজ! শ্রাদ্ধ-বাসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই নূতন গৃহলক্ষ্মীর আলোকে গৃহ আলোকিত হইল। শোকাকুল শূণ্য হৃদয়-মরু আসক্তি-জলে মরুতানে পরিণত হইল। তাই বলি, ধন্য কালের প্রভাব! কাল! তুমিই ধন্য!!

অভাবের তাড়নায়, রোগ-শয্যায় বার্কিক্যাবস্থায় যখন যমযন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকি তখন আমার আসক্তির পরম আত্মীয়গণ অহুত রক্তলোচনে অমধুর ব্যঞ্জোক্তিতে কি চমৎকার মধু বর্ষণ করে! তথাপি তোমার প্রভাবেই আমি তাহাদিগকে না আকড়াইয়া থাকিতে পারি না।

মৃত্যুর সময় উপস্থিত। ঘোরাকৃতি যমদূতগণ আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তখনও যাবতীয় বিষয়ের সন্ধান দ্বারা আমি আমার স্নেহপুতুলিগুলিকে অভিষিক্ত করিতে ব্যস্ত হই। তখন যদি আমার পরম বান্ধব আসিয়া বলে—“শেষ নিঃশ্বাস যে অতি নিকটে, ভগবানের নাম কর—অন্ততঃ

“হরে কৃষ্ণ” বল, তাহা হইলে তাহাকে বিরক্তির সহিত বলি—“অত কথা বলিবার সময় কোথায়?” সংসারের যাবতীয় বস্তুর সন্ধান দিতে সময়ের অভাব বা কষ্ট হয় না, যত কষ্ট ও সময়ের অভাব “হরে কৃষ্ণ” উচ্চারণে! এই কষ্টই যদি না হইবে, তাহা হইলে আমি কি-প্রকারে কালের প্রভাবের অধীন থাকিব? এমন মনিবটী কোথায় পাইব? কালচক্র, তোমার নিকট মানব-মনুষ্য সৰ্বদাই পরাজিত।

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

আত্মার অবস্থা

জড়াসত্ত্ব ব্যক্তির জড়ের প্রতি আস্থা বেশী। তাহাদের প্রবৃত্তি জড়গত। তাহাদের আশা-ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সবই জড়াশ্রিত। তাহারা যে যুক্তি অবলম্বন করে, তাহাও জড় বা প্রাকৃত। তাহারা যুক্তিবৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনও আত্মার সন্ধান দিতে পারে না। প্রাকৃত যুক্তি কি অপ্রাকৃতকে স্পর্শ করিতে পারে? অমুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে? অতএব জড়বুদ্ধিধারা কি করিয়া বৈকুণ্ঠদর্শন করিবে? জাগতিক ব্যাপার যুক্তিবৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বুদ্ধিধারা লক্ষিত হন না। আত্মা স্বপ্রকাশ। জড়জাত যুক্তিবৃত্তি তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যুক্তি ভক্তির অনুগত হইলে তাহার কিছু মূল্য দেওয়া যাইতে পারে; নতুবা যুক্তির কোন মূল্যই নাই।

আত্মা শুদ্ধচেতনতত্ত্ব। আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ ভগবদিচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। আনন্দই চেতন-সত্ত্বার পরিচয়। বদ্ধাবস্থায় জীবের আনন্দাভাব, তাহা তাহার দণ্ডাবস্থা। শুদ্ধ আত্মার জড়সংস্পর্শে অহঙ্কার, মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপা একটি চিদাভাসের উদয় হয়। আত্মার মুক্তি হইলে ঐ চিদাভাস আর থাকে না। আত্মাই জীব, চিদাভাস লিঙ্গশরীর এবং ভৌতিক দেহকে সূলশরীর বলা হয়। মরণান্তে সূলশরীর নষ্ট হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীর কৰ্ম ও কৰ্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস মন বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী, কিন্তু তাহা শুদ্ধজীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধ জীব চিদানন্দ-স্বরূপ, শুদ্ধজীবের সত্তা সূল ও লিঙ্গদেহের সত্তা হইতে ভিন্ন। প্রাকৃত চিন্তা দূর

না হইলে শুদ্ধ জীবসত্তার অনুভূতি হয় না। অহঙ্কার বা প্রাকৃত অভিমান থাকিলে মায়াতীত বস্তুর চিন্তা করা যায় না। মানুষ চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। অসৎ বা অনিত্যবস্তুর চিন্তাই মনের ধর্ম। সাধুসঙ্গে মনোবৃত্তিকে শৃঙ্খলিত করিয়া আত্মসমাধি অর্থাৎ স্ব-দর্শনবৃত্তিদ্বারা আত্মা যখন আলোচনা করেন তখন নিঃসন্দেহ-আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা জড়াহঙ্কারের নিকট নিজ স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি দেন, তাহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্তাও কিছুমাত্র অনুভব করিবার সামর্থ্য তাহাদের হয় না। শুদ্ধ আত্মার দ্বাদশটি লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

আত্মা নিত্যোহব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ আশ্রয়ঃ ।

অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্-হেতুর্ব্যাপকোহসঙ্গ্যনাবৃতঃ ।

এতৈর্দ্বাদশভিবিদ্যানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ ।

অহং মমেত্যসম্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥ (ভাঃ ৭।৭।১২-২০)

আত্মা নিত্য অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীরের ত্রায় ক্ষণভঙ্গুর নহে, অব্যয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীর নাশ হইলে তাহার নাশ হয় না। শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃতভাবরহিত; এক অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম-ধর্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈতভাবরহিত; ক্ষেত্রজ অর্থাৎ দ্রষ্টা; আশ্রয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নহে, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্তা বিস্তার করে; অবিক্রিয় অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক-বিকাররহিত। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। সদৃক অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে, প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় নহে; হেতু অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্তা, ভাব ও কার্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতিমূলত নহে; ব্যাপক অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থানব্যাপী নহে, তাহার প্রাকৃত-স্থানীয় সত্তা নাই, অসঙ্গী অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নহে; অনাবৃত অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবৃত হয় না—এই দ্বাদশটি অপ্রাকৃত লক্ষণদ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহ-জনিত ‘অহংমম’ ইত্যাদি অসম্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

শুদ্ধাবস্থায়ই কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের ত্রিবিধ অস্তিত্ব দেখা যায়, যথা—শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, চিদাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ লৈঙ্গিক অস্তিত্ব এবং ভৌতিক অর্থাৎ স্থূল অস্তিত্ব। স্থূলবস্তু সূক্ষ্মবস্তুকে আবরণ করে, ইহা নৈসর্গিক বিধি। লৈঙ্গিক অস্তিত্ব কিছু স্থূল

হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। আবার ভৌতিক অস্তিত্ব সর্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কে আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেন না, আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ পায় না।

আত্মস্বরূপটী প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব! যেমন স্থূলদেহে করণসমূহ নিজ নিজ স্থানে মুক্ত থাকিয়া কার্য্যসম্পাদন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্যবিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের চমৎকার আদর্শস্বরূপ আত্মদেহেও প্রয়োজনীয় করণসমূহ স্তব্ধ আছে। জড়দেহ ও চেতন দেহের প্রভেদ এই যে, স্থূলদেহের দেহী—চেতন জীব এবং দেহটী—স্থূলদেহ। অতএব দেহ-দেহী ভিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু আত্মদেহে যিনি দেহী, তিনিই দেহ, কোন পার্থক্য নাই।

জীব ভগবদ্ধাস, ইহাই তাহার স্বরূপ-পরিচয়। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধ অহঙ্কার, শুদ্ধ চিন্তা এবং শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সকল দেহী হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধসত্তায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখদুঃখরূপ আনন্দবিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হয়।

আত্মা পরমাত্মার অংশ। সর্বশক্তিমান পরমাত্মাই ভগবান্। জীব ক্ষুদ্র চিৎস্বরূপ, ভগবান্ অসামান্ত চিৎ-স্বরূপ। ভগবৎ-স্বরূপটী শুদ্ধ আত্মার পরিদৃশ্য, পরম সুন্দর ও সর্বচিন্তাকর্ষক। ভক্তগণ তাহার সেই অনির্কচনীয় মাধুর্য্যে নিত্য আকৃষ্ট।

ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চতত্ত্ব আর কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই ওতঃপ্রোতভাবে আছে; যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ। মূলবস্তু এক অর্থাৎ ভগবান্। সমস্ত জগৎ ভগবানের শক্তিপরিণতি। জীব ও জড় ভগবচ্ছক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায় তাহারা ভিন্নতত্ত্ব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। ভগবান্ ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিত্য আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণভাবে সর্বদা ইহাদের সত্তায় অবস্থান করেন এবং ইহারা ভগবৎসত্তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।

জীব বলে, ‘করি আমি’ সে ত’ সত্য নয় ॥

জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে ।
 আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে ।
 তব ইচ্ছামতে জীবের জনম মরণ ।
 সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ-সুখসংঘটন ॥
 মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে ।
 তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥
 তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার ।
 তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥
 তব পাদপদ্ম নাথ, রক্ষিবে আমারে ।
 আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে ॥
 নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া ।
 তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥
 আমি তব নিত্যদাস জানি নু এবার ।
 আমার পালনভার এখন তোমার ॥
 বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র-জীবনে ।
 সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে ॥

জীব স্বরূপতঃ চৈতন্যবিশেষ । অতএব পরমচৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয় । জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়মুক্ত বস্তু নহে । পরমেশ্বর-কুরাগই জীবের স্বধর্ম্ম । তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন বিষয়রোগে পর্য্যবসিত হইয়াছে । সংসারক্রমে পুনরায় ভগবদকুরাগী হওয়াই তাহার পক্ষে একমাত্র মঙ্গল । কারণ জড়ের সঙ্গে জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই । যাহা কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা অপগতি মাত্র । ভগবৎকৃপায় মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই জড়-সম্বন্ধ যায় না । মুক্তির অন্বেষণ করিলে মুক্তি লাভ হয় না, কিন্তু ভগবৎকৃপা হইলে তাহা অনায়াসেই লাভ হয় । অতএব ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারহিত হইয়া ভগবৎকৃপালাভের জন্য যত্নই একমাত্র কর্তব্য । নিজ চেষ্টায় পারমেশ্বরী শক্তি মায়ার হাত হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন । যে সকল লোক ভগবানের চরণে শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন ।

ভগবানের পরা শক্তির ভাব তিন প্রকার—সন্ধিনী-ভাব, সন্ধিদ-ভাব ও স্ফাদিনী-ভাব । এই শক্তির প্রভাবও তিন প্রকার—চিৎপ্রভাব, জীব-প্রভাব

ও মায়া-প্রভাব। শক্তির ভাব-প্রভাব-সংযোগক্রমে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবোপকরণ—এই বিচার হইলে পর বিশ্ব বন্ধনের কারণ হয় না। ভোক্তাভিমাণে বিশ্বের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিয়াই জীবের সংসারদশা। ভগবৎ-পরিচর্যা বা ভগবানের অনুশীলন দ্বারা এই সংসার হইতে মুক্তি সম্ভব। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, তাহাই কৰ্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল—জীবের প্রাপ্য কৰ্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিজের— তাহাই ভক্তানুষ্ঠান।

জীব চিদানন্দস্বরূপ। চিং ইহার গঠনসামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবানের সহিত যে নিত্যত্বক সম্বন্ধ, তাহারই নাম প্রীতি। ভগবানের সেবাসুখ হইতে পরাজুখ হইলে জীব ভোগের অন্বেষণ করে। ভগবদঙ্গী মায়া তাহাকে অপরাধী জানিয়া সংসার-কায়াগারে নিক্ষেপ করেন। স্বধর্ম্মালোচনা করিতে করিতেই ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম প্রকাশ পায়। বদ্ধাবস্থায় স্বধর্ম্মালোচনা বিস্তৃত হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্ম্মবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, লুপ্ত ভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহা জাগিবে।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

গৃহ ও গৃহী

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

রাস্তার ধারে, হোটেলে বা সরবতের দোকানে লোক যতক্ষণ না পেট ভরিয়া খাওয়া হয় বা যতক্ষণ না পিপাসা দূরীভূত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে থাকে ; তারপর আর কেহ সেখানে অবস্থান করে না, সকলেই চলিয়া যায়, তজ্জন্তু কেহ শোক করে কি ? পথিকের মত সেই স্থান ত্যাগ করিতে কোন ব্যথা বা আপত্তি করে কি ? কিম্বা অপরে তজ্জন্তু শোকপ্রকাশ করে কি ? কিন্তু আমরা যে ঘরের কথা আলোচনা করিতেছি সেই ঘরে কিছু ভোগের জন্ত বা বিষয়তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত আসিয়া সেই কার্য্য হইয়া গেলে যখন আমরা চলিয়া যাই অর্থাৎ জীবাত্মা যখন ওই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন অপরে শোক করে কেন ? এবং আমরাই বা ইহা ছাড়িবার জন্ত এত ব্যাকুল বা ভীত হই কেন ? এতদ্বিষয়ে আমরা কোনওদিন চিন্তা করিয়াছি কি ?

মরা দেহটা যখন আমাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে অর্থাৎ আমাদের কোন সঙ্গী, খেলার সাথী বা বন্ধু যখন বিশ্বকর্ম্মার তৈয়ারী এই দেহটী পরিত্যাগ

করিয়া কৃষ্ণের ইচ্ছায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হন তখন আমরা কঁাদি, কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার সহিত এতদিন বাস করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারি না বা তাঁহার বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারি না ; পরন্তু গৃহকে গৃহী মনে করিয়া ভ্রান্ত হই। তাই অবশেষে ক্রন্দনই আমাদের সম্বল হয় ! এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমরা কেন কঁাদি—আচ্ছা দেহটী মৃত্যুকালে যে-ভাবে যে অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা ত প্রত্যহই ঐভাবে নিদ্রাকালে পড়িয়া থাকিত। তখন আমরা কঁাদিতাম না কেন বা শোকে অধীর হইতাম না কেন ? কারণ, আমরা জানি, ঘুম হইতে সে আবার জাগিবে—আবার আমাদের সহিত কথা কহিবে আবার আমাদের চিন্তাবিনোদন করিবে—ইন্দ্রিয়ের বিধান করিবে ; কিন্তু মরা দেহটী ত' আর উঠিবে না—আমাদের ইন্দ্রিয় তর্পণ ত' আর করিবে না। সুতরাং দেহটী দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সুখভোগ হইবে না বলিয়াই আমরা কঁাদি ! গৃহী যতদিন থাকে ততদিন এই গৃহটী সচল থাকে, কর্ম্মঠ থাকে এবং চেতনের দ্বারা প্রতিভাত হয়, কিন্তু এই দেহ গৃহবাসী গৃহী জীব এই ঘরটী ত্যাগ করিবামাত্র এই ঘরের কোন মূল্য থাকে না, পরন্তু অস্পৃশ্য, ঘৃণ্যবস্তু বলিয়া মনে হয় ; এমনি গৃহের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য। তাই বলিতেছিলাম, ছায়ার দ্বারা অনুগামী এমন অদ্ভুত গৃহ কি আর আছে ?

এই দেহ-গৃহের মধ্যে কে আছেন, যিনি থাকার দরুণ এই অচেতন দেহটী সচলতা প্রাপ্ত হইয়া এমনভাবে চলাফেরা করে—আমাদের সঙ্গে কথা কয়—আমাদের ভাবের বিনিময়ে ভাব প্রদান করে ? আমরা তাঁহাকে কোনদিন দেখিয়াছি কি ? আমরা কি জানি, ঐ দেহের মধ্যে কে, যিনি আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যান ? কে ? আমরা ত' তাঁহাকে দেখি না। কেবল ঘরটাই দেখিয়াছি বা দেখি। আচ্ছা তাঁহাকে দেখা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা চেষ্টাও করিয়াছি কি ? তাঁহাকে জানিবার জন্য কখন ইচ্ছা হইয়াছে কি ? এই দেহগৃহটী যে আমার ভালবাসার পাত্র নয়—গৃহী নয়, এ কথা কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছি কি ? হায় দুর্দৈব ! কৃষ্ণবিশ্বতির ইহাই পরিণাম ! দেহাঙ্গবুদ্ধির ইহাই ফল ! মায়ার এমনি খেলা ! এসকল কথা শুনিয়া হয় ত' অনেকেই হতভম্ব হইয়া পড়িব ; এমনি আমাদের অবস্থা ! তাই বলি, আমরা কি চিরকাল স্বপ্নই দেখিব ? ঘুম কি আমাদের এই জন্মে ভাঙ্গিবে না ? এই মনুষ্য-দেহ-গৃহের মধ্যে থাকিয়া কি আমরা নিজেকে একজন মনুষ্যই মনে

করিব? গৃহীর সন্ধান না করিয়া—নিজের সন্ধান না করিয়া আমরা কি নির্দোষ বালকের মত পুতুল-খেলার জায় এই সংসার লইয়াই মাতিয়া থাকিব—নিজেকে জানিবার জন্ত কি একদিনও উৎসুক হইব না? আমরা অনেকে হয় ত' আকাশে কত তারা, জলে কত মাছ, বাগানে কত ফল, এক টাকায় কত পয়সা, অমুক মন্ত্রীর কয় কথা ইত্যাদি কতই না জানিবার জন্ত ব্যস্ত হই বা এই মানবজন্ম ব্যয়িত করি; কিন্তু উপরি উক্ত আসল কথা জানিবার জন্ত ব্যগ্র হই কয়জন?

আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ, ভয়—এই চারিটি ব্যাপারে আমরা ব্যস্ত। আচ্ছা, এই চারিটি সুখ কি আমাদেরকেই ব্যস্ত করে? না, পশু-পক্ষীদিগকেও করে? আমরা সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করি; কিন্তু যদি সকল প্রাণীতেই এই চারিটি কার্য সমানভাবে থাকে তবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ স্থানে? সকল পশুপক্ষীকে আমরা বুদ্ধিবলে বা গায়ের জোরে জয় করিতে বা ভোগ করিতে পারি বলিয়াই কি আমরা শ্রেষ্ঠ? মানুষ কিন্তু তাহাই মনে করে। কিম্বা বিজ্ঞাবুদ্ধি-বিবেকের জন্ত মানুষ শ্রেষ্ঠ, ইহাও কেহ কেহ বলেন। যদি তাহাই হয় তবে বিজ্ঞাবুদ্ধি-বিবেকের বাহাদুরীটা কোথায়, একের উপর অন্যের আধিপত্য বিস্তার—একজনকে ভোগের জন্ত অপরের আকাজক্ষা—একের মাথায় কাঁঠাল ভাজিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করাই কি এই বিবেকবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব? মানুষ কি এইজন্তই শ্রেষ্ঠ? না তা নয়; মনুষ্যজন্ম—নিজেকে নিজে জানিবার জন্ত—ভগবানের বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্ত। সেইজন্তই বলি এই গৃহটি এক অদ্ভুত গৃহ! মজার গৃহ! নূতন ধরণের কথা-দেহ গৃহ! তাই বলিতেছিলাম এক মনুষ্য-দেহ অপর দেহ হইতে এমনি ভাবে গঠিত, উহার ইন্দ্রিয়গুলি এমনিভাবে সন্নিবেশিত যে, জীবাত্মা এই দেহগৃহে প্রবেশ করিয়া বা বাসের সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার আত্মপরিচয়লাভে সমর্থ হন—তাঁহার সহিত এই দেহের কি সম্বন্ধ, এই দেহের সহিত অপর দেহের কি পার্থক্য, তাঁহার নিত্য নিবাস কোথায়, কে তাঁহার নিত্য বান্ধব, কে তাঁহার নিত্য পিতা, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, তাঁহার নিত্য স্বভাব, নিত্য-ধর্ম, নিত্য কর্তব্য কি, তিনি কে, এই দেহ প্রাপ্তিতে অবগত হইয়া পরমার্থ বা পরমধন ভগবানকে লাভ করিবার সৌভাগ্য পান। তাই বলি, ভগবানকে পাইবার বা আত্ম-উপলব্ধি করিবার প্রধান আশ্রয় বা উপায় বলিয়া এই মনুষ্যজন্ম বা মনুষ্য-

দেহরূপ এই অদ্ভুত গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা লক্ষ্য করি। আচ্ছা বলুন দেখি, ভগবান্কে জানা ত দূরের কথা, এ সব কথা কি আমরা কোনদিন স্বপ্নেও শুনিয়াছি ?

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। আমরা ত বেশ রঙ্গরঙ্গে মাতিয়াই রহিলাম। স্ত্রী পুত্র লাভের জন্ত বা তাহাদের ভরণ পোষণে বা তোষণের জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি এবং ইহা করিয়া লোকের কাছে বাহাদুরি লইতেছি। কিন্তু এমন একটি অদ্ভুত গৃহ পাইয়াও তৎপ্রতি বা নিজের প্রতি আক্ষেপও করিতেছি না। হায়রে ছুর্দৈব ! হায়রে আমার পোড়া-কপাল ! মৃত্যু যে সন্নিকটে ! তাই বলি, আর কতদিন এমন করিয়া থাকিব ? আচার্য্যের চীৎকার ও বিলাপ আমার কাণে কি পৌঁছিতে না ? সেই আচার্য্যদাসাভিমানিগণের গগনভেদী আর্তনাদ,—‘জীব জাগ, জীব জাগ রব’—‘উঠ, উঠ আর ঘুমাইও না’ রব বা কাতরোক্তি আমাদের কর্ণ-কুহরে আসিয়াও কি সঞ্চুদ্ধিত না হইয়া বাথিতাত্তকরণে হতাশপ্রাণে ফিরিয়াই যাইবে ? একদিন ত হঠাৎ এই ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া যাইবে, একদিন ত এই সাধের জিনিষ সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে ! তবে এখনও অলসভাবে বসিয়া কেন ? হায় ! হায় ! আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার অবকাশ কি পাইব না ? হায় ! হায় ! এমন করিয়া কি পশুপক্ষিগণের মত জীবন যাপন করিয়া চলিয়া যাইব ? ভবপারের নৌকাস্বরূপ এমন একটি সুপটু দেহতরী এবং গোলোকাগত কৃষ্ণপ্রেরিত গুরুরূপী নাবিকের সঙ্গ-লাভের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াও আমরা নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকিব ? এমন একটী সুদুর্লভ ও পরমার্থদ অদ্ভুত গৃহ পাইয়াও কি আমরা আমাদের নত্যা গৃহ বা নিত্য পিতার সন্ধানে ইচ্ছুক হইব না, স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্ত, ভগবানের নিকটে ফিরিয়া গিয়া সানন্দে তাহার সেবা করিবার জন্ত কি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা জানাইব না ? তাই বলি আসুন, আমরা আজ সকলে মিলিয়া এই অদ্ভুত গৃহ ও এই অদ্ভুত গৃহীর অর্থাৎ আমরা নিজে নিজের সন্ধানে বাস্তব হই এবং সদগুরু চরণাশ্রয়পূর্বক গুরুবাণী শ্রবণ করি ও কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করি—

“কৃষ্ণনাম ভজজীব আর সব মিছে ; পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ।”

সংসার-দুঃখ-জলধৌ পতিতস্ত কাম-ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্ত

দুর্কীর্ণসনা নিগড়িতস্ত নিরাশ্রয়স্ত চৈতন্যচক্রে দেহি মে পদাবলম্বনম্ ॥

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া , ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ ; ইং ৩০/৭/১১

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের
রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ৭ই আষাঢ়, ১৩৭৮ (ইং ২২শে জুন, ১৯৭১)
মঙ্গলবার হইতে ১৭ই আষাঢ়, ১৩৭৮ (ইং ২রা জুলাই, ১৯৭১) সোমবার
পর্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীৰ্তন,
ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি
বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-ষাঙ্গন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান
হইবে ।

ধর্ম্যপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান
করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন ।
এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও
বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-
সেবোন্মুখী স্নকৃতি অর্জিত হইবে । পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ
উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল । ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি


জ্যেষ্ঠ্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিক্বেদান্ত বামন মহারাজের
নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য ।

—ঃ সেবাপঞ্জী :—

- ১। ৭ই আষাঢ়, ২২শে জুন, মঙ্গলবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীম সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ৮ই আষাঢ়, ২৩শে জুন, বুধবার—পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নগর-সংকীৰ্ত্তন-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন পরে গঙ্গাস্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ৯ই আষাঢ়, ২৪শে জুন, বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথাক্রম্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয়া মঠে অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭।। টা পর্য্যন্ত সংকীৰ্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুন, শুক্রবার হইতে ১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন, রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭।। টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, সোমবার হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর সংকীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭।। টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সংকীৰ্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৬। ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন, মঙ্গলবার হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭।। টা পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাশয়দ্বর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, শুক্রবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা, পরে মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীৰ্ত্তন।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বসাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহত ॥

অন্য ধর্ম সুহৃৎপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বতি নৈলে গও সেই শ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { ক্রীরোদশায়ী, ৯ শ্রীধর, ৪৮৫ গোরাঙ্গ
শনিবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৭৮ ; ইং ১৭।৭।১৯৭১ } মে সংখ্যা।

সানুবাচঃ

শ্রীবিলাপকুসুমাজ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোঙ্গামি-বিরচিতঃ

উৎখাদিরেণ নব-চন্দ্রবিরাজিতেন

রাগেণ তে বর-সুধাধরবিশ্বযুগ্মে ।

গাঙ্গেয়গাত্রি ময়কা পরিরঞ্জিতেহস্মিন্

দংশং বিধাস্মতি হঠাৎ কিমু কৃষ্ণকীরঃ ॥ ৪১ ॥

হে সুবর্ণাজি ! অভিনব কর্পূর সংযুক্ত উৎকৃষ্ট খদির রাগ দ্বারা আমি
যাহাকে সুরঞ্জিত করিয়াছি এবং যাহা উৎকৃষ্ট অমৃতের ত্রায় উন্মাদক ও
যাহাতে বিশ্বফলের সদৃশ শোভা বিস্তার হইতেছে, তাদৃশ তোমার ওষ্ঠরূপ
বিশ্বফলে কি শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী দংশন করিবে ? ॥ ৪১ ॥

যৎ প্রান্তদেশ-লবলেশ-বিঘূর্ণিতেন
বদ্ধঃ ক্ষণাদ্ভবতি কৃষ্ণকরীন্দ্র উচৈঃ ।

তৎ খঞ্জরীট-জয়িনেত্র-যুগং-কদায়ং

সংপূজয়িষ্যতি জনস্তব কজ্জলেন ॥ ৪২ ॥

হে সুবর্ণাঙ্গ ! যে নেত্রের কটাক্ষবিলাসের ঘূর্ণন বশতঃ ক্ষণকাল মধ্যে অত্যন্ত শ্রীকৃষ্ণরূপ গজরাজ বদ্ধ হইয়া থাকে এবং যে স্বীয় চঞ্চলতা গুণে খঞ্জন পক্ষীকেও পরাজিত করিয়াছে, এতাদৃশ তোমার নেত্রযুগলকে এই ব্যক্তি অর্থাৎ আমি কবে কজ্জল দ্বারা ভূষিত করিব ? ॥ ৪২ ॥

যস্মাক্ষরঞ্জিত-শিরাস্তব মানভঙ্গে
গোষ্ঠেন্দ্রমূরধিকাং সুষমামুপৈতি ।

লাক্ষারসঃ স চ কদা পদরোরধস্তে

ন্যস্তো ময়াপ্যতিতরাং ছবিমাপ্যতীহ ॥ ৪৩ ॥

হে রাধিকে ! তোমার মানভঞ্জন সময়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাহার চিহ্ন দ্বারা মস্তক রঞ্জিত করিয়াছিলেন তাদৃশ লাক্ষারস (আলতা) আমাকর্তৃক তোমার পাদদ্বয়ের নিম্নে অপিত হইয়া কবে সাতিশয় কান্তি বিস্তার করিবে ? ॥ ৪৩ ॥

কলাবতি নতাংসয়োঃ প্রচুর-কামপুঞ্জোজ্জ্বলং-

কলানিধি-মুরদ্বিষঃ প্রকটরাস-সম্ভাবয়োঃ ।

ভ্রমদ্ভুমরঝঙ্কুতৈর্মধুরমল্লিমলাং মুদা

কদা তব তয়োঃ সমর্পয়তি দেবি দাসীজনঃ ॥ ৪৪ ॥

হে কলাবতি দেবি রাধিকে ! যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটরূপ রাসলীলা-রস সম্মেলন হইয়া থাকে এবং যাহাতে কন্দর্প ক্রীড়াবশতঃ শ্রীকৃষ্ণও উজ্জ্বল কলানিধিরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, এতাদৃশ তোমার নতস্কন্ধদেশে আমি কবে ভ্রমদ্ভুমর ঝঙ্কতিবিশিষ্ট সেই মধুর মল্লীমালা দাসীর হৃদয় অর্পণ করিব ॥ ৪৪ ॥

সূর্য্যায় সূর্য্যমণিনির্মিতবেদি-মধ্যে

মুঞ্চাঙ্গি ভাবত ইহালিকুলৈবৃত্তায়াঃ ।

অর্ঘং সমর্পয়িতুমুৎকথিয়স্তবाराং

সজ্জানি কিং সুমুখি দাস্ততি দাসিকেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

হে সুরমুখি ! হে যুগ্মাঙ্গি রাধিকে ! সূর্য্যকান্তমণি খচিত বেদি মধ্যে
ভক্তিভাবে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদানের নিমিত্ত তুমি যখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা
হইয়া থাকিবে এবং সখীসকল যখন তোমার চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া
থাকিবে, তাদৃশকালে এই দাসী কি পূজোপহার দ্রব্যসকল তোমার নিকটে
অর্পণ করিবে ? ॥ ৪৫ ॥

ব্রজপুরপতিরাজ্ঞা আজ্ঞয়া মিষ্টমন্নং
বহুবিধমতিযত্নাং শ্বেন পক্কং বরোরু ।
সপদি নিজসখীনাং মদ্বিধানাঞ্চ হন্তৈ-
র্মধুমথন-নিমিত্তং কিং ত্বয়া সন্নিধাপ্যম্ ॥ ৪৬ ॥

হে বরোরু রাধিকে ! নন্দরাজমহিষী যশোদা দেবীর অমুমতিবশতঃ তুমি
নিজে বহুবিধ সুরমিষ্টে অন্ন অর্থাৎ লড্ডুক পিষ্টক পায়সাদি অতি যত্নসহকারে
পাক করিয়া নিজ সখীবৃন্দ ললিতাদির অথবা মাদৃশ রতিমঞ্জরী প্রভৃতির হস্ত
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কি যশোদার নিকট অর্পণ করিবে ॥ ৪৬ ?

নীতান্ন-মদ্বিধললাটতটে ললাটং
প্রীত্যা প্রদায় মুদিতা ব্রজরাজরাজ্ঞী ।
প্রেম্না প্রসূরিব ভবৎকুশলস্য পৃচ্ছাং
ভব্যে বিধাস্মতি কদা ময়ি তাবকত্বাং ॥ ৪৭ ॥

হে মঞ্জলশালিনি রাধিকে ! আমি অন্নাদি ভোজ্য বস্তুসহ ব্রজরাজরাজ্ঞী
যশোদার নিকট উপস্থিত হইলে, ঐ যশোদা দেবী “এ রাধার সখী” এই জ্ঞানে
নিজ জননীর আয় স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক ললাটে ললাট দিয়া হুঁটা হওত আমাকে
কবে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন ? ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণবক্ত্রান্মুজোচ্ছিষ্টং প্রসাদং পরমাদরাং ।
দত্তং ধনিষ্ঠয়া দেবি কিমানেষ্যামি তেহগ্রতঃ ৪৮ ॥

হে দেবি রাধিকে ! শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ অর্থাৎ অর্দ্ধভুক্তবস্তু, ধনিষ্ঠা সখী
পরমাদরপূর্ব্বক আমাকে অর্পণ করিলে ঐ অর্পিত বস্তু আমি কি তোমার অগ্র
লইয়া আসিব ? ॥ ৪৮ ॥

নানাধৈরমৃতসার-রসায়নৈস্তৈঃ
কৃষ্ণপ্রসাদমিলিতৈরিহ ভোজ্যপেয়ৈঃ ।

হা কুঙ্কমাঙ্গি ললিতাদি-সখীবৃত্তা ত্বং

যত্নান্ময়া কিমুতরামুপভোজনীয়া ৪৯ ॥

হে কুঙ্কম লিপ্তাঙ্গি! ললিতাদি সখীগণকর্তৃক তুমি যৎকালীন পরিবেষ্টিতা হইয়া থাকিবা, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সংযুক্ত ও অমৃততুল্য সুস্বাদু এবং নানাবিধ স্নোজ্য ও পানযোগ্য বস্তু সকল এই বৃন্দাবনে অত্যন্ত যত্নসহকারে আমি কি তোমাকে ভোজন করাইব? ॥ ৫৯ ॥

পানায় বারি মধুরং নবপাটলাদি-

কপূর-বাসিততরং তরলাক্ষি দত্তা ।

কালো কদা তব ময়াহচমনীয়হদন্ত-

কাষ্ঠাদিকং প্রণয়তঃ পরমর্পণীয়ং ॥ ৫০ ॥

হে চঞ্চললোচনে! পানার্থ নবপাটলাদিসম্ভূত কপূর দ্বারা মধুর জল অর্পণ করিয়া প্রণয়বশতঃ কবে আচমনীয় দন্তকাষ্ঠাদি তোমাকে প্রদান করিব? ॥ ৫০ ॥ (ক্রমশঃ)

জীবের বিমুখতায় দুঃখ

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১

৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু.

* * * * *

শ্রীমান্ * * অতি সূবৃহৎভাবে ভবিষ্যতে কার্য্য করিবেন এবং করিতেও পাবেন : কিন্তু ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

“নৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোবে,

ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।”

এই বাক্যের যোগ্যতা ও মার্থকতা আমাদের সকলের দ্বারাই হইতে পারে। এমন কি, শ্রীমান্ * *—যিনি বহু বৎসর আমার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিও আজ মায়ার টানে চলিয়া গেলেন। তিনি কতই

না ‘কল্যাণকল্পতরু’ গান করিয়াছেন ; কিন্তু সকলই ভস্মে ঘূতাহতি হইল ! আমি মুঢ় অনাচার, তাই আমার সঙ্গলে তাঁহার এই অধঃপতন । তাঁহাকে ভক্তি শিখাইতে পারিলাম না ! তিনি পুনরায় সংকর্মের আবাহন করিলেন ! “গোপীনাথ, যুগাও সংসারজালা । অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে, জনম-মরম-মালা ॥”—গান করিয়াও হৃদয়-আলালনাথে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পূর্ব হইতেই pre-arranged করিয়া ডুবিলেন । আলালনাথের সেবার পরিবর্তে তিনি সংসারকূপে আবদ্ধ হইলেন ! সুতরাং আমাদের সকলেরই অধঃপতনে যোগ্যতা আছে ।

একটি সাময়িক পত্রের আয়োজন করিতে গিয়া আমরা এখন কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি ! কার্য্যের কারক অন্তত নিযুক্ত হইলেও কেউ না কেউ ভাল ভাবে না পারিলেও মন্দ ভাবে কার্য্যটি সমাধা করিতে পারিবে,—যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এখন প্রাকৃত সহজিয়াগণের মল্লভূমি বা আক্রীড় হইয়া পড়িয়াছে ।

সাময়িক পত্রের নাম লইয়া কু—এর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ হইয়াছিল । তিনি ‘নদীয়াপ্রকাশ’, ‘হারমনিষ্ট্’ প্রভৃতি নাম পছন্দ করেন না । তিনি আবার কতকগুলি সাধারণ নামের প্রস্তাব করিয়াছেন । কাগজখানি যখন আমাদের কক্ষের হইবে, তখন গোড়ীয়সজ্জ হইতে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে । পক্ষান্তরে গোড়ীয়সজ্জের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জানিলে বাহিন্মুখ জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইবে । তজ্জন্ম “The Message” নাম আমি প্রস্তাব করিয়াছি । কু—বলেন, “Gaudiya Messenger” নাম দেওয়া যাক । কিন্তু আমার মতে, হয় “The Gaudiya”, কিম্বা “The Messenger” নাম alternative suggestion. তিনি এখনই ক দিতে চান । আমি সেই প্রকার ব্লক দিয়া clumsy করিবার পক্ষপাতী নহি । তবে নামের ব্লক কেবল অক্ষরাত্মক হইতে পারে । “The Gaudiya” অক্ষরাত্মক ব্লক হইলেই ভাল হয় অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় ‘গোড়ীয়’, ইংরাজী ভাষায় “The Gaudiya” হইতে পারে ।

* * * * *

গতকল্য বি—এর টেলিগ্রাম বিশেষ promising নহে মনে হইল ।

* * * যাহা হউক, আমরা আমাদের কর্তব্য কার্য্য করিলাম । এখন কক্ষের ইচ্ছা, তিনি যাহাকে যখন যেক্রপ মতি দেন, আমাদের তাহাই

স্বীকার্য। লোক-গঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ণভানবীদেবী শ্রীকৃষ্ণসেবা
পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে অরিষ্ট বৃষ
'উলুইচণ্ডী' সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের নৈরাশ্যের কারণ
নাই। শ্রীমান্ * * যদি অভিমতের অনুগমনে অভিযান করে, তাহা হইলে
আমরা কেবল দুঃখিত হইব। কুণ্ডলীতে রাস, কুণ্ডলীতে বাস প্রভৃতি ভাল
না লাগায় অরিষ্ট-ভীতি-প্রভাবে আরিট্ গ্রামে ঘাইবার পূর্বেই সে গৃহব্রত-
ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন জ্ঞান করিল! * * *

নিত্যাশীর্বাদক--

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পুনশ্চ—শ্রীযোগপীঠের নূতন শ্রীমন্দিরের plinth গাঁথা আজ হইলৈই
শেষ হইবে। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ার বাবুর ও অন্যান্য দ্রব্যের আগমন এখনই
প্রয়োজন, এ কথা সখীবাবুকে জানাইতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

(সমস্বয়বাদ)

১। পূর্বমহাজন-মত-অবহেলাকারী কি কপটী নহে?

“সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি জানি তুমি আত্মগুঢ়ি,
করিবারে হৈল সাবধান।

না নিলে তিলক মালা, ত্যাগিলে দীক্ষার জালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥”

—‘উপদেশ’,—১৭ কঃ কঃ

২। সমস্বয়বাদিগণের জল্পনা কল্পনা কিরূপ? নবগোরাঙ্গবাদীরা কিরূপে
দীক্ষিত হইল?

“যিনি চারিশত বর্ষপূর্বে কেবল বৈষ্ণবমতের অনুকূল ছিলেন, তিনিই
আবার আসিয়া সেই মতের পরিবর্তে সঙ্কমত-সামঞ্জস্যকারী একপ্রকার
মত প্রচার করিলেন। এই ধর্ম্মই জগতের সাধারণ ধর্ম্ম হইবে। তাহার
আরও বলিলেন,—কোন মত আশ্রয় করিলে বিশ্বপ্রেম স্থান পায় না।
সমস্ত মতকে এক করিয়া রাখিতে পারিলে জগজ্জীবের বিশ্বপ্রেম উদ্ভিত হয়।
* * বিগত বৎসরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দণ্ড দিয়াছেন।

কতকগুলিকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছেন ; বাকি যাহারা ছিলেন তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া নিজে নিজে পৈতৃক ব্যবসা আশ্রয় করিয়াছেন। দুই একজন কেবল এখনও গৌরান্বিতপ্রকাশের যত্ন পাইতেছেন, তবে ভদ্রসমাজে কিছু হইল না দেখিয়া অবশেষে ডোমপাড়া আশ্রয় করিয়াছেন। মহাপ্রভুর কি খেলা ! কলি যতই মস্তক উত্তোলন করে, মহাপ্রভু ক্ষণমাত্রে তাহার মুণ্ডের উপর মুদগর আঘাত করিয়া তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দেন।”

—‘নববর্ষে বিগতবর্ষের আলোচনা’, সঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।১

৩। প্রকৃত পরমহংস কাঁহার। এবং তাঁহাদের আচরণ কিরূপ ?

“অলম্পটরূপে শরীরযাত্রা নির্বাহপূর্বক সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে কৃষ্ণকাজীবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ করেন। যে-সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে ‘সমন্বয়যোগী’ বলিয়া জানেন, যাহারা অনাঙ্ক বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বালিয়া বোধ করেন ; কখনও কখনও ভগবদ্বিমুখ বালিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশী বিদেশীয় সর্বসঙ্গ-সম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পারচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা-লিঙ্গ ও ব্যবহার-সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা বালিয়া অনায়াসে সংসোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পরমহংসী সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।”

—‘উপক্রমণিকা’, কঃ সং

৪। ভিন্ন ভিন্ন আচার ও সাধনার দৃষ্ট হয় কেন ?

“যাহার যে স্বভাব, তাঁহার সেই স্বভাবের দেবভাব, তদনুগত শাস্ত্রবাক্য এবং তদবলম্বী মঙ্গী ভাল লাগে। ‘সমশীলা ভজন্তি বৈ’—এই ত্রায়ানুসারে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার, ভিন্ন ভিন্ন সাধনা ও ভিন্ন ভিন্ন আচার স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। উপাস্তবস্তু এক বৈ দুই নহে।”

—‘শ্রীলঘুভাগবতামৃত-সমালোচনা’, সঃ তোঃ ১১।৩

৫। নিরপেক্ষতা কি ভক্তিধর্ম ? তদ্বারা কি সর্বস্তুনিষ্ঠা প্রকাশ পায় ?

“নিত্যবস্তুনিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতেই নাই। যদি সর্বস্তুনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কি আছে ? যে যাহাতে

নিষ্ঠা করে, তাহাই যদি ভাল, তবে ভাল মনের বিচার কি? মুড়িমিশ্রি তবে একই হইয়া পড়ে। জীবের আর সাধনভক্তনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে বেশ্যানিষ্ঠ লম্পট এবং তৎসঙ্গনিম্পৃহ পরমহংস—এ দু'য়ের ভেদ কি? তাহা হইলে অতৎ ও তৎ দুই এক! অতএব সদ্বস্ত-নিষ্ঠাই—শ্রেয়ঃ, অনিষ্ঠাই—দোষ। সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে ভাল বলা যায় না; বরং সংসাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দেওয়াই কর্তব্য।”

—সমালোচনা, সঃ তোঃ ২।৬

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জগদগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ত্রিসত্ত্বতীতম আনির্ভাব-বাসরে
প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।
যে নাম প্রবনে হয় পাপ বিমোচন ॥
জয় জয় শ্রীআচার্য্য পণ্ডিতপাবন ।
যে নাম শ্রবণে ঘুচে সংসার-বন্ধন ॥
শ্রীগুরুপূজায় (সেই) তিথি হয় সুবিস্তার ।
কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথি নাম হইল যাঁহার ॥
হেন শুভদিন কভু না হ'বে আমার ।
ভক্ত সঙ্গে গুরুপূজা গুরুসেবা আর ॥
গুরুপূজা, ব্যাসপূজা নহে ত' অভিন্ন ।
গুরুপূজায় ব্যাসদেব হ'ন প্রসন্ন ॥
ব্যাস-গুরু যেই জন ভিন্ন করি মানি ।
ব্যাসপূজা গুরুপূজা সব তার হানি ॥

গুরুপূজা ত্যাজি করে কৃষ্ণের পূজন ।
 তাতে কৃষ্ণপূজা সেবা না হয় কখন ॥
 কৃষ্ণকৃপা লাভিবারে আশা যদি হয় ।
 শ্রীগুরুকৃপা অগ্রে লাভ করিতে হয় ॥
 গুরু-কৃষ্ণ এক ত'ন শাস্ত্রের প্রমাণে ।
 গুরুরূপে কৃষ্ণ সदा বিরাজ ভুবনে ॥
 গুরুসেবা বিনা কিছু নাহি ভাবি আর ।
 গুরুপূজি চিন্তি যেন সততঃ প্রকার ॥
 জন্মে জন্মে এই আশা করি নিরন্তর ।
 গুরুর আদেশ যেন পালি অনিবার ॥
 মায়ার সংসারে মুঞি লভিয়া জনম ।
 মায়া-সেবা ভিন্ন না রহিল ধরম ॥
 স্বরূপে কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেলাম ।
 মায়ার মোহেতে সदा মগ্ন রহিলাম ॥
 সংসার-সমুদ্র বড় অকুল পাথার ।
 কর্ণধার গুরু তুমি মোরে কর পার ॥
 সংসার জিনিতে মোর অন্য গতি নাই ।
 গুরু তুমি একমাত্র অগতির ঠাই ॥
 অন্ধ জনের কি শক্তি, পথ চলিবারে ।
 যষ্টি যদি সহায়তা না করে তাহারে ॥
 সেই মত মায়াবদ্ধ মোর গতি হয় ।
 গুরুকৃপা বিনা মায়া নাশ নাহি হয় ॥
 ত্যাজিয়া কৃষ্ণসেবা মায়াতে করি আশ ।
 মায়াপাশে গড়ে জীব কন্ম বন্ধ ফাঁশ ॥

ভক্তি হ'তে মুক্তি হয় কৃষ্ণের সেবনে ।
 কৃষ্ণসেবা নাহি হয় গুরুসেবা বিনে ॥
 সূর্যালোকে বিশ্ব যেন তমসা হারায় ।
 (সেইমত) গুরুকৃপায় জীবের পাপ দূরে যায় ॥
 গুরুর অশেষ শক্তি কে বুঝে তায় ।
 যে-শক্তির বলে পঙ্গু গিরিও লঙ্ঘায় ॥
 অসীম শক্তি গুরুর অপার মহিমা ।
 পুরাণাদি বেদে যার দিতে নারে সীমা ॥
 মুণ্ডী অতি মন্দমতি ভক্তিহীন ছার ।
 গুরু-চরণ পূজিতে কি শক্তি আমার ॥
 সূর্য্যরশ্মিতে যেমন সূর্য্য দৃষ্ট হয় ।
 গুরুকৃপাতে তেমন গুরুপূজা হয় ॥
 হে প্রভো ! তব পূজায় কি সাধ্য আমার ।
 তুয়া কৃপা বলে তোমা নমি বারবার ॥
 অধম বলে ঘৃণা না করহ আমায় ।
 বৈষ্ণবসনে তুয়া সেবা (যেন) করিবারে পায় ॥
 কীট জন্ম হ'উ যথা তুয়া পদ আশ ।
 একমাত্র আশা মোর হৃদে কর বাস ॥
 সর্বশেষে বন্দি আমি বৈষ্ণব-চরণে ।
 এ' অধমে দয়া কর শ্রীগুরুসেবনে ॥

গুরুকৃপালেশপ্রার্থী—

দীনহীন

শ্রীহরিপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৮)

শ্রী প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছিলেন,—

ততো দিদুরাং পরিসৃত্য দৈত্যা

দৈতেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু ।

উপেত নারায়ণমাদিদেবং

স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোহপবর্গঃ ॥ (ভাঃ ৭।৬।১৮)

হে দৈত্যবালকগণ, বিষয়াত্মক দৈত্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব নারায়ণের শরণ গ্রহণ কর । তিনি নিঃসঙ্গ মুনিগণের অতিষ্ঠ মোক্ষ । এতলে নারায়ণকে যে মোক্ষরূপে নির্দেশ, তাহা তদীয় সাক্ষাৎ-কারেই পর্য্যবসিত । সেই সাক্ষাৎকার সংসার ধ্বংসপূরক পরমানন্দ প্রাপ্তি করায় । তাঁহার সাক্ষাৎকার ব্যতীত কেবল নারায়ণের অস্তিত্ব মাত্রে মোক্ষ সম্ভাবনা নাই । তাঁহার ভজন করা কর্তব্য । শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিতেও পাওয়া যায়,—

সত্যাশিষো হি ভগবৎস্তুব পাদপদ্ম-

মানীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ ।

অপ্যেবমর্ঘ্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্

বাম্বেব বৎসকমশুগ্রহকাতরোহস্মান্ ॥ (ভাঃ ৪।৯।১৭)

হে ভগবন্, পুরুষার্থ পরমানন্দই যাহার মূর্ত্তি, সেই আপনার পাদপদ্মের আশিস্ রাজ্যাদি হইতে অধিক পরমার্থ ফল । তাহা কাহার ? আপনিই পুরুষার্থ, ইহা জানিয়া যাহারা নিকামভাবে নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহাদের । আপনি যদিও এইরূপ, তথাপি হে স্বামিন্, দীন সকাম আপনি আমাদিগকে পরিপালন করেন । হিতসাধন করিবার জন্ত ব্যাকুল গাত্তী যেকূপ নিজ বৎসকে দুগ্ধ পান করায়, ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষা করে, আপনি তদ্রূপ কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন । এতলে ভক্তিমাধুর্য্যাস্বাদন দুগ্ধপান সদৃশ, আর ভক্তিবিঘ্ন হইতে রক্ষা—ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষার তুল্য ।

যে সাক্ষাৎকারকে মোক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা দুই প্রকার—অন্তরাবির্ভাব-লক্ষণ ও বহিঃসাক্ষাৎকার ।

শ্রীনারদ বেদব্যাসের নিকট বলিয়াছিলেন,—

প্রগায়তঃ স্ববীৰ্য্যানি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ ।

আহুত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ (ভাঃ ১।৬।৩৪)

যাঁহার শ্রীচরণের আবির্ভাবস্থান তীর্থস্বরূপ এবং যিনি নিজ যশঃ শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন সময়ে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া দৃষ্ট হন। ইহা অন্তঃসাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্ত।

অন্তঃসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং

তমোগুহায়াঞ্চ বিত্তুদ্ধমাবিশং ।

যদ্বক্ত্রিযোগানুগৃহীতমঞ্জুসা

মুনিবিচষ্টে নহু তত্র তে গতিম্ ॥ (ভাঃ ৪।২৪।৫৯)

অন্তঃসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা বিষয়ে রুদ্রগীতে উক্তি—যাঁহার বিত্তুদ্ধ চিত্ত বাহ্যবিষয়ে ভ্রান্ত না হয়, তমোগুহায় প্রবেশ না করে, সেই মননশীল ব্যক্তি তাদৃশ চিত্তে আপনার গতি দর্শন করেন। প্রথমতঃ এই বিত্তুদ্ধি কিরূপে ঘটে, তাহা বলিতেছেন,—

অথানথাগেহ্য স্তব কীৰ্ত্তিতীর্থয়ো-

রত্তর্কহিঃস্মানবিধূতপাপানাম্ ।

ভূতেশ্বনুক্রোশসুপত্নীলিনাং

শ্রাৎ সঙ্গমোহমুগ্রহ এব নস্তব ॥ (ভাঃ ৪।২৪।৬৮)

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের ব্যাখ্যা—শ্রীভগবানের সাধুগণের (ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ হইতেই চিত্ত বিশেষরূপে শুদ্ধ হয়। প্রচুর সাধনানুষ্ঠান করিলেও যতদিন সাধুসঙ্গ লাভ না হয়, ততদিন চিত্ত লব্ধিভোক্তাবে নিষ্ফল—বাসনাক্লেশরহিত হয় না। যাঁহার অতি তুচ্ছ বাধে মোক্ষাভিলাষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই সাধু। তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিলে চিত্ত বিত্তুদ্ধ হয়। তাহাতে শ্রীভগবানের লীলালাবণ্য অনুভূত হয়। এতদ্বারা বিত্তুদ্ধ চিত্ত কিরূপ, তাহা জানাইতেছেন—যাঁহার চিত্ত বহিরঙ্গে বিভ্রম অর্থাৎ শ্রীভগবৎস্মরণকালে বিষয় ভাবনায় চঞ্চল হয় না, যাঁহার চিত্ত তমোগুহা-নিদ্রারূপ স্বপ্নে প্রবেশ করে না অর্থাৎ শ্রবণস্মরণকালে তন্দ্রাবুক্ত হয় না, তাহাই বিত্তুদ্ধচিত্ত। ইহার হেতু ভক্তিযোগ। সেই বিত্তুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি মননশীল হইয়া শ্রীভগবানের গাত-চো-লীলালাবণ্যাদি দর্শন করেন।

দশনামাপরাধঃ শুদ্ধি-অপরাধ। যতদিন অপরাধ থাকে, ততদিন শুদ্ধিদেবী প্রসন্ন হন না। অপরাধসকলই লয়বিক্ষেপের হেতু। প্রগাঢ় সাধনা ভনিবেশ বা মহৎকৃপায় অপরাধ দূর হইলে শুদ্ধিদেবী প্রসন্ন হইয়া

রূপা প্রকাশ করেন। শুক্যুগৃহীতচিত্তে যেমন অন্তঃসাক্ষাৎকার সম্ভব, তাদৃশ চিত্তে বহিঃসাক্ষাৎকারও সম্ভব। শ্রীভগবানের উক্তি—

হস্তান্মিন্ ভূমনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি ।

অধিপককষায়াণাং দুর্দর্শোহহং কুযোগিণাম্ ॥ (ভাঃ ১।৬।২২)

(দাসীপুত্ররূপী) দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—হে নারদ ! এ জন্মে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যাহাদের কষায় দগ্ধ হয় নাই, এমন কুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পার না।

কেবল শুদ্ধচিত্ততাই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা নহে ; ভগবদ্ভক্তি-বিশেষ দ্বারা আবিষ্কৃত শ্রীভগবানের ইচ্ছাময় স্বপ্রকাশতাপ্রতি প্রকাশই রূপাযোগ্যতা। সেই শক্তি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়।

ভিত্তে হনয়গ্রহিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়ঃ ।

ক্ষীরন্তে চাস্ত্য কৰ্ম্মাণি দৃষ্টে এবাত্মনৌশ্বরে ॥ (ভাঃ ১।২।২১)

ভগবদ্ভক্ত মুক্তমলবাক্তির আশ্রয় দেখি দৃষ্ট হইলেই অহঙ্কাররূপে হৃদয়-গ্রহি ভাঙ্গিয়া যায়। সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং নিখিল কৰ্ম্ম ক্ষয় হয়। বহিঃ-সাক্ষাৎকারেও চিত্তকেতুর উক্তি,—

নহি ভগবত্ত্বটিতমিদং ত্বদর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ ।

যন্নামসকৃৎ শ্রবণাৎ পুরুশোহপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ (ভাঃ ৬।১৬।৪৪)

হে ভগবন্, আপনার দর্শনে মানবগণের অখিল পাপক্ষয় হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। আপনার নাম একবার শ্রবণ করিলে পুরুষও (৫৩তম) সংসারবন্ধন হইতে পরিজ্ঞান পায়।

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রহ্লাদের প্রতি উক্তি,—

মামপ্রীত আয়ুষ্মন্ দর্শনং দুর্লভং হি মে ।

দৃষ্ট্ৰ। মাং ন পুনর্জন্মরাত্মনং তপ্তুমর্হতি ॥ (ভাঃ ৭।৯।৫৩)

হে আয়ুষ্মন্, যে ব্যক্তি আমার প্রীতি সম্পাদন না করে, তাহার পক্ষে আমার দর্শন দুর্লভ। আমাকে দর্শন করিলে কেবল মনোরথ অপূর্ণ থাকিল বলিয়া শোক করিতে হয় না।

শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতদেব-বাক্যও তদ্রূপ,—

স ত্বং শাধি স্বভূত্যান্ নঃ কিং দেব করবাম হে ।

এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যন্তুবানক্ষগোচরঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮৬।৪৯)

হে দেব, আমরা আপনার ভূতা, আমরা আপনাকে শিক্ষাদান করুন—আপনার কি কার্য্য করিব। আপনি নয়নগোচর হইলে মনুষ্যগণের ক্লেশের অবসান ঘটে। অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশ জীব ভোগ করে। এইসকল ক্লেশে চিত্ত বিক্ষুব্ধ থাকে, ভগবৎসাক্ষাৎকারে চিত্ত সম্যক্ বিবুদ্ধ হয়। শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাপ্রকাশে সম্যক্ চিত্তবুদ্ধি হইলে ভগবৎসাক্ষাৎকারের যোগ্য জীবের ইন্দ্রিয়সকল তদীয় স্বপ্রকাশতাপ্রকাশের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াই শ্রীভগবানকে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া অভিমান করে অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকারের সময় মনে হয় প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি ; বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি নিজের স্বপ্রকাশতাপ্রকাশ দ্বারা ই ভক্তের গোচরীভূত হন। তখন ইন্দ্রিয়সকল ঐ শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ঐরূপ মনে হয়। লোহ যেমন দৃঢ় করিতে সমর্থ নহে, অগ্নির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লোহ দৃঢ় করিতে যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় ; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও তদ্রূপ শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাপ্রকাশের তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। তদুক্তিবিশেষ-আবিষ্কৃত তদীয় ইচ্ছাময় তদীয় স্বপ্রকাশতাপ্রকাশ প্রকাশই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের মুখ্য যোগ্যতা বলিয়া নির্দিষ্ট।

এম্বলে শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাপ্রকাশ প্রকাশের দুইটি হেতু—ভক্তিবিশেষ ও ভগবদিচ্ছা। ভগবৎভক্তিবিশেষ দ্বারা তদীয় স্বপ্রকাশতাপ্রকাশ প্রকাশ পায় বলিয়া ভক্তিবিশেষের অপেক্ষা আছে ; আর যখন শ্রীভগবান্ যাহার নিকট স্বপ্রকাশতাপ্রকাশ প্রকাশের ইচ্ছা করেন, তখন ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। স্বপ্রকাশতাপ্রকাশবিষয়ে ভক্তির অপেক্ষার কথা,—

তচ্ছুদ্ধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।

পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মনং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ (ভাঃ ১।২।১২)

শ্রদ্ধালু মনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা শ্রুতগৃহীতা-ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে দর্শন করেন। আর তদীয় উচ্চার উদাহরণ—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং ।

বেৎস্রস্তুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈবিরূতং হৃতি ॥

(ভাঃ ৮।২৪।২৩)

আমার মহিমা পরব্রহ্মকে অভিহিত। তুমি সম্যক্ প্রশ্ন করিয়াছ এতদ্বারা আমার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত তাহা অনুভব করিবে।

নিত্যাব্যাক্তোহপি ভগবনীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ ।

তমূতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ।

(শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে)

শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও ভক্তগণ তদীয় নিজ শক্তিদ্বারা তাহাকে দর্শন করেন । সেই শক্তি ভিন্ন কমলনয়ন অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পায় ?
শ্রুতিতেও উক্তি—

“ষমেবৈষ যুগ্মতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ।”

যাহাকে তিনি নিজ দর্শনের জন্ত বরণ করেন, তিনিই তাহা লাভ করিতে পারেন । এই আত্মা তাহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন । এস্থলে ভগবদিচ্ছাময় স্বপ্রকাশতাপ্রতি প্রকাশই সাক্ষাৎকারের হেতু হইলেও দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয় শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার অপেক্ষা আছে ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

ভগবান্ কে ?

(পৌরাণিক উপাখ্যান)

এক সময় শ্রীসরস্বতী নদীর তীরে ঋষিগণ মিলিত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন । তাহারা অধসর সময় নানাবিধ পারমার্থিক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন । বহু দেব-দেবী রহিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে পরমেশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ কে ? — এই প্রসঙ্গ লইয়া মুনিগণের মধ্যে একদিন আলোচনা আরম্ভ হইল । দেব-দেবীগণের মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—এই তিনজন প্রধান বা শ্রেষ্ঠ,—এ বিষয়ে সকলেই একমত । কিন্তু এ তিনজনের মধ্যে পরমেশ্বর বা ভগবান্ কে ? — এই লইয়া তাহাদের মধ্যে তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল । কেহ বা নানা যুক্তি বিস্তার করিয়া ব্রহ্মাকেই পরমেশ্বর বলিতে লাগিলেন । কেহ বা শিবজীকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং কেহ বা বিষ্ণুই ভগবান্—এ কথা বলিলেন । সকলেই তর্কে পটু । কেহই কাহারও কথা মানিতে নারাজ । তর্কের ত কোন প্রতিষ্ঠা নাই । বেদান্ত-সূত্র বলেন—“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং ।” —অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কোন কিছু মীমাংসা হয় না । মহাভারতও বলেন,—

তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিনা, নাসৌ মুনির্ষশ্চ মতং ন ভিন্নম্ ।

ধর্মশ্চ তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গ : স পহু ॥

অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কোন কিছু জানা যায় না, কেদাদি শাস্ত্র ও দুরধিগমা, নানা মুনির নানা মত এবং ধর্মের তত্ত্বও গূঢ়রূপে বিদ্যমান। তাহা হইলে পরমার্থ নির্ণয়ের উপায় কি? তদন্তরে বালতেছেন—শিনারদ-বাস-শুকদেব-প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন—যাহা আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন সেই পথই পথ।

তাই মুনিগণ ‘ভগবান্ কে’? —এ বিষয়ে তর্কের দ্বারা কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার পুত্র মহাজনশ্রেষ্ঠ শ্রীভৃগুকে এ বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্ত নিবেদন করিলেন। ভৃগু নিজের জ্ঞাত থাকিলেও তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্ত কহিলেন,—আমি এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া আসিয়া বলিব।

ভৃগু প্রথমে সত্যালোকে ব্রহ্মার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পরীক্ষার জন্ত প্রশ্নামাদি পুত্রোচিত বিনয় ব্যবহার না করিয়া ব্রহ্মার সমীপে দান্তিকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপ দেখিয়া ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে ভৃগু তৎক্ষণাৎ সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া কৈলাসে শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ভৃগু চলিয়া গেলে যতই হউক পুত্র ত,—তাই আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন—এই বলিয়া ঋষিগণ ব্রহ্মার চরণ ধারণ করিয়া বুঝাইলে ব্রহ্মা পুত্রস্নেহে ক্রোধ সম্বরণ করিলেন।

শ্রীশিবজী কৈলাসে পার্বতীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। দূর হইতে ভৃগু-মুনিকে দেখিয়া আশ্চর্যজনপূর্বক অভ্যর্থনা করিতে উদ্যত হইলেন। ভৃগু শিবজীর তত্ত্ব জানিয়াও পরীক্ষার নিমিত্ত কহিলেন—

“মহেশ, পরশ নাহি কর।

যতেক পাবগুবেশ সব তুমি ধর ॥

যতেক উৎপথ সে তোমার ব্যবহার।

ভস্মাস্থিধারণ কোন্ শাস্ত্রের আচার ॥

তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।

দূরে থাক, দূরে থাক, ওহে ভূতরায় ॥”

—এই কথা শুনিয়া শিবজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শূল লইয়া ভৃগুকে মারিতে উদ্যত হইলেন। পার্বতীদেবী তখন শিবজীর চরণে পতিত হইয়া মধুরবাক্যে

কোনরূপভাবে শিবজীকে শান্ত করিলেন। ভৃগু শিবজীর ব্যবহার দেখিয়া তখন বৈকুণ্ঠে শিনারায়ণের নিকট গমন করিলেন ; ভগবান্ পুষ্পবিন্দুর্গ রত্নপালকে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় ভৃগুমুনি যাইয়া হঠাৎ শ্রীহরির বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে ভগদত্তরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর টীকায় বলিয়াছেন—

ব্রহ্মণি অবজ্ঞারূপং মানসমপরাধং কৃত্ব। তত্র রজোগুণং দৃষ্ট্বা তং পরীক্ষয়া
বস্তুতত্ত্বনুত্তীর্ণং জ্ঞাত্বা ততোহপি শ্রেষ্ঠে মহেশ্বরে মানসাদধিকং বাচিকমপরাধম-
করোৎ। মহেশ্বরে তমোগুণং দৃষ্ট্বা তমপি পরীক্ষয়া বস্তুতত্ত্বনুত্তীর্ণং দৃষ্ট্বা
ততোহপি অতি শ্রেষ্ঠে বিষ্ণৌ বাহিকাদাপাধিকং কাযিকমপরাধমকরোৎ।
পুষ্পপর্যাক্ষোপরিশয়ানমপি তত্রাপি শ্রিয়ঃ স্বপত্ন্যা উৎসঙ্গে, তত্রাগতা বক্ষসি,
তত্রাপি পদা ন তু হস্তাদিনেত্যপরাধাবধিঃ কৃতঃ।” (ভাঃ ১০।৮৯।৫-৮ টীকা)

অর্থাৎ ভৃগু ব্রহ্মার নিকট অবজ্ঞারূপ মানস-অপরাধ করিয়া ব্রহ্মাতে রজোগুণ দেখিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ জানিলেন। তৎপরে ভৃগু ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাদেবের নিকট মানস অপেক্ষা অধিক বাক্য দ্বারা অপরাধ করিলেন। শিবজীতে তমোগুণ দেখিয়া তাঁহাকেও বস্তুতঃ অনুত্তীর্ণ জানিয়া তাহা অপেক্ষাও অতি শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর নিকট বাচিক অপেক্ষাও অধিক কাযিক (শরীর দ্বারা) অপরাধ করিলেন। তাহাতে আবার পুষ্পপর্যাক্ষোপরি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়ে শয়ন অবস্থাতে ভৃগু গিয়া একেবারে বক্ষস্থলে (তাহাতে আবার হস্তাদি দ্বারা নহে) পদ দ্বারা আঘাত করিয়া যারপর নাই এইরূপ চরম অপরাধ করিলেন।

ইহাতেও ভগবান্ ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক তিনি নিজেকে অপরাধীর জ্ঞান মনে করিয়া সসন্ত্রমে লক্ষ্মীর সহিত উখিত হইলেন। ভৃগুর চরণ ধৌত করতঃ উত্তম আসনে বসাইয়া ভগবান্ বিনয়ের সহিত কহিলেন,—
“হে মুনিবর, আপনার শুভাগমন জানিতে না পারিয়া অভ্যর্থনাদি করিতে পারি নাই। তাই আমার অপরাধ হইয়াছে। আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পদধৌত জল তীর্থকেও পবিত্র করিয়া থাকে। আপনার পুণ্য পাদোদক লাভ করিয়া আমি এবং আমার মধ্যে স্থিত লোক-পালগণ সহিত ব্রহ্মাওসকল পবিত্র হইল। আপনার শ্রীচরণচিহ্ন আমি সানন্দে নিত্যকালের জন্ত আমার বক্ষস্থলে রাখিলাম।”

ভৃগু প্রভুর এইরূপ বিনয় ব্যবহার এবং তাঁহাকে কাম-ক্রোধাদির লেশশূন্য শুদ্ধসত্ত্বময় দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আর মন্তক উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ভক্তিতে তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইল, চক্ষু হইতে অশ্রুজল প্রবাহিত হইল। ভগবানকে স্তুবাদি করিতে ভৃগু সমর্থ হইলেন না। এইরূপ অবস্থায় ভৃগু ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে মুনিগণের সভায় উপনীত হইলেন।

ভৃগুকে দেখিয়া মুনিগণ অত্যন্ত আনন্দে ও উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর বলুন, আপনি পরীক্ষা করিয়া কি দেখিলেন? বলুন, ভগবান্ কে? আপনার বাক্যই আমাদের পরম গ্রহণীয়। তখন ভৃগু ব্রহ্মা, শিব এবং শ্রীহরির ব্যবহার বর্ণন করিয়া সার কথা বলিলেন—

“সর্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।

সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন ॥

সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।

ব্রহ্মা শিব করেন ষাঁহার অধিকার ॥

কর্তা হর্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ।

নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ ॥

ধর্মজ্ঞান পুণ্যকীর্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।

আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যাহার যত শক্তি ॥

সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।

অতএব গাও ভজ' কৃষ্ণের বিজয় ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯ম)

ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণের সন্দেহ দূরীভূত হইল। শ্রীহরিই যে সকলের অধীশ্বর ভগবান্—ইহা জানিতে পারিয়া মুনিগণ কৃতার্থ হইলেন। তাঁহারা আনন্দের সহিত ভৃগুকে পূজা করতঃ কহিলেন,—“আপনি আজ আমাদের মহাসংশয় দূরীভূত করিলেন। আপনার অমুগ্রহে আমরা কৃতার্থ হইলাম।”

ইথাং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তরে।

পুরুষশ্চ পদান্তোজসেবয়া তদগতিং গতাঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮৯।৯০)

সরস্বতী তীরবাসী মুনিগণ মানবগণের সংশয় নিবারণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া পূর্বোক্তরূপ বাস্তব সিদ্ধান্ত স্থাপন করতঃ শ্রীহরির সেবা দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন।

এই উপাখ্যানটী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৯ অধ্যায়ে আছে। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও এই উপাখ্যানটী শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্য ৯ম অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন—পরীক্ষা করিবার কি অন্য কিছু উপায় ছিল না যে ভৃগু ভগবানের বক্ষস্থলে চরণপ্রহার করিলেন ? তিনি কি করিয়া অন্ত বড় দুঃসাহসের কৰ্ম করিলেন ?

ইহার উত্তরে জগদগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—
“ভগবল্লীলাবিনোদসুত্রধারনত্তিতস্ত ভৃগোরেতৎ কৰ্ম্মণি নাপরাধো বাচ্যঃ ইতি
প্রাঞ্চঃ।” —(ভাঃ ১০।৮৯।১২-১৪ টীকা) অর্থাৎ ভগবানের লীলাশক্তিক ত্বক
প্রেরিত হইয়াই ভৃগু এইরূপ করিয়াছেন। তাই তাহার কোন অপরাধ নাই
—ইহাই প্রাচীনগণের মত।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।

ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥

যাহা করিলেন সে তাহার কৰ্ম্ম নয়।

আবেশের কৰ্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥

মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।

করাইলা ভক্তের মহিমা প্রকাশিতে ॥

জ্ঞানপূর্ব ভৃগুর এ কৰ্ম্ম কভু নয়।

কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন অধিকারী ভক্ত জয় ॥ (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ)

আর একটি প্রশ্ন—সর্বজ্ঞ জগদগুরু ব্রহ্মা-শিবও এইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন
কেন ? ইহার উত্তরেও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

বিবিকি শঙ্কর বাঢ়াইতে কৃষ্ণ জয়।

ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয় ॥

ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণ জয়।

কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন ভক্ত জয় অতিশয় ॥ (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ)

আরও একটি প্রশ্ন—পরম ভক্ত জগদগুরু শ্রীশিবজীর ভস্ম ও অস্থি ধারণ
প্রভৃতি আচরণ কেন ?

ইহার উত্তরে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উপরি-উক্ত এ ই
বাক্যই আমাদের স্মরণীয়। যথা—

“অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যবহার ।

ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥”

ভগবৎপার্ষদ জগদগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকৃত শ্রীবৃহত্তাগবতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই ; ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—

যশ্চ শ্রীকৃষ্ণপাদাজুরসেনোন্মাদিতঃ সদা ।

অবধারিতসর্বার্থপরমৈশ্বর্যভোগকঃ ॥

অস্মাদৃষ্টো বিষয়িনো ভোগাসক্তান্ হসন্নিব ।

ধুতুরাকাস্থিমালধ্বগ্নগ্নো ভস্মালুলেপনঃ ।

বিপ্রকীর্ণজটাম্ভার উন্মত্ত ইব ঘূর্ণতে ॥

তথা স্বপ্নোপনামক্ভঃ কৃষ্ণপাদাজশৌচজাম্ ।

গঙ্গাং মুগ্ধি বহন্ হর্ষান্মৃত্যংশ্চ লয়তে জগৎ ॥ (বৃঃ ভাঃ ১।২।৫১)

সেই মহাদেব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের রসপানে সদা উন্মাদিত হইয়া সকল বিষয়, পরমৈশ্বর্য ও ভোগ ঘূর্ণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া আমাদের স্থায় ভোগাসক্ত বিষয়িগণকে উপহাস করিবার জন্তই যেন ধুতুরা, আকন্দ ও অস্থিমালা ধারণ এবং ভস্মবিভূষণপূর্বক অর্দ্ধউলঙ্গবেশে জটাম্ভার বিস্তৃত করিয়া উন্মাদের স্থায় বিচরণ করিতেছেন । তথাপি নিজকে গোপন করিতে সমর্থ হন নাই । অর্থাৎ নিজের অন্তরস্থিত কৃষ্ণভাক্ত রসিকতা গোপন রাখিবার জন্ত বাহিরে উন্মাদ-ভাব অবলম্বন করিলেও অন্তরস্থিত ভক্তিরসকে গোপন করিতে পারিতেছেন না । কারণ শ্রীকৃষ্ণপাদপ্রক্ষালনজলস্বরূপ গঙ্গাকে নিজ শিরে বহন ও তজ্জন্ত হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করিতেছেন ।

উক্ত গ্রন্থে শ্রীশিবজীর বর্ণন প্রসঙ্গেও আমরা দেখিতে পাই,—

কপূরগোরং ত্রিদৃশং দিগম্বরম্

চন্দ্রাধমোলিং ললিতং ত্রিশূলিনম্ ।

গঙ্গাজলম্মানজটাবলীধরং

ভস্মাঙ্গরাগং রুচিরাস্থিমালিনম্ ॥

শিবজী কপূরের স্থায় শ্বেতবর্ণ, ত্রিনেত্র, দিগম্বর, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত, সুন্দর, ত্রিশূলধারী, গঙ্গাজলবিধৌত অম্মান জটাসমূহধারী, অর্থাৎ মস্তকে তাঁহার জটা বিস্তৃমান এবং তিনি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন । ভস্মবিভূষণ এবং সুন্দর অস্থিমালাধারী ।

উক্ত শ্লোকের স্বকৃত টীকায় জগদগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—“রুচিরৈমূর্তিবৈষ্ণববরাণামস্থাদ্ভবত্বাৎ সূন্দরৈরস্থিভির্থা মালা তদ্বস্তম্।” অর্থাৎ শ্রীনিবজী বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের দেহের অস্থি দ্বারা নির্মিত অস্থিমালা ধারণ করিয়াছেন।

তাই শাস্ত্র বলেন,—

হরিরেব সদারাধ্যা সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।

ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাত্মা নাবজ্ঞেয় কদাচন ॥ (পদ্মপুরাণ)

শ্রীহরিই সকলের নিত্য আরাধ্য এবং তিনি সকল দেবের ঈশ্বর ও ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর। তদীয় ভক্ত ব্রহ্মা-শিবাदि কেহই অবজ্ঞার পাত্র নহেন।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

সাধক জীবনের জ্ঞাতব্য

[(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর)]

শিষ্যের ভক্তি-বলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়, এইরূপ কথা নিতান্ত অসিদ্ধান্তপর। যাহার দোষ আছে, তিনি লঘু; তিনি গুরু-পদবাচ্যই নহেন। গুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। আর ‘শিষ্য’ বলিতে শাসনযোগ্য ব্যক্তিকে বুঝায়। যিনি শাসিত হন, তিনি ‘শিষ্য’ আর যিনি শাসন করেন, তিনি ‘গুরু’। গুরু যদি শিষ্যের দ্বারাই শাসিত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার আর গুরুত্ব কোথায়? অতএব ব্যবহারিক জ্ঞাতিকুল, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আচার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-পিপাসু ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদে উপনীত হইবেন।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয়ঃ উত্তমম্।

শাক্তে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ।

অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্টেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥

(ভাঃ ১১।৩।২১-২২)

বেদশাস্ত্রের তাৎপর্যজ্ঞ, কৃষ্ণসেবকনিষ্ঠ, লোভানির অবশীভূত সদগুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে বাহাতে আত্মপ্রদ হরি পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা গুরুসেবা করিতে করিতে ভাগবতধর্ম শিক্ষা করিবে। গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানেরই আশ্রয়জাতীয় প্রকাশবিগ্রহ জানিবে। অততুজ্ঞ হইয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ‘শ্রীহরিভাক্তবিলাস’ ‘বৈষ্ণব কখনই গুরু হইতে পারেন না’,—এইরূপ কথা বলিয়া অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই ইহার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইবে। ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। কন্মী, জ্ঞানী ও যোগি-সম্প্রদায়ের মতে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না। তাঁহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের উপায় বলিলেও, কেহই ‘উপেয়’ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মুক্তি-লাভের পূর্ব পর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যিকতা। মুক্ত হইলে যখন ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হয়, তখন কে কাহাকে ভক্তি করিবে? ভক্তি স্বীকার করিতে হইলে ‘ভক্তি’, ‘ভক্ত’ ও ‘ভগবানে’র পৃথক্ অবস্থান ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র ‘মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়’, ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। ভাগবতশাস্ত্র বলেন, আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তিযাজ্ঞ করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষই নিত্য স্বেচ্ছায় শরীরী থাকিয়া ভগবান্কে ভজনা করেন। তাঁহারা মুক্তির পরও ভগবান্, ভগবানের অভিন্ন শ্রীগুরুদেব, ভগবৎপার্ষদ ও বৈষ্ণবগণের নিত্যত্ব, ভগবদ্-ধামের নিত্যত্ব, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। অতএব একমাত্র শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ই গুরুকে যথার্থই স্বীকার করেন। যে-গুরু আজ আছেন, কাল থাকিবেন না, যে প্রতিমার আজ আরাহন ও পূজা হইতেছে, কাল আবার বিসর্জন হইয়া যাইবে অর্থাৎ বাহাদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহারা কিরূপে নিতা হইতে পারেন? নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া নিত্য ফলপ্রদ পদার্থই লাভ হয়। অনিত্য-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব নিত্য পদার্থ। তিনি নিত্যকাল ভগবানের আলিঙ্গিত-বিগ্রহরূপে অবস্থান করেন; শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আত্মগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্য পদার্থ বা বৈষ্ণব-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কি সকলের কর্তব্য নহে? আবার ‘বৈষ্ণব’ বলিতে

কেহ কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহ্য বেশকেই ‘বৈষ্ণব’ মনে না করেন। অন্তরীকালে ‘নারদ-ঋষি’ সাক্ষিলেও সে প্রকৃত ‘নারদ’ নহে। কিন্তু যিনি সর্বক্ষণ নারদ অর্থাৎ নারদের আত্মগত্যে হরিসংকীৰ্ত্তনকারী নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উষায় সর্বপ্রথমে সৎগুরুর পদাশ্রয় লাভ করিবার জন্ত ভগবানের সমীপে ব্যাকুলভাবে নিষ্কপটে কাতর প্রার্থনা জানাইব। শ্রীভগবান্‌ই আমার আত্তি ও পুণ্ড্রা দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্ত আমার নিকট মহান্ত-গুরু প্রেরণ করিয়া দিবেন, নতুবা আমরা নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, বিমুখবৃত্তি ও নিরন্তর আত্মবঞ্চনার প্রচ্ছন্ন প্রবল ইচ্ছায় ভ্রমপূর থাকিয়া কখনও ভোগক্ষেপে সৎগুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, আমার বঞ্চনাপরা বুদ্ধি আমাকে যাহা ‘ধর্ম’ বা ‘সত্য’ বলিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছে অথবা প্রচলিত জনমত বা গতানুগতিক ব্যক্তিগণ যাহাকে ‘ধর্ম-কর্ম’ বলে, সেইরূপ ব্যাপারে যে ব্যক্তি আরও ইচ্ছন প্রদান করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই সৎগুরু মনে করিয়া আমি আমার জীবন বিপথে পরিচালিত করিব। তখন ‘আমার ভিতরে কোন দুইবুদ্ধি বা কপটতা নাই’—বাহ্যজ্ঞানে আমি এইরূপ ভাবিলেও আমাকে বঞ্চিতই হইতে হইবে। আমি হবিসেবার পরিবর্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন প্রাকৃত সহজিয়ার কণ্ঠস্বর, কৃত্রিম হাবভাব, লোক-মুগ্ধকর চরিত্র, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা, কথকতা, বাখ্যা-প্রণালী প্রভৃতি লোকবঞ্চনাপর বাহ্য বিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত, পরম বৈষ্ণব মনে করিব এবং ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে চ্যুত হইব। যিনি নিষ্কপটে সত্য সত্য শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ চান, শ্রীভগবান্‌ তাঁহারই নিকট মহান্তগুরুরূপে আবিভূতি হন। ক্রমেক-নিষ্ঠাই মহান্তগুরুর স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণগুলি তটস্থ বা আগন্তুক। অনেক সময় কপট অবৈষ্ণব-ব্যক্তিও লোক-বঞ্চনা করিবার জন্ত কৃত্রিমভাবে ঐসকল লক্ষণ বাহ্যে প্রকাশ করিতে পারেন।

—শ্রীগণেশমোচন ব্রহ্মচারী

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

—ঃ চরিত্র ঃ—

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ

কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ—এ সেবক

ক্ষেত্রাবু—এ ভক্ত

ভক্তিভূষণ মহাশয়—এ অনুরাগী

রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ

স্বরূপদাস বাবাজী

শ্রীজগন্নাথদেব

মায়াদেবী

মন্দির-পরিচারিকা

শ্রীমন্নহাপ্রভু

জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীগুরুদেব

ভজনানন্দী—এ সেবক

আগন্তুক

রক্ষী

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন কুটিরের বহিঃভাগ]

(রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ)

রঘুনাথদাস—যা'কে তা'কে মহাপুরুষ বুলেই হ'ল? যত সব বেকুবের
দল! .. একজন ধর্ম্মধ্বজী অসম্প্রদায়ী গহীন ব্যক্তি বা'র মহা-
পুরুষের কোন লক্ষণই নেই, তা'কে কিনা মহাপুরুষ খাড়া করে হৈ-
হুল্লোড় করতে লেগেছে। ওই ভুঁই-ফোর এঁচোরে পাকা অবৈষ্ণবের
অনুষ্ঠানে যাওয়াটাই অকল্যাণকর। না,—না, আমি এরকম সাজা
মহাপুরুষকে কখনই বরণ করে নিতে পারব না; বরং সমাজে
এর বিপক্ষে প্রতিবাদ সোচ্চার করে তুলব

(সহসা স্বরূপদাস বাবাজীর প্রবেশ)

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎপূর্বক) কি বলছেন মহারাজ ! কা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ !
আপনি তো সর্বসংসহা হয়ে আছেন । তলসী দাসজীর কথাই আপনার
শ্রীমুখে প্রাতিধ্বনিত হ'তে শুনেছি ;—

‘সব্বে বসিয়ে সব্বে বসিয়ে সব্বে কো লিজিয়ে নাম ।

হাঁ-জী হাঁ-জী করতে রহিয়ে বৈষ্টিয়ে আপনা ধাম ॥’

আজ আবার আপনার শ্রীমুখে বিরূপ মন্তব্য শুন্ছি যে মহারাজ !

রঘুনাথদাস—সত্যই বাবাজী মহারাজ ! আজ আমার মন্তব্য একটু
অন্য ধরনের । মন্টা স্থির রাখতে পারছি না । আজ একটু
আগেই একজন এসে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছে—বলেছে
বাংলা থেকে আগত একজন মহাপুরুষের হরিকথা-আলোচনায়
আমাকে যোগ দিতে হবে । সেই মহাপুরুষটীকে তা জানেন ?
আমি যতদূর তা'র সম্বন্ধে শুনেছি তা'তে তা'কে মহাপুরুষ ব'লে
স্বীকার করে নেওয়া যায় না । তাই ঐ আমন্ত্রণ আমি সরাসরি
প্রত্যাখ্যান করেছি । ঐ সাজা মহাপুরুষটা এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে
এসে এই ধামবাসীদের অধঃপাতে দিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় উঠে
পড়ে লেগেছে ।

স্বরূপদাস—ও, তাই বুঝি আপনি ঐ মহাপুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে
সংকল্প করেছেন ?

রঘুনাথদাস—হ্যাঁ, আমি এই শ্রীক্ষেত্রের মাটিতে ঐ ভুঁইফোর মহাপুরুষটীকে
কোনমতেই সমর্থন করতে পারবো না ।

স্বরূপদাস—মহারাজ ! আপনি সিদ্ধপুরুষ । আপনি মন স্থির করে চিন্তা
করুন । আমার যতদূর ধারণা ঐ মহাপুরুষটী নকল ন'ন, উনি খাঁটি
অপ্রাকৃত । উনি শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেবজীর ইচ্ছায় দূর বাংলা
থেকে এখানে এসেছেন । শ্রীরামানন্দ রায়ের ভজনশ্রী শ্রীজগন্নাথ-
বল্লভ উদ্ভানে ‘ভগবৎসংসং’ প্রতিষ্ঠা করে হরিকথা আলোচনার
উদ্যোগ করেছেন । ঐ আলোচনায় অংশ নেবার জন্য শ্রীক্ষেত্রের
বিশিষ্ট বিশিষ্ট গুণী-জ্ঞানী ভাগবতগণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ।
আপনি তো লোকমুখে উঁহার সম্পর্কে শুনে তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ
হয়েছেন । বেশ তো, একবার ঐ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সেই

মহাপুরুষটিকে সাক্ষাৎ দর্শন করে আসি চলুন। তখন তাঁকে দেখে
আশা করি আপনার ধারণা পরিবর্তন হবে।

রঘুনাথদাস—আপনি তো জানেন শাস্ত্রের নির্দেশ,—

“অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্ত ন কর্তব্যঃ কদাচন।

যস্মাৎ সর্কার্থহানিঃ স্রাদধঃপাতস্ত জায়তে ॥”

ঐ তথাকথিত কন্মী-জ্ঞানী মিথ্যাভক্তরূপ অসংসঙ্গ করলে শাস্ত্রাজ্ঞা
লঙ্ঘন করা হয়। কাজে ঐ স্থানে যাওয়া কি আমার বা আপনার
উচিত হবে?

স্বরূপদাস—মহারাজ! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ। আপনাকে শাস্ত্র-যুক্তি দিয়ে
বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই তবে আমার মনে হয় আপনি তাঁর
অপ্রাকৃত সিদ্ধ কলেবর একবার প্রত্যক্ষ করলে আপনার সকল
সংশয়ের নিরশন হবে। তাই আমি আবার আপনাকে ঐ ধর্ম্মা-
লোচনায় যোগ দেবার জন্ত কৃতাজলিপুটে অনুরোধ করছি।

রঘুনাথদাস—না মহারাজ। আপনি আমায় অনুরোধ করবেন না।
ঐ ব্যক্তিটিকে অবৈষ্ণব বলেই মনে করি। কাজেই তাঁর মুখে
হরিকথা শুন্তে ইচ্ছুক নই।

স্বরূপদাস—ঐ মহাপুরুষকে আপনি অবৈষ্ণব বলছেন কেন মহারাজ!

রঘুনাথদাস—ওঁর গলায় না আছে তুলসীমালা, ষোড়শ অঙ্গে না আছে
উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি। তা' ছাড়া ওঁর কোন সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের লক্ষণ নেই।
শাস্ত্র-নির্দেশ মানতে গেলে ওঁর মুখে হরিকথা শ্রবণ দোষণীয়।

অবৈষ্ণব-মুখোদগীর্ণং পুতং হরিকথামৃতম্।

শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥”

স্বরূপদাস—আপনি যা' বলছেন উনি এখন মালা-তিলক ধারণ করেন
না,—এটা অস্বীকার করছি না। তবে কিনা মহাপুরুষের আচার-
বিচারাদি সর্বপ্রকার জনমত ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের বাহিরে।
তাঁর মালা-তিলকাদি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া না থাকলেও তিনি
পারমাণ্বিক বৈষ্ণবতা লাভ করেছেন এবং তিনি যে পরমভাগবত,—
এতে কোন সন্দেহ নেই। বৈষ্ণবে চিন্তিতে নারে দেবের শক্তি।
উনি ধর্ম্ম সস্বক্ৰিয় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন ও এখনও করছেন।
উনি ছাপরায় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালে এক প্রেত-যোনি

অধিষ্ঠিত বৃক্ষতলে পণ্ডিত রমাবাই-এর পিতার যত্নে উনি যখন শ্রীভাগবত পাঠ করেন, তখন সেই বৃক্ষটি ব্রহ্মদৈত্য সহ উৎপাটিত হয়। এরূপ বহু অলৌকিক ঘটনা দেখে তাঁর প্রতি লোকে শ্রদ্ধালু হয়েছে। আপনিও সেখানে গেলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধালু হবেন, —একথা আমি শপথ করে বলছি।

রঘুনাথদাস—(দীর্ঘ হাসিয়া) দেখছি আপনি ঐ ভথাকথিত মহাপুরুষটির বড় অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। আপনার ইচ্ছা হয় আপনি সেখানে হরিকথা আলোচনায় যোগ দিতে যাবেন; আমি কিন্তু কখনই যাবো না।

স্বরূপদাস—(কৃতাজ্জলিপুটে) মহারাজ, আপনি দয়া ক’রে অসম্মত হবেন না। আপনি যদি সম্মত চিত্তে আমাকে ঐ স্থানে যাবার অনুমতি দেন, তবেই আমি যাবো; নইলে আপনাকে ত্যাগ ক’রে আমি ওখানে যেতে পারি না।

রঘুনাথদাস—শাস্ত্র নির্দেশ লঙ্ঘন ক’রে আমি কি আপনাকে ওখানে যেতে বলতে পারি? তবে এটুকু বলতে পারি আপনি ওখানে গেলে আমার কোন ক্ষোভ নেই।

স্বরূপদাস—[স্বগতঃ স্বরে] তাইতো, মহারাজ পরিষ্কারভাবে কিছু বলছেন না। যাই হোক উনি পরোক্ষে অনুমতি তো দিয়েছেন!

[প্রকাশ্যে] যথাদেশ মহারাজ! তা’ হ’লে ঐ ধর্ম্মসভায় যোগ দিতে যাচ্ছি। (দণ্ডবৎ করিলেন)

রঘুনাথদাস—(দণ্ডবৎ করতঃ) আসুন।

[স্বরূপদাস বাবাজীর প্রস্থান]

রঘুনাথদাস—যাক্ এতক্ষণে বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে অবসর পেলাম। কি এমন মহাপুরুষ, ...যার ডাকে সব বৈষ্ণবরাই ছুটছে। শ্রীক্ষেত্রের ভাগবতগণ কি বিচার-বিবেচনা শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন? হা জগন্নাথদেব, আপনার ধাম এই শ্রীক্ষেত্র যা’তে কোনরূপ চলধর্ম্ম-উপধর্ম্মের দ্বারা বা অন্ত্যায় অপকর্ম্মের দ্বারা কলঙ্কিত না হয় তৎপ্রতি রূপাদৃষ্টি রাখুন প্রভু!

[জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করতঃ মালা

জপ করিতে করিতে প্রস্থান।]

(ক্রমশঃ)

—চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

অজামিল-উপাখ্যান

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

উচ্চস্থান হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্থলিত, সর্পাদি-দ্বারা দষ্ট
জরাদি রোগে পীড়িত অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেষে যে ব্যক্তি
'হরি'—এই শব্দ উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরকযাতনা ভোগ করিতে
হয় না। ভগবানের নাম-স্মরণমাত্রেই পাপিগণ সর্বপাপমুক্ত হয়। অগ্নি
যে রূপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শ্রীভগবানের নাম-
কীর্তন করিলে, তাহা ঐ নামোচ্চারণকারীর পাপসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।
যেমন ঔষধের প্রভাব না জানিয়াও অতিশয় বীৰ্য্যবান্ ঔষধ সেবন করিলে ঐ
ঔষধ সেবনকারীকে আপনার গুণ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানে
উহা উচ্চারিত হইলেও সর্বশক্তিমান্ হরিনাম উচ্চারণকারীকে নিজপ্রভাব
দেখাইয়া থাকেন। কারণ, বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না,
তাহা স্বতঃই স্বপ্রভাব প্রকাশ করে।”

ভগবৎ-পার্ষদগণ এইভাবে ভাগবতধর্ম কীর্তন করিয়া অজামিলকে যমপাশ
হইতে মুক্ত ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। যমদূতগণ হতাশ হইয়া যমরাজ-
সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। শ্রীঅজামিল
মৃত্যুপাশ হইতে নিমুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে বন্দনা করিলেন এবং
তাঁহাদের দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন।, বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে কিছু
বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীঅজামিল যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথোপকথনে ভগবৎ-প্রণীত গুরু
ভাগবৎধর্ম ও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তিবুদ্ধ
হইলেন এবং পূর্বকৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপের সহিত
বলিতে লাগিলেন,—

“অথ্যাপি মে দুর্ভগস্ত বিবুধোত্তমদর্শনে।

ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥

অন্থা ম্রিয়মাণস্ত নাভুচেবৃষলীপতেঃ।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহাইতি ॥” (ভাঃ ৬।২।৩২-৩৩)

দুর্ভাগা আমি দুশ্চরিত্র ও মহাপাপী হইলেও যাহার দ্বারা আমার চিত্ত
প্রসন্ন হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবোত্তমগণের দর্শন-বিষয়ে নিশ্চয়ই পূর্বমঙ্গল কারণ-

রূপে বর্তমান রহিয়াছে। যদি আমার পূর্বস্মৃতি না থাকিত, তাহা হইলে নীচজাতীয়া বেণ্ডার আসক্তিসূক্ত এই মরণোন্মুখ দুরাচারের জিহ্বা কখনও হরিনাম গ্রহণে সমর্থ হইত না।

শ্রীধরশামিপাদ টীকায় ‘পূর্বমঙ্গল’-অর্থে পূর্বকৃত মহাপুণ্যই বলিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—“শ্রীভরতের মৃগশরীর-পরিত্যাগ-কালে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় যে দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সেস্থলেও তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটয়াছিল, জানিতে হইবে। (মৃগশরীর-পরিত্যাগকালে শ্রীভরত হরিনাম গ্রহণ করিয়াও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দেহেই তিনি ‘জড়ভরত’ নামে খ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার এই দেহ—পারমহংস দেহ এবং এই দেহেই তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল। যেহেতু তাদৃশ পুরুষগণের চিত্তে ভগবান্ সর্বদা আবিভূত রহিয়াছেন। এইরূপ শ্রীঅজামিলের পূর্বশরীরাবস্থানদশায়ও জানিতে হইবে। অতএব মরণকালে একবারমাত্র ভজনই যে মৃত্যুর পরেই কৃতার্থতা উৎপাদন করে, এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হয় না। শ্রীঅজামিল জীবদশায় অত্র সমস্তও পুত্রোপচারে নারায়ণ-নাম গ্রহণ করায় প্রথম নাম-গ্রহণদ্বারাই সর্বপাপ-বিমুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি মরণকালীন তাঁহার যে নামগ্রহণ, তাহাতে কেবলমাত্র ভগবন্নামের প্রশংসাই শুনা যায়।”

পূর্বজন্মে বা এই জন্মে যিনি সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনিই পরে ভগবৎসাক্ষাৎকার পান। যদি আমাদের শ্রীনামের প্রতি অভিনিবেশ হয়, তবে মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই ভগবানের স্মরণ হইবে। সেইজন্য প্রত্যেকেরই নির্বন্ধ-সহকারে নিরন্তর হরিনাম করা উচিত। শ্রীঅজামিলের নামাভাসে মুক্তি হইয়াছিল। নামাভাসের পূর্বে পূর্ব-স্মৃতি থাকায় অজামিলের এই সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীভগবানের সহিত শ্রীঅজামিলের যোগাযোগ ছিল, নতুবা নামাভাস ও মহতের দর্শন সম্ভব হইত না। মহতের সেবা—প্রেমের দ্বার, আর যোষিতের সঙ্গ—নরকের দ্বারস্বরূপ। ফল দেখিয়া কারণ অনুমিত হয়। অন্তে ভগবৎস্মৃতি ও ভক্তির ফল দেখিয়া ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, শ্রীঅজামিল যোষিৎসঙ্গ করেন নাই। নামাভাসের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য তাঁহার এই লীলা। ইহা ভগবদ্দিচ্ছাতেই হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“বাস্তবিক পক্ষে অজামিল পুত্রের নামকরণ-সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া পুত্রের আস্থানাতি-ব্যাপারে শত শত

বার যে 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম উচ্চারিত নামেই তাঁহার সর্ব পাপ নষ্ট হইয়াছিল। আর তৎপরে অন্ত্যেষ্ট যেসব 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারিত হইয়াছিল, উহারা ভক্তির সাধনই হইয়াছিল—এইরূপভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যদি বলি—পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের পরেও পুনঃ পুনঃ বেষ্ঠাভিগমন ও সুরাপানাদি পাপসমূহের প্রশমনার্থ অন্তিম সময়ে নামোচ্চারণের অপেক্ষা আছে—যে নামোচ্চারণের পর আর পাপ-উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ;—তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কেন না, সাধুগণ বিষ্ণুর নামাভাস-গ্রহণকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন। যে ব্যক্তি ভগবানের নাম একবার গ্রহণ করিবেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন-মুক্ত হইবেন।'—ইত্যাদি স্থলে 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রয়োগ আছে ; সুতরাং পুনঃ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। সেই সেই স্থলে সময়-বিশেষের কোন নিয়ম না থাকায় প্রথম নাম গ্রহণেই সর্বপাপ ও সর্বপাপ-বাসনা এবং পাপের মূলবীজ অবিচারও নাশ হয়, বুঝিতে হইবে। সুতরাং আর পাপাকুরোদগমের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি বলি, তাহা হইলে প্রথম নাম-গ্রহণের পরেই কেন অজামিল নির্বৈদ লাভ করিয়া পাপকার্য্য হইতে বিরত হইলেন না, প্রকৃত পাপাকুর না হইলেও কেনই বা সেই দাসীতে আসক্ত হইয়া পুনরায় সেই পাপ তাবৎকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি-গণের জ্ঞায় (অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কারবশতঃ তাঁহারা কৰ্ম্ম করিলেও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মসমূহ যেমন ফলজনক হয় না অর্থাৎ তাঁহারা যেমন স্বকৰ্ম্মফল ভোগ করেন না, তদ্রূপ) অজামিলেরও তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সেই পাপ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকিলেও দত্ত-উৎপাটিত ভুজঙ্গের দংশনের জ্ঞায় তাঁহার সেই সকল পাপ ফলজনক হয় নাই অথবা মতান্তরেরও একেবারে উৎখাত না হয়, তজ্জন্ত 'পাপবীজ না থাকিলেও ভগবান্‌ই পাপে পুনঃ পুনঃ প্রবর্তন করেন'—এইরূপ ব্যাখ্যা করাই কর্তব্য ; অতথা নামের স্ত্যর্থবাদ বা অন্তরূপ কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিলে অপরাধ হয়।"

পূর্বজন্মের স্মৃতিবশতঃ নামাভাস উচ্চারণে এবং সাধুর দর্শন ও সঙ্গফলে কৃতার্থ হইয়া শ্রীঅজামিল শ্রীভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইলেন। সাধুসঙ্গপ্রভাবে তাঁহার সদ্বুদ্ধির উদয় হওয়ায় তিনি অবিলম্বে সমস্ত ত্যাগ করিয়া হরিদ্বার-তীর্থে গমনপূর্বক তথায় একটি দেবসদনে উপনীত হইয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐকান্তিক ভক্তিযোগ-প্রভাবে তিনি শ্রীভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট

করিয়া শ্রীভগবানের সমাধিযোগ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি হইলে একদিন শ্রীঅজামিল তাঁহার সম্মুখে পূর্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের দর্শনের পরই শ্রীঅজামিল অবিলম্বে সেই হরিদ্বার-তীর্থে দেহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-পার্শ্ববর্তী সেবকবৃন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই হরিকিঙ্করগণের সহিত স্বর্ণ-বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

ম্রিয়মাণো হরেনাম গুণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।

অজামিলোলোহণ্যগাক্ষাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গুণন্ ॥ (ভাঃ ৬।২।৪৯)

মৃত্যু-যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়া অজামিলের মত ব্রহ্মবন্ধুও যখন ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই হরিনাম নিরপরাধে শ্রদ্ধার সত্তিতে কীৰ্ত্তন করিলে যে জীব তদ্ধাম প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্নৃসিংহাশ্রভুও বলিয়াছেন,—

“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ-নাম ।

অহনিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান ॥

বাঁহার চরণে দুর্বার-জল দিলে মাত্র ।

কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র ॥

অঘ-বক-পুতনারে যে কৈল মোচন ।

ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ ॥

পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি’ অজামিল যে স্মরণে ।

চলিল বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৩৬-৩৩৯)

--শ্রীনৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী

ভোক্তা ও ভোগ্য

জীব ভোক্তা না ভোগ্য—দ্রষ্টা, না দৃশ্য?—এই বিচার করিতে গেলেই জীবের স্বরূপবিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। বন্ধ ও মুক্ত ভেদে জীব দুই-প্রকার। মুক্ত জীবগণ স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপের প্রকৃত অভিমান—ভূত্যাভিমান বা ভগবদ্ভাসাভিমান প্রবল; তাই তাঁহারা ইহ জগতের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করতঃ সেগুলিকে ভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া

তাহাতে আসক্তি পরিহারপূর্বক তত্তৎ দ্রব্যসমূহকে প্রভুসেবায় লাগাইবার জন্ত ব্যস্ত । জীব স্বরূপতঃ ভগবানের দাস । এই দাসাভিমানই তাহার স্বরূপ ও ভগদাস্যই তাহার বৃত্তি । কিন্তু এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের যেখানে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেখানেই অস্বাভি-বশতঃ স্বরূপের বৃত্তি আবৃত হইয়া বিপর্য্যস্ত ঘটিয়াছে সেইখানেই অস্বাভি-বশতঃ স্বরূপের বৃত্তি আবৃত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ চেতন-আত্মার বৃত্তি গুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেহমনের প্রাবল্য বশতঃ নিজেকে 'দেহোইস্মি' প্রভৃতি বলিয়া মনে হইতেছে । যেখানে শরীরকে শরীরী বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে আত্মার স্বরূপ আবৃত হইয়াছে এবং সে বিরূপগ্রস্ত হইয়া নিজেকে এ জগতেরই একজন বলিয়া মনে হইতেছে । ইহারই নাম বদ্ধতা বা ভ্রম । একবার স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিলে তাহা পুনরুদ্ধার করা জাগ্রত সাধুর রূপা ব্যতীত অন্য উপায়ে হয় না । সুতরাং এতদ্বিষয়ে আমাদের সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যে নির্ভর করাই দরকার । অন্তথা স্বরূপোদ্বোধনের অন্য আশা নাই ; তাই আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশটী নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ।

“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিনাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো ।

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতিন বনশ্চো যতির্বা ।

কিন্তু প্রত্যোন্নখিলপরমানন্দপূর্ণমৃত্যুতাক্কে-

গৌপীভর্তুপদকমলয়োদাসানুদাসঃ ॥

(পদাবলী ৬৩ শ্লোক)

জীব যখন ভগবানের নিত্যভূত্য, তাঁবেদার বা সেবক তখন জীব যে ভগবানের সেবোপকরণ—তাঁহার ভোগ্য বা দৃশ্য, পরন্তু ভোক্তা বা দ্রষ্টা নহে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? এই জগৎ বা পরজগৎ সকলেরই কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা আর বাদবাকী তাঁহার ভোগ্য বা সেবকশ্রেণীভুক্ত । সুতরাং জীবের আপনাকে দৃশ্য বা ভোগ্য অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ ; দ্রষ্টা বা ভোক্তা অভিমানে কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে নিজ ভোগ্যজ্ঞান বা ভোক্তা অভিমানী ছোটখাট কৃষ্ণ সাজিয়া জগৎ ভোগের যে ধৃষ্টতা তাহাতে অমঙ্গল বা জন্ম-জন্মান্তর দুঃখ লাভ হয় । জগতের প্রতি সেব্যদৃষ্টিতে যে অনুপাদেয়তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেই অনুপাদেয়তা বা ভোক্তৃত্ব দূরে রাখিয়া নিজেকে ভোগ্য বা দৃশ্যত্বে স্থাপনপূর্বক যে সর্বত্র সেব্যত্ব প্রকটনের চেষ্টা—নিজেকে সর্বক্ষণ সেবকাভিমাণে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ঐকান্তিক যত্ন, সেখানেই

জীবের সকল মঙ্গল কিন্তু আমাদের প্রায় শতকরা শতজনের ধারণা যে, আমরা দ্রষ্টা বা ভোক্তা ; তাই আমরা জগদ্ভোগের জন্ত আশ্রয় সচেষ্টা এবং অধোক্ষজ ভগবান্কেও দেখিয়া লইবার জন্ত সর্বক্ষণ ব্যস্ত । আমরা ভগবদ্দর্শনের ছলনা করি বলিয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ অর্চাবতার শ্রীবিগ্রহকেও কাঠপাথর-বুদ্ধি করিয়া বসি এবং যে রূপ ভুবনকে মোহিত করে সেই ভগবদ্রূপ-দর্শনের ছলনার পরও জগতের নানা কুরূপ দেখিবার জন্ত আমাদের চিত্ত ধাবিত হয় । এমনি আমাদের দুর্দৈব ।

ভগবান্ দৃশ্য বা ভোগ্য নহেন, তিনি দ্রষ্টা বা ভোক্তা । এই দ্রষ্টা বা ভোক্তার আসন যাঁর একচেটিয়া সেই ভগবান্কে দৃশ্য বস্তুর মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা বা তাঁহাকে ভোগ করিবার যে ছুরভিসন্ধি, তাহা অজ্ঞতারই পরিচায়ক ব্যতীত আর কি ? জীবের এই দ্রষ্টৃ-অভিমানই তাহার সর্বনাশের মূল ? এমতাবস্থায় সাধুগুরু-সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগান্তে দৃশ্যভিমানকে হৃদয়ে প্রকট করা বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া জীবের যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দৃশ্য বা তাঁহার শুদ্ধস্বরূপগত দাস অভিমান হয়, তখনই জীব উন্মুখ হইয়া থাকে এবং সেই সেবোন্মুখ-প্রেমেন্ত্রেই ভগবদ্দর্শন লাভ হয় । (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীগৌর-বাণী প্রচারার্থে সদলবলে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে গত ইং ২৪।৩।৭১ তারিখে যাত্রা করতঃ বিহারের সাঁওতাল পরগনাস্থ রাজবাঁধ হইয়া সারসাজোলস্থ শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ. মহাশয়ের বাটীতে পৌঁছেন । তথায় তিন দিনব্যাপী বিপুলভাবে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল । তথা হইতে তাঁহারা ২৮।৩।৭১ তারিখে আসানবনিতে পৌঁছিয়া সপ্তাহব্যাপী বিভিন্নস্থানে বিপুল হরিকথা প্রচার করেন । উক্তস্থান হইতে ৩।৪।৭১ তারিখে রাণীবহালে পৌঁছিয়া তথায় তিন দিন পাঠ-কীর্ত্তন করেন । তদন্তর বারমাসিয়ায় শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে ৬।৪।৭১ তারিখে শুভবিজয় করেন । এইস্থানেও তিন দিনব্যাপী পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল ।

১৬ই এপ্রিল, শুক্রবার দিন বলিহারপুরে পৌঁছেন ও স্থানীয় শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে দুই দিন পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতার আয়োজন হয়। তথা হইতে ১৮।৪।৭১ তারিখে সিউড়ী সহরে পৌঁছিয়া শ্রীগৌরবাণী প্রচার করেন। এইস্থান হইতে ২২।৪।৭১ তারিখে মালদহ টাউনে পৌঁছেন। উক্তস্থানে স্থানীয় জমিদারের মধ্যমপুত্র শ্রীযুত মনমোহন সাহা রায় (Municipal Chairman) তথা ানীয় স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুত পিনাকিরঞ্জন রায় (Eye-Specialist) মহাশয়দ্বয়ের বিশেষ প্রচেষ্টায় স্থানীয় ‘বিশ্বহিন্দু পরিষদে’ এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত ধর্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ‘সনাতন হিন্দুধর্ম’ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই সভায় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীল স্বামীজী মহারাজের সুদীর্ঘ বাগ্মীতাপূর্ণ গভীর তত্ত্ব সম্বিত বক্তৃতা শ্রবণ করতঃ ভক্তিদ্বন্দ্বো অনুপ্রাণিত হন।

রায়গঞ্জস্থ শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে ৩০শে এপ্রিল শুক্রবার দিন তাঁহার গৃহে শ্রীল মহারাজ সদলবলে শুভবিজয় করেন। রায়গঞ্জ সহরস্থ শ্রীযুত হরিগোপাল চৌধুরী মহাশয় ও অন্যান্য কয়েক ভক্তবৃন্দের বাটীতেও সপ্তাহাধীককাল অবস্থান করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসৃত বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। তৎপর ৮ই মে শনিবার শিলিগুড়ি সহরস্থ শ্রীযুত অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। উক্ত সহরস্থ বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দের গৃহে বিভিন্ন দিবসে পাঠ-কীর্তনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরপল্লীস্থ G. S. Bhandari & Co.-র (Saw Mill) Manager শ্রীযুত রঘুনাথ প্রসাদ যোশী মহোদয় প্রচার পাটীর থাকিবার স্থান ও দৈনন্দিন সেবা-খরচাদির ব্যবস্থা করিয়া সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

২১শে মে শুক্রবার দিন শিলিগুড়ি হইতে আসামের বাসুগাঁওস্থ সমিতির অন্ততম প্রচারকেন্দ্র শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ দলে দলে শ্রীমঠে পৌঁছিতে থাকেন। তথায় এক সপ্তাহকাল অবস্থান করতঃ বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর তাঁহারা বিলাসীপাড়া সহরস্থ শ্রীযুত হরিপদ সাহা মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। উক্ত সহরস্থ মহামায়া মন্দিরে ৫ দিনব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্তন-বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং শ্রীরামলীলা প্রভৃতিও প্রদর্শিত হয়।

৪ঠা জুন শুক্রবার দিন বিলাসীপাড়া হইতে শালকোচায় পৌঁছিয়া শ্রীযুত চন্দ্রমোহন বর্মন মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করেন। এখানে স্থানীয় বিভিন্ন ভক্তবৃন্দের গৃহে পাঠ-বক্তৃতা কীর্ত্তনানুষ্ঠান ও ছায়াচিত্র প্রদর্শন হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহার! অভয়পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় মারোয়ারী-দিগের সত্যনারায়ণ মন্দিরে তিন দিনব্যাপী পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। উক্ত মন্দিরের সম্পাদক শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয় প্রচারকার্যে বিশেষ সহায়তা ও আদর-যত্ন করেন। এইস্থান হইতে ১১ই জুন বঙ্গাইর্গাঁও সহরস্থ শ্রীব্রহ্ম-মাধব গোড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন।

— বিশেষ সংবাদদাতা

উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

স্নানযাত্রা-মহোৎসব

অগ্ন্যন্ত বৎসরের আয় এই বৎসরও শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ তথা অগ্ন্যন্ত মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উৎসব, সমিতির অন্ততম প্রচারকেন্দ্র শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠে বার্ষিক-মহোৎসবরূপে বিশেষভাবে উৎসাপিত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে উক্ত মঠের মহোৎসব সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইতেছে। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসরই সমিতির প্রচারপাটী কিছু দিন পূর্বেই তথায় উপস্থিত হন। এই বৎসর সমিতির অন্ততম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সঙ্গে লইয়া নির্দিষ্ট দিনের কিছুদিন আগেই উপস্থিত হইয়া পূর্ব হইতেই উৎসবের জন্ত প্রস্তুতি লইতে থাকেন। উক্ত মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথদাস ব্রজবাসী প্রভুজীর ঐকান্তিক সেবা-প্রচেষ্টায় অধিকতররূপে প্রস্তুতি হইতে থাকে; নির্দিষ্ট দিনের পূর্বদিবসেই শ্রীমঠকে বিভিন্ন পত্র-পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯৬৭) বুধবার দিন ব্রাহ্মমূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে পর শ্রীগুরু-বন্দনা ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ

পাঠমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার তাৎপর্য্য প্রাঞ্জলভাষায় বর্ণনা করেন। তদন্তর শ্রীস্নান-যাত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্ন আরতির পূর্বে ইহা সমাপ্ত হইলে কীর্ত্তনমুখে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তথা ফল-মূল-মিষ্টি প্রভৃতি উপাদেয় উপকরণাদি নিবেদিত হয়। ভোগান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তথা সমাগত জনসাধারণকে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক ধর্ম্ম সভার আয়োজন। এই ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ পৌরহিত্য করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণদান করিলে পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ স্নানযাত্রার নিগূঢ়রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ শোভামণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। তৎসহ শ্রীমন্নহাপ্রভু নিলাচল গমন-পথে উক্তস্থানকে পবিত্র করেন, ইহারও নাতিদীর্ঘ এক তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করতঃ ভক্তবৃন্দের প্রভূত আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পরিশেষে এই উৎসব-সম্পাদনায় যাহারা যাহারা বিশেষ ভূমিকা লইয়া সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করতঃ কীর্ত্তনমুখে সভার-কার্য্য সমাপ্ত করেন।

—নিজস্ব-সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ত্রায় এই বৎসরও সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহা-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান বিগত ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৭১) মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ হইয়া ১৭ই আষাঢ় (ইং ২।৭।৭১) শুক্রবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবস-ব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠান উদ্ঘাপিত হইয়াছে।

উক্ত উৎসব উপলক্ষ্যে অগ্রাগ্র বৎসরের ত্রায় শ্রীতুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন, পাঠ-কীর্ত্তন, রথাকর্ষণ, বক্তৃতা ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুবাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সংরক্ষিত বক্তৃতাবলী বাণী-বরঞ্চণ (Tape Recorder) যন্ত্রের সাহায্যে পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি করা হয়। তদুপরি শ্রীরথযাত্রা ও পূর্ন-যাত্রা উপলক্ষ্যে আহুত ও অনাহুত অনেক সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

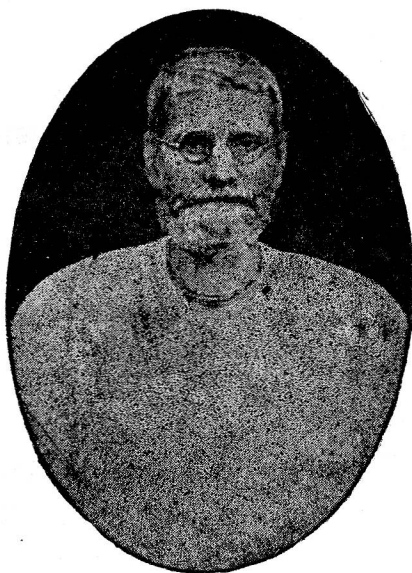
শ্রী শ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-কন্যাকুমারী-

তথা

দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ তীর্থদর্শনের

সুবর্ণ সুযোগ



শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-সভাপতি
ও বিমুগ্ধপাদ শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

— ::(*):: —

পরিচালনার :-

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

ইং ১৭/৭/৭১

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে ।

সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত সঙ্গে ॥”

আগামী ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট সোমবার দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী নিম্নলিখিত তীর্থগুলি দর্শন ও পরিক্রমায় যাত্রা করিবেন । হাওড়া ষ্টেশনের ১৪নং প্লাটফর্ম হইতে দিবা ১০টার সময় যাত্রা করা হইবে । হাওড়ায় প্রত্যাবর্তন করিতে তাঁহাদের প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগিবে । রেলভাড়া, সুদূরবর্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলীভাড়া ও দুইবেলা প্রসাদের ব্যয় বাবদ অনূ্যন ৪০৫.০০ টাকা প্রতি যাত্রিপক্ষে ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে । যোগদানেচ্ছু সজ্জনগণ অবিলম্বে নিজ নিজ নাম তালিকা-ভুক্ত করাইবেন এবং যাত্রাদিবসের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বের অগ্রিম ১০০.০০ টাকা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় জমা দিবেন । বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে দিতে হইবে । বিশেষ কিছু জানিতে হইলে সাক্ষাতে অথবা পত্রদ্বারা উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য । ইতি— ৩২শে আষাঢ়, ১৩৭৮ সাল ।

সত্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দর্শনীয় স্থানসমূহ :-

পুরী—সমুদ্রস্নান, ইন্দ্রদ্বায়সরোবর, শ্রীশ্রীজগন্নাথজীউ, গঙ্গুরা (শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভজনকুটীর) গঙ্গামাতা-মঠ, সিদ্ধবকুল, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রম, টোটাগোপীনাথ ইত্যাদি ।

ওয়ার্ণাচল—সিংহাচলম্, পর্বতোপরি গঙ্গাধারায় স্নান, চন্দনারত শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ ।

বেঙ্কোয়াদা—কৃষ্ণানদীতে স্নান, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ, শ্রীপানানুসিংহদেব, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ।

ত্রিপতি-বালাজী—স্বামী-পুষ্করিণী, বরাহদেব, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ।

বিষ্ণুকাঞ্চি—কোটীতীর্থ বা অনন্ত-সরোবরে স্নান, শ্রীবরদরাজ বিষ্ণু, ষোণনুসিংহ, লক্ষ্মী দেবী, শতস্তুত-মণ্ডপ ।

শিবকাঞ্চি—সর্বতীর্থ সরোবর, একাম্রনাথ-শিব বলিরাজ ও ত্রিবিক্রম-জীউ, কামাক্যাদেবী, আদি শঙ্করাচার্য্য ।

পক্ষীতীর্থ—হরপার্বতী (বাঁহারা পক্ষীরূপে এই পর্বতে প্রত্যহ ভোগ গ্রহণ করেন), শঙ্করতীর্থে স্নান ।

পণ্ডিচেরী—শ্রীগণেশজীউ, কালহস্তীশ্বর, শ্রীবরদ-রাজ পেরুমল ।

চিদাম্বরম—কাবেরীশাখায় স্নান, শ্রীগোবিন্দরাজ, স্বর্ণময় নটরাজশিব ।

কুন্তুকোণম্—মহামধ্যম সরোবর, কুন্তেশ্বর মহাদেব, শ্রীরামস্বামী, শ্রীশাদ্‌পানী ।

শ্রীরঙ্গনাথ—কাবেরীনদীতে স্নান, শ্রীরঙ্গনাথজীউ, সহস্রস্তুত-মণ্ডপ, রামানুজ-গদি, বিশাল-গরুড়-মূর্ত্তি, শ্রীদেবী, ভূদেবী, বিভীষণ, চন্দ্রপুষ্করিণী, বৈকুণ্ঠনাথ ইত্যাদি (ইহা ভারতের সর্ব বৃহত্তম মন্দির) ।

রামেশ্বর—লক্ষ্মণতীর্থ, সীতাতীর্থ, শ্রীশ্রীসীতারাম জীউ, রামঝারোখা ।

সেতুবন্ধ বা ধনুস্কোটি—শাস্ত্রোক্ত মুক্তিদায়ক-তীর্থ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও জানকী দর্শন ।

মাদুরা—স্বর্ণ-পুষ্করিণী সরোবর, স্কন্দরেশ্বর-শিব, মীণাক্ষী-দেবী, নটরাজ শিব, সহস্রস্তুত-মণ্ডপ ।

কন্যাকুমারীকা—কুমারীরূপিণী দেবীর অপূর্ব দর্শন, ত্রিপাদ শিলা, গায়ত্রী ও সাবিত্রী-তীর্থ প্রভৃতি দর্শন ।

মাদ্রাজ—পার্থসারথী, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, স্তব্রঙ্গণাম্, বালাজী ইত্যাদি ।

যাত্রীগণের জ্ঞাতব্য :-

১। বাঁহারা তীর্থযাত্রাদিতে সঙ্কল্প, পূজা, দান বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে চান তাঁহারা নিজ নিজ পৃথক্ খরচে তাহা করিবেন । তবে পরিচালক-সমিতি তীর্থপাণ্ডা দ্বারা যতদূর সম্ভব স্বল্প খরচে হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন ।

২। দর্শনীয় স্থান ষ্টেশন হইতে ৪ মাইলের মধ্যে হইলে পদব্রজে পরিক্রমা করিয়া আসিতে হইবে । তার অধিক হইলে স্থানোপযোগী যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া পরিক্রমা করা হইবে এবং সেই খরচ পরিচালক-সমিতি বহন

করিবেন। তবে কোন বৃদ্ধ বা অসুস্থ যাত্রী যদি এই চার মাইল পর্য্যন্তও পদব্রজে পরিক্রমা করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যয়ে পরিচালক-সমিতি যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মাত্রাজ সহর যাত্রীগণ নিজ নিজ ব্যয়ে দর্শন করিবেন।

৩। পার্টির সঙ্গে যে অর্চাবিগ্রহ শুভ বিজয় করিবেন, ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার অর্চন, আরতি দর্শন ও শ্রীভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ সেবনের ব্যবস্থা থাকিবে।

৪। দৈব দুর্বিপাক বশতঃ যাত্রীগণ কোনরূপ অসুস্থ হইলে তাঁহাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্ত ডাক্তার, ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে। কোনও সংক্রামক রোগীকে এই পরিক্রমায় লওয়া হইবে না। কোন প্রকার দুর্ঘটনা বা দৈব দুর্বিপাকের জন্ত সমিতি বা পরিচালকমণ্ডলী দায়ী নহেন।

৫। আশ্রমের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবকগণ সংকীর্তনমুখে যাত্রীগণকে লইয়া মন্দিরাদি দর্শন করিবেন এবং প্রতিতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করিবেন।

৬। প্রত্যেক যাত্রী সমিতির নাম ঠিকানা এবং নিজের নাম ঠিকানা যুক্ত একটি আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে রাখিবেন। কোন কারণে সঙ্গচ্যুত হইলে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করিয়া এবং রাস্তার যাকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া কোন দোকানদারকে বা পুলিশকে এই কার্ড দেখাইয়া গন্তব্য স্থানের অনুসন্ধান করিবেন। পার্টি ছাড়িয়া কেহ কোথাও বাহিরে যাইতে হইলে পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদক বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জানাইয়া যাইবেন।

৭। প্রত্যেক যাত্রী ১৫/১৬ সের পর্য্যন্ত মাল সঙ্গে আনিতে পারিবেন। সমন্বয়যোগী বিছানাপত্র মশারীসহ কাপড়চোপড়, ১খানা থালা, ১টি বাটী, ১টি ঘটি, ১টি টর্ক, তৈল, সাবান, দাঁতের মাজন প্রভৃতি তিনসপ্তাহোপযোগী জিনিষপত্র সঙ্গে লইবেন। বড় বাক্স বা পেটরা সঙ্গে লইবেন না, কারণ বড় লাইন হইতে ছোট লাইনে আবার ছোট লাইন হইতে বড় লাইনে গাড়ী বদল করিতে বিশেষ বেগ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। তালা চাবি দেওয়া ব্যাগ বা স্লটকেশ লইবেন।

৮। যাত্রীদের অতিরিক্ত টাকা নিরাপদে রাখিবার জন্ত পরিচালক-মণ্ডলীর নিকট জমা রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। যাত্রীগণ আবশ্যকমত টাকা লইতে পারিবেন।

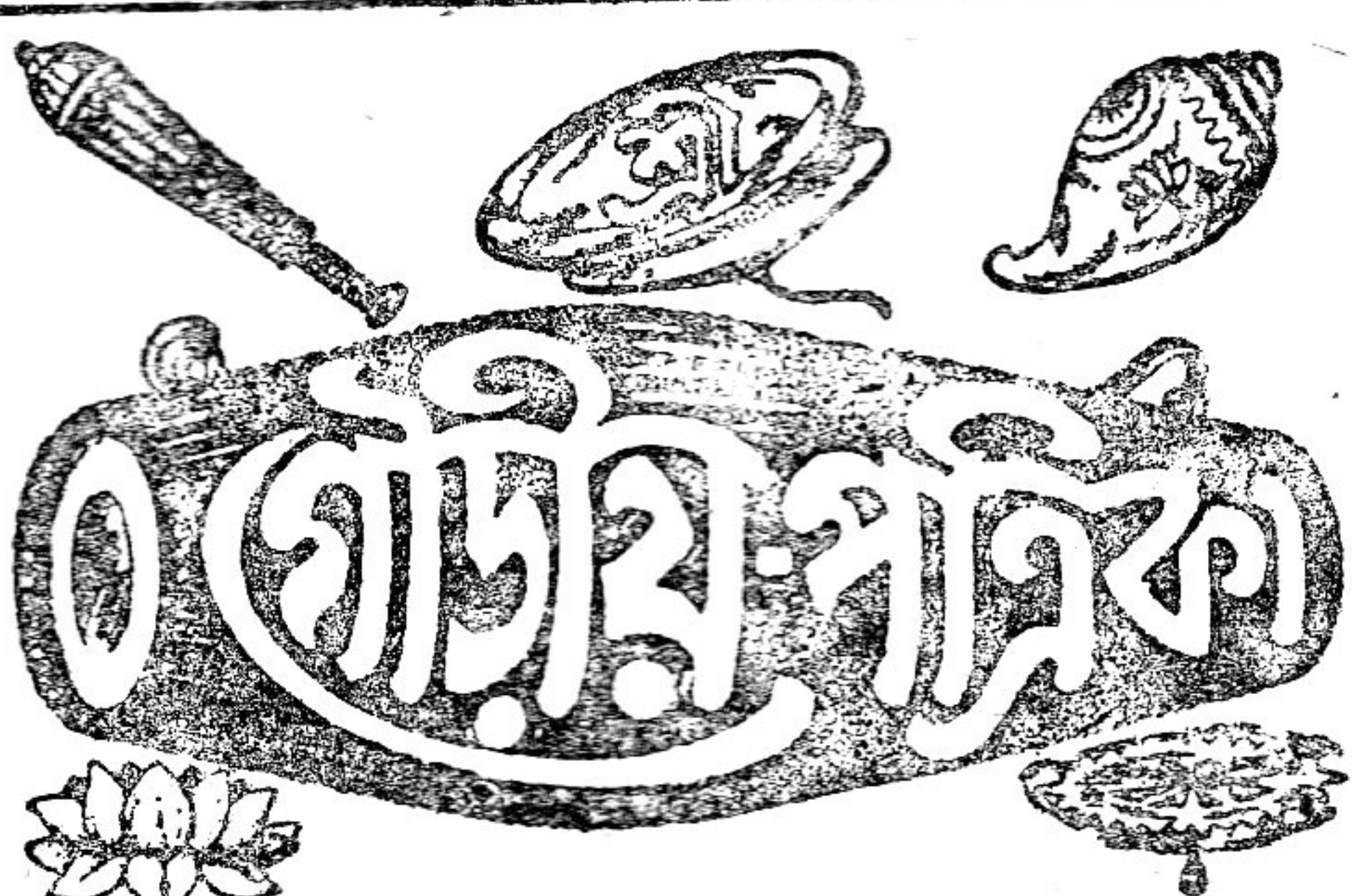
৯। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসর মধ্যে) জন্ত মোট ২২৫'০০ টাকা দিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য কারণবশতঃ প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনযোগ্য।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধর্মঃ যতুষ্টিতঃ পুংসাং বিশ্বকোশ-কথাস্থ যঃ ।



নোংপাদমোদয়েদি যতিং ভ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোকজে অহৈতুকী তক্তি বিদ্যুত ।

অতঃ ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { প্রহ্মান, ১১ হৃষীকেশ, ৪৮৫ গৌরাদ
মঙ্গলবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৮ ; ইং ১৭।৮।১৯৭১ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীবিলাপকুসুমাজলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতঃ

ভোজনস্থ সময়ে তব যত্না-

দেবি ধূপনিবহান্ বরগন্ধান্ ।

বীজনাচ্যমপি তৎক্ষণযোগ্যং

হা কদা প্রণয়তঃ প্রণয়ামি ॥ ৫১ ॥

হে দেবি রাধিকে ! তোমার ভোজন-সময়ে অতি যত্নসহকারে সুগন্ধযুক্ত
ধূপসমূহ এবং উক্ত ভোজনকালের স্বেযোগ্য বীজন অর্থাৎ চামরাদি, হায !
কবে আমি সম্পাদন করিব ॥ ৫১ ॥

কপূরপূরপরিপূরিত-নাগবল্লী-

পর্ণাদিপূগপরিকল্পিত-বীটিকাং তে ।

বক্ত্রান্মুজে মধুরগাত্রি মুদা কদাহং

প্রোংফুল্ল-রোমনিকরৈঃ পরমার্পয়ামি ॥ ৫২ ॥

হে মধুরাঙ্গি ! আমি হর্ষবশতঃ রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া কবে তোমার
মুখপদ্মে অতিশ্রেষ্ঠ এবং সুযোগ্য সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা পরিপূরিত তাম্বুলদল
ও গুবাক খদির লবঙ্গাদি দ্বারা সজ্জিত বীটিকা অর্পণ করিব ? ॥ ৫২ ॥

আরাত্রিকেণ ভবতীং কিমু দেবী দেবীং

নির্মঞ্জয়িষ্যতিতরাং ললিতা প্রমোদাং ।

অন্যালয়শ্চ নবমঙ্গলগানপুট্পৈঃ

প্রাণাৰ্কবুদৈরপি কচৈরপি দাসিকেয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

হে দেবি ! তুমি দেব শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসী, ললিতাসখী অতিশয় হৃষ্টা
হইয়া তোমাকে নিম্নজুন সাধনদীপ দ্বারা আরাত্রিক করিবেন ও অত্যাগ
সখীগণ ও অৰ্কবুদ প্রাণের সহিত অভিনব মঙ্গলসূচক গান ও পুষ্পাদির দ্বারা
আরাত্রিক করাইবেন এবং আমিও দাসীভাবে কেশ দ্বারা তোমাকে আরাত্রিক
করিব ॥ ৫৩ ॥

আলীকুলেন ললিতাপ্রমুখেন সাক্ষি-

মাতন্বতী ত্বমিহ নির্ভর-নৰ্ম্মগোষ্ঠীম্ ।

মংপাণি-কল্লিত-মনোহর-কেলিতল্ল-

মাভূষয়িষ্যসি কদা স্বপনেন দেবি ॥ ৫৪ ॥

হে দেবি ! আমি স্বীয় হস্তদ্বারা মনোহর বিলাস শয্যা রচনা করিব,
তুমি ঐ শয্যাকে ললিতাদি সখীবৃন্দের সহিত অতিশয় কৌতুক বিস্তারপূর্বক
শয়নক্রিয়া দ্বারা কবে ভূষিত করিবে ॥ ৫৪ ॥

সম্বাহয়িষ্যতি পদৌ তব কিঙ্করীয়ং

হা রূপমঞ্জরিরসৌ চ করান্মুজে ধ্ব ।

যস্মিন্ মনোজ্ঞহৃদয়ে সদয়েহনয়োঃ কিং

শ্রীমান্ ভবিষ্যতিতরাং শুভবাসরঃ সঃ ॥ ৫৫ ॥

হে মনোজ্ঞহৃদয়ে রাধিকে ! যে দিনে এই কিঙ্করী অর্থাৎ (আমি) পদদ্বয়
এবং এই রূপমঞ্জরীও তোমার হস্ত পদদ্বয় সম্বাহন করিবে, হায় ! হে রূপা-
ময়ি ! আমাদিগের উভয়ের সম্বন্ধে সেই দিন কি শুভদিন বলিয়া কথিত
হইবে ? ॥ ৫৫ ॥

তবোদগীর্ণং ভোজ্যং সুমুখি কিল কল্লোলসলিলং
তথা পাদন্তোজামৃতমিহ ময়া ভক্তিলতয়া ।
অয়ি প্রেমা সাক্ষং প্রণয়িজনবর্গৈর্বহুবিধৈ-
রহো লব্ধব্যং কিং প্রচুরতর-ভাগ্যদয়োবলৈঃ ॥ ৫৬ ॥

হে সুমুখি ! প্রচুরতর ভাগ্যোদয়ের বলে বন্ধুগণের সহিত তোমার
ত্যক্ত চক্ৰিত তাম্বুল এবং পাদপদ্ম প্রক্ষালনসম্বৃত অমৃতময় ধারাবাহিকজল
প্রেমসহকারে আমি কি ভক্তিলতার স্রায় এই ব্রহ্মমণ্ডলীতে লাভ করিব ? ॥

ভোজনাবসরে দেবি স্নেহেন স্বমুখানুজাং ।

মহ্যং ত্বদগতচিহ্নায়ে কিং সুধাস্বং প্রদাস্মতি ॥ ৫৭ ॥

হে দেবি রাধিকে ! আমি তোমার সুখ সাধনে একান্তচিন্ত হইয়াছি,
অতএব ভোজন শেষ হইলে আত স্নেহবশতঃ তুমি স্বীয় মুখপদ্ম হইতে,
আমাকে কি অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিবে ? ॥ ৫৭ ॥

অপি বত রসবত্যাঃ সিদ্ধয়ে মাধবস্ম

ব্রজপতিপুরমুদ্রোম-রোমা ব্রজন্তি ।

স্থলিত-গতিরুদঞ্চৎস্বান্ত-সৌখ্যেন কিং মে

ক্বচিদাপ নয়নাভ্যাং লপ্যসে স্বামিনি ত্বম্ ॥ ৫৮ ॥

হে স্বামিনি রাধিকে ! শ্রীকৃষ্ণের রক্ষন ব্যাপারের নিমিত্ত নন্দরাজের
গৃহ গমনকালে যে তোমার রোমরাজী অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয় এবং হৃদয় হইতে
উথিত সুখবশতঃ তোমার যে গমন ইতস্ততঃ স্থলন হয়, এতাদৃশ ভাবাপন্ন
হইলে পর তুমি কি আমার নেত্রদ্বয়ের গোচর হইবে ? ॥ ৫৮ ॥

পার্শ্বদ্বয়ে ললিতয়াথ বিশাখয়া চ ।

ত্বাং সর্বতঃ পরিজনৈশ্চ পঠৈঃ পরীতাম্ ।

পশ্চান্ময়া বিভূত-ভঙ্গুর-মধ্যভাগাং

কিং রূপমঞ্জরিরিয়ং পথি নেম্যতিহ ॥ ৫৯ ॥

হে স্বামিনি ! ললিতা ও বিশাখা উভয় পার্শ্বে এবং অন্তঃস্থ সখীগণ চতুর্দিকে
এবং আমি পশ্চাৎভাগে তোমাকে বেষ্টিত করিব কিন্তু শ্রীরূপমঞ্জরী দেবী
তোমাকে সখী বেষ্টিত করিয়া এই ব্রজপথে পথপ্রাপ্তিতে কটদেশের ঈষৎ
বক্রতা বশতঃ স্বক্কাবলম্বনপূর্বক কি আনয়ন করিবে ? ॥ ৫৯ ॥

হম্বারবৈরিহ গবামপি বঙ্গবানানং

কোলাহলৈবিবধ-বন্দিকলাবতাং তৈঃ ।

সম্ভ্রাজতে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসুনো-

গোবর্দ্ধনাদপি গুরুব্রজবন্দিতাদয়ঃ ॥ ৬০ ॥

যে নন্দীশ্বর বৃন্দাবনবন্দিত গোবর্দ্ধন হইতেও শ্রেষ্ঠ, গো-সমূহের হম্বারব এবং বিবিধ বন্দিকলাকুশল গোপগণের কোলাহলে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৬০ ॥

প্রাপ্তাং নিজপ্রণয়িণী-প্রকরৈঃ পরীতাং

নন্দীশ্বরং ব্রজমহেন্দ্র-মহালয়ং তম্ ।

দূরে নীরিক্ষা মুদিতা হরিতং ধনিষ্ঠা

ত্বামানয়িষ্যতি কদা প্রণয়েম'মাগ্রে ॥ ৬১ ॥

এতাদৃশ নন্দালয় নন্দীশ্বরে তুমি সকল প্রণয়িজন কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলে পর ধনিষ্ঠাদেবী তোমাকে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্বক ছুটি হইয়া প্রণয় বশতঃ কবে শীঘ্র আমার অগ্রে আনয়ন করিবে ॥ ৬১ ॥

প্রক্ষাল্য পাদকমলে কুশলে প্রবিষ্টা

নত্বা ব্রজেশমহিষীপ্রভৃতীপু'রাস্তাঃ ।

হা কুর্ক্বতী রসবতীং রসভাক্ কদা ত্বং

সংমজ্জয়িষ্যসি ওরাং সুখসাগরে মাম্ ॥ ৬২ ॥

হে রসবতি রাধিকে ! গতি বিশেষ চাতুরী নিপুণ পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া নন্দরাজপত্নী প্রভৃতি গুরুবর্গকে নমস্কার পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রন্ধনক্রিয়া সমাধান করিয়া কবে তুমি আমাকে সুখসাগরে মগ্ন করিবে ॥ ৬২ ॥

মাধবায় নতবক্ত্রু'মাদৃতা

ভোজ্যপেয়-রসসঞ্চয়ং ক্রমাৎ ।

তদ্বতী ত্বমিহ রোহিণীকরে

দেবি ফুল্লবদনং কদেক্ষ্যসে ॥ ৬৩ ॥

হে দেবি রাধিকে ! তুমি নতবদনে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি সাধনার্থ রোহিণী-দেবীর হস্তে যথাক্রমে ভোজ্য পেয় প্রভৃতি রসাল বস্তুসমূহ অর্পণ করিবে, ঐ অবস্থায় কবে আমি প্রফুল্লবদন তোমাকে দর্শন করিব ॥ ৬৩ ॥ (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণলীলা ও ভক্তির অনুকূল বিষয়

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

“Armadales”

দার্জিলিং

১লা আষাঢ়, ১৩৪২

১৬ই জুন, ১৯৩৫

বিহিত-বৈষ্ণব-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন.—

আপনার ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত পত্র আমি এখানে দার্জিলিংএ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম—গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপার ব্রত অভ্যাস করিবার জন্য হংকং বা কলিকাতায় গ্রীষ্ম ভোগ করিব। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুরূপ হওয়ায় কএকজনের প্রচেষ্টায় এই শৈলে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি।

জড়জগতে অবস্থানকালীন নানা বিপত্তির বিচার আপনার পত্রে লিখিত হইয়াছে। ঐগুলি আমাদের কর্মফলের অন্তর্গত। প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহ—সকলই কৃষ্ণলীলার অনুকূল। আপনি (ব্রজবিলাস-পুর্বে) অবশ্যই পড়িয়াছেন যে—

যংকিঞ্চিৎকৃত্ব গুণ্যকৌকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তং

সর্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।

শাস্ত্রৈবৈবং মূলমূলঃ স্মৃতিমিদং নিষ্টেক্তিতঃ যাক্ষরা

ব্রহ্মাদেবপি সম্পূর্ণং তদিদং সর্বং যথা বন্দ্যতে ॥

আমরা সংসারে সুখ পাইলে ভগবানকে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ-নির্মাণ। সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অবশ্যভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়। স্থল আধ্যাত্মিকভাবে গোড়ীয়মঠে অবস্থানের ব্যাঘাত হইলে আপনি ভক্তজনাবাস গোড়ীয়মঠে নিরন্তর মানসে বাস করুন। “অলঙ্কে বা বিনষ্টে বা” শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রজ-যাত্রায় আমাদের নিজেছাই কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলন ও বাধকস্বরূপ। ইতি—

নিত্যাশীর্ষাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ଅକ୍ଷୋଭା

(ସଭ୍ୟତା)

১। 'সত্যতা' শব্দের অর্থ কি ?

“সভ্যতা-শব্দের অর্থ—সভায় বসিবার যোগ্যতা, তাহাই সরল ভদ্রতা।”

— ଜୈ: ସଃ, ଇଂ ଅ:

২। বর্তমান সভ্যতার স্বরূপ কি ?

“ভিতরের দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্ত্তমান নাম—
সভ্যতা (১)।”

—ଜୈଃ ସଃ, ନମ ଅଃ

৩। ধূর্ত লোক কিরূপে সম্ভ্রাতা রক্ষা করে ?

“ধূর্ত-লোক সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহবলের দ্বারা
পরিরক্ষিত হয়।”

—ଜୈଃ ସଃ, ଇମ୍ ଅଃ

৪। তুমি সভ্যতার প্রকৃতি ও উদ্ভিগ্ন হারান উচিত কি ?

"ভক্তিমুদ্রা দরশনে,
হাস্ত করিতাম মনে,
'বাতুলতা' করিয়া তাহায়।

যে-সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি, হারাইলু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায় ?”

—‘অনুতাপলক্ষণ উপলব্ধি’, ২, কঃ কঃ

৫। কলিকালের সভ্যতা কি পাপাচারমাত্র নহে?

“লোকরঞ্জন বস্ত্র পরিধান করিলেই যাদ সত্যতা হয়, তবে বেশাগণ তোমাদের অপেক্ষা সত্য ! * * * মৃগ মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে ‘সত্যতা’ হয়, তাহা কেবল পাপাচার মাত্র । আজকাল যে অবস্থাকে ‘সত্যতা’ বলে, তাহা কলিকালেরই সত্যতা ।”

—ତ୍ରୈ: ସ: ଋମ ଅ:

— জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌরে নিষ্ঠা

গৌরবাণী-সেবাতরে যেই ত্যাগ নয় ।
সে-ত্যাগেতে আত্মধ্বংস জানিবে নিশ্চয় ॥
গৌরবাণী-পাদপদ্মে না হ'লে মমতা ।
বাড়িবে ভোগের বহি না হবে সমতা ॥
গৌরবাণী-সেবা বিনা পুণ্য নাহি আর ।
অন্যত্র পুণ্য নামে ঘোর পাপাচার ॥
গৌরবাণী-ত্যজি' অন্য যেবা করে দান ।
মায়াদাস বলি' তারে জানিবে বিদ্বান্ ॥
গৌরবাণী-পদসেবা যার তপ নয় ।
অশুর বলিয়া তারে জানিবে নিশ্চয় ॥
গৌরবাণী বিনা যেবা করে অন্য জপ ।
কপটী দুর্জন সেই বিষয়ী মদ্যপ ॥
গৌরবাণী-পদসেবা ত্যজে যেই স্মৃতি ।
বিস্মৃতি তাহার নাম নাহি তারে মৃতি ॥
গৌরবাণী-সবাগান যেই শ্রুতি গায় ।
শ্রুতিসার বলি তারে শিরে ধর তায় ॥
গৌরবাণী-সেবা বিনা গতি নাহি ভবে ।
অন্যত্র হইলে গতি দুর্গতি লভিবে ॥
গৌরবাণী-সেবা বিনা শান্তি কোথা আর ।
অন্যত্র শান্তির নামে মরু হাহাকার ॥
গৌরবাণী-সেবা বিনা কোথা স্থিতি ।
চতুর্দশে পুনঃ পুনঃ হবে গতাগতি ॥
গৌরবাণী-সেবা বিনা মুক্তি নাই কভু ।
গৌরবাণী-সেবানন্দ চতুর্কর্গ-প্রভু ॥
গৌরবাণী-সেবানন্দে নাহি যার মতি ।
সর্বগুণী হইলেও সেই খল অতি ॥
গৌরবাণী-সেবানন্দে যার প্রীতি নাই ।
তার সঙ্গে প্রীতি হ'লে ঘোর দুঃখ ভাই ॥
গৌরবাণী-সেবা ত্যজি প্রেম কোথা আছে ?
অন্যত্র দুর্গন্ধ কামে ফাঁস আছে পাছে ॥ (প্রাপ্ত)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৯)

অবিদ্যা, অশ্রিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্রোশে জীবের চিত্ত বিক্ষুব্ধ। ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলে এ সকল ক্রোশের নিবৃত্তি হয়। তাহাতে চিত্ত সম্যক বিজ্ঞান হয়। ভগবৎ সাক্ষাৎকারের সময় মনে হয়, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে, তিনি নিজের স্বপ্রকাশতা-শক্তি দ্বারাই ভক্তের গোচরীভূত হন। তখন ইন্দ্রিয় সকল ঐ শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয় যে ঐ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি, কিন্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ভগবৎ সাক্ষাৎকারে সমর্থ নহে। লৌহ দগ্ধ করিতে পারে না কিন্তু অগ্নির তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে যেমন লৌহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সকল ভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে দর্শনের সমর্থ হয়।

ভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তি প্রকাশের দুইটি হেতু—ভক্তিবিশেষ ও শ্রীভগবানের ইচ্ছা। ভগবদ্বিষয়িনী ভক্তিবিশেষ দ্বারা তদীয় স্বপ্রকাশতা-শক্তি প্রকাশ পায়। তাহাতে ভক্তিবিশেষের অপেক্ষা আছে। আর ভগবান্ যখন যাহার নিকট স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তাহার নিকট ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। এজন্য তাহার ইচ্ছা ঐ শক্তি প্রকাশের এক হেতু।

স্বপ্রকাশতা শক্তিপ্রকাশে ভক্তিবিশেষের অপেক্ষার প্রমাণ—

তচ্ছুধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।

পশুস্ত্যাত্মনি চাত্মনং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ (ভাঃ ১।২।১২)

শ্রদ্ধাবান মুনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা শ্রুতগৃহীতা ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে দর্শন করেন।

আর ভগবদিচ্ছার উদাহরণ—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।

বেৎস্তুস্তুগৃহীতং মে সম্প্রশ্নৈর্কিরতং হৃদি ॥

(ভাঃ ৮।২৪।৩৮)

পরব্রহ্ম শব্দে অভিহিত আমার মহিমা আমার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে তোমার সম্প্রশ্নের দ্বারা অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইলে ভগবৎকৃপায় তাঁহার দর্শন দ্বারা উক্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর এবং ভগবদর্শনে ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে ইহা ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবদ্বক্তি হইলেও জানা যায়—

নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ ।

তামৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥

(নারায়ণাধ্যায়ে)

ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও ভক্তগণ তদীয় (ভগবানের) নিজশক্তি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। সেই শক্তি ভিন্ন কমলনয়ন অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পায় ?

শ্রীভাগবতে (২।৯।২১)—‘মনীষিতানুভাবোহয়ং মম লোকাবলোকনম্’ আমার লোকদর্শন আমার ইচ্ছারই প্রভাব অর্থাৎ (ব্রহ্মার প্রতি ভগবদ্বাক্য) তোমাকে আমার লোক দর্শন করাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল তজ্জন্তই তুমি ইহা দেখিতে পাইলে।

কঠ শ্রুতিতেও—‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্ত্যশ্রৈষ আত্মা বিবৃণুতে তন্মুং স্বাম্’ অর্থাৎ ঈহাকে এই ভগবান্ নিজ দর্শনের জন্ত বরণ করেন, তিনিই তাহা লাভ করিতে পারেন। এই আত্মা (ভগবান) তাঁহার নিকট নিজ-রূপ প্রকাশ করেন।

এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই—যদি ভগবদিচ্ছাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তবে দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয় শুদ্ধির কি প্রয়োজন ? তদুত্তর—সেই ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের জন্ত দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয় শুদ্ধির প্রয়োজন অবশ্য আছে। আচ্ছা যদি তাহাই হয়, তবে শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দ রাজাকে কেন বলিলেন যে, তোমার মৃগয়া পাপাদি বর্তমান আছে। তাহা হইলে তাঁহার ভগবদর্শন সম্ভব হইল কিরূপে ? তদুত্তর শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তির প্রতিফলন নিমিত্ত ইন্দ্রিয় শুদ্ধির প্রয়োজন হইলেও, ভক্তিবলে ভগবদর্শনকারী মুচুকুন্দে যে মৃগয়াপাপাদির অস্তিত্বের কথা বলিলেন, তাহা সম্ভব ভগবৎ প্রাপ্তির অযোগ্যতা দেখাইয়া তাহার প্রেমবন্ধিনী উৎকর্ষা বর্দ্ধনের নিমিত্ত ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহার পাপলেশও ছিল না তাহা থাকিলে ভগবদর্শন সম্ভব হইত না। আর শ্রীকৃষ্ণে স্নেহশীল শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির নরকদর্শনের কথা মহাভারতে বর্ণিত আছে, তাহা যথার্থ নরকদর্শন নহে, ইন্দ্র-মায়াময়। ইহা স্বর্গারোহণ পর্বেই বর্ণিত আছে। ইন্দ্রমায়া দ্বারা স্বর্গে নরক দর্শন অসম্ভব নহে। কারণ বিষ্ণুধর্মোত্তরে বর্ণিত আছে—

কোন ব্রাহ্মণ তৃতীয় জন্মে তিল-ধেতু দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসঙ্গ-মাত্রে নরকসমূহেরও স্বর্গতুল্যতা প্রাপ্তি হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রমায়া-রচিত নরকদর্শন বর্ণিত হয় নাই, স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই ভগবৎ প্রাপ্তির কথা আছে।

শুদ্ধেন্দ্রিয়ে স্বপ্রকাশতাশক্তির প্রতিফলন দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের প্রতিকূলে আরও একটি সংশয় আছে—অবতার কালে অশুদ্ধচিত্ত জনগণও ভগবৎসাক্ষাৎকার করে। তাহা কিরূপ? তদুত্তর—অবতারা দিতে অশুদ্ধ-চিত্ত জনগণের যে ভগবৎসাক্ষাৎকার, তাহা আভাস ভিন্ন কিছুই নহে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে (৭।২৫) বলিয়াছেন—“নাহং প্রকাশঃ সর্বত্র যোগ-মায়া-সমাবৃতঃ” যোগমায়াসমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। এবং পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে—যোগিভি দৃশ্যতেভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে কচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ যোগিগণ ভক্তির দ্বারা জনাৰ্দ্দনকে দর্শন করেন, কিন্তু ভক্তির অভাবে মৎসরতা বা রোষহেতু তাঁহার দর্শন হয় না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট বিহারকালে ভক্ত-অভক্ত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিলেও ভক্তগণেই তাঁহার অভিব্যক্তি, অভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হন না। অবতারকাল ভিন্ন অত্র সময়ে সর্বব্যাপী ভগবানের দর্শনের অভাব হয়। আর শ্রীভগবান পরমকন্দ হইলেও অবতার সময়ে তাঁহাতে দুঃখত্ব, ভীষণত্ব শত্রুত্ব প্রভৃতি উপলব্ধি তাঁহার বিপরীত দর্শনের ফল।

অবতার সময়ে যোগমায়া দ্বারা অপ্রকাশের মূল কারণ অপরাধাদিময় জীবচিন্তের অস্বচ্ছতা। তাহা শ্রীভগবানের সাক্ষাত্তিক প্রকাশেও বজ্রলেপের আয় বর্তমান থাকে। অর্থাৎ বজ্র—হীরক কঠিন পদার্থ তাহা দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে সেই বস্তুকে অত্র কোন পদার্থ স্পর্শ করিতে পারে না। তদ্রূপ যাহার চিত্র বৈষ্ণবাপরাধ-মলিনতায় আবৃত, শ্রীভগবান্ তাহার চিত্তে স্পৃহা পান না। মুক্তিহিত্বাত্মমারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতঃ—অত্রথারূপ অর্থাৎ বহির্মুখভাব নিবৃত্ত হইলে স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম মুক্তি। তদর্থে ভগবৎসাক্ষাৎকার। পূর্বে যে ভগবৎসাক্ষাৎকারের আভাস বলা হইয়াছে। তাহাতে স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না। এজন্ম অবতার সময়ে অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির যে ভগবদর্শন, তাহাতে মুক্তির অভাবহেতু সাক্ষাৎকারের আভাস বলা হইয়াছে। এজন্ম বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—শিশুপাল বাল্যকাল হইতে

ভগবদর্শন করিলেও অন্তকালে সুদর্শন চক্রে কিরণে উজ্জ্বল অক্ষয় তেজঃ-
স্বরূপ পরমব্রহ্মরূপ দর্শন হইয়াছিল বলিয়া মুক্তিরূপ করিয়াছিল। মানব-
গণের মধ্যে যাহারা স্বচ্ছচিত্ত, যাহারা ভক্তাপরাধ ভিন্ন অন্য দোষে মলিনচিত্ত,
তাহাদের ক্লেশ নাশের তাৎকালিকত্ব, আর ভক্তাপরাধ দোষে মলিনচিত্ত,
তাহাদের ক্লেশনাশের উন্মুখতা অপেক্ষা করে। অর্থাৎ যাহাদের বৈষ্ণবাপরাধ
নাই তাহারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের সঙ্গেই নিখিল ক্লেশবিমুক্ত হয়, আর
যাহাদের অপরাধ আছে, সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তাহাদের ক্লেশনাশ আরম্ভ
হয়। যতদিন অপরাধ থাকে ক্লেশও ততদিন থাকে। যে পরিমাণে অপরাধ
ক্ষয় হয় সেই পরিমাণে ক্লেশ নাশ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মিথিলায় গমন সময়ে নানাদেশের জনগণকে দর্শন দিয়াছিলেন,
তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০.৮৭।১৫) বর্ণিত আছে—

তেভ্যঃ স্ববীক্ষণাবনষ্টতামিস্রদগ্ভাঃ
ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশঞ্চ যচ্ছন্ ।
শৃণ্বন্ দিগন্তধবলং স্ব যশোহন্তুভয়ং
গীতং সুরৈর্নৃভরগাচ্ছনকৈষিদেহান্ ॥

ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ নিজ দর্শন দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান দৃষ্টি বিনাশপূর্বক
মঙ্গল ও অর্থ দৃষ্টি দান করিয়া দিগন্ত ধবলকারী অন্তঃপ্রকাশক নিজ যশঃ
শ্রবণ করিতে দেবতা ও ঋষিগণের সহিত মিথিলায় প্রবেশ করিলেন।
এখানে অজ্ঞানময় বপু দ্বারা কিরূপে দর্শন করিল? উত্তরে বলিতেছেন—
নিজ দর্শন দ্বারা কৃপাদৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে
সমর্থ হইয়াছিল। তাহার কৃপাদৃষ্টিতে তাহাদের অজ্ঞান নাশ হইয়াছিল।
পুনরায় সেই অজ্ঞান উপস্থিত হইবার আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন অর্থাৎ
তাহাদিগকে ভক্তিদান করিয়াছিলেন। যশকীর্তন দশদিক্ নিশ্চল করে।
এজ্ঞা দিগন্তধবলকারী বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণবাপরাধ দোষে মলিনচিত্ত জীব দুই প্রকার—ভগদ্বহির্মুখ ও
ভগবদ্বিদ্বেষী। বহির্মুখ আবার দুই প্রকার—ভগবদর্শন লাভেও বিষয়া-
ভিনিবিষ্ট এবং ভগবদবজ্ঞতা। অবতার সময়ে সাধারণ দেবতা বা মনুষ্যগণ
বিষয়াভিনিবিষ্ট বলিয়া বহির্মুখ আর কৃষ্ণ মর্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপ মে
চকুরপ্রিয়ং ভগবান্ কর্তৃক ইন্দ্রযাগ বন্ধ হইলে ইন্দ্র বলিয়াছিলেন—
মর্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে
এই উক্তিকারী ইন্দ্র ভগবদবজ্ঞতা।

একবার শ্রীকৃষ্ণকে মনোনিবেশ করিলেই যদি গৃহস্থে বিরত সত্ত্ব হয়, তাহা হইলে ভগবদ্দর্শনের পরও যাহাদের বিষয়াভিনিবেশ থাকে, তাহারা বহিষ্মুখ ।

ইন্দ্র ভগবদ্দর্শন করিয়াও অবজ্ঞাতা বলিয়া দর্শনকালে বঞ্চিত । দর্শনের ফল কৰ্ম্মক্ষয় । কোন জীবন্মুক্ত পুরুষে কদাচিৎ মনোনিবেশে প্রারব্ধকৰ্ম্ম-ভোগ বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রের ভোগ তাদৃশ নহে । তিনি অভিনিবেশ সহকারে স্বর্গীয় বিষয়ভোগ প্রার্থনা করিয়াছিলেন । তৎপ্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই । অন্তর্মুখ ব্যক্তি ভগবৎ সেবাভিলাষী আর বহির্মুখগণ বিষয়স্থগাভিলাষী ।

যতদিন ভগবৎসাক্ষাৎকার না ঘটে, ততদিন জীবের স্বভাবদোষে বহিষ্মুখতা থাকে । সাক্ষাৎকারের পর বাহির্মুখতা ঘুচিয়া ভগবদ্বিমুখতা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ইন্দ্রের ভক্তদ্রোহ ও ভগবদবজ্ঞা অপরাধ থাকায় বহিষ্মুখতা ঘুচে নাই ।

যদি বলা যায় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর গোপগণের বিষয় সম্বন্ধ ছিল কেন তদুত্তর—তাহারা সুধু অন্তর্মুখ নহেন পরম অন্তরঙ্গও ছিলেন । তাহাদের বিষয় সম্বন্ধ নিজ প্রয়োজনে ছিল না । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্পাদনের জন্তই, তাহা ব্রহ্মসুবে (ভাঃ ১০।১৪।৩৩) উক্ত হইয়াছে—

“যদ্যমার্থসুখংপ্রিয়াত্ময়প্রাণাশাষাস্ত্বং কতে ।”

ব্রজবাসিগণের গৃহ, ধন, সুখ, প্রিয়, আত্মা, তনয় প্রাণ ও আশয় সমুদয়ই আপনার জন্ত ।

ভাঃ ১০।১৬।১০ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে—“কৃষ্ণেইপি তাত্মসুখদর্থকলত্র-কামা” ধন, স্ত্রী, ঐহিক পারত্রিক সুখ সমুদয় শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছিল ।

ভক্তগণ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টে—এই ভক্তাদ্যাজ্ঞন করিবার জন্ত নিজ সুখসামান মানসে সংগৃহীত গৃহ ও অর্থাদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন । ব্রজ বাসিগণের গৃহাদি এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণাৰ্পিত নহে । তাহারা নিজসুখ সাধন মানসে কখনও গৃহাদি সংগ্রহ করেন নাই, আর সাধকগণের মত কর্তব্যাবুদ্ধির প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন নাই—শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্তই সে-সকল সংগ্রহ করিয়াছেন । এইজন্য তাহাদের আবেশ বিষয়ে নহে, শ্রীকৃষ্ণে ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

আত্মনিবেদন

ভক্তির প্রথমেই শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের কথা। নিবেদিতাত্মা বা শরণাগতের নিজের জন্ত কোন চিন্তা নাই। আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে শ্রবণাদি ভক্তাজয়াজনের কথা। যেখানে শরণাগতি বা আত্মনিবেদন, সেখানে নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কোন কথা নাই। ভক্তির পাত্র বা ভজন্যের বস্তুর সুখানুসন্ধানই ভক্তি। ভক্তির ফল—ভক্তি—প্রেমভক্তি। এই তাৎপর্য্য বা মূল উদ্দেশ্য লইয়া আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে ভক্তি। অন্তর্দীপ শ্রীমায়াপুরই আত্মনিবেদনের স্থান। এই স্থানে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। আত্মনিবেদনের অপর নাম—শরণাগতি। শরণাগত বলবান্। নিবেদিতাত্মাই বলী। অশরণাগত—দুর্বল। ভগবানের সহিত সেবকের সম্বন্ধ বা প্রেম-লাভের উপায়—ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে—সম্বন্ধকে দেয়, আর দেয় কৃষ্ণপ্রেমকে। অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন—এই দুইটি প্রদান করে। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের দাক্ত-অনুসারে এই ভক্তি নয় প্রকার ; কিন্তু সর্বাগ্রে আত্মনিবেদন। অকিঞ্চন না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। ষাঁহার ভোগ্য বলিতে এ জগতে কিছু নাই, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন বাহ্যদৃষ্টিতে নির্ধন হইলেও তাঁহার মত ধনী আর কেহ নাই, তিনি কৃষ্ণধনে ধনী। ‘হে ভগবন্, আমি তোমার হইলাম।’ —শরণাগতের এইরূপ বিচার। এই শরণাগতির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। শরণাগতির ছয়টি লক্ষণের মধ্যে আত্মনিষ্ক্রেপ বা আত্মনিবেদন অন্ততম। আত্মনিবেদনের মধ্যে অহঙ্কার নাই। সেখানে কিস্করাভিমান প্রবল। নিবেদিতাত্মা প্রণত। ভগবানের হইয়া যাওয়াই শরণাগতি, ‘আমি ত’ তোমার, তুমি ত’ আমার, কি কাজ অপর ধনে।’ —ইচ্ছাই শরণাগতের চিত্তবৃত্তি। শরণাগতিতে স্বতন্ত্রতা বা কর্তৃত্বাভিমান নাই। নবধা ভক্তির অন্তর্গত আত্মনিবেদন ও শরণাগতির অন্তর্গত আত্মনিবেদন—উভয়ই সমজাতীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শরণাগত দান্তিক নহেন, তিনি দীনহীন কাঙ্গাল ; তবে তাঁহার শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। ‘আমি—তোমার’ ইহাই সেই শুদ্ধ অহঙ্কার। শরণাগতই ভক্ত, অশরণাগত ভক্ত নহে। শরণাগত শ্রোতপন্থী। তাঁহার ভক্তিচক্ষু আছে। তিনি মাপিয়া লইবার ধর্ম্মে বাস্তব নহেন। তিনি আত্মধর্ম্মী। ‘আজ হইতে আমি আমার নহি, কৃষ্ণের’—এইরূপ বুদ্ধির নাম আত্মনিষ্ক্রেপ। এই আত্মনিবেদন শরণাগতির পঞ্চম অঙ্গ।

দেহ হইতে শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত সমস্ত বস্তু সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদন নবধা ভক্তির অন্ততম। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—“নিজের জ্ঞাত চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধ্যসাধনসমূহ ভগবানে সমর্পণ করা এবং তাহার সেবার জ্ঞানই একমাত্র চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার একান্ত অনুরাগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করা আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো যেকোন নিজেই দেহাদিকে একমাত্র ক্রেতার সেবার জ্ঞানই সমর্পণ করে, নিজের ভরণ-পাষণের চিন্তা করে না, আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও সেইরূপ নিজের জ্ঞান কোনই চেষ্টা করেন না, পরন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাকে একমাত্র অদ্বিতীয় ক্রেতা ভগবানের হৃদয়তর্পণে নিয়োগ করেন। অথবা গো-বিক্রয়ের পর বিক্রীত গাভীর জীবিকার জ্ঞান বিক্রয়কারীর যেকোন চেষ্টা করিতে হয় না পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গাভীও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্য করিয়া থাকে, বিক্রয়কারীর কোন কার্য্য করে না, তদ্রূপ ভগবানে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিও নিজের জ্ঞান কোন চেষ্টা ও চিন্তা করেন না।” শাস্ত্র বলিতেছেন,—

চিন্তাং কুর্য্যায় রক্ষায়ে বিক্রীতশ্চ যথা পশোঃ।

তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদশ্চ রক্ষণাৎ ॥

অর্থাৎ বিক্রয়কারী পুরুষ যেকোন বিক্রীত-পশু-রক্ষণ-বিষয়ে কোন চিন্তা করেন না, সেইরূপ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহ সমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে।

জড়পদার্থ হওয়ার নাম আত্ম নিবেদন বা শরণাগত হওয়া নহে। নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবার জন্য অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট। তিনি সেবায় খুশি পটু ও সজ্জাগ। তিনি অভ্রান্ত। অদম্য সেবোৎসাহ তাহার হৃদয়ে সতত বিরাজমান। নিরুৎসাহের লেশমাত্রও তাহাতে নাই। সেবার জন্য তিনি সতত ব্যগ্র-ব্যাকুল। শ্রদ্ধাবান বা শরণাগতের সাধন-অধ্যবসায় নষ্ট হয় না। তিনি পূর্বোক্তমে অনুরাগ সেবার ত—কপালাভের জন্য যত্নশীল। তাহার সেবার আশা মিটে না। নিজের খাওয়া-পরাই চিন্তা তাহার নাই। তাহাদের নিজের স্নান, বস্ত্রপরিধান, প্রসাদগ্রহণাদি কার্য্য ভগবৎসেবারই সহায়ক ও যোগাত্ম-সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না,—ইহাই সাধুশাস্ত্র-উপদেশ।

‘আত্মনিবেদন’ বলিতে দেহ-নিবেদন ও দেহী-নিবেদন—উভয়ই বুঝায়। দেহ-নিবেদনে বিক্রীত পশুর বিচার এবং দেহীর নিবেদনে—‘আমার আত্মা

তোমার দাস,' 'আমি তোমার জন,' 'আমি তোমার পদধূলি—ইহাই আমার সত্য'—এই বিচার প্রবল। আত্মনিবেদনরূপা ভক্তিতে কিষ্করত্বের অনুভূতি আছে। নিবেদিতাত্মা নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া বিচার করেন। তাঁহার নিজের ভোগ্য-বুদ্ধি না থাকায় তিনি সকলকে কৃষ্ণসেবক বা কৃষ্ণসেবোপকরণ-রূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

আত্মনিবেদন ও সখ্য এই দুইটি অতিশয় দুষ্কর বলিয়া অতীব বিরল। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দুষ্করত্বেন বিরলে হে সখ্যা ত্মনিবেদনে।

কেষাঞ্চিদেব ধীরাণাং লভেভে সাধনাইতাম্ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ, পৃঃ বিঃ ২।৯২)

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই দুইটি অতিশয় দুষ্করত্বহেতু বিরল। কোন কোন ধীর পুরুষগণের নিকট এই দুইটি সাধনযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দুঃস্বভাব সেবানুগ জনগণই সখ্য ও আত্মনিবেদনকে সাধনরূপে বরণ করেন।

উক্ত শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও আত্মনিবেদনের প্রকারভেদ বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“এখানে কেবল আত্মনিবেদন দুষ্কর বলিয়া বিরল, কিন্তু ভাবশূন্যতাহেতু মহিমাধিক্য প্রযুক্ত নহে। উত্তম-ভাবযুক্ত হইয়া মহিমাধিক্য-হেতু ও সুদুষ্করত্বহেতু সখ্যেরও বিরলতা। যদি আত্মনিবেদন ভাবমিশ্র হয়, তাহা হইলে মহিমাধিক্যহেতু বিরল হইবে। কেবল আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদ-ভূমি-দান-সময়ে শ্রীবলিরাজে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্কে স্বীয় রক্ষাকর্তৃরূপে বরণই শরণাপত্তি, আর নিজের আত্মাকে শ্রীভগবানের আবৃত্ত বা অধীন করাই (আত্মসাৎ করানই) আত্মনিবেদন। ইহাই শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে ভেদ-বৈশিষ্ট্য। ভাবমিশ্র আত্মনিবেদনের মধ্যে দাস্ত্যভাবযুক্ত আত্মনিবেদন শ্রীমদম্বরীষ মহারাজে দৃষ্ট হয়। এই জগুই উক্ত হইয়াছে,—‘শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ও সঙ্কল্পকে শ্রীভগবানের দাস্ত্যপ্রাপ্তির জগু নিযুক্ত করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি। তজ্জগু শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উক্ত হইয়াছে, ‘দাস্ত্যের সহিত আত্মনিবেদন’ ইত্যাদি। প্রেয়সীভাবে আত্মনিবেদন শ্রীকৃষ্ণদেবীতে দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—‘হে বিপ্রো, হে কমললোচন, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি

এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন ।’ সখাদিভাবযুক্ত আত্ম-নিবেদন-বিষয়েও এইরূপ জানিতে হইবে ।”

এই আত্মনিবেদন ভাবরহিতরূপে এবং ভাববিশিষ্টরূপে দ্বিবিধভাবে দৃষ্ট হয় । ভাবশূন্য আত্মনিবেদনের (ভাঃ ১১।২৯।৩০) দৃষ্টান্ত—

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।

তদামৃতত্বং প্রতিপত্তমানো ময়ান্নভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যেকালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে, তৎকালে বিশিষ্টকর্ত্ত্বরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

ভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত আত্মনিবেদন, (ভাঃ ১০।৫২।৩৯) যথা—

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মাপিতষ্ঠ ভবতোহত্র বিভো বিধেহি ।

মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈত্য় আরাঙ্গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমমুজাক্ষ ॥

শ্রীকৃষ্ণীদেবী বলিতেছেন,—হে বিভো! হে কমললোচন! আমি আপনাকে পতিরূপে জানিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি ; অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন । শৃগালের সিংহের আহাৰ্য্য গ্রহণের ণায় আপনার ভোগ্য আমাকে যেন পশুপাল আসিয়া স্পর্শ না করে ।

অকিঞ্চনতা ও শরণাগতি একই বৃত্তি । তবে শরণাগতির মধ্যে একটি লক্ষণ বেশী দেখা যায়, সেটি আত্মসমর্পণ । অকিঞ্চনতার পূর্ণ বিকশিত অবস্থাই শরণাগতি । অকিঞ্চনই শরণাগত হইতে পারেন, সকিঞ্চন কখনই শরণাগত হইতে পারে না । দীনই অকিঞ্চন, ভোগ্যদর্শন বা প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা যাহার নাই, তিনিই অকিঞ্চন । যিনি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত, তিনিই অকিঞ্চন । ভগবান্ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয় । ভগবদনুভূতি বা শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যেখানে, সেখানে আত্মনিবেদন না থাকিয়া পারে না । যে পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ হয় না । জীবের আত্মসমর্পণের চরমাবস্থায় দেহমৃত্যু একেবারেই লোপ পায় । তখন একমাত্র কৃষ্ণসুখেই জীবের সমস্ত সুখের পর্য্যাবসান হয় । তখনই জীব মুক্ত—বৃন্দাবন-বাসী হয় । নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

পরিচয়ভেদে বৈষ্ণব

যাহাতে বৈষ্ণবে অবৈষ্ণববুদ্ধি বা অবৈষ্ণবে বৈষ্ণববুদ্ধিরূপ নামাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিতে পারা যায়, তৎক্ষণ বৈষ্ণবের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ ও পরিচয় পর্যালোচিত হওয়া আবশ্যিক ।

অসাধু কখনও বৈষ্ণব নহে ; বৈষ্ণবতার অন্ত্যভিলাষ, অশাস্ত্যভাব বা চলচ্চিত্ততার অবকাশ নাই । শাস্ত্র বলেন—

“কৃষ্ণভক্ত নিকাম, অতত্ত্বব শাস্ত্র ।

ভুক্তিমু ক্তসিদ্ধিকামী সকলই অশাস্ত্র ॥”

ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি অন্ত্যভিলাষ-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বৈষ্ণবতার প্রধান লক্ষণ ভক্তি উদ্ভিত হয় না ।

“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ।

তাবদ্ভক্তি মুখশাল কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥”

হিংসা-দ্বेष-শোকাদি দ্বারা অভিভূত অন্তঃকরণে বিষ্ণুভক্তির সম্ভাবনা নাই ।

“শোকামর্ষাদি ভাবৈরাক্রান্তং যশ্চ মানসম্ ।

কথং তত্র মুকুন্দস্য স্মৃতি সম্ভাবনা ভবেৎ ॥”

অবৈষ্ণবের নিকট শ্রীবিষ্ণুর অর্চামূর্তি পূজা হইলেও বিষ্ণুভক্ত বা অপর কেহ সমাদৃত হন না । প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি ও অবৈষ্ণবের পাথক্য বেশী নহে । কাজেই কনিষ্ঠাধিকারী অবৈষ্ণবতুল্য ।

“অর্চারাম্ এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রকয়েহতে ।

ন তদ্ভক্তেষু চাক্ষেযু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃত্য ॥”

বিষ্ণুর আরাধনাপেক্ষা যে বৈষ্ণবের পূজা শ্রেষ্ঠ, অবৈষ্ণবের আচরণে সে অভাব পরিদৃষ্ট হয় ।

“আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরাধনং পরম্ ।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়নাং সমর্চনম্ ॥”

এই বাক্যে তাহার বিশ্বাসের নিদর্শনান্তর । শ্রীগোবিন্দের অর্চন করিয়া তদাপ্রিত ভক্তজনকে যে ব্যক্তি সমাদর করে না, সে বৈষ্ণব নহে পরন্তু দাস্তিক বান্ধ, সে-জ্ঞান অবৈষ্ণবের সম্ভাবনা নাই । সে যুঝে না বে—

“অর্চায়ত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েৎ তু যঃ ।

ন স ভাগবতঃ ক্ষেত্রঃ কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ ॥”

“আমার ভক্তের পূজা আমা হ’তে বড় ।

বেদ-পুরাণেতে ইহা করিয়াছে দড় ॥”

“যে মে ভক্তাঃ জনাঃ পার্থ ন মে ভক্তান্তে জনাঃ ।

মন্তুকানাং যে ভক্তান্তে যে ভক্ততমা মতাঃ ॥”

এই সমস্ত ভগবদ্বাক্যে অবৈষ্ণবের বিশ্বাসাভাব ; বিশ্বাস থাকিলে তাহার আচরণও তদ্রূপই হইত ।

বৈষ্ণবমাত্রই সাধু । সাধু কখনও অব্যবস্থিত-চিন্তা নহে ; পরন্তু স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে দিমান । তিনি বিষয়-বাসনামূলক সর্বপ্রকারের কামদোষ বিবর্জিত । তিনি আত্মারাম—দুঃখাগমে উদ্বিগ্ন বা সুখাগমে উৎফুল্ল হন না । ভয়, ক্রোধ বা আসক্তি তাহাতে থাকিতে পারে না । তিনি ইন্দ্রিয়ভর্যী গোস্বামী । পরব্রহ্ম বা ভগবানের সাক্ষাৎ-কারলাভে তাহার কক্ষেতর সমস্ত বাসনা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে ।

গীতাতে তাহার পরিচয় নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়—

“প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মশ্চেবাশ্রিতা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেদ্বন্দ্ববিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মনিরুচ্যতে ॥

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ॥

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥” (২।৫৫-৫৭)

বৈষ্ণব-সেবার দোহাই দিয়া কিম্বা সময়ভাব প্রদর্শন করিয়া কখনও নামগ্রহণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না । প্রতাহ তিন লক্ষ না হইলেও অন্ততঃ এক লক্ষ নাম তিনি গ্রহণ করেন । কারণ, মহাপ্রভু ‘লক্ষপতি’ অর্থাৎ যিনি অন্ততঃ এক লক্ষবার নাম না করেন এরূপ ব্যক্তির নিবেদিত অন্ন কখনও গ্রহণ করেন না । তিনি মধ্যমাধিকারী ভক্তের লক্ষণ-স্বরূপে বলিয়াছেন :—

“কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে ।

সেই ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজহ তাঁহার চরণে ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ঈশ্বরে তদীয় ভক্তে, অতত্ত্বজনে ও দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিকে যিনি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী বা বন্ধুতা, কৃপা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তিনি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব । ইহার অগ্রথাকারী বৈষ্ণব-পদবাচ্য নহে ।

“ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।

প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা য কৰোতি স মধ্যমঃ ॥”

বলা বাহুল্য যে বৈষ্ণব অবশ্যই ভগবানের প্রিয় । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁহার লক্ষণ এইরূপ । যে ভক্ত সর্বভূতে দ্বেষ বা মমতাহীন ও অহঙ্কার-শূন্য, কিন্তু জীবমাত্রে মিত্রতা ও করুণাসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সংযমী ও দৃঢ়নিশ্চয় এবং ঈশ্বরে অপিত-মনোবুদ্ধি তিনিই ভগবানের প্রিয় । যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন পায় না ও যিনি অপর লোক হইতে উদ্বিগ্নপ্রাপ্ত হন না এবং হর্ষ, ক্রোধ ও ভয়রূপ উদ্বিগ্ন হইতে যিনি মুক্ত তিনি ভগবানের প্রিয় । যিনি হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও আকাঙ্ক্ষারহিত শুভাশুভফলত্যাগী ও ভক্তিমান্ তিনি ভগবানের প্রিয় । শত্রু-মিত্রে, মানাপমানে, শীতোষ্ণ ও সুখ-দুঃখে যিনি সমবুদ্ধি, যিনি আসক্তিরহিত ও নিন্দাস্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি, যেকোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ও স্তবমতি তিনি ভগবানের প্রিয় । আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলেন হৃষীকেশ ভগবান্ তাঁহার প্রতিই অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন, যিনি—

“পতেব পুত্রং করুণো নোদ্বৈজয়তি যে জনম্ ।

বিশুদ্ধস্ত হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্ত প্রসীদতি ॥”

যিনি প্রাণিমাত্রকে উদ্বিগ্ন না দিয়া করুণ পিতার আয় পুত্র-নির্বিশেষে অবলোকন করেন সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । এই সমস্ত বাক্য হইতে আমরা বৈষ্ণবের লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হই । ইহা দ্বারা বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা ও অগ্রপরীক্ষা চলিতে পারে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব । তিনি অপরকে উপদেশাদি দ্বারা তরাইতে সমর্থ । ব্যাসাসনে উপবেশন কারয়া ভক্তির উপদেশ প্রদানে তাঁহারই অধিকার, অপরের নহে । কারণ—

“ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহং ন বুদ্ধ্যা ন চ চীকয়া ॥”

বাক্য-বেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বা-বেগাদি ধারণে অসমর্থ ব্যক্তি বৈষ্ণবপদ-বাচ্য নহে । যিনি “তৃণাদপি সূনীচ” শ্লোকের মহাজন রচিত পয়ারের অর্থে আস্থাবান্ তিনিই বৈষ্ণব । সে পয়ারটি এই,—

“তুং হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম ।
 আপান নিরাভিমানী, অশ্রে দিবে মান ॥
 তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে ।
 ভৎসন তাড়নে কা'কে কিছু না বলিবে ॥
 কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানি সর্বজীবে সদা ।
 সম্মান করিবে তবে আদরে সর্বথা ॥
 দৈন্ত, দয়া, অশ্রে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জন ।
 চারিগুণে গুণী হঞা করহ কীর্তন ।”
 —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ

ঐকান্তিকের লক্ষণ

ভক্তগণ একায়নপন্থী । তাহাদের বাসনাসঙ্গ নাই । বাসনাসঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না । ভোগবাসনা ছিদ্ৰ । এই ছিদ্ৰ পাইয়াই মায়া অন্তরে প্রবেশ করে । কৃষ্ণানুশীলনময়ী সেবা-বাসনা যেখানে নাই, সেখানে অশ্র বাসনা বা ছিদ্ৰ আছেই । অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে আর বাসনাময় জনসঙ্গ ভাল লাগে না । সংসঙ্গই অসংসঙ্গ-দূরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ বা অসঙ্গ । যেখানে বহু দেবদেবীর সেবা, সেখানে অব্যভিচারিণী কৃষ্ণভক্তি নাই । দেবপূজা ভোগেরই প্রকারভেদ । সেখানে দেবতার স্মৃতির জন্ত ব্যস্ততা নাই । নিজস্মৃতির জন্তই জীব দেবতা পূজা করে । হৃষীকেশ দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি । সরলই ঐকান্তিক হইতে পারেন । কপটী - ব্যভিচারী । যেখানে ঐকান্তিকতা, সেখানে ব্যভিচার থাকিতে পারে না । শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্যাদেব পরায়ণাঃ ।

তস্যাদেকান্তিনঃ প্রোক্তান্ততাবগতচেতসঃ । (পারুড়ে)

একান্তভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরণাগত ও একনিষ্ঠ বলিয়াই সেই ভক্তগণ ‘ঐকান্তিক’ নামে কথিত ।

ব্রাহ্মণানাং সহশ্রেষ্ঠাঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে ।

সত্রযাজিসহশ্রেষ্ঠাঃ সর্ববেদান্তপারগাঃ ॥

সর্ববেদান্তবিংকোটা বিকৃত্তো বিশিষ্যতে ।

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে । (গারুড়ে)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ । সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্তপারগ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ । সর্ববেদান্তবিদু কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিকৃত্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ । ঐকান্তিক ভক্ত একনিষ্ঠ, তিনি একের স্বকের অন্ত ব্যস্ত । তিনি অধ্যক্ষানের উপাসক । শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ন কিঞ্চিং সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম ।

বাঙ্কন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ । (ভাঃ ১১।২০।৩৪)

ঐকান্তিক ভক্তগণ খুব বুদ্ধিমান । তাঁহারা ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত বলিয়া ভগবৎ-কর্তৃক প্রদত্ত হইলেও কৈবল্য গ্রহণ করেন না । সুতরাং তাঁহাদের যে মোক্ষ-কামনাই নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? শ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিবৃতে লিখিয়াছেন,—

যাঁহাদের আত্মবৃত্তিতে ভক্ত পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা ই সাধু, পরমশাস্ত্র ও ঐকান্তিক ভক্ত । ভগবৎস্ব বাতীত তাঁহাদের অস্ত কোন প্রার্থনীয় ও অনুশীলনীয় আর বস্তু নাই বা থাকে না । জন্মান্তর-রাহিত্যরূপ কৈবল্য ভগবৎ-কর্তৃক প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা সেবাবাদক ঐসকল মুক্তি-প্রসাদ গ্রহণ করেন না । অনৈকান্তিক ভক্তকৃৎসগণ ‘সাধু’, ‘অচঞ্চল’ বা ‘ভক্ত’-আখ্যা লাভ করিতে অসমর্থ । তাঁহাদের স্বভোগবাসনা প্রবল থাকায় চতুর্কর্গ-লাভকেই তাঁহারা ‘প্রয়োজন’ বলিয়া মনে করেন । ভগবৎ-প্রেম-স্বরূপের অনবগতিই জীবহৃদয়ে চতুর্কর্গকে ‘প্রয়োজন’ বলিয়া মনে করায় । তৎকালে তাঁহাদের মনের সমাধি না হওয়ায় চতুর্কর্গাভিলাষ ও অনৈকান্তিকতা ।

অগদগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চারিপ্রকার ঐকান্তিকতার কথা বলিয়াছেন—(১) ধর্ম্মে অনাদর, (২) কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত-তপস্বাদির প্রতি অশেষ-নিরপেক্ষতা, (৩) বহু বিঘ্ন দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও ভক্তির প্রতি একান্ত রতি, (৪) প্রেমৈকপরতা ।

ধর্ম্মের অনাদর কিরূপ, তৎসম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতায় বলিয়াছেন,—

আজ্ঞাযৈবং জ্ঞানং দোষান্ ময়া দিষ্টানপি স্বকান্ ।

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্কান্ মাং ভজেত স চ সত্তমঃ (ভাঃ ১১।১১।৩২)

ধর্মশাস্ত্রে আমি যাহা ধর্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার দোষগুণ বিচারপূর্বক সেই সকল ধর্মপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে একান্ত ভাবে ভজনা করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট সাধু।

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা তু চ ॥ (গীতা)

সর্বপ্রকার নিত্যনৈতিকাদি কর্ম-লক্ষণযুক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐ সকল ধর্মাত্মস্থান হইতে বিরতি-জনিত কোন প্রকার প্রত্যাবায়ই তোমার হইবে না। আমি তোমাকে রক্ষা করিব।

অনু সর্বনিরপেক্ষতা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

সন্তোহনপেক্ষা মা চ চিন্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।

নির্মমা নিরহংকারা নিবন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৭)

নিরপেক্ষ, মদগতমনা, প্রশান্ত, সমদর্শী মমতা-বুদ্ধিরাহিত, নিরহংকার, নিবন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ সাধুগণই সৎ।

ত এতে সাধবঃ সাধিব সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ।

সঙ্গন্তেষথ তে প্রার্থাঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৪)

সর্বসঙ্গবিবর্জিত মহাপুরুষগণই সাধু। সাধুসঙ্গই প্রার্থনীয়। কেন না, সাধুগণই সঙ্গদোষ বিদূরিত করেন; অতএব সাধুসঙ্গই নির্জনসঙ্গ বা সর্ব-সঙ্গনিরপেক্ষতা।

বিঘ্নাদিদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও হরি-সেবায় যে দৃঢ়মতি, তাহাই ঐকান্তিকতার তৃতীয় লক্ষণ। যাহারা ঐকান্তিক নহেন, তাহারা ভক্তিপথে বাধা দোখয়া হতাশ হইয়া পড়েন, কিন্তু ঐকান্তিক ভক্ত জানেন, একান্তভাবে শ্রীভগবানের ভজন করিবার জন্য জগতের বিচার হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দেবতাগণ বাধা দিতে আস্তে করেন। দেবতাগণ অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রাদিরূপে উদ্ভূত হইয়াও ভক্তের ভক্তিপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন।

যাহারা কৃষ্ণকেই একমাত্র নিত্য রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ শরণাগত ব্যক্তিই ঐকান্তিক হইতে পারেন। বিঘ্নসমূহ তাহাদিগকে সেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, তাহাদের আশ্রিত আরও বাড়াইয়া দেয়। ভগবৎ-সেবায় যত বাধা আসে, তত কৃষ্ণসেবার জন্য তত অধিক আশ্রিত ও চেষ্টাশীল হন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আপদগতস্ত যশ্চেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

নাশ্রুত রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥

আপন হইলেও হরির প্রতি যাহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিদ্যমান, যাহার চিত্ত হরি ব্যতীত অণু কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাঁহাকেই 'ভাগবত' বলা যায় ।

প্রমৈকপরতা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ৫।৫।৩) বলিতেছেন,—

যে বা ময়ীশ কৃতসৌহদার্থা জনেষু দেহন্তর-বার্ত্তিকেষু ।

গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমংসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাচ্চ লোকে ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

যাহারা সর্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অণু বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাহারা ভোজন পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসহ্যাতায় এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাহারা ইহলোকে দেহ-নির্ঝাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ ।

যেখানে ঐকান্তিকতা নাই, সেখানে ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছারূপ কপট আছে জানিতে হইবে । তাঁহাদের ভগবদ্‌রঞ্জন-স্পৃহা অপেক্ষা লোকরঞ্জনের প্রতি নজরই বেশী আছে । একমাত্র ভগবান্‌ই অন্ত যাহার, তিনিই ঐকান্তিক ভক্ত । সে-হৃদয়ে প্রভুমান একজন, সে-হৃদয়ে দুইজন প্রভু নাই । ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয় । ঐকান্তিকতাষ্ট আচার, তদভাবে ব্যভিচার বা অনাচার অনিবার্য্য । ঐকান্তিকের লক্ষ্য বস্তু—এক । তিনি বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হন না । যাহারা ঐকান্তিক বা একনিষ্ঠ না হইয়া দুই নোকায় পা দেন, তাঁহাদের অমঙ্গল হয় । লক্ষ্য বস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে জীবের এইরূপ দুর্দশা উপস্থিত হয় । সে বহুর পশ্চাতে ছুটিতেছে, সে কোন বস্তুই লাভ করিতে পারিবে না ; কিন্তু সরল ঐকান্তিক ব্যক্তি কৃষ্ণের কৃপা পাইবেই একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহুবীশ্বরবাদের প্রশ্রয় দেন না । ঐকান্তিকতা বা একাভিনিবেশের অভাব হইতেই ভয় আসে । ঐকান্তিকের ভয় নাই, তিনি নির্ভয় । দ্বিতীয়াভিনিবেশেই জীবকে অভয়পদ বিস্মরণ করাইয়া ঐকান্তিকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে ।

কৃষ্ণভক্তিই ঐকান্তিক ও শান্ত। আর ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলেই অশান্ত। যেখানে মায়িক কোন বস্তুতে জীবের স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক হওয়া উচিত। ঐকান্তিকতাই সত্য, ঐকান্তিকই সৎ। ব্যবসায়াল্লিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই ঐকান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

ব্যবসায়াল্লিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।

বহুশাখা হনস্ত্যাস্ত বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ (গী: ২।৪১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—“মম শ্রীমদগুরুপদিত্তং ভগবৎকর্তৃনামরণচরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধন-মেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাভূঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োস্ত্যক্তমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্তং ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেহ-পীত্যত্র সুখমন্তু, দুঃখং বাস্ত, সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্রতিরিত্যেবং নিশ্চয়াল্লিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্ত্যারেব সন্তবেৎ।”

ব্যবসায়াল্লিকা বুদ্ধির অপর নাম নিশ্চয়াল্লিকা বুদ্ধি। সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই নিশ্চয়তা। নিশ্চয়তা যেখানে আছে, সেখানে উৎসাহ ও ধৈর্য্য না থাকিয়া পারে না। এই নিশ্চয়তাই ভক্তনের মূল। অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপা কোন দিন না কোন দিন হইবেই; কারণ কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত ত’ আর গতি নাই,—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চয়তা লইয়া যিনি অকপটভাবে ভক্তনে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার ফলপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু এইরূপ নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা বা ঐকান্তিকতার অভাব থাকিলে হতাশা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত জীবকে বিব্রত করিবে। কৃষ্ণ-কৃপালাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া যদি কেহ হতাশ হইয়া হরিভক্তন ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমাদের সকলেরই ঐকান্তিকতা লাভ হউক,—ইহাই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন লক্ষচারী

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ (নাটিকা)

(পূৰ্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৭ পৃষ্ঠার পর)

২য় দৃশ্য

শ্রীপুরুষোত্তম ধাম

[ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশ্রীঠাকুরের কক্ষের বহিঃভাগ]

(ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ)

শ্রীশ্রীঠাকুর—(চিন্তিত মনে পাযচারি করিতে করিতে) ছ'ছুটো সাব-ইন্সপেক্টর পাঠালাম,—এখনও কেউ ফিরে এল না! তবে কি বিষ-কিষণকে এখনও ধরা যায় নি? শুনেছি বিষ-কিষণ অনেক যোগ-বিভূতি অর্জন করেছে। সে যা'কে যা' বলে তাই নাকি হয়!

সাব-ইন্সপেক্টর ও পুলিশগুলোকে কি কোন রকম বিভূতি দেখিয়ে বেকুব বানিয়ে রেখেছে? একবার খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার।

এই,—কে আছ?

(জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী—(অভিবাদন করতঃ) স্যার!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতিবাড়ী সম্প্রদায় বিষকিষণের আড্ডার অনতিদূরে সরকারের পুলিশ ক্যাম্প মোতায়েন করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে অবস্থা কতদূর গড়িয়েছে খবর নিয়ে এসো। আরও সশস্ত্র পুলিশ পাঠাতে হবে কিনা সাব-ইন্সপেক্টরদের জেনে এসো।

রক্ষী—জি-স্যার! [অভিবাদন করতঃ প্রস্থান]

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিষকিষণ যেকোন বহু ব্যক্তির সহায়তায় সামাজিক ব্যভিচার ঘটানো তা'তে তা'কে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে। হে ভগবান্ গৌরহরি; আপনার ইচ্ছা ব্যতিরেকে ঐরূপ সাজা-অবতারের শাস্তি দেওয়া যা'বে না। আপনার আমলেও যাজপুর নিবাসী জগন্নাথ দাস নামক এক ব্যক্তি আপনার আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে অতি-বাড়ী মতবাদ প্রচার করেছিল। সেই সম্প্রদায়ের বীজ এখনও লুপ্ত হয় নি। কালক্রমে এখন ঐ অতিবাড়ী-মত ব্যভিচার ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে রত হয়েছে।

হা প্রভু, আপনি শক্তি দিন যেন আপনার প্রেমধর্ম প্রচারের
ব্যাপ্তিতে স্ফটিকারী ঐ বিষকিষণকে যেকোন উপায়ে ধরতে পারি !

(স্বরূপদাস বাবাজীর প্রবেশ)

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎপূর্বক) কি গো ঠাকুর, এখন কি কাছারীতে যাওয়া
হবে না কি ? তোমার মন বড় চঞ্চল দেখছি যে। স্থিতপ্রজ্ঞ
হয়েও এত চঞ্চল কেন ? তবে কি কোনও মোকদ্দমার বিষয়
ভাবা হচ্ছে !

শ্রীঠাকুর—কতকটা সেই রকমই মহারাজ ! দণ্ড্য রাজদ্রোহী বিষকিষণকে
কি ভাবে সাজা দেবো তাই ভাবছি ?

স্বরূপদাস—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) ঠাকুর ! তুমি আমাদের বাঁচালে। সেই
বিষকিষণ কি ধরা পড়েছে ?

শ্রীঠাকুর—না, এখন তা'কে ধরার কোন সংবাদ পাই নি। তবে
আপনার গায় বৈষ্ণব-প্রবরের ইচ্ছা হ'লে এবং শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর কৃপা
হ'লে সে যতই যোগ-বিভূতি জানুক সে ধরা পড়বেই।

স্বরূপদাস—ঠাকুর, ঐ বিষকিষণকে ধরার জন্ত ইতঃপূর্বে সরকার থেকে
বহুবার চেষ্টা হয়েছে ; কিন্তু কেন জানি না কেহই তা'কে ধরতে
পারে নি।

[ইত্যবসরে রক্ষীর প্রবেশ]

রক্ষী—(অভিবাদন করতঃ) স্যার দারোগা বাবুরা আপনাকে স্বয়ং আরও
সশস্ত্র পুলিশ সহ সেখানে যেতে বলেছেন। সেই বিষকিষণকে ধরা
খুবই কঠিন। নানাপ্রকার যোগ-বিভূতিবলে সে কিছুতেই ধরা
দিচ্ছে না, বরং তার মুখামুখী হ'লে পুলিশদলের শরীর যেন অবসন্ন
হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীঠাকুর—বটে, সেই সাজা-অবতার বিষকিষণ এতই শক্তি ধরে !

স্বরূপদাস—ঠাকুর শুনেছি সেই বিষকিষণ বহু বিভূতি দ্বারা লোকের
শারিরীক অনিষ্ট সাধন করে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ থাকা সত্ত্বেও
তা'কে যখন কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না, তখন তুমি গেলে তোমার
দেহেরও সে অনিষ্ট করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহারাজ, আপনি যাব্রাবেন না। সাহস ধরুন। শ্রীশ্রীগৌর-
সুন্দরের আশীর্বাদে ও প্রেরণায় তা'কে আমি ধরবই। বিচারে
ঐ অবতার সেজে সামাজিক ব্যভিচার ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটানোর
অপরাধে অভিযুক্ত করে তা'কে কঠিন দণ্ড দেবো।

(রক্ষীর প্রতি) চল রক্ষী, আমি নিজেই যাচ্ছি। ঐ পুলিশেই

তা'কে ধরা চলবে, অতিরিক্ত পুলিশের কোনও প্রয়োজন নেই।

রক্ষী—শ্রার, দারোগা বাবুরা আরও কিছু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে যেতে বলে
ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে কোন পুলিশ হতাহত হয় নি তো?

রক্ষী—না শ্রার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে আর পুলিশের দরকার নেই, ঐ পুলিশেই হবে।
আমার ধারণা হয় যে, বিচক্ষণ তা'র যোগ-বিভূতি বলে পুলিশ-
দলকে একেজো করে রেখেছে। কিন্তু আমার কাছে তা'র যোগ-
বিভূতি কিছুই খাটবে না। হাঃ হাঃ-হাঃ..., প্রতারক সাজা-অবতার
দমনের কলা-কৌশল আমার জানা আছে।

(স্বরূপদাস বাবাজীর প্রতি) মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যেন
জয়যুক্ত হয়ে ফিরে আসি। [বাবাজীকে শ্রীঠাকুর দণ্ডবৎ করিলেন]

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎ করতঃ) এসো ঠাকুর। তুমি কেবলমাত্র ঐ দস্যু
দমনে নয়, সর্বপ্রকার পাপশু দস্যু দমনে সমর্থ হও—এই কামনা
করি। জয় হোক!

[সকলের প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

—চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীপত্রিকার বর্তমান বর্ষের ৭৩ পৃষ্ঠায় ১৬ লাইনে “সোমুহুদ”-এর স্থলে
“সেবাসুহুদ” এবং ১৬৮ পৃষ্ঠায় ১৭ লাইনে “প্রবনে” স্থলে “প্রবণে” এবং
ঐ পৃষ্ঠায়ই ২৪ লাইনে “অভিন্ন” স্থানে “ভিন্ন” হইবে। উহা শুদ্ধ করতঃ
পাঠকবর্গকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

—প্রকাশক

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল পরমভাগবত দিগম্বর সনকাদি মুনিগণকে ভগবদর্শনে বাধাপ্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ উৎপাদন করেন এবং তাঁহাদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অশুরযোনি প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিন জনে ইঁহারাই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, কুন্তকর্ণ-রাবণ এবং দম্ভবক্র-শিশুপালরূপে আবিভূত হইয়াছিলেন। এগুলে সংশয় এই যে, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কি প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হইল? এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ পূর্ব ও পর মহাজনগণ যেক্রপ সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইল।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—“যদিও আত্মারাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রাতিকূল্যাচরণ এবং ভগবানের স্বভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্টিকরণেচ্ছার দ্বারা জন্মলীলাভিনয় ও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদ্ভিত হইলে ভগবৎলীলাপুষ্টি ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অন্য কাহার করা সম্ভব নয়। পার্ষদগণের ভগবানের প্রতি প্রাতিকূল্যভাব হইতে পারে না কিন্তু লীলাপুষ্টির জন্য তিনি আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদনপূর্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে স্বপার্ষদ জয়-বিজয়কে প্রাতিকূল্যভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পন্ন করিতে হইতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধকৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয়-বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করাইয়াছিলেন। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদ ব্যতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্মই ভগবান্ জয়বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন। অশুর ভাবাপন্ন না হইলে শ্রীভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে তাঁহা-দিগকে অশুরদেহে প্রবিষ্ট করাষ্টয়া আবিভূত করাইলেন।”

শ্রীরামানুজাচার্যের অধস্তন শ্রীপাদ বীররাঘব লিখিয়াছেন,—“এই দুই জন দ্বারপাল পরব্যোমবাসী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণের তুল্য হইলেও বিশেষ স্কৃতিবলেই দ্বারপালাধিকার লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইঁহারা সাক্ষাৎ ভগবৎপরিজন নহেন; সুতরাং ভগবদভিপ্রায়ও অবগত নহেন। নতুবা ভগবদ্বক্ষে প্রাতিকূল্য-ভাব-বিহীনতা ও প্রবেশনিবারণ-ভাবশূন্যতা-হেতু সাক্ষাৎ ভগবৎ-পরিকরগণের পূর্বোক্ত নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্যাদি প্রমাণবলে

ভগবানের অভিপ্রায় জানিবার ক্ষমতা সিদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ ভগবৎ-উদ্দেশ্যক অমুষ্ঠানবিশেষ হইতেও ভগবানের অমুচরিত্ব লাভ ঘটে, যেমন অনন্ত ও গরুড় বাতীত নাগ ও পক্ষী জাতীয় বহু ভক্ত বর্তমান, সেইরূপ স্মৃতিবশে বহু জীব নিত্যসিদ্ধ না হইয়াও ভগবৎ-পরিজন-তুল্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ স্থলেও পূর্বে কথিত (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।১৪ শ্লোকে) “যে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতুল্য পুরুষগণ বাস করেন, তাহারা ফলাকাজ্জ্বারহিত নিকামধর্ম দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন”—এই বাক্যে সাধারণভাবে বৈকুণ্ঠ বাসীর কথা বলিয়াছেন এবং ৩২ শ্লোকে “সুমহতী পরিচর্য্যার ফল এই বৈকুণ্ঠে আগমনকারী সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের স্বভাব একরূপ বিরুদ্ধ হইল কেন?” এই বাক্যেও জয়-বিজয় যে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত নহেন কিন্তু কোনও বিশেষ স্মৃতিবলেই বৈকুণ্ঠের দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৪।১৯৪ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর টীকায়ও “ইহারা সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন”—এইরূপ বাক্যের উল্লেখ আছে। আর অষ্টম স্কন্ধে (৮।২১।১৬) নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, বিশ্বকূসেন, গরুড় প্রভৃতি পার্শ্বদবর্গের মধ্যে যে জয়-বিজয়ের উল্লেখ আছে, তাহারা বামনদেবের পার্শ্বদ এবং পূর্বোক্ত শাপাভিভূত জয়-বিজয় হইতে ভিন্ন, ইহাও নিশ্চিত। শাপাভিভূত জয়বিজয়ের সহিত বামনদেবের পার্শ্বদ জয়বিজয় একই ব্যক্তি—এরূপ সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। কেন না, কৃষ্ণাবতারে শাপগ্রস্ত জয়বিজয়ের মোচন হয়। বামনাবতারে আবার তাহাদেরই পার্শ্বদত্ব লাভ সিদ্ধ নহে, অর্থাৎ অসম্ভব বলিয়া ঐ অনুমান সঙ্গত নহে। অতএব ত্রিপাদবিভূতিবর্তী যে সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্শ্বদ আছেন, এই শাপগ্রস্ত জয়-বিজয় তাহাদের হইতে ভিন্ন অন্য জীব।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১৪৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—কারুণ্য-দেশাধিপতি শিশুপাল-দন্তবক্র পূর্বে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল জয়-বিজয় ছিলেন। (ভাগবত ৭।১।৩৪ শ্লোকে) প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিগণের প্রাকৃত দেহসম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নানুসারে জানা যায় যে, তাহারা অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্ট। সাধুগণের অপ্রাকৃত দেহের আশ্রয় তাহাদের দেহেরও বিনাশ নাই, তাহা ভগবানের নিজ উক্তি হইতে জানা যায়। ভগবান্ নিজামুগত দ্বারপালকে বলিলেন,—“তোমরা মর্ত্যলোকে গমন কর। তোমরা ভীত হইও না। তোমাদের

মঙ্গল লাভ হউক। উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের অবস্থানকালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্র যেক্রপে বিফল করিয়াছিলাম, সেইক্রপ জয়-বিজয়কেও ব্রহ্মশাপরূপ ব্রহ্মাস্ত্রখণ্ডনে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না।” ভগবানের এই উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পান্দোত্তরখণ্ডের গণ্ডানুসারে জানা যায় যে, ঐহরি নিজ ভক্তচিত্তবিনোদনের জন্ত এবং যুদ্ধাদি ক্রীড়া-নিমিত্ত তাঁহার দুর্ঘট-ঘটনাকারিণী ইচ্ছায় জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরম-জ্যোতির্ময় দেহ পার্থিব গুণময় দেহে তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

“তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃ-স্বশ্রাবজৌ তব।

অধুনা শাপ নশ্নুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ।” (ভাঃ ৭।১।৪৫)

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বাললেন,—সেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃস্বসার (যুধিষ্ঠিরমাতা কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতশ্রবার) গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণচক্রে তাহাদের শাপ হত হওয়ায় তাহারা এখন শাপনির্মুক্ত। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণচক্রেণ হতমংহো যয়োঃ তৌ। তয়ো পাপমেব হতং ন তু তাবিতর্থ্যঃ।” অর্থাৎ “কৃষ্ণচক্রে হত হইয়াছিল পাপ তাহাদের, সেই জয়-বিজয় পার্শদদ্বয়ের।” এই বাক্যে তাহাদের পাপই হত হইয়াছিল, তাহারা হত হন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর (শ্রীমদ্-ভাগবত ৩।১৬।২৬ শ্লোকের) টীকায় একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(ভগবান্ কহিলেন,) ‘হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার পরমভক্ত জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ করিয়াছেন, তাহা আমারই কৃত। আমি এই পরমভক্তদ্বয়ের আশ্রয়ভাব সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠে আনিয়া শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ দ্বারপালদ্বয়কে পরমভক্ত আপনাদের প্রতি প্রাতিকুল্যাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া এবং আত্মরাম-চুড়ামণি আপনাদের ক্রোধোদ্বেগ করিয়া আপনাদের দ্বারা শাপ প্রদান করিয়াছি। এস্থলে আমার পার্শদদ্বয়ের অথবা আপনাদের কোনও অপরাধ নাই। (সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে ভগবান্) আপনি ভক্তবৎসল, সুতরাং এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এতাদৃশ দুঃখপ্রদানের প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল?

(তদন্তরে ভগবান্ কহিলেন,) হে বিশ্রগণ, আপনারা সর্বজ্ঞ, অতএব সকলই জানেন, আমার বলা বাহুল্য মাত্র জন্ম-বিজয়ের প্রেমবিজৃম্বিত কোন প্রকার ইচ্ছা-বিশেষই ইহার কারণ। (তাঁহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,) হে প্রভুবর! আপনি দেবভাগ্যেরও অধিদেব বৈকুণ্ঠনাথ, মর্ত্যলোকের সামর্থ্য অতি অল্প, আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার যুদ্ধশুখ হইবে না। অতএব আমাদেরকে কোন প্রকার প্রতিকূল ভাবাবিহীন করিয়া যুদ্ধশুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃ পরিপূর্ণতাতে আমরা আপনার অনুমাত্র ন্যূনতাও সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি স্থায়ী ভক্তবাৎসল্যগুণ ধর্য করিয়াও অস্বদৃশ কিস্কর-দ্বয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ভগবদ্ভক্তগণের চিত্তবিনোদনার্থ ভগবানেরও তৎকালে ঐ প্রকার বাসনা উদয় হইয়াছিল।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

ভোক্তা ও ভোগ্য

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৩ পৃষ্ঠার পর)

সদগুরুর বিশ্রান্তসেবা কারিতে করিতে যখন আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ আমাদের দেখিবেন, আমরা তাঁহার ভোগের উপকরণ, তাঁহার ভোগে আমাদের সম্ভোগের কোন অবগুণ্ঠন নাই, তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা আছে, তখনই ভগবান্ আমাদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন। ভগবানের ভোগের বস্তু আমাদেরকে কৃপাপূর্বক ভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন তখনই আমাদের মঙ্গল হয় কিন্তু যদি আমরা তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হই অর্থাৎ আমরা যদি ভগবানের সেবক হইতে না পারি তাহা হইলে এই জগতে আমাদের সাজা সেব্য বা ভগবান্ গণের গোলাম করিতে হইবেই হইবে—মাতা-পিতা-পুত্র-আদি অগ্রাণু জগদ্বাসী আমাদেরকে ভোগ করিবেই করিবে, আমাদেরকে তাহাদের তাঁবেদার বা গোলাম করিয়া নাসাবিন্ধ বলীর্ধ্বের গায় আমাদের আমৃত্যু কষ্ট দিবে। আমরা তাহাদের কেহ নই যে তাঁহারা আমাদেরকে দয়া করিবে; তাই তাঁহারা যবনের পক্ষী পোষার গায় আমাদেরকে পোষণের বা আমাদেরকে শ্রীতিপ্রদর্শনের ছল দেখাইয়া অবশেষে আমাদের সর্বনাশ করিবে। তাই বলি, দাস্ত বা চাকরী যখন

করিতেই হইবে তখন আর সাজা ভোক্তা বা সাজা দ্রষ্টা হইয়া লাভ কি ?
সুতরাং আর কালক্ষেপ না করিয়া ঠেকিয়া শেখার পরও ভগবানের সেবা
করিবার জন্ত আমাদের উদ্যীব হওয়া উচিত নয় কি ?

আমরা যে দ্রষ্টা নহি—দৃশ্য, ভোক্তা নহি—ভোগ্য, এই বিপ্রলভময়ী
কথা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে গুরুগৃহে আসিয়া—শ্রীগৌড়ীয়
বেদান্ত সমিতির আচার্য্যম দীর্ঘ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটীচন্দ্রশুশীতল শ্রীচরণ-
ছায়ায় আসিয়া। তৎপূর্বে এসকল কথা কখনও শুনি নাই এবং এসব কথা
কেহ শুনিতে পাইবে বলিয়া ধারণা করিতেও পারি না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ
অনুগ্রহ ভগবান্কে আমাদের মাংস-চক্ষুদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না বলিয়া শ্রীল
শ্রীপাদ প্রায়ই বলিয়া ছিলেন যে, তোমরা ভগবান্কে দেখিতে যাইও না ;
পরন্তু সকলের একমাত্র দ্রষ্টা ভগবান্কে দর্শন দিতে যাইও। তাঁহার শুভদৃষ্টি
পতিত হইলে মঙ্গল হইবে—দ্রষ্টা অভিমান যুচিয়া দৃশ্য অভিমান জাগিবে—
হৃদয়ে ভগবানের দাস্তাভিমান জাগিয়া আমাদের ভগবৎসেবায় অধিকার
দান করিবে।

জগতের ভোগিসম্প্রদায় নিকৃদিগকে দ্রষ্টা ও ভোগী মনে করে, ত্যাগি-
সম্প্রদায় ভোগে সুখ নাই দেখিয়া উহার তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া তৎপ্রতিবাদী
হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্কিশেষে ভাবই চরম মনে করিয়া থাকে। কিন্তু
সাজা ভোক্তার আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্তা
ও দ্রষ্টা-ভাবের গলায় ফাঁসির দড়ি বুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা
ততোধিক অমঙ্গলের পথ। এসকল কথা হতভাগ্য ত্যাগীরা বুঝিয়া উঠিতে
পারে না। কিন্তু বিদ্বান গুরুদাসগণ এতাদৃশ ভোগ ও ভোগের প্রতি
উদাসীন হইয়া ভগবদ্ভক্তি যাজন করেন। তাই তাঁহারা ভোগীও নন,
ত্যাগীও নন পরন্তু ভগবানের সেবক। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর বাদবাকী
সকলেই ভোক্তা বা দ্রষ্টাভিমानी। বদ্ধজীবের ইহাই লক্ষণ। তাই বলিতে-
ছিলাম, নিজেকে একমাত্র ভোক্তা ও পরম দ্রষ্টা ভগবানের ভোগ্য ও দৃশ্যবুদ্ধি
হইলেই মঙ্গল—নিজেকে দ্রষ্টা বা ভোক্তা না জানিয়া ভগবানের দৃশ্য বা
ভোগ্য বলিয়া জানাই শ্রেয়ঃ ; নতুবা যোনিভ্রমণ অবশ্যস্তাবী। তাই
বলি, সাধু সাবধান।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য

ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের নিকট—নিজজনগণের নিকট তাঁহার স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ বর্ধন করিয়া থাকেন ; আবার অসুর-প্রকৃতি সেবাবিমুখ জনগণের নিকট তিনি তাঁহার অসুরমোহনপর স্বরূপটী প্রকাশিত করেন। যোগমায়া ভক্তগণের নিকট ভগবানের চিহ্নিলাস লীলাপর স্বরূপ প্রকাশিত করেন এবং বিমুখবিমোহিনী জড়মায়া অভক্ত অসুর-প্রকৃতি লোকের নিকট ভগবৎস্বরূপের বিকৃত প্রতিফলনটী প্রকাশিত করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ভগবান্ ভক্তগণের নিকট নিজকে লুকাইতে চাহিলেও তাঁহার সেই অসুগত নিজজনগণের নিকট ভগবৎস্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের নিকট ঐ স্বরূপ কিছুতেই প্রকাশিত হয় (স্তোত্ররত্ন) না,—

“হাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ ।

প্রখ্যাত-দৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ নৈবাসুপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম ॥

অর্থাৎ হে ভগবান্ ! আপনার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিদ ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্রদ্বারা আপনার শীল, রূপ, চরিত ও পরম-শক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া আপনাকে জানিতে পারেন ; কিন্তু রাজস-তামস-প্রকৃতিবিশিষ্ট অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষযুক্ত কর্ম-ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা কখনও এইসকল বস্তু উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সেবামুখ ব্যক্তিই ভগবল্লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাহারা অসুর-প্রকৃতি, নাস্তিক, বঞ্চিত ব্যক্তি, তাহারা এইসকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এইসকল কথা কে গোঁড়ামি বলে এবং অতর্ক্য অচিন্ত্যবস্তুতে তর্কের যোজনা না করিয়া শব্দ-প্রমাণের সম্মান-রক্ষাকে যুক্তিপ্রদানে অসমর্থতা বলিয়া বিচার করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার তাৎপর্য্য বঞ্চিত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নানাপ্রকার অসৎসমালোচনা করেন এবং তচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। আমরা জগতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাসম্বন্ধে আলোচনার ধৃষ্টতা করিতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা অর্থাৎ ভগবত্তা

ভগবানের চিদ্বিলাস ধারণা করিতে অসমর্থ ; তাহারা নাস্তিক মায়াবাদি-
শ্রেণীর লোক ; আর একপ্রকার প্রাকৃত সহজিয়া মুখে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দ
মানে, কিন্তু অন্তরে ও কার্যে নিত্যানন্দে সম্পূর্ণ প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট । ইহারা
উভয়েই নিত্যানন্দের শ্রীচরণে অপরাধী ।

প্রথম শ্রেণীর মায়াবাদী নাস্তিক সম্প্রদায় শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার
বিচার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, “নিত্যানন্দ জীবশিক্ষার
জন্মই যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যদি তিনি আচার্য্যের কার্য্যই
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শেষ অবস্থায় আবার দুইটি পত্নীর ভর্তা
হইলেন কেন ?’ এইসকল মূর্থ নাস্তিক লোককে কি পতিতপাবন
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সুবুদ্ধি দিয়া বলিয়া দিবেন না যে, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ
বস্তু । শ্রীকৃষ্ণই আর এক মূর্তিতে শ্রীবলদেব ; সেই শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যা-
নন্দ । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত বিষ্ণুভক্তের মূল । তিনি জীবের নিকট
আচার্য্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশদেহে
স্বয়ংরূপের সেবা করেন । এই যুগপৎ প্রভুত্ব ও সেবকত্ব তাঁহার অচিন্ত্য-
শক্তির কার্য্য ; ইহা ক্ষুদ্র জীবের ধারণার বা বিচারের অতীত ব্যাপার ।

কোন আচার্য্য মধ্যম ভাগবতের লীলা প্রদর্শন করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ
জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্বদাই ঐ মধ্যমাধিকারীর
লীলা প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি একজন মধ্যমাধিকারী সাধক, ইহা
কখনই হইতে পারে না । স্বতন্ত্র পুরুষ জীবের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ
করিবার জন্ম মধ্যমাধিকারী আচরণ দেখাইলেও তিনি আবার মহা-
ভাগবতের আচরণও দেখাইতে পারেন । ইহারা সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীগৌর-
সুন্দরের লীলা অনুধাবন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার
শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে এই বিষয়টী দেখিতে পাইবেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু কখন
ঈশ্বর প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মৈত্রী, বালিশে কৃপা, বিদ্বেষ্টাকে উপেক্ষা
প্রভৃতির লীলা প্রকাশ করিয়াছেন ; আবার যখন মহাভাগবতের স্বরূপ
প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার চটক-পর্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রান্তি (?), সমুদ্রে
যমুনা-ভ্রম (?), সর্বত্র কৃষ্ণফুটি দেবদাসীকে গোপী বলিয়া ভ্রম প্রভৃতি
হইতেছে ; আবার তিনি যখন ভগবল্লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নিজকে
হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি বলিয়া অভিমান, বিষ্ণুখটায় আরোহণ

ও সকলের নিকট হইতে সেবা-পূজাদি গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যাপার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব যে সকল বিমুখ ব্যক্তির শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-বিগ্রহ স্বতন্ত্র পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দের যুগপৎ আচার্য্য-লীলা ও ঈশ্বর-লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাহারা যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে ঐরূপ অপরাধের আবাহন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি আমাদের ভোগবুদ্ধির অধীন যে, আমরা তাঁহাকে মাপিয়া লইব? তিনি আচার্য্যলীলায় জীব-শিক্ষাদাতা, আবার ঈশ্বর-লীলায় সমগ্র ষোড়শকুলের ভোক্তা। তিনি শক্তিমত্তত্ব—সমগ্র বস্তুই তাঁহার শক্তি বা ষোড়শ। তিনি শ্রীবলদেবরূপে অবস্থিত বলদেবতত্ত্ব—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটি ভিন্ন-আকৃতিতে অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের রাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।

তাঁ'রাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥

*

*

*

মূর্ত্তি-ভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।

সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১মঃ অঃ)

প্রাকৃত-সহজিয়াকুল আবার অভিন্ন-শ্রীরোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্ত নীলাচল হইতে গোড়দেশে পাঠাইয়া ছিলেন। এইরূপ পাষণ্ড-বুদ্ধি শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অত্যন্ত অপরাধ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইসকল লোক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে তাহাদেরই মত একজন জন্মমরণশীল বদ্ধজীবমাত্র জ্ঞান করিয়া অনন্ত নরকপথের পথিক হইতেছে। এরূপ কথা কোন নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। কতকগুলি ব্যবসায়ী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তি এরূপ কুমত উদ্ভাবন করিয়া তাহাতে নিজেদের ব্যবসায় এবং পাষণ্ড অত্যাচারে সমর্থন করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লইয়াছে মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে গোড়দেশে

গমন করিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্ত আজ্ঞা করিয়াছিলেন।
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ইহা আমরা এইরূপ শুনিতো পাই,—

নিত্যানন্দ আজ্ঞা দিল,—‘যাহ গোড়দেশে।

অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥’ (টৈঃ চঃ মঃ ১৫।৪২)

সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ কথাই লিপিবদ্ধ আছে। মহাপ্রভুর নিত্যা-
নন্দকে বিবাহ করিবার আদেশ প্রদানের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে হিন্দু-
মাত্রও লিপিবদ্ধ থাকিতে দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীষদুভয়দাস ব্রহ্মচারী

স্বধামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য মহারাজ

বিগত ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৭১) মঙ্গলবার সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তি-
বিনোদ ঠাকুর ও পণ্ডিত শ্রীল গদাধর গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিকে
অবলম্বন করতঃ পূর্বাঙ্কে শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীবিশাখাসখীর আবির্ভাবস্থান
কামাইতে সজ্জানে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-
দেশিক আচার্য মহারাজ দেহরক্ষা করেন।

বাল্যকাল হইতে তিনি ভগবদ্ বিশ্বাসী ছিলেন। সদৃগুরু চরণাশ্রয়ের
জন্ত যখন তাঁহার মনে আকুল আন্তি আন্দোলিত হইতেছিল সেই সময়ই
যেন ভগবদ্ভিক্ষাক্রমে শ্রীল আচার্যদাস প্রভু তাঁহাকে শ্রীধাম মায়াপুরে
জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীচরণসরোজে
পৌছাইয়া দেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভ করতঃ তাঁহার নির্দেশে
তদানিন্তনকালে উল্টাডিসি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সেবাকাজ
করিতে থাকেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে বিভিন্ন
বিভাগে শ্রীগৌড়ীয়-প্রচার-সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এই সময় হইতে
সেবার মধ্যে থাকিয়াও বহু পরিশ্রম স্বীকার করতঃ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ
অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরে যথাক্রমে তিনি ব্যাকরণ ও কাব্য-পরীক্ষার
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা হইলে তিনিই
তার প্রথম হেড্ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকাদি রচনা
করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও অমরদীপ শ্রীগুরুপাদপদ্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের সম্পর্কেও কিছু শ্লোক লিখিয়াছেন। ঐগুলি সময়মত প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। উক্ত শ্লোক-গুলি পাঠ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার আতি ও অমদীয় শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের প্রতি তাঁহার বৈষ্ণবীয় আদর্শের নিদর্শন পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ‘কামাই’ হইতে আসিয়া স্বানন্দে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং দেবভাষায় (সংস্কৃত) শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর স্বয়ং ভগবদ্ভা ও তাঁহার ভক্তবাৎসল্য-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রাজ্ঞল ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করতঃ ভগবৎপ্রেমিকগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

তিনি ‘কামাই’তে থাকাকালেও মাঝে মাঝে শ্রীধাম বৃন্দাবন ও মথুরা দর্শনের জন্ত আসিলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র মথুরাশ্রম শ্রীকেশবদেব গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীউজ্জ্বল-উপলক্ষ্যে অমদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম মথুরায় অবস্থানকালে অনেকবারই তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ভজন-সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা করিতেন। শ্রীল গুরু-মহারাজও তাহাকে প্রীতি করিতেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তাঁহার নাম ‘শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী’ ছিল। কিন্তু তৎকালে তিনি ‘গৌরদাস পণ্ডিত’ নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ভজনানন্দী থাকায় কাহারও সহিত অনর্থক গল্পগুজব করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি জড়ে উদাসীন ও ভজনে ছিলেন প্রবীণ। ইনি শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভাকর্তৃক ৪৪৩ গৌরাক্ষে শ্রীগৌরা-শ্রীকৃষ্ণ-পত্রে ‘উপদেশক’ উপাধি লাভ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলায় প্রবেশের পর তিনি চিন্তে কিছুমাত্র স্বস্তি না পাইয়া প্রবল ভজন-অনুরাগে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন ও শ্রীবিশাখা-সখীর আবির্ভাব-স্থল ‘কামাই’ নামক স্থানে শ্রীরাধা-রাসবিহারী মন্দিরে অবস্থান করিয়া শ্রীনাম-ভজনে নিমগ্ন থাকেন। ভগবদনুগ্রহে একদিন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েকটি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের সেবা-পূজা তিনি খুব নিষ্ঠার সহিত করিতেন। তাঁহার অকস্মাৎ নির্য্যাণে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় আজ বিরহ-কাতরে নিমজ্জিত। নির্য্যাণকালে তাহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

স্বধামে শ্রীমৎ মথুরামোহনদাস বাবাজী

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৫।৬।৭১) মঙ্গলারতি-অন্তে শ্রীমৎ মথুরামোহন দাস বাবাজী মহাশয় ব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীগোবর্দ্ধনের দানঘাটিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবর্দ্ধন গোড়ীর মঠে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হন। ইনি জগদগুরু শ্রীল ভাস্করসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একটুকালে শ্রীচৈতন্য মঠে ও উক্ত মঠের অন্তর্গত চাঁপাহাটীস্থ শ্রীগৌরগদাধর মঠ প্রভৃতি বিভিন্ন কয়েকটি শাখা মঠে যথেষ্ট সেবা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

অসমদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ও বসুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের ব্যবস্থাপনায় তৎকালে উড়িষ্যার বালেশ্বর জিলাস্থ বাগদায় বাগদাষ্টেটের ব্যবস্থাপকরূপে নিয়োজিত হইয়া ছিলেন। উক্ত কার্যে তিনি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লালা অবিকার করিলে পর তিনি ব্রজমণ্ডলের অগ্রতম ভজনস্থান শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পাদদেশে পরিক্রমার রাস্তায়ই (দানঘাটিতে) ভজনকুটীর নির্মাণ করতঃ শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ-রাধা-গিরিধারী জীউর সেবাস্থলী স্থাপন করেন। তিনি দুপ্রাপ্য বহু গ্রন্থাদিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আবির্ভাবস্থান পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত যশোহর জেলায়। তাঁহার অপ্রকটকালে প্রায় ৯০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

নিবেদন

‘শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা’ এই সংখ্যা ২৩শ বর্ষের ৪ষ্ঠ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইলেন। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সাহুস্র নিবেদন, যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবার সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক—

“প্রকাশক”

শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে

শ্রীধাম পুরী-পরিক্রমা

অগ্ৰ্যন্ত বৎসরের জায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীধাম পুরী-পরিক্রমা ও তৎসহ তার নিকটবর্তী তীর্থ দর্শন এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্থান দর্শনেরও আয়োজন করেন।

এতৎ উপলক্ষ্যে গত ৩রা আষাঢ় (ইং ১৮।৬।৭১) শুক্রবার রাত্র হওড়া-পুরী প্যাসেঞ্জারযোগে রওনা হইয়া তৎপর দিন বালেশ্বরে অবতরণ করতঃ ভক্তজন-আকাজ্জিত রেমুণার “ক্ষীরচোরা গোপীনাথ” দর্শন করেন। তদন্তর পথিমধ্যে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীহাট ও শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতিও দর্শনের ব্যবস্থা হয়। তৎপর দিবস ট্রেনযোগে যাজপুর রোড ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথা হইতে বাস-যোগে বিরজাদেবীর মন্দির, নাভিগয়া প্রভৃতি দর্শন করতঃ বৈতরণীতে স্নান সমাপ্তান্তে নদী অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্বেতবরাহদেব, ব্রহ্মার স্থাপিত গরুড়স্তম্ভ, চারিকল্লের বরাহদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রভৃতি দর্শন করা হয়।

তৎপর দিবস ভুবনেশ্বরে পৌঁছিয়া বিন্দুসরোবরে স্নান করতঃ শ্রীভুবনেশ্বর মন্দির, শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব মন্দির, শ্রীত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠ, গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি অনেক স্থান দর্শন করা হয়। এইস্থান হইতে পরের দিন মোটরযোগে ঐতিহাসিক স্থান খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পাহার দর্শন করতঃ ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৭১) মঙ্গলবার দিন যাত্রীগণ বাসযোগে ক্রমশঃ শ্রীধামপুরীর দিকে অগ্রসর হইয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ সাক্ষীগোপালে উপনীত হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোপালকে দর্শন করেন। তদন্তর বাসযোগে শ্রীধাম পুরীতে পৌঁছিয়া ধর্মশালায় অবস্থান করা হয়।

৮ই আষাঢ় (ইং ২৩।৬।৭১) বুধবার দিন শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন উপলক্ষ্যে যাত্রীগণ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান সমাপ্ত করতঃ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে গমন করেন। শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করতঃ পরিক্রমা-সভ্য আবাসস্থলে পৌঁছেন। সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে আরতি প্রভৃতি স্মৃষ্টিভাবে দর্শনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষ্যে যাত্রীগণ সমুদ্রস্নান করতঃ রথাকর্ষণ করার জন্ত উদগ্রীব থাকেন। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীবৃন্দ সতৃষ্ণ নয়নে

অপেক্ষমান,—মধ্যাহ্নের উত্তপ্ততার দিকেও তাঁহাদের লক্ষ্যপ নাই। অপরাহ্ন-কালে শ্রীশ্রীবলদেব-জগন্নাথ-সুভদ্রাজীউ যথাক্রমে রথে সমাসিন হইতে থাকেন এবং রথত্রয় মন্দির গতিতে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু সময় সঙ্কুলনের ভণ্ড এই দিন রথত্রয় শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হন নাই। তৎপর দিবসও শ্রীশ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষ্যে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ-এর মধ্যে অতিবাহিত হয়।

১১ই আষাঢ় (ইং ২৬।৬।৭১) শনিবার হইতে ১৬ই আষাঢ় (ইং ৩।৭।৭১) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠদিবসব্যাপী পুরী সহরস্থ তথা আলালনাথে শ্রীবিষ্ণু-মূর্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডবতের সর্বাঙ্গ চিত্র এবং শ্রীআলালনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতিও দর্শন করা হয়। মধ্যে একদিন ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোনার্ক-এর বিরাট সূর্য্যমন্দির দর্শনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। শ্রীধাম পুরীস্থ টোটা গোপীনাথ, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রম, শ্রীচৈতন্য আশ্রম, শ্রীগোবর্দ্ধন মঠ, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, সিদ্ধবকুল, গন্তীরা, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার মন্দির, শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থী, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কুপ, লোকনাথ শিব, যমেশ্বর শিব, পার্বতী, চক্রতীর্থ দর্শন ও তথায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, অনন্ত নারায়ণ, মহাবীর মন্দির এবং গৌরগোপাল মন্দির প্রভৃতি বহুস্থান দর্শনের ব্যবস্থা ছিল। এতদুপরিও আঠারনালা, মার্কণ্ডেয় সরোবর, নরেন্দ্র সরোবর, খেতগঙ্গাদিতে স্নান স্পর্শনাদি করা হয়। তদুপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুউচ্চ মন্দিরের কারুকার্য্য, মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীভগবানের বিভিন্নলীলা, মন্দিরের প্রাচীরের ভিতর বিমলাদেবী মন্দির, সিদ্ধবট, নীলমাধব, নৃসিংহদেব প্রভৃতি অগ্ণ্য দর্শনীয় মন্দির ও শ্রীবিগ্রহগণ দর্শন করা হয়।

১৭ই আষাঢ় (ইং ২।৭।৭১) শুক্রবার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দর্শন করতঃ পরিক্রমা সমাপ্তির উদ্দেশ্যে হাওড়া অভিমুখে যাত্রা করা হয়।

বলা বাহুল্য এই পরিক্রমা-পরিচালনায় শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী প্রভৃদ্বয়ের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

ধর্ম্যঃ স্বহৃদিতঃ পুংসাং বিষকুসেন-কথাস্থ যঃ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়াক্ষা সুপ্রসীদতি ॥

নোংপাময়েদযদি যতিঃ শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম্য শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥

অন্ত ধর্ম্য সুহৃৎরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বসি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

৩শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ১২ পদ্যনাভ ৪৮৫ গোরাঙ্গ
শুক্লাব্দ, ৩১ তাদ্র ১৩৭৮ ; ইং ১৭৯১-১৯৭১ } ৭ম সংখ্যা

সানুবাচঃ

শ্রীবিলাপকুসুমাজ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

ভোজনে গুরুসভাসু কথঞ্চি-

ন্মাধবেন নতদৃষ্টিমদোৎকম্ ।

বীক্ষ্যমাণমিহ তে মুখপদ্মং

মোদয়িষ্যসি কদা মধুরে মাম্ ॥ ৬৪ ॥

হে দেবি রাধিকে ! গুরুভনের সভায় ভোজনার্থ উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ
নত দৃষ্টিতে যাহাকে কষ্ট সৃষ্টে দর্শন করিতেছেন এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণের সকটাক্ষ
বদনপদ্ম সন্দর্শনে সাতিশয় হর্ষবশতঃ উৎসুক হইয়াছে, হে মাধুর্য্যশালিনি !
তোমার সেই মুখপদ্ম কবে আমাকে হৃষ্ট করিবে? ॥ ৬৪ ॥

অয়ি বিপিনমটন্তং সৌরভেয়ীকুলানাং
 ব্রজনৃপতিকুমারং রক্ষণে দীক্ষিতং তম্ ॥
 বিকলমতি-জনন্যা লাল্যমানং কদা ত্বং
 স্মিতমধুরকপোলং বীক্ষ্যসে বীক্ষ্যমাণা ॥ ৬৫ ॥

অয়ি রাধিকে ! যিনি গোকুলের রক্ষা বিষয়ে গৃহীত ব্রত, স্মতরাং সর্বদা
 বিপিনে ভ্রমণশীল এবং চঞ্চল চিন্তা জননী যশোদা যাঁহাকে লালন করিতে-
 ছেন, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তুমি অবলোকিত হইয়া কবে তাঁহাকে
 দ্বিধং হাস্যাবিত মাধুর্য্যময় কপোলে অবলোকন করিবে ? ॥ ৬৫ ॥

গোষ্ঠেশয়াথ কুতুকাচ্ছপথাদি-পূর্ব্বং
 স্মৃশ্চিক্রিয়া স্মুখি মাতৃপরাক্রিতোহপি ।
 হা হ্রীমতি প্রিয়গণৈঃ সহ ভোজ্যমানাং
 কিং ত্বাং নিরীক্ষ্য হৃদয়ে মুদমচ্ছ লপ্স্যে ॥ ৬৬ ॥

হে স্মুখি রাধিকে ! সমূহ মাতৃবর্গের মধ্যেও স্নেহবতী গোষ্ঠেন্দ্রপত্নী
 যশোদা তোমার গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক শপথ দিয়া ভোজনের অনুরোধ করিলে
 তুমি যখন লজ্জাবনতবদনে আনন্দসহকারে ললিতাদি প্রিয়জনের সহিত
 ভোজন করিতে থাকিবে, তোমাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া আমি কি
 অচ্যু চিন্তে নিরতিশয় স্নখ লাভ করিব ? ॥ ৬৬ ॥

আলিঙ্গনে শিরসঃ পরিচুষ্মেনে
 স্নেহাবলোকনভরেণ চ খঞ্জনাক্ষি ।
 গোষ্ঠেশয়া নববধুমিব লাল্যমানাং
 ত্বাং প্রেম্য কিং হৃদি মহোৎসবমাতমিষ্যে ॥ ৬৭ ॥

হে খঞ্জনাক্ষি ! গোষ্ঠেন্দ্রপত্নী যশোদা যখন তোমাকে আলিঙ্গন, মস্তক-
 চুষ্মন ও অতি স্নেহপূর্ব্বক নূতন বধুর আয় লালন করিবেন, তখন তোমাকে
 দেখিয়া আমি কি হৃদয়ে মহান্ উৎসব বিস্তার করিব ? ॥ ৬৭ ॥

হা রূপমঞ্জরি সখি প্রণয়েন দেবীং
 ত্বদ্বাহুদত্ত-ভুজবল্লরিমায়তাক্ষীম্ ।
 পলচাদহং কলিত-কামতরঙ্গরঙ্গাং
 নেম্যামি কিং হরিবিভূষিতকেলিকুঞ্জম্ ॥ ৬৮ ॥

হে সখী রূপমঞ্জরি ! যিনি প্রীতিবশতঃ তোমার হস্তে হস্তলতা অর্পণ
করিয়াছেন এবং স্বভাবতই বাহার লোচনয় আরক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পূর্বেই
বাহার মন প্রেমাস্থিতে মগ্ন হইয়াছে, সেই শ্রীরাধিকার অহুগামিনী হইয়া
আমি কি তাঁহাকে হরিবিভূষিত কোকিলকুঞ্জে লইয়া যাইব ? ॥ ৬৮ ॥

সাকং ত্বয়া সখি নিকুঞ্জগৃহে সরস্যাঃ

স্বস্ত্যাস্তটে কুসুমভাবিতভূষণেন ।

শৃঙ্গারিতং বিদধতী প্রিয়বিশ্বরী সা

হা হা ভবিষ্যতি মদৌক্ষণগোচরঃ কিম্ ॥ ৬৯ ॥

হে সখি রূপমঞ্জরি ! যিনি তোমার সহিত স্বীয় কুণ্ডের (রাধাকুণ্ডে)
তীরস্থ-নিকুঞ্জগৃহে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ পুষ্পরচিত অলঙ্কারে ভূষিত
করিয়াছেন, হায় ! সেই ঈশ্বরী শ্রীরাধিকা কি আমার নেত্র গোচর
হইবেন ? ॥ ৬৯ ॥

শ্রুত্বা বিচক্ষণমুখাঙ্কুররাজসূনোঃ

শস্তাভিসার-সময়ং সুভগোহত্র হৃষ্টা

সূক্ষ্মাশ্বরৈঃ কুসুম-সংস্কৃত-কর্ণপুর-

হারাদিভিঃ ভবতীং কিমলঙ্করিষ্যে ॥ ৭০ ॥

হে সৌভাগ্যশালিনি ! বিচক্ষণ নামক শুকপক্ষির প্রমুখাঙ্কুররাজনন্দন
শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত অভিসার কাল শ্রবণ করিয়া এই বৃন্দাবনে অত্যন্ত হৃষ্ট
হওত অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র তথা কুসুম রচিত কর্ণপুর (কর্ণভূষণ) ও হার প্রভৃতি
অলঙ্কার দ্বারা তোমাকে কি অলঙ্কৃত করিব ? ॥ ৭০ ॥

নানাপুষ্পৈঃ কুণ্ডিতমধুপৈর্দেবি সংভাবিতাভি-

মালাভিস্তদযুগ্মং বিলসৎকাম-বিচিত্রালিভিঃ ॥

রাজদ্বারে সপদি মদনানন্দদাভিক্ষ্য-গেহে

মল্লীজালৈঃ শশি মুখি কদা তল্লমাকল্লয়ামি ॥ ৭১ ॥

হে দেবি রাধিকে ! মধুপ পঙ্ক্তি কর্তৃক সতত সম্মীলিত নানাবিধ পুষ্পে
বিরচিত মালা এবং প্রসিক্ত কুসুম দ্বারা সুশোভিত কামোদ্দীপক বিচিত্র
রেখা দ্বারা বাহার দ্বার দেশ শোভামান হইতেছে, সেই মদনানন্দপ্রদ নামক
গৃহ মধ্যে কবে আমি মল্লীপুষ্পসমূহ দ্বারা শয্যা রচনা করিব ? ॥ ৭১ ॥

(ক্রমশঃ)

চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো ভয়ত:

শ্রীব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (ইউ. পি.)

২২শে আশ্বিন, ১৩৪২ ; ১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৫

প্রিয় * * ,

তোমাকে আজকার এখানকার air-mailএ পত্র দিয়াছি। আর এই পত্র কলিকাতা হইতে যে air-mail যাইবে, তাহাতে দিবার জন্ত Professor বাবুর হস্তে কলিকাতায় পাঠাইতেছি। তাঁহার কলেজ ১২শে তারিখে খুলিতেছে, সুতরাং ইহাই এখান হইতে যাইবার শেষ দিন।

তুমি “অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার”—এই পত্রের অর্থ জানিতে চাহিয়াছ। বিস্তৃতভাবে ‘গৌড়ীয়ে’ ইহার আলোচনা যথাকালে দেখিতে পাইবে। প্রভুতত্ত্ব—মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। ইঁহার। যুগপৎ ভক্তভাব-অঙ্গীকার-লীলার একজন চারি প্রকার ভক্তভাব, অপর জন তিন প্রকার ভক্তভাব, অপর জন দুইপ্রকার ভক্তভাব, গ্রহণ করিয়া ব্রজলীলার পরিবর্তে গোড়ে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যদিও চারিপ্রকার ভক্তভাবে স্বীয় ঐদার্য্য-লীলা দেখাইয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ সেব্য—ভক্তমাত্র নহেন। ভক্তশক্তি গদাধর মধুর রতির ভাবযুক্ত ও মধুর-রসাস্রিত। তিনি শ্রীচৈতন্যের অনুগ। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ গৌরীদাসাদি সখাগণ সখ্যরসাস্রিত শ্রীচৈতন্যের সেবক—তুঙ্গভক্তশ্রেণীর অন্তর্গত। অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধি নাই। শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবিক্রেশ্বর প্রভৃতি গৌরবমিশ্র অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যূনাধিক অনুগামী। শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী প্রভৃতি মধুর-রসের কৃষ্ণ-লীলায় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্রজবাসীর ভাবানুগত্যে লীলা-প্রচারকারী, শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সেবকস্বত্রে প্রেমময়ী সেবাময়ী শ্রীরাধিকার সেবাপর অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীগৌর-লীলার সেই সকল গোপী বিষয়-বিগ্রহের পরিচর্য্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া পুরুষ-শরীর দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তভাব অর্থাৎ শ্রীরাধিকার

ভাব হইতে কাণ্ডি পর্যন্ত অঙ্গীকার করায় শ্যাম-স্বভাবের ও শ্যামাকৃতির সকলগুলি আবৃত করিয়াছিলেন। এই আবরণটি অচিৎশক্তির আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে। পরা চিহ্নক্তির ভাবান্তি-শয্যে চিহ্নক্তিমান্ সম্বিদ্-বিগ্রহ কৃষ্ণকে আবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

একত্র ৩০৪ সংখ্যায় সেই গোর, সেই ভক্ত বিপ্রলভ-বিচার বিস্তার করিয়া কৃষ্ণ ও গোপী হইতে আপাতদর্শনে পরম বিরোধ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ইহা জড়চিত্তার অতীত অচিন্ত্যলীলা - জড়বুদ্ধির সুদুর্গম। ভগবান্ সর্বশক্তিমান্ হওয়ায় সকল শক্তি সকলের চিত্তার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তিনি অচিন্ত্য-শক্তিমান। তিনি সকল শক্তির পরিণতি প্রকাশ করেন না বলিয়া অদ্বিত। যখন প্রকাশ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিহারে সেই অচিন্ত্য অদ্বিত্য অর্থাৎ আশ্চর্য্যতা প্রকাশিত হয়। তজ্জন্মই পুরুষ-দেহ প্রকাশে আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার আশ্রয়ের বিষয়। জড়গুণের আশ্রয় না করিয়া তত্ত্ব ও প্রেমের চিত্তগুণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি চিত্রগুণ। জাগতিক জায় অন্মায়-ব্যবহারে উদাসীন হইয়া ব্রজের নির্মল প্রেম আপামর সাধারণে বিতরণ করায় নামপ্রেম-প্রচার-মুখে তাহার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্যজনক নামভজনকারাগণেরই উৎক্রান্ত দশায় পরমচমৎকারময়ী বিচিত্রতা লভ্য হয়। 'তর্কে ইহা জানে যেই সেই দুর্ভাচার' অর্থাৎ জড় (mundane logic) আশ্রয় করিয়া উহাকে জড় factএর inferenceএ logical fallacyর মধ্যে আবদ্ধ করলে তাহার কুস্তাপাক-নরক অবশ্যস্তাবী।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যলীলা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণলীলা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ডক্ত ভাব-শব্দটির দ্বারা তর্ক নিরাস করিয়াছেন। "শ্যামের" পরিবর্তে গোর, "বংশীমুখ"এর পরিবর্তে সংস্কারযুক্ত দ্বিজ, "গোপবিলাসী"র পরিবর্তে সন্ন্যাসী। জড়বিলাসী ও গোপবিলাসীর মধ্যে ভেদ আছে। জড় সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্মপথের বা জ্ঞানপথের সন্ন্যাসী জড়-ত্যাগে অসমর্থ গোপগণ যে বিলাসীর সেবা করেন, সেই বিলাস আধ্যাত্মিক জড়েন্দ্রিয়বিলাস নহেন। এই সকল বিরোধ বাস্তবিকই সুদুর্কোষ।

নিত্যানীকাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(রাজনীতি*)

১। বর্তমান রাজশাসন হরিভক্তনের অনুকূল নয় কি?

“আমাদের বর্তমান অধীশ্বরী শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে ও নিরুদ্ভিগ্ন অন্তঃকরণে এই ভারতে রাজ্য করিতে থাকুন। তাঁহার শাসনবলে আমরা যেন নিরুদ্বেগে পবিত্র বৈষ্ণবধর্মের আশ্বাদন ও প্রচার করিতে থাকি।”

— ‘মঙ্গলাচরণ’, সঃ তোঃ ৪।১

২। ইংরাজ ও এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে সৌহার্দ্য কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে?

“ইংরাজ বাঙ্গালীর পরস্পর সৌহার্দ্যই স্বাভাবিক। ইংরাজ মহাশয়গণ আর্য্যসন্তান এবং ভারতবাসীগণও আর্য্যসন্তান, অতএব ইংরাজ মহাশয়েরা এবং ভারতবাসীগণ সম্পর্কে পরস্পরের ভ্রাতা। স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্বের কোথায় গেল? ইংরাজরা আমাদের শাসনকর্তা হইয়াছেন বলিয়া স্বাভাবিক ব্রাতৃ কি জন্ত লুপ্ত হইবে? ভারতবাসীগণ সম্পর্কে—জ্যেষ্ঠ, ইংরেজরা—কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন কণ্ঠক্ষম হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করেন, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বয়সে বৃদ্ধ, স্মরণ্য বলহীন হইয়া বিশেষ প্রীতিসংকারে কনিষ্ঠের অধিনতা স্বীকার করেন। ইহাতে দোষ কি? আমরাও যখন যৌবনাবস্থায় ছিলাম, তখন আমরা অন্যান্য জাতিসকলের উপর প্রভুতা করিয়াছি। এখন বার্দ্ধক্য-বশতঃ অক্ষম, অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব—ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে? কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আশীর্বাদ করিয়া সর্বক্ষণ সেই পরমানন্দময় হরিচরণসুধা-সেবন করিব,—ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে? সর্বপ্রকার উৎপাত হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের রক্ষা করিবেন। আমাদের আর বৃদ্ধ-ক্ষেত্রের নিরর্থক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না; আমরা গৃহে বসিয়া হরিনাম করিব। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাংসারিক দুঃসহ কার্য্য করিতে করিতে যদিও কোন সময়ে বিরক্ত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন, আমরা জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মানুসারে

* প্রবন্ধটি ইংরাজ-শাসনকালে রচিত।

—প্রকাশক

তাহা সহ্য করত কনিষ্ঠের প্রতি মিষ্ট বাক্য ও শিষ্টাচরণের দ্বারা তাহার আনন্দ বিধান করত ভক্তি-ভাজন হইব। কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঐ সকল দুঃস্থ কার্য্যসম্বন্ধে অর্থাভাব হইলে সাধ্যমত অর্থ-সাহায্য করিতে ক্রটি করিব না। একানবর্তী শিষ্ট গৃহস্থদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যেরূপ স্নেহকার্য্য, তাহাই আমরা আচরণ করিব; কোন প্রকারেই বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিব না। হে স্বদেশবাসি ভ্রাতৃগণ! আমি উপদেশ করিতেছি— তোমরা এইরূপ আচরণ কর।”

—‘আশীর্ষচন’, সঃ তোঃ ২।৫

৩। দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে বিরোধ থাকিলে মনুষ্যজীবনে সুখশান্তির সম্ভাবনা আছে কি?

“বহুগুণভূষিত বলবীৰ্য্যশালী ইংরাজ মহাশয়দিগকে ও অস্বদেশজাত ভ্রাতৃবর্গকে আমি বলিতেছি,—“ভাই সকল! বিরোধ পরিত্যাগ কর; বিরোধে কিছুমাত্র সুখ নাই। বিরোধ পরিত্যাগ করিলে আমার চির-পরিচিতা শান্তিদেবী তোমাদিগকে সুখ প্রদান করিবেন। সুখই সকলের অন্বেষণীয়; শান্তিদেবীর আশ্রয়ে সুখ লাভ কর। আদৌ মানববৃন্দ সকলেই সকলের ভ্রাতা। পরমপিতা পরমেশ্বর তোমাদের পরস্পর-বিরোধে সন্তুষ্ট হন না। তোমরা সকলেই শরীরী। শরীর-সম্বন্ধী নানাবিধ অভাব, পীড়া ও দুর্ঘটনার দ্বারা আমরা সর্বদাই জর্জরিত। পরস্পর ভ্রাতৃত্বাবে থাকিলে কথঞ্চিৎ দুঃখ নাশ হইতে পারে। পরস্পরের সাহায্যে অভাবনিবৃত্তি ও একত্র পরিশ্রমে দৈব উৎপাত-সকলের অনেকটা প্রতিবিধান হয়। এমত অবস্থায় যদি পরস্পর বিরোধ করা যায়, তবে দুঃখনিবৃত্তির কিছুমাত্র আশা আর থাকে না; সুখ এই নশ্বর জগৎকে একেবারে পরিত্যাগ করে। অতএব হে ভ্রাতৃবর্গ! তোমরা হিংসা, ঘেঁষ ও মিথ্যা অহঙ্কার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরস্পর প্রীতি কর।

—‘আশীর্ষচন’, সঃ তোঃ ২।৫

৪। যুদ্ধাদি-বিরত হইয়াও ভারতবাসিগণের পূর্ব্বগোরব রক্ষিত হইতে পারে কি?

“বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অত্যাচ্ছ জাতির উপদেষ্টৃস্বরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন।”

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। ধর্মশাস্ত্রে কিরূপে যুদ্ধ বিহিত হইয়াছে ?

“রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যতপ্রকার অন্তায় যুদ্ধ হয়, সেই সমুদায়—
অধর্ম ও জগন্নাশজনক কার্য্যবিশেষ। নিতান্ত ন্যায়-যুদ্ধ ব্যতীত ধর্মশাস্ত্রে
অন্য যুদ্ধ বিহিত হয় নাই।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সনেহভঞ্জন

ভক্তিবিনোদের জৈবধর্মগ্রন্থে মধুর-রসবিচার,
পড়িয়া পড়িয়া ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ লিখি তার।
মধুর রসের সুধাসিকুনীরে ডুবাইয়া প্রাণ-মন,
হাবুডুবু খাই কূল নাহি পাই কি করিব আশ্বাদন !
এই রত্নাকরে কতনা অমূল্য- রতন পড়িয়া আছে ;
জহরী হইলে চিনিতাম তাহা তু'লে রাখিতাম কাছে।
দেখিলাম সেথা উপনিষদেরা কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হয়ে,
করিয়া সাধন গোপী হ'য়ে ব্রজে জন্মিলেন গোপালয়ে।
যাঁরা হন গ্রন্থ পাঠ করি মোরা হেন কার্য্য করে তাঁরা !
কেমনে সম্ভব বিস্ময়ে সংশয়ে করে মোরে জ্ঞানহারী।
ভাবিতে ভাবিতে গভীর নিশায় দেখি যেন তন্দ্রাবেশে,
মোর তনু মন নিয়ে গেল কেহ এক আনন্দের দেশে।
আকাশে বাতাসে খেলিছে আনন্দ আনন্দের ফুলবন,
স্বানন্দ-সুখদ- কুঞ্জ এই হবে ভাবিল আমার মন।
ঠাকুর ভকতি- বিনোদ হেথায় আছেন সমাধিসুখে,
ভক্তিতত্ত্বসার কেহ কভু আর শুনিবেনা তাঁর মুখে।
কত বৈষ্ণবেরা হরিনাম করে হাতে লয়ে জপমালা,
ভাবি কেহ যদি হরিকথা কয় জুড়ায় প্রাণের আলা।

সহসা, কে এক আনন্দ মুরতি বলিছে আমার কাণে,
 হরিকথা যদি শুনিবার ইচ্ছা চলহ নিভৃত স্থানে ।
 “কোথা হেনস্থান আছে প্রভো হেথা বলুন তা কৃপাকরি ।”
 প্রভু বলিলেন, “স্থান-কাল নাই যা দেখ এ মায়াপুরী,
 তোমার হৃদয় সে নিভৃত স্থান বসিব ছুজনে সেথা,
 যে-কথা শুনাব রবেনা সন্দেহ জুড়াষে সকল ব্যথা ।”
 বলিতে বলিতে কোথায় মিলাল বাহিরে দেখিনা তাঁরে,
 তখন নয়ন মুদিয়া দেখিছু বসি তিনি মোর ধারে ।
 সন্দেশ বচনে বলিলা তখন, “সন্দেহ তোমার মনে,
 উপনিষদেরা জনমে কেমনে গোপগৃহে বৃন্দাবনে ?
 উপনিষদেরে গ্রন্থ ব’লে জানো গ্রন্থ—মুদ্রাযন্ত্র কবে ?
 সে বৈদিক-যুগে গুরুমুখে শুনি’ ঋতিনিষ্ঠা পেত যবে ।
 যে উপনিষদ দৈববলে যিনি ক’রেছেন সম্পাদন,
 তাহাতে তন্ময় সেইনামে তিনি বিশ্বপরিচিত হন ।
 এ যুগের ভাবে সে যুগ ভাবিলে মনে বহুভ্রান্তি রয়,
 গ্রন্থ, গ্রন্থকর্তা এযুগে পৃথক তন্ময়তা নাহি হয় ।
 ঈশ-কেন-কঠ- ছান্দোগ্য-মাণ্ডুক্য ছিল যাঁদের প্রাণ,
 তাঁরাই ত সবে সে উপনিষদ করিওনা ভেদজ্ঞান ।
 তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণ-প্রেমাকাজক্ষা কভু অসম্ভব নয় ;
 প্রাণহীন যত এযুগের গ্রন্থ সে যুগের প্রাণময় ।”
 শুনিতে শুনিতে গেল নিদ্রাবশে সন্দেহ হইল দূর ;
 অরুণ উদয় কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে চিত্তমোর ভরপুর ।

—কবিরত্ন শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্র, এম্.এ, বি.টি, সাহিত্যভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-১০)

যাহারা নিজ সুখের জন্ত বিষয়সম্বন্ধ রাখে। শ্রীযাদব ও পাণ্ডবগণের বিষয়সম্বন্ধ তাহাদের মত হইলেও তাহাতে নিজ সুখাভাস মাত্র ছিল। নিজ সুখানুসন্ধান ছিল না। ভাঃ ১০।১০।৪৬—

শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নাদিকশ্মলু।

ন বিদুঃ সন্তুমান্নানং বৃক্ষয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ।

শ্রীকৃষ্ণগত চিত্ত যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, গমন, ক্রীড়া, স্নান, ভোজনাদি ক্রিয়ার আপনাকে জানিবেন না।

কিন্তে কামাঃ সুরস্পাহা মুকুন্দমনসো দ্বিজ।

অধিজহু মুদং রাজঃ ক্ষুধিতশ্চ যথৈতরে ॥ (ভাঃ ১।১২।৬)

হে দ্বিজগণ ! শ্রীযুধিষ্ঠির যে বিষয়ভোগে নিম্পৃহ ছিলেন, তাহা দেব-গণেরও প্রার্থনীয় ছিল। তিনি কৃষ্ণগতচিত্ত ছিলেন। এজন্ত ঐসকল কি তাহার আমোদ জন্মাইতে পারে? ক্ষুধিত ব্যক্তির মন যেমন অন্তে থাকে, গন্ধমাল্যাদি উপভোগে তাহার প্রীতি জন্মাইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীযুধিষ্ঠিরের মনও শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল। এজন্ত এসকল বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র প্রীতি ছিল না।

উপরিউক্ত শ্লোকে পাণ্ডবদের বিষয়াভিনিবেশ না থাকার কথা থাকিলেও নিম্নশ্লোকে বলিতেছেন,—

এবং গৃহেষু সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া।

অত্যক্রামদাবজাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ ॥ (ভাঃ ১।১৩।১৭)

এইরূপে তাহার গার্হস্থ্যপ্রমে আসক্ত হইয়া গৃহব্যাপারে প্রমত্ত থাকিলে অজ্ঞাতসারে অতিদুস্তর কাল তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ তাহাদের আয়ু শেষ হইল এই শ্লোকে তাহাদের বিষয়াশক্তির কথা বলা হইয়াছে, কেহ এরূপ সংশয় উত্থাপন করিলে উত্তরে বলা হইতেছে—এই শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রাদির গৃহাসক্তি বর্ণিত হইয়াছে। কারণ পরবর্ত্তি শ্লোকে বলিতেছেন—

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত।

রাজন্ নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশুদং ভয়মাগতম্ ॥ (ভাঃ ১।১৩।১৮)

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—হে রাজন্ শীঘ্র এস্থান হইতে নির্গত হউন। দেখুন কি মহাভয় উপস্থিত হইল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে মাত্র—পাণ্ডবদের বিষয় নহে।

কোনস্থলে লীলাশক্তিই লীলামাধুর্যের পোষণ জন্য প্রতিকূল উপকরণে লীলোপযোগিনী শক্তি বিচ্যুত করিয়া শ্রীগোপাদির মত ভগবৎপ্রিয় জন-গণের বিষয়াবেশাদির আভাস সম্পাদন করেন।

পূর্বোক্ত শ্লোকের সন্দেহ নিরসনার্থ পরে বলিতেছেন—

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত ।

রাজন্ নির্গমাতাং শীঘ্রং পশ্বেদং ভয়মাগতম্ ॥ (ভাঃ ১।১৩।১৮)

বিদুর সকলের আয়ু শেষ জানিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—রাজন্ শীঘ্র এস্থান হইতে নির্গত হউন। দেখুন কি মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে।

কোন স্থলে লীলাশক্তি স্বয়ং লীলামাধুর্যপোষণের জন্য প্রতিকূল অনুকূল উপকরণের লীলোপযোগিনী শক্তি বিচ্যুত করিয়া গোপাদির মত ভগবৎপ্রিয় জনগণের বিষয়াবেশাদির আভাস সম্পাদন করেন। যথা পুতনার আগমনে—

বস্তুস্মিতাপান্নবিসর্গবীক্ষিতৈর্মনো-

হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্ ।

পুতনার মনোহর হাস্যযুক্ত কটাক্ষ ব্রজবাসিগণের মনোহারিণী হইয়াছিল। চিন্ময়বিগ্রহ কৃষ্ণপ্রেমবান ব্রজবাসিদের মায়াময়ী নারীর কটাক্ষে চিত্তবিভ্রম হওয়া সম্ভব নহে, লীলাশক্তির প্রেরণায় আভাস মাত্র হইয়াছিল। এই অভিপ্রায়ে “মনোহরন্তী”—মনোহরার মত আচরণকারিণী উক্ত হইয়াছে। লীলাশক্তি যে কোন পুতনাকে শক্তিদান করিয়াছিলেন, তাহা পুতনা-মোক্ষণাধ্যায়ে স্মৃতিত হইয়াছে—

ন যত্র শ্রবণাদানি রক্ষোঘ্নানি স্বকস্মিৎ ।

কুঞ্চন্তি সাত্বতাং ভর্তৃর্যাতুধাতুশ্চ তত্র হি ॥ (ভাঃ ১০।৬।৩)

যেখানে সাত্বতপাত শ্রীভগবানের শ্রবণাদি থাকে না। তথায়ই রাক্ষসী-গণ দৌরাভ্য করিতে পারে। এই শ্লোকে দেখা যায়—যেখানে ভগবৎ-কথা হয়, তথায়ই রাক্ষসী যাইতে পারে না, আর যে গোকুলে স্বয়ং ভগবান্ বিরাজিত, যেখানে পুতনা যাইতে সমর্থ হইল। নিশ্চয়ই ইহার মূলে কিছু রহস্য আছে। পুতনার তথায় আসিবার শক্তি না থাকিলে লীলাসম্পাদনের (পুতনার বিনাশ) জন্য লীলাশক্তি তাঁহাকে গোকুলে আসিবার শক্তি দিয়াছিলেন। আর তাঁহার সহায়তায় ইহাও সম্ভব হইয়াছিল—

অমংসতান্তোজকরেণ ক্লপিণীং ।

গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টু মিবাগতাং পতিম্ ॥ (ভাঃ ১০।৬।৬)

পুতনার হস্তে লীলাকমল থাকায় গোপীগণ মনে করিয়াছিলেন—মুষ্টিমতী লক্ষ্মীপতিদর্শনার্থে আগমন করিয়াছেন। লীলাশক্তির সহায়তা ব্যতীত কদাকার রাক্ষসী লক্ষ্মী বলিয়া পরিচিত। হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না—বিশেষতঃ ভগবৎ পরিকরের নিকট। পুতনার অপ্রতিভ মনোহর চেষ্টার কথা বলিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

তাং তীক্ষ্ণচিন্তামতিবামচেষ্টিতাং

বীক্ষ্যান্তরা কোশপরিচ্ছদাসিবৎ ।

বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধ্বিষিতে

নিরীক্ষ্যমাণে জননী হৃতিষ্ঠতাম্ ॥ (ভাঃ ১০।৬।৯)

সেই রাক্ষসীর চিত্ত সুকোমল আধার মধ্যগত (খাপ) অসির দ্বায় তীক্ষ্ণ হইলেও তাহার বাহ্য চেষ্টা জননীর দ্বায় অতিশয় বাৎসল্য ভাববৃত্ত। সুতরাং গৃহমধ্যগত তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রভায় অভিভূত হইবার জন্য এক দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন। কেহই তাহাকে নিবারণ করেন নাই। এস্থলে যশোদা-রোহিণীর অভিভব যথার্থ নহে, আভাস মাত্র।

এই প্রকারে কোন স্থলে তাদৃশ ব্যক্তিগণের অর্থাৎ বাহাদের প্রতি মায়া কখনও প্রভাব বিস্তারে সমর্থ নহে। সেই ভগবৎ পরিকরণের মায়া দ্বারা অভিভবাতাস মনে করা যায়। যথা—প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তৃনূন্যা মেহপি বিমোহিনী (ভাঃ ১০।১৩।৩৯)। এ মায়া প্রায় আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া অত্যা মায়া নহে। যেহেতু ইহাতে আমার মোহ জন্মিয়াছে। এস্থলে শ্রীবলদেবেরও মায়াদ্বারা অভিভবাতাস মনে হয়।

অন্য দৃষ্টান্ত—জয়বিজয়ের দৈত্য ক্রমে। শ্রীবলদেবের প্রেমাди আবৃত না হওয়ায় অভিভবাতাস অতি সামান্য ; আর জয়বিজয়ের প্রেমাди আবৃত হইয়াছিল বলিয়া তাহার দ্বারা জয়বিজয়ের বৈরভাব। ভগবদ্বিদ্বেষপ্রাপ্তি মুনিগণের অভিশাপ হেতু নহে, কিন্তু আমার অতিমত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়বিজকে চতুঃসন অমুর যোনিতে জন্মগ্রহণের জন্য অভিশাপ দিলে শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে সাস্ত্রনা দিবার জন্য বলিলেন—

ভগবানমুগাবাহ যাতং মাতৈষ্টৈমস্তশম্ ।

ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোহপি হস্তং নেচ্ছে মত তু মে ॥ (ভাঃ ৩।১৬।২৯)

“তোমরা এখান হইতে যাও, ভয় নাই, মঙ্গল হইবে। আমি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমার

মতানুসারেই ইহা ঘটিয়াছে।” জয়বিজয়ের বৈরভাব প্রাপ্তি শ্রীভগবানের বৈরভাবে নিষ্পন্ন করে নাই। জয়বিজয় শ্রীভগবানের প্রতি বৈরভাব প্রকাশ করিলেও তিনি তাহাদের প্রতি শত্রুভাব প্রকাশ করেন নাই। জয়বিজয় অম্বর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া (হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুন্তকর্ণ ও শিশুপাল-দত্ত-বক্ররূপে) ভগবদ্বিদ্বেষ প্রচার করিলেও শ্রীভগবান বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের প্রতি যে বৈরভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের বৈরভাব দর্শনে সমুদভূত হয় নাই, তিনি স্বেচ্ছাময়। নিজেচ্ছায় বিচিত্র লীলাকৌতুক নির্বাহের জন্য ঐভাষ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধকৌতুকানুভব ইচ্ছাই তাহার মূল।

সনকাদি মুনিগণের অভিশাপ যে জয়বিজয়ের পতনের হেতু নহে, তাহা দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবগণের স্তুতিতে জানা যায়—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদবশুস্তি মার্গাৎত্বয়িবদ্ধ সৌহৃদাঃ ।

ত্বয়াভিগুপ্ত বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ক্স প্রভো ॥

(ভাঃ ১০।৩।২৩)

হে মাধব ! মুক্তাভিমানী জ্ঞানিগণ যেক্রপ বিঘ্নে অভিভূত হন, আপনার শ্রীচরণাশ্রিত, আপনাতে সৌহৃদ্য সম্পন্ন ভক্তগণ তদ্রূপ অষ্ট হন না। তাহারা আপনা কর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নসমূহের অধীশ্বরগণের মন্তকোপরি বিচরণ করেন। এস্থলে হে মাধব—মা অর্থাৎ লক্ষ্মী তাহার কান্ত এ সন্মোদনের তাৎপর্য—মাহারা লক্ষ্মীকান্তের নিজজন, তাহাদের স্বতঃই স্বর্কসম্প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। প্রভুর প্রভাবে ভক্তগণের সর্বসম্প্র সিদ্ধি সম্ভব। ভক্তগণের ভক্তিবিশ্ব উপস্থিত হইলে শ্রীভগবানের মহতী কুপারি উদয় হয়। তজ্জন্তু বিঘ্নসকল অনায়াসে বিনষ্ট হয়।

জয়বিজয়ের শীঘ্র নিজাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বৈরভাব প্রাপ্তির ইচ্ছা হইতে পারে না। তাদৃশ পরম ভক্তগণ ভক্তিতত্ত্ব মুক্তিকেও অঙ্গীকার করেন না। যদি ভক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে নরকও অঙ্গীকার করিতে পারেন। সনকাদির উক্তিতে তাহা জানা যায়—

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং

কিস্বনুদর্পিতভয়ং ভ্রব উন্নয়েন্তে ।

যেহং হৃদজ্যুশরণা ভবতঃ কথায়াঃ

কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥

কামং ভবঃ স্বরূজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাৎ

চেতোহচিলদ যদি তু তে পদয়ো রমেত ।

বাচস্ব নস্তলসিবদ যদি তেহজ্জিশোভাঃ

পূর্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরক্তাঃ ॥ (ভাঃ ৩।১৫।৪৮-৪৯)

হে প্রভো ! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও নিরতিশয় পবিত্র, এজন্ত কীর্ত্তনযোগ্য ও তীর্থস্বরূপ । তোমার চরণাশ্রিত যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথায় রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসঙ্গরূপ মোক্ষকেও আদর করেন না, অথ ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি ? ফলতঃ ইন্দ্রাদিপদে তোমার ভ্রভঙ্গি মাত্রে ভয় নিহিত । যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের আশ্রয় তোমার চরণকমলের রমণ করে, যদি আমাদের বাক্য তুলসীর আশ্রয় তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কর্ণ তোমার গুণসমূহে পূর্ণ হয় তবে আমাদের নিজকর্মফলে যথেষ্ট নরকবাসেও ক্ষতি নাই । অতএব নরকে পেলোও যদি ভক্তির বিষয় না ঘটে, তবে শুভ্রগণ নরকবাসও অঙ্গীকার করেন । জয়বিজয়ও তদ্রূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—আমরা নীচ হইতে নীচতর যোনিতে ভ্রমণ করিলেও আপনাদের করুণায় যে অন্ততাপলেশ উপস্থিত হইল, তৎপ্রভাবে আমাদের ভগবৎস্মৃতির প্রতিবন্ধক মোহ যেন না হয় ।

জয়বিজয় শ্রীভগবদভিমত যুদ্ধকৌতুক সম্পাদনের জন্ত বৈরভাবাত্মক মায়িক দেহে স্বাভাবিক অগ্নিমাди সিদ্ধিযুক্ত গুরুসন্তানাত্মক নিজ বিগ্রহ দ্বারা প্রবেশ করিয়া অচেতন দেহকে চেতন করতঃ ভক্তিবাসনা বিলীন থাকিলেও তৎপ্রভাবে সেই দেহে আবিষ্ট না হইয়া অবস্থান করেন । বৈরভাবাত্মক মায়িক দেহ সম্বন্ধেই বৈরভাব ব্যক্ত হইয়াছিল । শ্রীভগবানের যুদ্ধকৌতুক নিব্বাহের পর সেই দেহ-সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় । তাঁহারা নিত্যপার্বদ, এজন্ত প্রেমবান্ । প্রেমপূর্ণ চিত্তে বৈরভাবোদয় সম্ভব নহে । বাহ্যিক দেহ সম্বন্ধে সেই ভাবসহ কৃত স্মরণ ও সেইভাবে বিলয়—উভয়ই বাহ্যিক । তাঁহাদের অন্তরে বৈরভাব ছিল না । এজন্ত বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়াছিলেন—তোমারা এস্থান হইতে গমন কর, তোমাদের ভয় নাই মঙ্গল হইবে ।

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

জিজ্ঞাসা

নাস্তিকতার নানা ঝগড়াবাতের প্রলয়-কাণ্ড সত্ত্বেও পুণ্যভূমি ভারত এখনও হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না যে, ভগবান্ নাই। সকলে স্বয়ংরূপ ভগবানের অপ্রাকৃত-স্বরূপ-হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইলেও রবি-শশি-তারকা-নিচয়ের নিয়মিত উদয়, অস্ত ও পরিভ্রমণ দেখিয়া, ঋতুনিচয়ের যথানিয়মে আবর্তন লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই সকলের নিয়ামক একজন পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আছেন, যাহার শাসন ইহজগতের রাজরাজেশ্বরগণেরও দুর্লভ্য। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, সেই ভগবানেরই প্রতিভূ ইহ জগতের শাস্ত্রকার সাধুগণ। ত্রিগুণ-ময়ী মায়ার প্রভাবে যাহারা দার্ভিকতাৰ্শে অন্তায় কার্য্য করে, তাহারাও কোন না কোনও সময় বিবেকের কশাঘাতে অশুতাপানলে দগ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত কারিতে চেষ্টা করে। পরম পিতা পরমেশ্বরের অস্বীকার দ্বারা নিজাদগকে ‘জারজ’ বলিয়া পরিচয় দিতে ভারতবাসী স্বভাবতঃই ঘৃণা বোধ করেন।

সাধুগণকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়াই কোথাও সাধুর সমাগম শ্রবণমাত্র দলে দলে লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। ত্রিতাপের কশাঘাতকে উপেক্ষা করিবার মত গভীর চৰ্ম্ম তাহাদের এখনও হয় নাই। ত্রিতাপের যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় তাহা হইতে উদ্ধার-লাভের জন্তই জনগণ সাধুর নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু ত্রিতাপের কারণ অনবগতির জন্ত অধিকাংশ ব্যক্তিই এই ব্যাধির যে উপসর্গে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে, সেই উপসর্গটির কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত সাধুর নিকট প্রার্থনা জানায়। কেহ হয় ত বলেন—“আমি বাত-ব্যাধিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। এই ব্যাধিটির কবল হইতে যাহাতে চিরতরে উদ্ধার পাই, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থা করুন।” কাহারো প্রার্থনা—“আমি হৃভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া অনাহারে কঙ্কালসার হইয়াছি; আমার পরিবারবর্গ অনাহারে মরিতে বসিয়াছে, আমি যেন প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি?” কাহারো প্রার্থনা—“আমি নিঃসন্তান অবস্থায় বড়ই মনঃকষ্টে আছি, আমার যেন একটি সন্তান হয়।” আবার কাহারো প্রার্থনা—“আমার পুত্র যেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইতে পারে, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।” এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি সাধুর নিকট বিভিন্ন প্রার্থনা উপস্থিত করে। যদিও এই সকল প্রার্থনা হৈতুকী ও আত্মেন্দ্রিয়প্ৰীতি-

বাহ্যমূল্য, তথাপি এই সকল প্রার্থনাকারিগণ ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান নহে বলিয়া সন্দেহবাদী ও নাস্তিকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গীতাপাঠে আমরা জানিতে পারি,—হৈতুকী প্রার্থনা লইয়া সাহারা সাধুর নিকট উপস্থিত হয়, তাহারা আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিভাগে বিভক্ত। এষ্ট চতুর্বিধ লোক শুদ্ধনুখী স্নকৃতি লাভ করিতে পারিলে হৈতুক-প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ভজনে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিসাধনে ব্রতী হয়। সাধুসঙ্গের ফলে ও কৃষ্ণের কৃপায় হৈতুকী প্রার্থনা বা কাম দূরীভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিকে স্থান প্রদান করে।

“সংসঙ্গানুকূলঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বৃধঃ।

কীর্ত্যমানং যশো যন্ত স কৃদাকর্গ্য রোচনম্ ॥” (ভাঃ ১।১০।১১)

যিনি প্রকৃত সাধু, তিনি কখনও প্রার্থীকে কাম প্রদান করেন না। তিনি যযাতি রাজার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়া দেন যে, অগ্নিতে ঘৃতাহতি প্রদান করিলে তাহা যে-প্রকার নিক্ষিপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর আরও বদ্ধিত হয়, সেই প্রকার কামও কামসকলের উপভোগ সাম্যলাভ করে না, পরন্তু উত্তরোত্তর বদ্ধিত হয় মাত্র। তিনি ভোগপ্রার্থি-গণের দৃষ্টি—রূপ-মোহে দগ্ধ পতঙ্গ, শব্দ-মোহে আবদ্ধ মাতঙ্গ, ঘ্রাণ-মোহে বিগতপ্রাণ ভৃঙ্গ, শব্দ-মোহে ব্যাধের বানে হত কুরঙ্গ ও রস-মোহে ষড়শীবিদ্ধ মীনের ছুর্দশার প্রতি আকর্ষণ করিয়া ঐ ভ্রান্তপথ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া ভগবদ্ভক্তির নিত্য স্বাস্থ্যপ্রদান করেন। সাহারা সাধুর বেষে কামের ইন্ধন-সরবরাহকারী, তাহারা সাধু নহে, প্রাণঘাতী। মানব অজ্ঞতা-প্রযুক্ত-কামী হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞ সাধু ঐ অজ্ঞতার প্রশ্রয় দেবেন কেন?

আমাদের প্রশ্ন হইতেই সাধু আমাদের অন্তরের ভাব জানিতে পারেন। কোনও প্রশ্ন শ্রবণ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, আবার কোনও প্রশ্ন শ্রবণ করিলে তাহার প্রশংসা করিয়া আদরের সহিত তাহার উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। কোন কোন প্রশ্নকারী নিজের ধারণালুপ্তায়ী উত্তর না পাইয়া মনঃক্ষুব্ধ হয়। বদ্ধ ধারণা বিদূরণের জন্তই যে সাধুর নিকট যাওয়া তাহা তাহারা ভুলিয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সাধু সেই কথার উত্তর না দিয়া ভগবদ্ভক্ত্যাহা কীর্তন করেন, যাহাতে আত্মার কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কখনও কখনও আমরা এমন

প্রশ্নও করি, যাহার সংক্ষিপ্ত উত্তরে বিষয়টি পরিষ্কৃত হইবে না। সেই সময় অন্তর্যামী সাধু তাহার পূর্বাভাসমূহ পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কোন কোন ব্যক্তি তখন অধৈর্য্য হইয়া “Out of point” মন্তব্য প্রকাশ-পূর্বক উঠিয়া যাইতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁহারা যদি ধৈর্য্যধারণপূর্বক শেষ পর্য্যন্ত সাধুর কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, সাধুর কথা ‘Out of point’ নহে, সাধুর বিশদ ব্যাখ্যায় তাহার প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দরভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহার সম্বন্ধে তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন, সেই বিষয়টিও তখন তাঁহাদের জানিবার সৌভাগ্য হইবে। সুতরাং সাধুর নিকট ষাইতে হইলে ধৈর্য্যসহ যাওয়াই সমীচীন, নতুবা সফলপ্রসবের সম্ভাবনা অল্প।

আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই জানি না, সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া কি প্রশ্ন করিতে হইবে। আত্মতত্ত্ববিৎ ভগবৎ-সেবকব্রত সাধুর নিকট যে প্রশ্ন করিতে হয়, তাহা যিনি মাতৃকৃষ্ণিতেই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রামসুন্দরের দর্শন-লাভের সৌভাগ্য পাইয়া জন্মগ্রহণের পর সেই বিগ্রহের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সেই বৈষ্ণবরাজ পরীক্ষিৎ মহারাজের মহাভাগবতবর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসিত বিষয়ে জানিতে পারি। প্রশ্নটি শ্রবণ করিয়াই শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। প্রশ্নটি এই—

“অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।

পুরুষশ্চেহ যৎ কার্য্যং ত্রিযমাণস্ত সৰ্ব্বথা ॥

যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কৰ্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।

অৰ্ত্তব্যং ভজনীয়ং বা ক্রহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্ ॥”

(ভাঃ ১।১৯।৩৭-৩৮)

[পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন—আপনি ত’ যোগিগণেরও পরম-গুরু, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। এই সংসারে সম্যক সিদ্ধিলাভের উপায় কি? যে-সমস্ত মনুষ্যের মৃত্যু আসন্ন তাহাদের কোন্ কার্য্যই বা সৰ্ব্বথা করা উচিত? প্রভো! মনুষ্যমাত্রেরই যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, যাহা আবশ্যক, যাহা অৰ্ত্তব্য, যাহা ভজনীয়, আর যাহা যাহা তদ্বিপরীত, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।]

মহারাজ পরীক্ষিতের ঐ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ হয় ত' বলিবেন, পরীক্ষিতের মৃত্যু আসন্ন—সাত দিনের মধ্যে, তাই ঐ প্রকার প্রশ্ন করিয়াছেন। আমরা আরও অনেক যুগ বাঁচিব, সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে ঐ প্রশ্ন নহে। কিন্তু একটু ধীরচিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, পরীক্ষিৎ অপেক্ষা আমাদের জীবন আরও সঙ্কটাপন্ন। আমাদের মৃত্যু যে তদপেক্ষাও আসন্ন নহে, তাহা আমরা কি করিয়া বলিতে পারি? তাহার ৭ দিন পরমাযুঃ ছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, আমি যে আরও ৭ মুহূর্ত্ত, এমন কি এক অনুপল সময়ও বাঁচিয়া থাকিব, তাহার কোনও নিশ্চয়তা আছে কি? কত অল্পবয়স্ক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ত নিমিষের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার স্তব্ধতায় ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে। সংবাদপত্রে ইহার প্রভূত দৃষ্টান্ত পাইতেছি। তথাপি মূঢ়ের গায় ঐ প্রকার উক্তি করা বিবেকবান্ মনুষ্যের কখনও কর্তব্য নহে। পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন, মনুষ্যমাত্রেরই যাহা শ্রোতব্য ইত্যাদি তাহা বলুন। অর্থাৎ আসন্নমৃত্যুজনের পক্ষে যাহা শ্রোতব্য, সকল ব্যক্তির পক্ষেই সেই ভগবৎপ্রসঙ্গই অবশ্য শ্রোতব্য, অপর বিষয় শ্রোতব্য নহে। যাহারা ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত ইতর কথা কীর্তন ও শ্রবণ করে, তাহারা ভেককোলাহলদ্বারা কালরূপ বিষধরসর্পকে আহ্বান করে মাত্র। সুতরাং সাধুর নিকট জিজ্ঞাস্তা ভগবৎপ্রসঙ্গ—আত্মধর্ম্মের কথা, অনাত্মধর্ম্মের কথা নহে।

প্রকৃত-কল্যাণকামী ব্যক্তি সাধুর নিকট যাইয়া নিজের পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনে ব্যস্ত না হইয়া যাহাতে ত্রিতাপের মূল অবিচার বিনাশ ও নিত্যকল্যাণ লাভ হয়, বিনীত ভাবে সেবাবুদ্ভি-সহকারে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আমার যাহা কর্তব্য, আমি তাহা জানি না; সাধু তাহা জানেন, সুতরাং তিনিই আমাকে উহা বলিয়া দিবেন। তদ্বিষয়ে আমার কিছু Dictation করিবার নাই। নিজের আচরণদ্বারা এই শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই আমাদের সম্বন্ধ-তত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

“কে আমি, কেনে আমার জারে তাপত্রয়।

ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয় ॥”

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ (নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৭ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

পুরুষোত্তম ধাম

[রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীরের বহির্ভাগ]

(রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ)

রঘুনাথদাস—খট্টার উপরে উপবেশনপূর্বক) সেদিন স্বরূপদাস বাবাজীকে ‘ভগবৎ-সংসৎ-প্রতিষ্ঠা’ সম্পর্কে তাঁর মতের বিরুদ্ধে কথা বলার পর থেকেই আমার দেহ যেন ভাল যাচ্ছে না। জ্বর-পীড়ায় বড় কষ্ট পাচ্ছি।

হা ভগবান্ জগন্নাথদেব, দেহ-পীড়ায় তো কোনদিন কষ্ট পেয়েছি বলে মনে হয় না। হঠাৎ এরূপ পীড়া হওয়ার কারণ কি প্রভু! জ্বর-পীড়ায় কাতর হ’য়ে আমার ভজনে বড় বাধা-বিপত্তি আসছে; নিশ্চিন্তে অনন্যমনে স্থণ্ডুভাবে ভজন করতে পারছি না।

[ক্রমে ঘুম-ষোরে শয়ন করিলেন এবং নিদ্রামগ্ন

হইলে তিনি স্বপ্নাবেশে ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-

দেবের দর্শন পাইলেন]

(আচম্বিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—(বাবাজী মহারাজের শয্যাপার্শ্বে গমন করতঃ) ঠাকুর, তুমি যার সম্বন্ধে এখনও সন্দ্বিগ্ধচিত্ত তিন সামান্য মানুষ মাত্র ন’ন; —তিনি আমার পরম প্রিয়, নিজজন।

রঘুনাথদাস—(স্বপ্নাবেশে) হে ভগবান্, আপনার সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনি কৃপাপূর্বক এ দীনের অনন্তকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন! আজ আপনার সাক্ষাৎ দর্শনে ও শ্রীমুখের বানী শ্রবণে আমার সকল সংশয় বিদূরিত হ’ল। ঐ মহাপুরুষের নিন্দা ক’রে আমি যে অপরাধ করেছি, আপনি অনুগ্রহপূর্বক তজ্জন্ত আমায় ক্ষমা করুন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—ঐ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিন্দা ক'রে তোমার যে অপরাধ হয়েছে, সেই অপরাধ জ্বালনের জন্য ঐ মহাপুরুষের অনুগ্রহ প্রার্থনা করগে। পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হ'লে সেই কণ্টক কি স্বচ্ছ দিয়ে বের হয়। কণ্টক যে স্থানে বিদ্ধ হয় সেই স্থান দিয়েই নির্গত হয়। সুতরাং যে বৈষ্ণবের স্থানে তোমার অপরাধ হয়েছে তিনি তোমায় ক্ষমা করলে তবেই তুমি অপরাধ হইতে মুক্ত হবে।

রঘুনাথদাস—আমি তাই যাব ;—সেই মহাপুরুষের পদতলে গল-লগ্নী-কৃতবাসে প্রণত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করব। কিন্তু আপনি কি আমার ক্ষমা করবেন ! আমার এ' অপরাধ কি খণ্ডন হবে !

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—তিনি ক্ষমাবতার নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখী ললিতাদেবী। যাও,—এখনই তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়গে।

রঘুনাথদাস—উনি সখী ললিতাদেবী ? (সজল চক্ষে) ওগো সর্বদেবেশ্বর হরি, আপনি আমায় কৃপা ক'রে ললিতাদেবীর সেবা-অধিকার দিন। ঐ মহাপুরুষের অনুগত হয়ে আমি যেন নিত্যকাল আপনার ভজন করতে পারি,—এই প্রার্থনা। আজ যখন আপনি কৃপা ক'রে এ অধমকে দর্শন দান করেছেন তখন আমাকে আপনার নিত্য সেবক করে নিন। আমি অনন্তকাল ধরে আপনার সেবায় মগ্ন হ'তে চাই।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—‘যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।’
—গীতোক্ত আমার শ্রীমুখের এই বাণীর মর্ম্মানুসারে আমি জীবগণকে সর্বকাল কৃপা করে থাকি। মাঠৈঃ।

(অন্তরালে গমন করিলেন)

[রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ নিদ্রামগ্ন অবস্থায় স্বপ্নাবেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সহিত একক্লণ কথপোকথনের পর সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি চক্ষু উন্মীলন করতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতে না পাইয়া অধীর হৃদয়ে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া ইতঃস্ততঃ খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিলেন।]

রঘুনাথদাস—কই, .. কই.. আমার প্রাণনাথ ! কোথায় গেলেন প্রভু !
 আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়া কোথায় লুকালেন প্রভু ! (মস্তকে করাঘাত-
 পূর্বক) হা ভাগ্য ! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে পেয়েও
 হারালাম । যার দর্শন-কামনায় সারাটি জীবন তাঁর নাম নিয়ে
 অতিবাহিত করেছি ; যাকে পা'বার আশায় এই সংসারকে অসার
 মনে করে জীর্ণ কহাধারী হয়ে সম্পূর্ণ ত্যক্ত জীবন যাপন করে এই
 বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছি, ...সেই তিনি আমার প্রাণবল্লভ আজ
 স্বপ্নে আমায় দর্শন দান করে লুকায়িত হয়ে বড় বিচলিত করলেন
 ও দাগা দিলেন ।

(সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণামান্তে ভাবাবেশে)

ওগো তুলসী মহারানী, তুমি কি দেখেছো আমার প্রভুকে ?
 বল—বল তিনি যাবার সময় তোমাকে কি বলে গেলেন ? তুমি
 তো শ্রীভগবানের প্রেমসী ! তুমি নিশ্চয়ই জান তিনি কোথায়
 গেছেন ? কি, বলবে না ? তা বলবে কেন ? আমি যে মহাপাপী ;—
 তিনি বোধ হয় আমাকে তাঁহার সন্ধান জানাতে নিষেধ করে গেছেন ।
 (ক্রন্দনরত অবস্থায়) ওগো দেবী ; আমি যে তোমায় এই বৃদ্ধ-
 কালাবধি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সেবা-পূজা করে আসছি তার ফলস্বরূপ
 আজ শুধু আমার প্রভুর সন্ধানটুকুও কি জানাবে না ? ও বুঝেছি,
 তুমি বোধহয় আমার সেবায় তুষ্ট হও নি তাই আমার প্রতি এত
 বিরূপ ! ওগো বৃন্দে মহারানী ! এ কাণ্ডাল নরাধমটার প্রতি বিরূপ
 হ'য়ে না ! তোমার পাদপতলে সর্ষতীর্থ বিরাজমান । তোমার
 কৃপা ব্যতীত ভগবদ্ সেবা যে লাভ হয় না ! তোমার শরণাগত এ
 কাণ্ডালকে আর দুঃখ দিওনা দেবি !

(জ্বরের প্রকোপে শারীরিক দুর্বলতার জন্ত পুনরায় শয্যায়
 উপবেশন পূর্বক) উঃ কি জ্বর ! সমস্ত শরীর যেন অবসন্ন হয়ে
 আসছে । হা ভগবান্, এই রোগাক্রান্ত দুর্বল শরীর নিয়ে কি ক'রে
 ললিতাদেবীর পদপ্রান্তে ক্রমা ভিক্ষা করতে যাবো ?

[ইত্যবসরে স্বরূপদাস বাবাজীর প্রবেশ]

স্বরূপদাস—কেমন আছেন মহারাজ গুণগ্রহণ করুন !

রঘুনাথদাস—আসুন বাবাজী মহারাজ ! দণ্ডবৎ ।

এই বৃদ্ধবয়সে আমি বড় অপরাধী । ললিতাদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন
কি আমি পাব ?

স্বরূপদাস—(বিস্মিত নয়নে মহারাজের অসুস্থ শরীর দেখিয়া নীরব
রহিলেন ।)

রঘুনাথদাস—ওগো বাবাজী মহারাজ, ঐ মহাপুরুষ কি আমায় ক্ষমা
করবেন ?

স্বরূপদাস—হঠাৎ আপনার একরূপ দৈন্ত্য শুনে আমার হৃদয় আজ দ্রবীভূত ।
শ্রীভগবানের কাছে আপনার শীঘ্র আরোগ্য কামনা করি । আপনি
একরূপ অসুস্থ কবে থেকে হলেন ?

রঘুনাথদাস—যেদিন আমি ঐ মহাপুরুষের নিন্দা করেছিলাম এবং
আপনাকে তাঁর কাছে যেতে নিষেধ করেছিলাম, সেইদিন থেকেই
আমি জ্বরে পড়েছি । এই বৃদ্ধকালাবধি কোনদিন এমন জ্বর আমার
হয় নি । ঐ বৈষ্ণব-অবজ্ঞা জনিত পাপের ফলস্বরূপ এই জ্বরভোগ ।
এখন জেনেছি ঐ মহাপুরুষ সম্পর্কে আপনার ধারণাই সঠিক ।

স্বরূপদাস—এই জ্বর-ভোগের জন্তু কি আপনি এমন কথা বলছেন ?

রঘুনাথদাস—না—না,—তা নয় বন্ধু ! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব
আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন যে, উনিই তাঁর নিত্যপার্শ্বদ সখী
—স্বরূপ ললিতাদেবী ।

স্বরূপদাস—সত্যই তিনি সাক্ষাৎ ললিতাদেবী । ঐরূপ কৃষ্ণানুরাগ আমি
কখনও দেখি নি । নামপ্রেমী ঠাকুর হরিনাম করতে করতে প্রায়ই
সমাধিস্থ হয়ে পড়েন । নৃত্য করতে করতে নামোল্লাসে তাঁর অঙ্গে
সাত্ত্বিক বিকার লক্ষিত হয় ; সে এক অপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাস,—দৈব-
প্রেরণা ব্যতীত সাধারণ নরের ঐরূপ ঐশীশক্তি থাকতে পারে না ।

রঘুনাথদাস—শ্রীজগন্নাথদেবের বাণী অশ্রুত,—চিরসত্য । উনিই শুদ্ধভক্তি-
শ্রোতের মূল মহাপুরুষ—দিব্যসুরি, শ্রীভগবানের নিজজন । তাঁর
অতিমর্ত্য ভৌমলীলায় আজ আমি আত্মহারা । তাঁর আনুগত্যে
আমি সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা-তৎপর হ'তে চাই । আপনি কৃপা করে
আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন পা'বার সুযোগ করে দিন ।

স্বরূপদাস—মহারাজ ! আপনি এখন জ্বর-পীড়ায় বড় কাতর হয়ে পড়েছেন ।
ব্যস্ত হবার কি কারণ ? আপনি একটু আরোগ্য হ'লে আমি সব
ব্যবস্থা করে দেবো ।

রঘুনাথদাস—না—না, আর দেৱী করবেন না ভাই ! আপনি এখনই
ব্যবস্থা করুন । এখনই যদি আমার মৃত্যু হয়, তা'হলে আমার
বৈষ্ণব-অপরাধ কি ক'রে স্থালন হ'বে ?

স্বরূপদাস—মৃত্যুর কথা ভাবছেন কেন মহারাজ ! জগতের মঙ্গলের জন্ত
আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি । শ্রীঠাকুর বড় কৃপালু । তিনি নিশ্চয়
কৃপা করবেন । তাঁর মন্ত ত্রায়নিষ্ঠ ভগবৎবিশ্বাসী নিত্যাসিদ্ধ মহা-
পুরুষ এ জগতে নাই । তিনি 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' কার্যে লিপ্ত থেকেও
পরমার্থানুশীলনে বিশেষভাবে যত্নশীল । ত্রায়পরায়ণ সত্যনিষ্ঠগণের
কাছে তিনি 'কুসুম হ'তেও কোমল', আবার দুষ্টগণের কাছে তিনি
'বজ্র হতেও কঠোর' । সোদন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে
দেখি তিনি সাজা-অবতার বিষ-কিষণকে ধরতে ব্যস্ত । এমন কি
নিজের জীবন বিপন্ন করেও সেদিকে এগিয়ে গেছেন । আমি শীঘ্রই
তাঁর অবসর সময় মত গিয়ে তাঁকে আপনার অভিপ্রায় জানাবো ।
আপনি এখন নিশ্চিন্ত থাকুন !

রঘুনাথদাস—যা' ভাল হয় করুন । এই জরভোগে আমার এ দেহ
বিনষ্ট হয় হোক তা'তে খেদ নেই । কিন্তু আমার একমাত্র চিন্তা,
এই বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে কি ক'রে নিষ্কৃতি পাব ?

স্বরূপদাস—আপনার শরীরও নিরাময় হবে মহারাজ ! আমি শীঘ্রই
শ্রীঠাকুরকে সবই জানিয়ে আসছি ।

রঘুনাথদাস—আচ্ছা, তাই আসুন ।

[স্বরূপদাস বাবাজীর দণ্ডবৎপূর্বক প্রস্থান]

রঘুনাথদাস—হে ভগবান্ নন্দ-নন্দন ! আমার দুর্দৈব, আপনার পার্শ্বদ
শ্রীশ্রীঠাকুরের পদ-প্রাপ্তে যা'বার একান্ত ইচ্ছা থাকলেও জরভোগের
জন্ত দুর্বলতা হেতু কিছুতেই এই দেহে তাঁর সমীপে যেতে পারছি
না । আপনার করুণা ব্যতীত কি করে যেতে পারি দেব !

(মালা জপ করিতে লাগিলেন)

[স্বরূপদাস বাবাজীর পুনঃ প্রবেশ]

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎপূর্বক) মহারাজ ! একটা সংবাদ শুনুন,—বিষকিষণ ধৃত এবং আদালতে বিচারার্থে অভিযুক্ত । আর স্বয়ং ঠাকুর তার বিচারক । ঠাকুর বলেছেন বিষকিষণের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতেই হবে ।

রঘুনাথদাস—(সানন্দে) ধন্য ঠাকুর ! তিনি প্রণম্য ও সাধুদের পরিত্রাতা । দস্যু বিষকিষণের কুক্রিয়ার জন্ত তার উপযুক্ত সাজা হওয়াই আবশ্যিক । দৈত্য-অশুরের শাস্তি হ'লে দেবতা ও ভক্তদের আনন্দই হয় । এ বড় আনন্দ-সংবাদ বাবাজী মহারাজ !

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমার সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলেছেন ?

স্বরূপদাস—হ্যাঁ মহারাজ ; আপনার অসুখের কথা বলতেই তিনি আপনার আরোগ্য কামনায় এই ঔষধটি দিয়াছেন ।

(ঔষধ বাহির করিলেন)

রঘুনাথদাস—তিনি আমায় ক্ষমা করবেন কিনা একথা জিজ্ঞাসা করেন নি ?

স্বরূপদাস—না মহারাজ ! সে কথা এখন বলি নি । আপনি আগে আরোগ্য হ'ন, তারপর ... !

এখন কৃপা করে তাঁর প্রদত্ত এই ঔষধটি সেবন করুন ।

(বাবাজী মহারাজকে ঔষধটি দিলেন ও তিনি তাহা সেবন করিলেন ।)

এইবার আপনি একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন । ঐ ঠাকুর প্রদত্ত ঔষধে আপনি শীঘ্রই নিরাময় হ'য়ে উঠবেন,—এতে কোনও সন্দেহ নেই ।

রঘুনাথদাস—সত্যি বাবাজী মহারাজ !...এখনই আমার শারীরিক তাপ যেন অনেক কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে ।

(শয্যা হইতে উঠিয়া) অপূর্ব—অপূর্ব ঔষধ ! এতক্ষণে আমার রোগ শাস্তি হ'ল ।

বাবাজী মহারাজ, চলুন এখনই সেই মহাপুরুষের পদপ্রান্তে আমার অপরাধ শ্রাবনের জন্ত যাবো। ‘কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।’ সত্যই তিনি ভগবদ্গুণের অধিকারী। তিনি কৃপালু; আমি তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেও তিনি তো আমায় প্রত্যাখ্যান করেন নি, বরং আমার আরোগ্য কামনায় ঔষধ দিয়েছেন এবং সেই ঔষধ সঞ্জীবনী-মন্ত্রের মত সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আরোগ্য করে তুলেছে। আমি এতদিন তাঁকে ভুল বুঝেছিলাম। আজ আমি তাঁর গুণবস্তায় মুগ্ধ। আর বিলম্ব নয়,—এখনই সেই মহাপুরুষের চরণ-সান্নিধ্যে প্রণত হইগে, আসুন!

স্বরূপদাস—চলুন মহারাজ! [উভয়ের প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

যদি কেহ প্রশ্ন করেন,—‘শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন বিবাহ করিলেন, তখন ত’ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রপঞ্চে প্রকটিত ছিলেন; তিনি যদি অমুমতি না-ই দিবেন তবে নিত্যানন্দ-প্রভুকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন না কেন? অনর্থগ্রস্ত সেবা-বিমুখ লোকের এইরূপ প্রশ্ন তাহাদের মূর্খতারই পরিচয়; কারণ, ‘শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই বিবাহ করিয়া-ছিলেন’,—পূর্বপক্ষীয়গণের এইরূপ কথাও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ বা গার্হস্থ্যলীলা ঠিকই হইয়াছে; যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্তই এই কার্য্য করিয়া-ছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার দ্বারা ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, অবধূত বা পরমহংস বৈষ্ণব বদ্ধজীবের ত্রায় কোন বিধির বাধ্য নহেন। বিষ্ণুর গৃহিণী, বৈষ্ণব-গৃহিণী বা গুরু-পত্নী কখনও অবিষ্ণুবস্তুর কল্লিত ভোগ্যা, বদ্ধজীবের ভোগ্যা বা গুরুকৃষের কল্লিত ভোগ্যার সহিত এক নহেন। ঈশ্বর বা প্রভুবস্ত সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহাই শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বলিয়াছেন, ইহাই আজন্ম-বিরক্ত শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে ।

তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য—কহিল তোমায়ে ॥

‘ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্টে ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহেঃ সর্বভুজো যথা ॥’

ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থ পুরুষগণের অনেক সময় ধর্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে । ঈশ্বর-শব্দের দ্বারা এইস্থানে বৈষ্ণবও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুর ত্রায় পরমহংস বৈষ্ণবও সমর্থ বা ঈশ্বর । তাহারা তেজীয়ান্ । যেমন অগ্নির সর্বভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ সমর্থ পুরুষগণের কার্য্যও দোষাবহ নহে । সুতরাং জীবের প্রতীতির দিক্ হইতেও সাক্ষাদ্ বলদেব নিত্যানন্দ প্রভু যদি পরমহংস, অবধূত, বৈষ্ণবচূড়ামণি বলিয়া বিবেচিত হন, তবে ঈশ্বরবস্তুর তাহাতেও কোন দোষ স্পর্শ করে না । ঈশ্বর বা সমর্থ বৈষ্ণবই প্রকৃত গাইস্থলীলা প্রদর্শন করিবার যোগ্য, অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ অবৈষ্ণব, অপরমহংস কখনও তাদৃশ আচরণ করিতে পারেন না । তাহাদের সেইপ্রকার আচরণে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণই হইয়া পড়ে । প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থের গাইস্থলীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণপর ।

অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণবের দিক্ হইতে বিচার করিলেও তাহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা যায় না । সমর্থ পুরুষ যেক্রূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহাভাগবত-চেষ্টা দেখাইতে পারেন, তদ্রূপ বিষ্ণুতত্ত্বও আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার তাহার পরমেশ্বর-স্বরূপ-লীলা প্রকাশ করিতে পারেন । কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ঐ লীলা অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে । শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী প্রভু এই কথাই বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ ।

তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তুদাচরেৎ ॥

কিমুতাখিলসন্তানাং তির্য্যঙ্ মর্ত্য্য-দিবৌকসাম্ ।

ঈশিতুশ্চেন্নিত্যানাং কুশলাকুশলায়য়ঃ ॥

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা

যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ ।

শৈবরং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহমানা-

স্তুশ্চৈচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্ ।

যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ।

(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩১-৩৫)

—তত্ত্ববিদ্বদ্ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বরগণের উপদিষ্ট বাক্য ও আচরণের মধ্যে বাক্যকেই জীবের পক্ষে আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আর ঈশ্বর-বাক্যের অবিকল্পিত আচরণগুলিকেই তাঁহাদের পালনীয় বলিয়া বিচার করিবেন ; অতীত নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ে তাঁহাদের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে । ভগবান্ মায়াধীশ ঈশ্বরবস্তু, কিন্তু জীবগণ মায়াবশযোগ্য ঈশিতব্য বস্তু । যিনি অখিল সত্ত্বা, তির্য্যক, মানব, দেবতা তথা সকল ঈশিতব্যের অর্থাৎ নিখিল নিয়মাধীন বস্তুর ঈশ্বর, তাঁহার কুশল বা অকুশলের কিছু নাই । জীবের পক্ষে কুশল অকুশল-বিচার । যাহার (যে পরমেশ্বরের) পাদপদ্ম-পরাগ-সেবন-পরিতৃপ্ত মুনিগণ ভক্তিযোগপ্রভাবে অখিল কর্মবন্ধন মোচন করিয়া স্বচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন অর্থাৎ পরমেশ্বর-বস্তুর সেবা-প্রভাবে ঈশ্বরতা বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং কোনপ্রকারে আর বন্ধন-প্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বরে পুরুষোত্তম ভগবানের আর কিপ্রকারে বন্ধন হইবে ? যাহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই, সেই সাক্ষাৎ সেব্য বস্তুর বন্ধন কোথায় ? পরমেশ্বর-তত্ত্বের প্রপঞ্চে আগমন—তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বত ইচ্ছাজাত ; সুতরাং তিনি প্রাকৃত-কর্মফলবাহ্য জীবের ন্যায় কোনও মানব-জ্ঞানগম্য-বিধির বশীভূত নহেন । যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদিগের পতিসকলের—নিখিল দেহীর অন্তঃকরণচারী, যিনি বুদ্ধাদির সাক্ষী অর্থাৎ অংশস্বরূপে পরমাত্মা, যিনি কেবল লীলার জন্ত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, যিনি জীবের ন্যায় শরীরী নহেন, তাঁহাতে কিরূপে দোষ-সম্ভাবনা হইতে পারে ?

যাহারা শ্রীবলদেব বা স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে কোনপ্রকার দোষারোপ করে বা তাঁহাকে আত্মতুল্য প্রাকৃত শরীরধারী জীব জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি করে, তাহারা শ্রীনিত্যানন্দচরণে অপরাধী । বিষ্ণু-আকর শ্রীনিত্যানন্দের জীবের জন্ত উপদিষ্ট আদেশগুলি আমাদের ন্যায় জীবের পালনীয় এবং তাঁহার উপদেশ-অবিকল্পিত যে-সকল আচরণ, তাহাই আমাদের গ্রহণীয় ; কিন্তু তিনি তাঁহার পরমেশ্বরের-স্বরূপে রামাদি লীলার ন্যায় যদি কোন লীলা করিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের ন্যায় অনীশ্বর ব্যক্তি গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশ লাভ ঘটিবে ।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনৌশ্বরঃ ।

বিনাশ্যতাচরন্ মোঢ়্যাণথাক্রদ্রোহক্ৰিজং বিষম্ ॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

অর্থাৎ অনীশ্বর ব্যক্তি অধীশ্বর পরমেশ্বর-স্বরূপের আচরণ করা দূরে থাকুক, কখনও মনের দ্বারাও তাদৃশ আচরণ করিবে না। রুদ্ধ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কালকূটভঞ্নের যত্ন দেখাইলে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মৃত্যুপ্রযুক্তরা পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হইবে।

যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যালীলার সহিত তাঁহাদের গৃহব্রতধর্ম্মকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরিবুদ্ধি করিয়া থাকেন। ভাগবত-বাক্যানুসারে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন।

যাঁহারা ভগবদ্বাক্যের অবিরোধযুক্ত আচরণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্ত পরমেশ্বরের আচরণ অনুকরণ করিতে যান, তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হন। স্বতন্ত্র পুরুষ, অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্ বা অদ্বিতীয় ভোক্তা, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণ করিতে যাইয়া কর্ত্তাভক্তা, সহজিয়া প্রভৃতি ভোগী, কৃষ্ণবিদ্বেষ-সম্প্রদায়রূপে জগতে দৃষ্ট হইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যালীলাভিনয় ও গৃহব্রতধর্ম্ম সমপর্য্যায়-ভুক্ত মনে করিয়া অনেকে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া গৃহব্রত-সম্প্রদায়-রূপে পরিণত হইয়াছে ; শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্তিত মতের বিরোধ করিয়া গুরুদেষী 'অতিবাড়ী'-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে ; শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া তান্ত্র গুরুপদাশ্রয় 'হরিবংশ'দলে সহজিয়া-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে ; বীরভদ্র প্রভুকে অমান্য করিয়া স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিতে গিয়া বাকিত ও মোহিত ব্যক্তিগণ 'চুড়াধারী' ও 'নেড়ানেড়ী' ভোগি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে ; গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধি করিয়া গৌরনাগরীবাদ সৃষ্টি হইয়াছে ; চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সমর্থবান্ পুরুষের অপ্রাকৃত সেবাপর চেষ্টার বিকৃতভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া জগতে সহজিয়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে—এইরূপ কত যে অনর্থ জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

কয়েকটি-প্রসঙ্গ

নাস্তিকতার কারণ

ঈশ্বর নির্বিকার অথচ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর অকর্তা কিন্তু তিনি পালন করিয়াছেন। ঈশ্বর মঙ্গলময় অথচ তিনি সংহারকর্তা। ঈশ্বর কালের অতীত, তথাপি বর্তমান। ঈশ্বর এই প্রকার অনন্ত পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ দেখা যায়। বাক্য ও মন ইহার কুল-কিনারা পায় না। যুক্তি বিচারদ্বারা ইহার কোনই মীমাংসা করিতে পারা যায় না। একমাত্র যুক্তিকেই অবলম্বন করিয়া যাহারা ঈশ্বর-স্বরূপ বিচার করিতে যায় তাহারা সাধারণতঃ বিপথগামী হইয়া পড়ে। চার্কাকাদি ঋষিগণের ঐপ্রকার দুর্দশা হইয়াছে—যুক্তিতে হাতে কিছু না পাইয়া তাঁহারা নাস্তিক হইয়া পরিয়াছেন। কেহ কেহ সোজাসজি নাস্তিক না হইলেও যুক্তির দোরায়ে সংশয়ান্বিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাধুবত্ত্ব

ঐপ্রকার অসুবিধায় পড়িয়া আমরা যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হই, তজ্জন্তু গীতার হিতবাণী—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিঞ্চ চিরেণাধিগচ্ছতি ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়ান্বিতা বিনশ্যতি ।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়ান্বনঃ ॥

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর বা ভগবৎ-সেবাপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি চিন্ময়-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ঐ চিত্তস্তের জ্ঞানের ফলে শীঘ্রই পরা শান্তি লাভ হয়। মুক্তাবস্থায় যে ভগবচ্চরণাশ্রয়, তাহাই পরা শান্তি। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধবান ও সংশয়ান্বিত পুরুষের মঙ্গল হয় না। তাহাদের মধ্যে সংশয়ান্বিত ইহলোক বা পরলোক—কোন লোকেই সুখ হয় না ; কারণ সংশয়রূপ দুঃখই তাহা-দিগের শান্তি নাশ করে।

“শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।

কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্ব কৰ্ম কৃত হয় ॥”—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এই শ্রদ্ধার অধিকারী হওয়াই সাধুবত্ত্ব প্রবেশ। ইহার ফলে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষের নির্দেশানুসারে সেবার অমুরাগ জন্মে। সেই অমুরাগের ফলে পরতত্ত্ব আপনা হইতেই হৃদয়ে স্মৃতিপ্রাপ্ত হয়।

অথও চৈতন্যস্বরূপের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার খণ্ড-চৈতন্য-স্বরূপ জীবের পক্ষে সম্ভবপর না হইলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অচিন্ত্য সর্ব-সক্তিমত্তাভাৱে স্বীয় স্বরূপ প্রেমিক ভক্তের নয়নগোচর করাইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন। প্রেমের অক্ষুরও এই শ্রদ্ধা।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ?

প্রাকৃত চক্ষুর পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার আর অপ্রাকৃত চক্ষুর পক্ষে তিনি সাকার। তাই হরশীর্ষপঞ্চরাত্র বলেন—

যা যা শ্রুতির্জল্লতি নিবিশেষং সা সাত্ত্বিক্তে সবিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

[যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নিবিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নিবিশেষ ও সবিশেষ—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নিবিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।]

ভক্তি স্বাভাবিকী হইলেও নাস্তিকতা কেন ?

'ভক্তি' শুদ্ধ-জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। এই বৃত্তি স্বতঃই জীবাত্মাকে সচ্চিদানন্দ গোপীজনবল্লভের সেবায় নিযুক্ত রাখে। কেহ কেহ পূর্বপক্ষ করিতে পারেন তাহা হইলে অনেকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয় কেন ? তদুত্তরে এই যে, যাহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, মায়াবদ্ধতা বা ভোগ-মত্ততারূপ পর্দা তাহাদের ঐ স্বাভাবিকী বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করায় ঐ বৃত্তির বিবরণ হইতে তাহারা বহুদূরে পতিত হইয়াছে। ঐ প্রতিবন্ধকের নিমিত্তই ঐ স্বাভাবিকী বৃত্তি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। অপুত্রক পিতার মধ্যে পুত্রস্নেহ দৃষ্ট হয় না বলিয়াই যে তাহাতে পুত্রস্নেহ নাই, তাহা বুঝিতে হইবে না। অপুত্রকস্বরূপ প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে আপনা হইতেই পুত্র-স্নেহের উদয় হইয়া থাকে। আশা করি, এই উদাহরণ হইতে বিষয়টী পরিষ্কৃত হইবে। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে পতি-স্নেহের অভাব লক্ষিত হইলেও অবিবাহিতা অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে অর্থাৎ বিবাহিত হইলে পতি-স্নেহ আপনিই প্রকাশিত হয় ; ইহাও বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে একটি সহজ উদাহরণ।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

নিরাকার না সাকার ?

ভগবান্ কিরূপ আকারের, কিরকম রংএর, তাঁহার হাবভাব, চাল-চলন কিরূপ—এসকল কথা ভগবান্ কৃপা করিয়া না জানালে আমরা জানিতে পারি না । ভগবৎকৃপা-বঞ্চিত আমরা ভগবদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়াও নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা মনাদির দ্বারা বাস্তব-সত্য বিষয় নির্ণয়ে ব্যস্ত হই । সেইজন্য আমরা প্রকৃত তত্ত্ব না জানিতে পারিয়া ভগবান্কে কখনও সাকার আবার কখনও বা নিরাকার বলিয়া কল্পনা করি । ভগবান্ সাকার, না নিরাকার—এই কথা যখন ভক্তব্যতীত অপরের নিকট অজ্ঞাত তখন এই প্রশ্ন লইয়া বিবাদ না করিয়া ভগবদনুগত অর্থাৎ ভগবানের সহিত যাহাদের মূল্যকাণ্ড হইয়াছে সেই সকল মহতের কথা শ্রবণ করাই কর্তব্য নহে কি ?

ভগবান্ বস্তুতঃ সাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক । এই কথাটী বুঝিতে না পারিয়াই সাকার-নিরাকারবাদিগণ পরস্পর ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হন । ভগবানের আকার না থাকিলে উপাসনা বা কোন প্রকার ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না । সুতরাং তাঁহার একটি নিতাদেহ আছে । বৈষ্ণবপ্রবর শত্ৰু শ্রীনারদকে বলিয়াছেন,—

‘তেজোভ্যহংস্বরে রূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা ।

দাসানাঞ্চ কৃতো দান্তং বিনা দেহেন নারদঃ ॥’

—ইহাই সাকারবাদিগণের উক্তি । নিরাকারবাদিগণ ভগবান্কে পরমাত্মরূপ জ্ঞান করতঃ সৰ্বব্যাপিষ্মের ব্যাঘাত আশঙ্কায় নিরাকার বলিয়া প্রতিপাদন করেন । নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বস্তুতঃ উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু কুসংস্কার লক্ষিত হয় । নিরাকারবাদিগণ সৰ্বব্যাপী পুরুষের আকারকে অসম্ভব বলায় ভগবানের এককালে উভয়ভাবেপন্ন হইবার অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার হইতে সামর্থ্য থাকার কথা স্বীকার করেন না । এপ্রকার বিচার বা বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিলে ঈশ্বরে সৰ্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে ।

অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভগবান্ একইকালে সৰ্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন, ইহা ভগবানের পক্ষে সম্ভব, অন্তের পক্ষে দুঃখসাধ্য । তিনি একই মমেয় সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান

আছেন। তাঁহার প্রাকৃত হস্ত পদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, কিন্তু তিনি ত্রিকাল দর্শন করিতে পারেন এবং প্রাকৃত কর্ণ-শৃণু হইয়াও তিনি সমস্ত বিষয়ই শ্রবণ করিতে পারেন। তিনি সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন, কিন্তু তিনি কৃপা করিয়া না জানাইলে কেহই তাঁহাকে জানিতে পারেন না। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা।

শাস্ত্র বলেন,—

“অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেত্তং ন চ তস্ম্যাস্তি বেত্তা

তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাত্মন ॥” (শ্বেতাস্বতরঃ ৩।১২)

“তদেজতি তন্নৈজতি তদূরে তদ্বদত্তিকে ।

তদন্তরস্ত সর্বস্ত তদু সর্বস্তাধ্য বাহ্যতঃ ॥ (ঈশাবাস্ত)

ভগবান্ বস্তুতঃ সাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। এই সূত্র বিচারটি অবগত না হইয়া সাকার ও নিরাকার লইয়া বিবাদ করা নিতান্ত অশ্রায়। ভগবানের মায়িক ও ভৌতিক কোন আকার নাই সত্য, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিচক্ষুধারা ভূতাতীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মুরলীধর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে ভগবান্ নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে তিনি সাকার সচ্চিদানন্দময় নিত্য সেব্য-বিগ্রহ। অতএব তাঁহার উভয় স্বরূপই স্বীকৃত।

সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ সাকার-নিরাকাররূপ বিবাদে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া সুবুদ্ধিলাভের জন্ত ভগবৎকৃপার প্রতীক্ষা করেন। ভগবদ্ভক্তগণের অনুগত হইয়া গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের সেবার ফলে অনর্থনিবৃত্তিপ্রায় বা নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা বা ভক্তির উদয় হয়। তখনই জীব এই সকল বিচার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সেইজন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তর্কপথ ছাড়িয়া শ্রোতপন্থা—ভক্তিপন্থা বা শ্রীগুরুধারা অবলম্বন করিয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হন।

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

জড়দর্শনে অসারতা

ওহে ভাই প্রত্যক্ষদর্শি ! তোমার অভিযোগ যে, তুমি স্বচক্ষে না দেখিলে কিছুই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহ, কিন্তু তোমার প্রতি আমার অহযোগ যে— দেখা কি, তুমি ঠিকিলেও স্বীকার করিতে চাহ না।

শাস্ত্রবাক্য তোমার নিকট বলা বুখা, কিন্তু শাস্ত্র আমাদের কল্পতরু। যাহা অনুসন্ধান করি, তাহাই দেখি শাস্ত্রে আছে ; এমন কি, তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য তাহা পর্য্যন্ত। যথা—

নূনং নানামদোন্নদ্ধা শান্তিং নেচ্ছন্তঃ সাধবঃ।

তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ শশূনাং লগুড়ো যথা ॥

যদি বল সভ্যসমাজে আজকাল লগুড়ের বড় প্রচলন নাই তদুত্তরে বলিব লগুড়ের প্রচলন না থাকিলেও দণ্ডের প্রচলন অবশেষ ভাবেই আছে। আর লগুড়-শব্দে তুমি কেবলমাত্র বংশদণ্ড কেন মনে কর। ঐ যে হাউটজার কামান, যাহা সভ্য-সমাজে আজকাল খুব প্রচলিত, তাহাও যে ঐ লগুড়েরই প্রকারভেদমাত্র ; সুতরাং বংশদণ্ডের পরিবর্তে হাউটজার বাহির করিলে বোধ হয় তোমার কোন আপত্তি থাকিবে না।

যাহা হউক, তোমার দণ্ডার্থে ঐরূপ কোন অস্ত্র আমি ব্যবহার করিব না। করিব, আর একটী ; সেইটির নাম বাক্যদণ্ড। কারণ সাধুগণের সঙ্গপ্রভাবে বুঝিয়াছি—লগুড় অপেক্ষা বাক্যেরই প্রভাব অধিক। তজ্জন্ত সাধুগণ লগুড়ের পরিবর্তে বাক্যকেই অবলম্বন করিয়াছেন। যথা, শাস্ত্রে—

“সন্ত এবাস্তু ছিন্দন্তি মনব্যাসঙ্গমুক্তিভঃ।”

এবং আমরা গ্রাম্যকথায়ও বলি—বাক্যবাণের মত বাণ নাই।

তোমার যে সাধু-শাস্ত্র-বাক্য-প্রতি অনাদর এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রতি সমাদর, ইহার কারণ কি জ্ঞান ? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে বলিব—তুমি দুষ্কৃত, সেই দুষ্কৃতির ফল তোমাকে এই সংসারচক্রে আরও অধিককাল নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করিবার জন্ত তোমার হস্ত পদ বাধিয়া অহমিকারূপ ভীষণ গর্তে ফেলিয়া দিয়াছে। তাই, তুমি জন্মশ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও নিজ দুর্দৈব সমালোচনায় অক্ষম।

কথাটী সত্য কিনা একটু স্থির হইয়া চিন্তা কর। দেখিবে, যে অহমিকাবাক্যে সর্বশাস্ত্র এবং সর্বকামীর মনীষিবৃন্দ একবাক্যে গর্হণ করিয়াছেন, তাহার উপরেই তোমার বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তুমি বঞ্চিত।

শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিতেছেন,—তাঁহাতে প্রপত্তিই এই ত্রিতাপতাড়িত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। তিনি আবার বলিতেছেন—কিন্তু এই সহজ ও সরল কথাটী মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান ও অসুরভাবাশ্রিত এই চতুর্বিধ দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না।

তোমার স্বরূপ ইহাদিগের মধ্যে কোন্টী খুঁজিয়া পাইলে কি? যদি না পাও তাহা হইলে বলি শুন, তুমি একটি ছোট খাট অসুর স্ততরাং ঐ অসুর-ভাবাশ্রিতের অন্তর্ভুক্ত। তজ্জন্তু তুমি দন্ত, অহঙ্কার, স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া জাগতিক সুখে মত্ত থাক এবং সাধুশাস্ত্রবাক্য-প্রতি অবজ্ঞা কর। যেমন করেছিল তোমাদের সেই আদিগুরু হিরণ্যকশিপু।

সেই হিরণ্যকশিপুর অনুগত সূত্রে কত অসুর—কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। একটু ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে দোষ আর কিছুই নহে, দোষ ঐ প্রত্যক্ষ দর্শনের। যাহার দ্বারা তুমি দেখ—ভক্ত-ভগবান্ মানুষ-মাত্র, ঐবিগ্রহ কাঠ-পাথর প্রভৃতি, শাস্ত্রবাক্য ঠাকুরমার ঝুলির গল্প ইত্যাদি ইত্যাদি।

জানি, তুমি দৈবী মায়ার বিমোহিত বলিয়া কোন কথা শুনিলে না। তত্রাচ আমার ভরসা—আমিও ঠিক অবিকল তোমার মত ছিলাম। সাধু-গণকে স্বার্থপর অতি নিকৃষ্ট-প্রকৃতির ব্যক্তিসকল মনে করিতাম। ঠাকুর-পূজায় বৃথা সময় নষ্ট, তুলসী বৃক্ষে জল সেচন অপেক্ষা লাউ কুমড়া প্রভৃতির বৃক্ষে জল-সেচনের অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু কি জানি কোন্ অজ্ঞাত সূকৃতির কলে সাধুর “সেবা কর” এই ক্ষুদ্র কথাটী কর্ণে প্রবিষ্ট হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত ভাব পরিবর্তন করাইয়া “প্রত্যক্ষ দর্শনের” অসারতা এবং “সেবার” সার্থকতা দেখাইয়া দিল।

তাই তোমার কাছে ভাই ঘুরিয়া বেড়াই, তোমারও যদি কোন অজ্ঞাত সূকৃতিফলে সাধুগণের সেই কথাটী তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। তাহা হইলে তখন দেখিবে, প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রতি আস্থা করিয়া সেব্যভাবে বিমোহিত হওয়া অপেক্ষা সেবকভাবে বিভাবিত হওয়া কত উচ্চ।

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারীদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে

বার্ষিক-মহোৎসব

পূর্ব পূর্ব বৎসরের জায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ তথা তদধীনস্থ অত্রান্ত শাখা মঠসমূহেও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর হিন্দোল-লীলা ১৬ই শ্রাবণ (ইং ২৮।৭১) সোমবার হইতে ২০শে শ্রাবণ (ইং ৩০।৭১) শুক্রবার পর্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স্থানাভাবে এস্থলে শুধু আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে।

উক্ত অনুষ্ঠান শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসবরূপে প্রতি-বৎসরেই বিশেষ সারস্বের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঝুলন-যাত্রার পূর্ব দিবস অর্থাৎ ১৫ই শ্রাবণ হইতে বিবিধ পুষ্প-পত্র-কদলীবৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমঠের তোরণ তথা শ্রীবিগ্রহের দোলা সু-সজ্জিত করা হয় এবং অধিবাস-দিবস উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় বিশেষ কীর্তনাদি ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীঝুলনযাত্রার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিগত ১৬ই শ্রাবণ (ইং ২৮।৭১) ব্রাহ্মমুহুর্তে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে কীর্তনমুখে নগর-সঙ্কীর্্তন করা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্তন-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ সু-সজ্জিত হিন্দোলদোলায় আরোহনলীলা ভক্তগণ কীর্তনমুখে দর্শন করতঃ পরম তৃপ্তিলাভ করেন। প্রকাশ যে, অতঃ হইতে ২১শে শ্রাবণ (ইং ৩০।৭১) শুক্রবার পর্যন্ত ষষ্ঠ দিবসব্যাপী যথারীতি পাঠ-কীর্তন-আরাত্রিকাদির উপরিও সন্ধ্যায় প্রথম দুই দিন ও শেষের দিন ধর্মসভার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত সভাগুলির বিষয়বস্তু ছিল মনুষ্য জীবনের কর্তব্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও শ্রীবলদেব-তত্ত্ব। এই তিন দিনের সভায় প্রথম দুই দিন শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ ও শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ, মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তদুপরি বাকী তিনদিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রভৃতি প্রদর্শনকালে স্মৃষ্ণ-শব্দ-শ্রবণ-যন্ত্র (Microphone)-সাহায্যে যথাক্রমে সেই সেই বিষয়গুলি দর্শকমণ্ডলীকে শ্রবণ করান হইয়াছে।

বলা বাহুল্য ২১শে শ্রাবণ, শনিবার দিন উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষ্যে পূর্বাহ্ন হইতে অপরাহ্ন পর্যন্ত আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তদন্তর সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে সমাপ্তি দিবস উপলক্ষ্যে ধর্মসভার আয়োজন করিলে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দিলে পর শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারীজী স্থানীয় ভক্তগণ ও প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দিনে যোগদান এবং বিভিন্নভাবে সহায়-সহানুভূতি করতঃ উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করায় স্থানীয় মঠের সেবক তথা সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। পরে জলপাইগুড়িস্থ শ্রীমদন-মোহন দাসাধিকারী মহাশয়ের মূলগায়কত্বে কীর্তনমুখে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

উক্ত উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির ঐকান্তিক সেবা-নেপুণ্য বিশেষ স্মরণীয়। শ্রীহলায়ুধদাস ব্রজবাসী, শ্রীজীবনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিবানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবা প্রচেষ্টা ও ধন্যবাদার্থ।

— বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রদর্শনী

শ্রী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ এই বৎসরও অশ্রান্ত বৎসরের ন্যায় যথারীতি উপবাস-ব্রত উদযাপন করিয়াছেন। সমিতির মূল মঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই ব্রতোপলক্ষ্যে বিগত ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।৭১) রবিবার দিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে প্রাতঃ হইতেই “শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী” পারায়ণ হইতে থাকে। সম্পূর্ণদিবস তথা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত উক্ত গ্রন্থ পাঠ ও কীর্তনমুখে অতিবাহিত হয়। তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষ্যে আহত কয়েক শতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অশ্রান্ত বৎসরের স্মৃতিকে বহন করতঃ এই বৎসরও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রায় এক পক্ষকাল শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-প্রদর্শনী করা হয়। উহা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া শ্রীরাধাষ্টমী দিবসে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নলীলাসমূহ দর্শকমণ্ডলীকে প্রদর্শন-কালে সেই সেই লীলার তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, এই প্রদর্শনীকালে প্রচুর বৃষ্টি তথা বত্যা হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে দর্শনার্থীর আগমন হইয়াছে।

— নিজস্ব সংবাদ

প্রচার-সময়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্ততম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তাক্তি-বেদান্ত পর্যটক মহারাজ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্মের বাণী প্রচারার্থে সঙ্গে সর্বশ্রী শ্রামগোপাল ব্রহ্মচারী, গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ব্রজবাসী ও হরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে রওনা হইয়া বিগত ইং ৩৫।৭১ তারিখে বিহারের রাঁচী সহরে উপস্থিত হন।

অতঃপর ইং ৬।৫।৭১ তারিখে তত্রস্থ গাড়ীযানাস্থিত শ্রীরামচরণ ভালাজীর সাদর আহ্বানে শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ তাঁহার বাসভবনে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীহরি-সংকীর্তন ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবদ্ভা এবং অখিল-রসামৃতসিন্ধুত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর রাঁচী সহরস্থ কাঁচাতুলি মহল্লার অধিবাসিগণের সাদর নিমন্ত্রণে স্বামিজী মহারাজ ৭ই মে হইতে ১৬ই মে পর্য্যন্ত তত্রস্থ দুর্গামণ্ডপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রমুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর স্বয়ং ভগবদ্ভা স্থাপন ও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদানরূপ মহাবদান্ত-লীলাটি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রাজ্জল ভাষায় পরিবেশন করেন এবং কলি-যুগের শ্রীহরিনাম সংকীর্তনই যে একমাত্র সাধ্য ও সাধন তাহা শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ প্রমাণদ্বারা স্মৃদৃষ্টিরূপে ব্যক্ত করেন।

তৎপর স্থানীয় মেন রোডস্থ দুর্গাবাড়ীতে স্বামিজী ১৮ই মে হইতে ২৭শে মে পর্য্যন্ত সহরস্থ বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত সজ্জনগণের সমক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্ত ও ভক্তিতত্ত্ব তথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এইভাবে রাঁচী সহরে মাসব্যাপী বিপুল ভাবে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের কথা প্রচারান্তে ২৮শে মে পুরুলিয়া সহরে পদার্পণ করেন। তথায় স্বামিজী মুসেফডাঙ্গাস্থিত হরিসম্মাতে ৫ দিন তথা সহরস্থ বিভিন্ন ধর্ম্মসম্মাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বাণী প্রচার করেন। ইং ৬।৬।৭১ তাং মহারাজজী উক্ত সহরের নডীহা মোহল্লা নিবাসী শ্রীযুত বিষ্ণুপদ সেন মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে উপস্থিত হইয়া উক্ত দিন বৈকাল

৪ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিসংকীর্তনাদি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধর্ম্ম-জীবনযাপনে বিশেষ প্রেরণা প্রদান করেন।

তদন্তর পুরুলিয়া হইতে টাটানগরে উপস্থিত হন। তিনি তথায় পরশুড়িষ্ট শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র মহান্ত মহাশয়ের বাসভবনে ইং ১২।৭।৬১ তারিখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিসংকীর্তনমুখে প্রচুর পরিমাণে শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন। তৎপরে মহারাজজী ১৩।৬।৭১ তাং হইতে ২৪।৬।৭১ তারিখ পর্য্যন্ত যথাক্রমে শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সেন, শ্রীযুত দেবদাস ব্যানার্জী, শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীযুত অমূল্যচরণ ঘোষ, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুত ভূপেশচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র প্রামাণিক, শ্রীযুত পঞ্চানন মাঝি প্রভৃতি মহাশয়গণের বাসভবনে যথাক্রমে পাঠ, কীর্তন ও ছায়াচিত্র-মাধ্যমে বিপুলভাবে শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দের বাণী প্রচারান্তে সদলবলে টাটা-পাটনা এক্সপ্রেসযোগে ইং ২৬।৬।৭১ তাং পাটনা সহরে উপস্থিত হন। তথায় ২৭।৬।৭১ তাং হইতে ১৪।৭।৭১ তাং পর্য্যন্ত স্বামীজী স্থানীয় বাঁকীপুর শ্রীহরিসভায় ও অশোক-রাজপথস্থ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ছায়াচিত্র ও শ্রীহরিসংকীর্তনমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীবৈষ্ণবতত্ত্ব, শ্রীগৌর-রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব তথা কলিয়ুগের একমাত্র ভজন শ্রীহরিনামের মহিমা—সম্মিলিত সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ আলোচনা করেন। উক্তরূপ প্রচারে তত্ত্বস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অমুরাগবিশিষ্ট হন ও প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীমল শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধর্ম্মের তুল্য শ্রেয়ঃ যে আর কোন ধর্ম্ম নাই তাহা তাঁহারা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন।

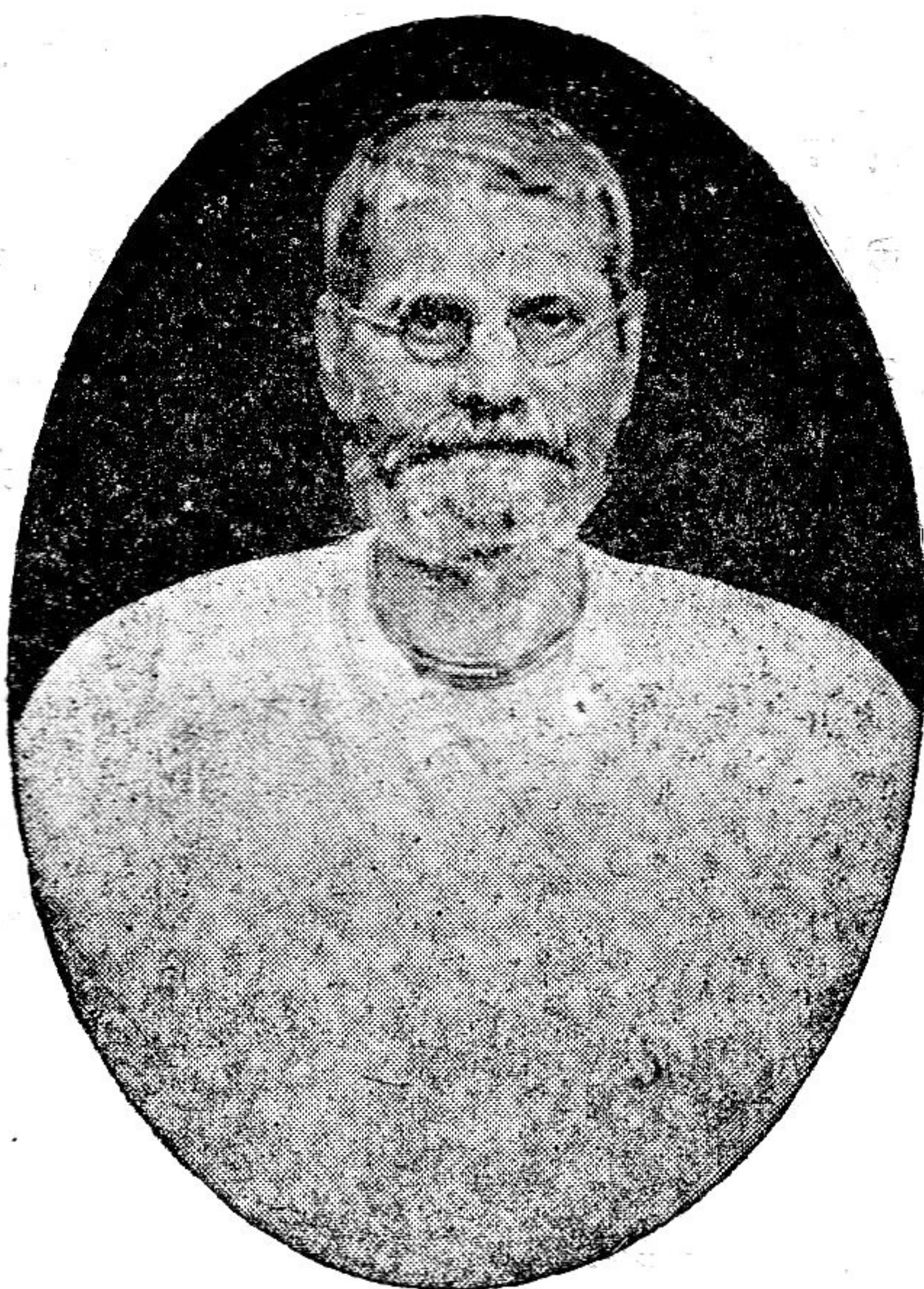
পাটনার প্রচার সমাপনান্তে তিনি ইং ১৬।৭।৭১ তারিখে উত্তর প্রদেশের অন্ততম প্রধান সহর এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় ১৭।৭।৭১ তাং হইতে ২১।৭।৭১ তাং পর্য্যন্ত স্থানীয় সিভিল লাইনস্থ শ্রীযুত গুরুদাস দে মহাশয়ের বাসভবনে তথা মুট্টীগঞ্জস্থ কালিবাড়ীতে বিপুলভাবে শ্রীগুরু-গোবিন্দের মহিমা প্রচারান্তে ২২।৭।৭১ তাং সমিতির অন্ততম বিশিষ্ট শাখামঠ শ্রীমথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠে সদলবলে পৌছিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা।

বিরহ-তিথিপূজার আমন্ত্রণ

শ্রী শিগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্যাবর্য্য পরমহংস আশ্রোতরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
৩য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমঃ ঔ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নাগিনে ॥
অতিমর্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে ।
জীবদুঃখে সদাৰ্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া ।

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৮ ; ইং ১৫।৯।৭১

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবনুতি-পূর্ব্বিকেষম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১লা দামোদর, ১৮ই আশ্বিন (ইং ৫।১০।৭১) মঙ্গলবার
দিবসে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ ও তদধিনস্থ শাখা মঠসমূহে নিত্যলীলা-
প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিতে তৃতীয়-বার্ষিক বিরহ-
মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে ।

এতদুপলক্ষ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নলিখিত সেবা-সূচী অনুসারে
আপনি সবান্ধব কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করতঃ বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার
দানে আমাদিগকে চিরকৃতার্থ করিবেন— ইহাই বিনীত প্রার্থনা ।
পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ক্রটি মার্জ্জনীয় । ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

১৮ই আশ্বিন, ইং ৫।১০।৭১ মঙ্গলবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের

অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

অপরাহ্নে—৪.৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন ।

দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় প্রেরিতব্য ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যমাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অন্য ধর্ম সূচুরূপে পালে বেই জন ।
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুৎ ॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ১৪ দামোদর, ৪৮৫ গোরাঙ্গ } ৮ম সংখ্যা
 { সোমবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৭৮ ; ইং ১৮।১০।১৯৭১ }

সান্ন্যাসাদঃ

শ্রীবিলাপকুমুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতঃ

শ্রীরূপমঞ্জরি-করাচিত-পাদপদ্ম-

গোষ্ঠেন্দ্রনন্দন-ভূজাপিত-মস্তকায়াঃ ।

হা মোদতঃ কনকগৌরি পদারবিন্দ-

সম্বাহনানি শনকৈস্তব কিং করিষ্যে ॥ ৭২ ॥

হে কনকগৌরি রাধিকে ! শ্রীরূপমঞ্জরী ঘাঁহার পাদপদ্ম সম্বাহন করিতে-

ছেন সেই গোষ্ঠেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বাহুতে তুমি মস্তক স্থাপন করিয়া রহিয়াছ,

হায় ! তাদৃশ কালে কি আমি অল্পে অল্পে তোমার পাদপদ্ম সম্বাহন

করিব ? ॥ ৭২ ॥

গোবর্দ্ধনাদ্রিনিকটে মুকুটেন নন্দ্য-

লীলা-বিদগ্ধ-শিরসাং মধুসূদনেন ।

দানাচ্ছলেন ভবতীমবরুধ্যমানাং

দ্রক্ষ্যামি-কিং ভ্রুকুটি দর্পিত নেত্রযুগ্মাম্ ॥ ৭৩ ॥

হে রাধে ! কোতুক ক্রীড়াবিষয়ে অতি চতুর ব্যক্তিদিগের শিরোমুকুট অর্থাৎ অতি সুচতুর সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে গোবর্দ্ধন পর্বতসমীপে দানাচ্ছলে তোমাকে অবরোধ করিবেন এবং তুমিও যখন ভ্রুকুটিবিস্তারপূর্বক নেত্রযুগলকে দর্পিত করিয়া সেই অবস্থাতে আমি কি তোমাকে দর্শন করিব ? ॥ ৭৩ ॥

তব তনুবরগন্ধাসঙ্গি-বাতেন চন্দ্রা-

বলিকর-কৃতমল্লি-কেলিকল্লাচ্ছলেন ।

মধুরমুখি মুকুন্দং কুণ্ডতীরে মিলন্তং

মধুপমিব কদাহং বীক্ষ্য দর্পং করিষ্যে ॥ ৭৪ ॥

হে মধুরমুখি ! ভ্রমর যেমন উৎকৃষ্ট মধুলোভে এক পুষ্প ত্যাগ করিয়া অন্য পুষ্পে গমন করে তেমনি শ্রীকৃষ্ণ, ত্বদীয় অঙ্গ গন্ধ বহনকারী বায়ু আশ্রয় করিয়া, চন্দ্রাবলীর স্বহস্ত রচিত মল্লীপুষ্পময় শয্যা ত্যাগপূর্বক শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, এই অবস্থায় কবে আমি তোমার গৌরব গান করিয়া দর্প করিব ? ॥ ৭৪ ॥

সমস্তাভ্যুন্নত-ভ্রমরকুলবাক্ষারনিকরৈ-

লসৎ-পদ্মস্তোমৈরপি বিহগরাবৈরপি পরম্ ।

সখীবৃন্দৈঃ স্বীয়ৈঃ সরসি মধুরে প্রাণপতিনা

কদা দ্রক্ষ্যামন্তে শশিমুখি নবং কেলিনিবহম্ ॥ ৭৫ ॥

হে শশিমুখি ! যাহার চতুর্দিকে উন্নত ভ্রমরকুলবাক্ষার করিতেছে এবং যাহাতে পদ্মসমূহ শোভামান হইতেছে এবং পক্ষিগণের শব্দে যাহার তীর চতুষ্টয় আন্দোলিত হইতেছে, সেই মধুর শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে স্বীয় সখীবৃন্দ সহ প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার উৎকৃষ্ট নূতন ক্রীড়াসমূহ আমি কবে দর্শন করিব ? ॥ ৭৫ ॥

সরোবর-লসতটে মধুপশুঞ্জিকুজান্তরে

স্ফুটংসুকুমসঙ্কুলে বিবিধ-পুষ্পসংঘৈর্মুদা ।

অরিষ্ঠজয়িনা কদা তব বরোরু ভূষাবিধি-

বিধাস্তত ইহ প্রিয়ং মম সুখাক্রিমাতন্বতা ॥ ৭৬ ॥

হে বরোরু রাধিকে ! যাহার মধ্যভাগ ভ্রমরের গুঞ্জে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই শ্রীরাধাকুণ্ডের দেদীপ্যমান তটবর্তি বিকসিত কুসুম ব্যাপ্ত কুঞ্জমধ্যে অরিষ্ঠবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রিয় সুখসমুদ্র বিস্তারপূর্বক কবে বিবিধ পুষ্পসমূহ দ্বারা তোমার ভূষণ ব্যাপার সহর্ষে সম্পাদন করিবেন ॥ ৭৬ ॥

স্ফীত-স্বাত্তং কয়াচিৎ সরভসমচিরেণার্প্যমাগৈর্দরোত্ত-

ন্নানা-পুষ্পোরু গুঞ্জাফল-নিকরলসৎকেকিপিজ্জপ্রপঞ্চৈঃ ।

সোৎকম্পং রচ্যমানঃ কৃতরুচিহরিণোৎফুল্লমঙ্গং বহন্ত্যাঃ

স্বামিষ্ঠাঃ কেশপাশঃ কিমু মম নয়নানন্দমুচ্চৈবিধাতা ॥

বিকসিত বিবিধ কুসুম ও মহৎ গুঞ্জাফল এবং ময়ূরপিচ্ছসমূহকে কোন সখী অন্তঃকরণে আনন্দিত ও ভীত হইয়া যাহাতে তৎকালে অর্পণ করিয়াছে এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কম্পিত হইয়া যাহার সাতিশর শোভা করিতেছেন, তথা স্পর্শকালে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করতঃ যাহার মনোজ্ঞ রুচি বিস্তীর্ণ হইতেছে, এবং স্পর্শসুখে শ্রীরাধারও অঙ্গ পুলকিত হইতেছে, স্বামিনী শ্রীরাধিকার সেই কেশপাশ কি আমার অসীম আনন্দ বিধান ? ॥ ৭৭ ॥

মাধবং মদনকেলি-বিভ্রমে মত্তয়া সরসিজেন ভবত্যা ।

তাড়িতং সুমুখি বীক্ষ্য কিস্ত্রিয়ং গূঢ়হাস্তবদনা ভবিষ্যতি ॥

হে সুমুখি ! কাম-ক্রীড়া-সময়ে ভ্রান্তি বশতঃ মত্ত হইয়া যৎকালে লীলা-পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিবা, তৎকালে এই সখী (আমি) এবং ইহার সজ্জাতীয় অশ্রু সখী কি ঈষৎ হাস্ত বদনা হইবে ? ॥ ৭৮ ॥

সুললিতনিজবাহ্বান্ধিষ্ট-গোষ্ঠেন্দ্রসুনোঃ

সুবলিত-তরবাহ্বা শ্লেষ-দীব্যনতাং সা ।

মধুর-মদনগানং তন্বতী তেন সার্কং

সুভগমুখি মুদং মে হা কদা দাস্তসি ত্বম্ ॥ ৭৯ ॥

হে সুভগমুখি ! তোমার সুললিত বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত হইয়া
স্বীয় মনোহর বাহু তোমার স্কন্ধে অর্পণ করায় তোমারও স্কন্ধদেশ নম্র
হইয়াছে, হায় ! এতাদৃশ অবস্থায় সেই কৃষ্ণের সহিত সুমধুর কন্দর্প গান
করিয়া তুমি কবে আমাকে আনন্দ প্রদান করিবে ? ॥ ৭৯ ॥

জিহ্বা পাশক-খেলায়ামাচ্ছিত্ত মুরলীং হরেঃ ।

ক্ষিপ্তাং ময়ি ত্বয়া দেবি গোপয়িষ্যামি তাং কদা ॥

হে ক্রীড়াকুশলে ! রাধিকে ! তুমি পাশক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়া
তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্বক মুরলী গ্রহণ করতঃ আমার প্রতি নিষ্ফেপ
করিবা, আমি কবে সেই মুরলীকে গোপন করিয়া রাখিব ? ॥ ৮০ ॥

অয়ি সুমুখি কদাহং মালতীকেলিতলে

মধুর-মধুর-গোষ্ঠীং বিভ্রতীং বল্লভেন ।

মনসিজসুখদেহস্মিন্মন্দিরে স্মেরগণ্ডাং

সপুলকতনুরেষা ত্বাং কদা বীজয়ামি ॥ ৮১ ॥

হে সুমুখি ! কন্দর্পসুখপ্রদ এই মন্দির মধ্যে মালতীপুষ্প বিরচিত কেলি
শয্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত উত্তর প্রত্যুত্তররূপ বাক্য-ভঙ্গী বিস্তার করিয়া যখন
তোমার গণ্ডস্থল পুলকিত হইবে সেই সময়ে আমি কবে পুলকাজী হইয়া
তোমাকে চামরাঙ্গি ব্যঞ্জন করিব ? ॥ ৮১ ॥

আয়াতোত্বং কমলবদনে হন্তু লীলাভিসারা-

দগত্যাটোপৈঃ শ্রমবিলুলিতং দেবি পাদাজুযুগ্মম্ ।

স্নেহাৎ সম্বাহয়িতুমপি হ্রীপুঞ্জমূর্ত্তেহপ্যলঙ্ঘ্যং

নামগ্রাহং নিজজনমিমং হা কদা নোৎসৃসি ত্বম্ ॥ ৮২ ॥

হে দেবি ! হে লজ্জাপুঞ্জমূর্ত্তে ! হে উত্ত্বংকমলবদনে ! অর্থাৎ পথশ্রান্তি-
জনিত বর্ণাশুলিপ্তবদনে নৃত্যাঙ্গি চাতুর্য্যসহ লীলাবশতঃ অভিসার করিয়া
আসিতে আসিতে গমনের আড়ম্বর হেতু তোমার পদযুগল শ্রম ব্যথিত
হইলে, যদিচ তুমি লজ্জাশীলা তথাপি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার নাম
গ্রহণপূর্বক অর্থাৎ অয়ে রতিজমরি ! আমি পথ শ্রান্ত হইয়া আগমন
কারয়াছি আমার পাদ সম্বাহন কর এই বলিয়া আমাকে নিজজন জানিয়া
কবে পাদ সম্বাহন নিমিত্ত নিয়োগ করিবা ? ॥ ৮২ ॥ (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব-বিদ্বেষের দণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রী একায়নমঠ, কৃষ্ণনগর

৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৭

১৯শে জুলাই, ১৯৩০

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আপনার ১৬/৭/৩০ তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। হরিবিমুখজনগণ স্বভাবতঃ ও নিসর্গদোষে ভগবদ্বক্তার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত এবং শিষ্টাচার-বহিভূত বর্ষরোচিত ক্রিয়ায় উন্নত হয়। উহাদের জন্তু পাঞ্জি “পশুনাং লগুড়ো যথা” ব্যবস্থা আছে। যেকালে পাষণ্ডদিগের দণ্ড হয় না, তখনই তাহারা উত্তরোত্তর বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবের স্ব-স্ব পশুচিত ব্যবহার করিতে থাকে। শ্রীমান্ * * বাহিরে পাষণ্ড-শাসন-নীতি পরিত্যাগ করিলেও স্বীয় সরলস্বভাবপ্রযুক্ত উপেক্ষাধর্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু একরূপ উপেক্ষা জীবের পাষণ্ডতা বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশ্রয় দেয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কালে ভাল মানুষ হইয়া নীরব থাকিলে মায়াব বহু প্রকোপ আসে। ভগবদিচ্ছাক্রমে তিনি enquiryর সময় নিরপেক্ষ সাক্ষী হইতে পরিবেন, নতুবা তিনিও পার্টির মধ্যে পড়িয়া যাইতেন।

এই ব্যক্তির বিশেষ দণ্ড হওয়া আবশ্যিক, কেন না, সে নিজেই দুর্বৃত্তাচরণ করিয়া মাধাইএর মত কার্য্য করিয়াছে। ত * * প্রভুর তাহাতে ক্ষতি হইবে না। কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হওয়া জন্ম-জন্ম অমঙ্গলের হস্তে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা হইতে তাহার কোন প্রকারে পরিত্রাণ নাই। একে ত’ বৈষ্ণবকে বাক্যের দ্বারা আক্রমণ করিল, আবার তাহার উপর অপর বৈষ্ণবকে প্রহার করিল! এই সকল পাপে তাহার আত্মা অত্যন্ত অবরযোনি লাভ করিবে। ত * * প্রভু এবং ন * * প্রভু দুর্বৃত্তকে ক্ষমা করিলেও সুদর্শনচক্র জন্ম-জন্মান্তরে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। তবে দণ্ড পাইয়া পাপ ক্ষয় হয়। সেইরূপ দণ্ড লাভ করা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং ভবিষ্যৎ কুস্তীপাকের অতিরিক্ত যন্ত্রণা হইতে কিছু সুবিধা লাভ। আর এখন দণ্ড না পাইলে তাহার আরও অধিকতর দুর্গতি হইবে।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(সমাজনীতি)

১। বর্ণাশ্রমবিধি আদরণীয় কেন ?

“উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আচার্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সংসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থারই একমাত্র মূল তাৎপর্য — ‘পরমার্থ’, যাহার অন্ততম নাম — শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি।”

—বৃ: সং ৫৯

২। বদ্ধাবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম উল্লঙ্ঘন করিলে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি ?

“যাহারা সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা একবাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রমধর্মের অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ পাইতে পারে না; বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্মই বৈষ্ণবের বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ।”

—‘মনুষ্য-সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম—প্রথম প্রবন্ধ’, স: তো: ২৭

৩। বর্ণধর্ম ব্যতীত কোনও সভ্যসমাজ চলিতে পারে কি ?

“ইউরোপে যাহারা বণিকৃষ্যভাব, তাহারা বাণিজ্যই ভালবাসে এবং বাণিজ্য-দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে; যাহারা ক্ষত্রিয়ভাব, তাহারা ‘মিলিটারী ল্যাটিন্’ বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা শূদ্রভাব, তাহারা সামান্য সেবা-কার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতে বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও ঐ ধর্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক রূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই।”

—চৈ: শি: ২৩

৪। বর্ণবিধানের প্রকৃষ্ট উন্নতির পূর্বে কিরূপ সমাজ-নীতি প্রচলিত থাকে ?

“বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান-সকল যে-পর্যন্ত না প্রস্তুত হইয়াছিল, সে-পর্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা-প্রভৃতির দ্বারা জলযাত্রা-কার্য্য যেমত-নির্বাহিত হইত, সমাজও সেইরূপ, অর্থাৎ বর্ণবিধান প্রকৃষ্টরূপে যে দেশে যে-পর্যন্ত না চালিত হয়, সে-পর্যন্ত তাহার একটি অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সেই দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থা ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া গর্ব্বত্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে।”

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। বৈষ্ণব-সমাজ ও অবৈষ্ণব-সমাজে ভেদ কি ?

“বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম-উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্যই স্বার্থপর কাম। ইতর সমাজে যাহারা অবস্থিত, তাহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান-আলোচনার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিস্কার এবং জড়ীয় ক্রেশের ক্ষণিক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ-কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ-কেহ পারত্রিক-ভোগকে এবং কেহ-কেহ জীবের অস্তিত্বনাশরূপ নির্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়দুঃখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রেতির অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি—এক, কিন্তু প্রকৃতি—ভিন্ন।”

—‘মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম’, সঃ তোঃ ২।৭

৬। কি কি বিধি অবলম্বনে ভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরুত্থান হয় ?

“বর্ণাশ্রমকে পুনরায় স্বাস্থ্যলক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়, যথা—

(১) কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

(২) বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি-ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

(৩) বর্ণনির্ণয়কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতা-মাতার বর্ণ সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

(৪) পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ পনের বৎসর বয়সের পর কুলপুরোহিত, ভূস্বামী, পিতা-মাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্যাবান ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

(৫) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত—এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি না?—এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

(৬) যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যে অধম বর্ণ উহার জন্মই উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আরও দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

(৭) দুই বৎসর পর পুনরায় পূর্ববৎ বিচারপূর্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ করা হইবে।

(৮) প্রতি-গ্রামে একটি সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

(৯) এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্ত সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাট বাস্তবিক বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষক।

(১০) যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি-সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্ব্যতিক্রমকারীর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।”

—‘মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম’, সঃ তোঃ ২।৭

৭। সমাজ কয় প্রকার? জীব কি কখনও সমাজশূন্য হইতে পারে?

“কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে ‘বৈষ্ণব’ বলা যায় না; এরূপ সিদ্ধান্ত একটি ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়-সমাজ, মুমুক্শু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন-সময়েই সমাজ-শূন্য হয় না,—জীবের স্বভাবই সামাজিক; জড়মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্বদাই সামাজিক।

বৈষ্ণবজীব ও ইতরজীব ভেদ এই যে, বৈষ্ণবজীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতরজীবের ইতর সমাজ। এস্থলে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব-সমাজে কোন প্রকার ভেদ নাই।”

—‘মহ্মদসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম’ প্রথম প্রবন্ধ, সঃ তোঃ ২।৭

৮। কিরূপ সমাজধর্ম ভারতবর্ষের উপযোগী? সহসা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হওয়া উচিত কি?

“দুই দিকেই বিপদ। একদিকে কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে; চূপ করিয়া থাকিলে গম্ভীর বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীৰ্য্য ও সৌভাগ্য—সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্যবংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই আর্য্য-সম্মানগণ এখন স্বেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাহার হৃদয় আছে, তিনি এই সকল আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। যাহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন। অতীত দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া আমরা নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্থলে দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধসমাজ, জৈনসমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমহিত অবস্থা-সমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না; বৌদ্ধসমাজ ও জৈনসমাজ পরীতগুহার মধ্যে লুক্কায়িত হইল, দেশীয় খ্রীষ্টানসমাজ কেবল স্বেচ্ছানুগত্যে বৃত্ত হইল। ব্রাহ্মসমাজ কুটীপ্ত হইয়া পড়িল—তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নব্যবিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না। কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না। যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরও ছলছল পড়িয়া যাইবে। সকল দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।”

—‘মহ্মদসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম’, সঃ তোঃ ২।৭

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীপ্রভুপাদগদ্যের ৩য় বর্ষিক তিরোভাব-তিথি পূজায় নিরহ-বেদনা

তিনটী বছর আগে,

এমনি দিনে হারায়ে তোমারে কাঁদিয়া ফিরেছি সবে ।
সেদিনের কথা স্মরিয়া আজিও ভাসি শুধু আঁখি-জলে,
নাম প্রেমী তুমি নিতে নিতে স্বধামে চলিয়া গেলে ।
দিব্য দেহ ধরি' দিব্যরথে চড়ি' ভুলোক ছালোক ত্যজি',
গেলে সে সুদূরে মায়া-পরপারে হরি-রাস-রসে মজি' ।
শ্যামের শারদ-রালযাত্রায় কালসোনার ইঙ্গিতে,
রাস-অভিসারে সঙ্গিনী হ'লে ললিতাদি সখী সাথে ।
শ্রীহরির রাসে ব্রজপুর মাঝে তুমি যে নিত্য সখী,
নুলোকে থেকেও গোলোকে তোমার যাওয়া-আসা ছিল নিতি ।
তোমার পাদপতলেতে থাকিয়া চিনিতে পারি নি তোমা',
আমি কোন্ ছাড়্ দেবেও জানে না তব লীলা-মাধুরিমা ?

এত গম্ভীর ছিলে যে তুমিগো বুঝা যে তোমারে দায়,
বুঝি শুদ্ধভক্ত-করুণা ব্যতীত ও তত্ত্ব নাহি জানা যায় ।
বজ্র থেকেও কঠোর ছিলে যে, কুসুম হ'তেও সুকোমল ;
হরি-দ্রোহিজনে দমিতে সর্বদা, ভক্তে দানিতে কোল ।
সর্বগুণধাম তুমি তো প্রভুজী গৌরলীলা-পরিকর,
শ্রীপ্রভুপাদের অন্তরঙ্গরূপে নিলে গৌর-সেবা-ভার ।
প্রভুপাদ-সেবায় তন্ময় হ'য়ে কহিতে আপন জনে ;—
'শ্রীল প্রভুপাদ-সেবা ছাড়া আর নাহি গতি কোনখানে ।

বিশ্ব একদা নত হবে—শ্রীল প্রভুপাদ-পদে
তমগুণ কভু জয়ী হ'তে নারে সত্বগুণের কাছে ।'

...তোমার এমন মাঠে: বাণীতে দিকে দিকে পড়ে সাড়া,
গুরুসেবা লাগি' করে ছড়াছড়ি নিরুত্থম ছিল যারা ।

তোমার মতন গুরৈকনিষ্ঠা দেখি নি অবনীতলে,
 'প্রভুপাদ নাম' কহিতে তোমার আঁখি ভেসে যেত জলে ।
 দেখেছি তোমার উদার স্বভাব শিশুশূলভ সরলতা,
 মিষ্টি মধুর হাসি-খুশী-ভরা ছিল যে তোমার কথা ।
 দেখেছি তোমার লালন-তাড়ন পরম সোহাগ-ভরা,
 মোদের প্রাণের দেবতা বলিয়া জেনেছি তোমাতে মোরা ।
 দেখেছি তোমাতে তাকিকের সাথে করিতে তর্ক-রণ,
 সুসিদ্ধান্ত স্থাপি' কুমত সকলে করেছিলে খণ্ডন ।
 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' গ্রন্থ লিখিয়া জানালে সত্যপথ,
 'বৈষ্ণব-বিজয়' গ্রন্থে দূষিলে ষত মায়াবাদী-মত ।
 দেখেছি তোমাতে কীর্তন-মন্দিরে উদ্দগু নৃত্য-তালে,
 নাচিতে নাচিতে সমাধি লভিতে হরির করুণা-বলে ।
 তেমতি তোমাতে আর কি দেখিব কভু এ নয়ন-কোণে,
 তোমার চরণ করিহে স্মরণ, আজি এ' বিরহ-দিনে
 চিরতরে কি গো চলে গেলে তুমি তাজি' এ মর্ত্যধাম,
 আর ফিরিয়া আসিবে না পুনঃ জুড়াতে মোদের প্রাণ !
 এবে তুমি আছো গোলোকনগরে হরি-সঙ্গিনী হ'য়ে,
 আমরা হেথায় কাঁদিয়া মরি যে তোমা' না দেখিতে পেয়ে ।
 প্রার্থনা তাই করি গো প্রভুজী লীলা কর হেথা এসে,
 নদীয়া-নগরে 'দেবানন্দ মঠে' হেরি যেন বারমাসে ।
 তব সন্ধান লভিতে আজিকে খুঁজে ফিরি দিকে দিকে ;
 তব অন্তরঙ্গ ব্যতীত কেহ কি পারে তোমা-ধনে দিতে ?
 লুটায় পড়িয়া কহি তাই আজি, 'বামন মহারাজ'-পদে,—
 দাও গো ঠাকুর আমার প্রভুরে, হেরিব এ আঁখি-পাতে ।
 দেখিব কি পুনঃ সে ললিত রূপ, ললিত গমন ভঙ্গী,
 ললিত নয়নে, ললিত চাহনি, ললিত নৃত্যরঙ্গী !

মোদেরে ডাকিয়া আবার প্রভু কি কহিবে শ্রীহরি-কথা,
নেহারিতে তাঁয় হৃদয়ে আমার জাগে বড় ব্যাকুলতা ।

সে' চরণ ছাড়া এ মোর জীবনে অন্য কামনা নাই,
মহারাজ-পাশে শ্রীগুরু-চরণ ভিখ্ মাগি আজি তাই ।

জয়তু গুরুজী, আজি এ দিবসে তব নাম শুধু গাহি,
তব নাম ছাড়া আমার জীবনে গতি নাহি গতি নাহি ।
তব ছাড়াছাড়ি সাহতে পারি না, ... বড়ই বেদনা ভরা,
বিরহের তাপে সান্ত্বনা পেতে লিখি এ কয়টি ছড়া ।

শক্তি দাও গো গুরুজী আমারে তবদেশে পালিবারে ;
দেখা দিয়া মোর ঘুচাও কামনা শুধু বারেকের তরে ।
যদিও তোমায় জানাই নতি প্রতিদিন বারে বারে,
তবু লহ আজি তাপিত প্রাণের প্রণতি একটিবার ।

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবি ভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১১)

ভগবৎপরিকরণ সকলেই অপ্রাকৃত বগ্রহ । তাঁহাদিগকে মায়িক
গুণসম্মত ক্রোধাদি স্পর্শ করিতে পারে না । তবে যে শ্রমন্তকোপাখ্যান,
মহাকাল সুরোপাখ্যান, মোষলোপাখ্যান প্রভৃতিতে শ্রীবলদেব, অর্জুন,
নারদ প্রভৃতির ক্রোধাদির আবেশ দেখা যায়, তাহা যথার্থ নহে, ক্রোধাদির
আভাস মাত্র । তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে বর্ণিত হইল ।

দ্বারকানবাসী এক ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয় শুনিয়া
শ্রীঅর্জুন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের ভাব সন্তান রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র অন্তহিত হইল কিছুতেই রক্ষা
করিতে পারিলেন না । পরে এক্ষণের কোশলে জানিলেন শ্রীকৃষ্ণদর্শনা-
ভিলাষী মহাবিশুই ব্রাহ্মণ পুত্রগণকে হরণ করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবত
১০।৮৯ অধ্যায়ে বিস্তৃত ঘটনা বর্ণিত আছে ।

সূর্যের নিকট সত্রাজিত রাজা স্তম্ভক মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতধন্য সত্রাজিৎকে বধ করিয়া সেই মণি অপহরণ করে। পরে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে অক্রুরকে মণি দিয়া পলায়ন করে। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম তাহার পশ্চাদ্ ধাবমান হইয়া মিথিলার নিকটবর্তী স্থানে তাহাকে বধ করেন। কিন্তু তাহার নিকট মণি নাই, শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানাইলে শ্রীবলরাম তাহার প্রতি সন্দেহ করিয়া কুপিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৫৭ অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণন আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১০ অধ্যায়ে বর্ণিত—শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক তীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। শ্রীনারদাদি ঋষিগণ যখন যজ্ঞস্থল হইতে আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, তখন ষড়্‌কুলসম্মত দুর্বিনীত বালকগণ শাস্ত্রকে শ্রীবেষে সাজ্জত করিয়া মুনিগণের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাহার কি সন্তান হইবে এইরূপ প্রশ্ন করেন। নারদাদি মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

সুতরাং নিত্যমুক্ত পার্শ্বদগণে ও লীলাসৌষ্ঠবের জন্ত ক্রোধাদির আভাসের অভিব্যক্তি নিবন্ধন বাহ্যিক ক্রোধাদি দর্শনে চিত্তের অস্বচ্ছতা অনুমান করা যায় না। তাহার আভাস মাত্র। আর যাহাদের ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলেও বিষয়াবেশাদি দেখা যায়, তাহাদের সাক্ষাৎকারের আভাস জানিতে হইবে। এজন্য অস্বচ্ছচিত্তগণ মধ্যে বহির্শুখগণ দেখিয়াও দেখে না।

অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিগণ দ্বিবিধ—ভগবদ্বাহর্শুখ ও ভগবদ্বিদ্বেষী। বহির্শুখগণ বিষয়াবিষ্ট ও ভগবদবজ্ঞাতা ভেদে দুইপ্রকার। আর ভগবদ্বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ অরুচিহেতু ঘেষপরায়ণ এবং মাধুর্য্যাদির অরূপলঙ্কিহেতু ঘেষপরায়ণ। ইহাদের ভগবদমুখ্য জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তির মিছরি আশ্বাদনের মত। একপ্রকারের পিত্তবাতব্য জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আশ্বাদ গ্রহণ করে না, কিন্তু অন্তের মিছরিতে আদর দেখিয়া অবজ্ঞা করেন। প্রথম অস্বচ্ছচিত্ত বিষয়াদিতে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহাদের মত। সাধারণ দেব-মনুষ্যাদি ইহাদের মত।

অন্য প্রকারের পিত্তবাতব্য জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আশ্বাদন পায় না, অধিকন্তু তাহারা অহঙ্কারী বলিয়া অবজ্ঞা করে। দ্বিতীয় প্রকারের অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিগণ (ভগবদবজ্ঞাতা) ইহাদের মত। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আর এক প্রকারের জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আশ্বাদন গ্রহণ করে। কিন্তু তিক্ত-অম্লাদি রস ভালবাসে বলিয়া মিছরির প্রতি বিদ্বেষ করে। কালযবনাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আর এক প্রকারের জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরিকে তিক্ত বলিয়া আশ্বাদন করে, এজন্ত বিদ্বেষ করে। চানূর-মুষ্টিকাদি মল্লগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত চতুর্বিধ অস্বচ্ছিত্ত ব্যক্তি ভগবদ্দর্শন করিয়াও ভগবৎসাক্ষাৎকারের আভাস মাত্র প্রাপ্ত হয়। জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন মিছরির যথার্থ আশ্বাদ পায় না, অস্বচ্ছিত্ত ব্যক্তিরও তদ্রূপ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। তাহাদের ভগবৎস্বভাব অনুভূতির অভাব সঙ্গত। কারণ জ্ঞান-ভক্তি দ্বারা শুদ্ধা প্রীতির অভাবে সচ্চিদানন্দত্ব পারমৈশ্বর্য ও পরম মাধুর্যালক্ষণ ভগবৎ স্বভাবসমূহ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। মিছরি সেবন করিতে করিতে ক্রমশঃ জিহ্বাদোষ দূর হইলে মিষ্টসাদ বোধ হওয়ার মত অস্বচ্ছিত্ত ব্যক্তির ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া কালান্তরে নিস্তার লাভ করে। সুতরাং স্বচ্ছিত্ত ব্যক্তিগণের ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে মুক্তিলাভ ঘটে।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা শ্রীশুকদেবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর ভগবৎসাক্ষাৎকারেই তাৎপর্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

স্বস্বনিভূতচেতাস্তদবুদ্ধস্তাত্ত্বভাবো-

ইপাক্তিতরুচিরলীলাকুটুম্বসারস্বদীয়ম্।

ব্যতনুত কুপয়া যন্তুদীপং পুরাণং

তমাখিলবৃদ্ধিনম্নঃ ব্যাসস্বনুং নতোহস্মি ॥ (ভাঃ ১২।১২।৬৯)

স্বরূপস্থগে পূর্ণহৃদয় (শ্রীমদ্রাম), তজ্জন্তু অন্তর বিরক্ত শ্রীল শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের মনোহরলীলায় আকৃষ্ট হইয়া তত্ত্বপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়পুরণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করেন। সেই সর্বমঙ্গলধ্বংসকারী শ্রীব্যাসপুত্রকে নমস্কার।

শ্রীগীতায়ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুক্রিং লভতে পরাম্ ॥ (১৮।৫৪)

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক বা আকাজক্ষা করেন না।
তাহারা সর্বভূতে সমজ্ঞান এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন।

পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দুইপ্রকার—বহিঃসাক্ষাৎকার ও অন্তঃসাক্ষাৎকার।
অন্তঃসাক্ষাৎকার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও বহিঃসাক্ষাৎকারই
শ্রেষ্ঠ। দেবর্ষি নারদের অন্তঃসাক্ষাৎকার সুলভ হইলেও তিনি বহিঃ-
সাক্ষাৎকারের লোভে দ্বারকায় বাস করিতেন। ভাঃ ১১।২।১ শ্লোকে
তাহা বর্ণিত হইয়াছে। জীবদশায় ভগবৎসাক্ষাৎকারের লক্ষণ—

অকিঞ্চনস্ত দান্তস্ত শান্তস্ত সমচেতসঃ।

ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ । (ভাঃ ১১।১৪।১৩)

শ্রীভগবান্ ভিন্ন অণ্ড কিছু উপাদেয় যাহার নাই, তিনি অকিঞ্চন।
অকিঞ্চনতা হেতু দান্ত, শান্ত ও সমচিত্ত এই বিশেষণত্রয় প্রযুক্ত। শ্রীভগবান্
ব্যতীত অণ্ড বহিরিন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুতে প্রীতি নাই বলিয়া দান্ত, বুদ্ধি
ভগবন্নিষ্ট বলিয়া শান্ত, আর অণ্ডত্র হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি নাই বলিয়া
সমচিত্ত। সর্বত্র ভগবৎসাক্ষাৎকার উপলব্ধি হয় বলিয়া সলকদিক সুখময়।

ভগবৎসাক্ষাৎকার লক্ষণ। মুক্তি (দেহ ত্যাগের পর) পাঁচ প্রকার—
সালোক্য, সাষ্টি, সাক্ষ্য, সাযুজ্য ও সামীপ্য। সালোক্য—শ্রীবৈকুণ্ঠে
বাস। সাষ্টি—শ্রীবৈকুণ্ঠবাসের সঙ্গেই শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য লাভ।
সাক্ষ্য—শ্রীভগবানের সমানরূপ অর্থাৎ চতুর্ভুজাদি ধারণ। সামীপ্য—
শ্রীভগবানের সমীপে গমনাধিকার। সাযুজ্য—ভগবৎ শ্রীবিগ্রহে প্রবেশ
লাভ। উৎক্রান্তে মুক্তিদশাতে বিশেষ স্ফুর্তি ক্রতিসম্মতা—

স বা এবং পশুন্নৈবং মন্থানঃ এবং বিজানন্মাত্মরতিরাত্মকৌড় আত্মমিথুন
আত্মনন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি সর্বেষু লোকেষু কামচারোভবতি (ছান্দোগ্য—
৭।১৫।২) অর্থাৎ সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এইরূপ দর্শন, মনন ও অনুভব করিয়া
আত্মাতেই রতীয়ুক্ত, আত্মাতেই ক্রৌড়ানীল, আত্মাতে মিথুন ভাবাপন্ন,
আত্মাতেই আনন্দিত এবং স্বপ্রকাশ হ'য়েন।

মুক্তিলাভের পর আর অবৃত্তি হয় না তাহা বেদান্তে উক্ত হইয়াছে—
'অনাবৃত্তিঃ শকাৎ'। ভগবদুপাসনা দ্বারা তদীয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া
যিনি তদীয় ধামে গমন করেন, তাহার আবৃত্তি অর্থাৎ পতন হয় না। তিনি
সর্বদা ভগবৎসান্নিধ্যে অবস্থান করেন—শব্দ অর্থাৎ ক্রতি হইতে ইহা

জানা যায়। গীতাতেও উক্ত (১৫।৬) হইয়াছে—যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম”। যেখানে গেলে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা আমার পরমধাম।

তবে যে কোন কোন স্থলে মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রপঞ্চ ভগবদ্ধামসমূহের স্থিতি অপেক্ষায় বা কখনও কখনও ভগবল্লীলা-কৌতুকাপেক্ষায় জানিতে হইবে। অর্থাৎ মথুরা-অযোধ্যা প্রভৃতি যে-সকল ভগবদ্ধাম জগৎमध्ये বিরাজ করিতেছেন সে-সকল ধামে বিহার করিবার জন্য ভগবৎপরিকরগণ সময় সময় পরব্যোমস্থিত ভগবদ্ধাম হইতে আসিয়া থাকেন। আর জয়-বিজয়ের মত কোন কোন পরিকর ভগবল্লীলা কৌতুকনির্বাহের জন্য প্রপঞ্চ আসিয়া থাকেন। তাহা হইলেও চিরকাল প্রপঞ্চ অবস্থান করেন না। পশ্চাৎ নিত্য সালোকা প্রাপ্ত হন।

উৎক্রান্ত মুক্তি দশায় জীবের ভগবৎ তুলাতা প্রাপ্তির কথা—

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।

হেহনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্শ্বেণারাধয়ন্ হরিন ॥ (ভাঃ ৩।১৫।১৪)

যাহারা অনিমিত্ত-নিমিত্ত নিকামধর্ম্মে হরিকে আরাধনা করেন, সেই বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি সকল যথায় বাস করেন, সনকাদি ঋষিগণ সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। নিমিত্ত—ফল, তাহা নিমিত্ত—প্রবর্তক নহে যাহাতে, তাহা অনিমিত্ত-নিমিত্ত অর্থাৎ নিকামা ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম। বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি—ভগবানের জ্যোতির অংশভূতা বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা যে অনন্তমূর্ত্তি তথায় বিরাজ করেন, তাঁহাদের এক মূর্ত্তির সহিত শ্রীভগবান এক মুক্ত পুরুষের মূর্ত্তি করেন।

শ্রীভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের সেবোপযোগী অনন্ত মূর্ত্তি চিরকাল বর্ত্তমান। ঐ সকল মূর্ত্তি ভগবানের জ্যোতির অংশভূত। স্তুরাং শ্রীভগবদিগ্রহের দ্বায় চিন্ময়। এই সকল মূর্ত্তি পার্শ্বদেহ। যখন কোন জীব উৎক্রান্ত (অস্তিমা) মুক্তি লাভ করেন, তখন ভগবদিচ্ছাক্রমে নিজ রুচি অরূপ ঐ সকল মূর্ত্তির একটি প্রাপ্ত হন। ইহাই পার্শ্বদ-দেহ। তাহা নিত্য।

আমাদের দেহ জড় কন্মাদীন। পার্শ্বদেহে স্বরূপভূত এবং তত্ত্বদ্বারা লভ্য। জীবস্বরূপ চিন্ময়, পার্শ্বদেহও চিন্ময়। চিদানন্দময়ী তক্তিসমুদ্ভূতা ভগবৎরূপা দ্বারা উভয়ের মিলন সাধিত হয়। ইহাই পার্শ্বদেহ প্রাপ্তি।

কেহ যেন মনে না করেন যে, সমুদয় ভগবৎ পরিকরই এইরূপে পার্শ্বদ-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধনসিদ্ধ পরিকরের কথা অর্থাৎ জীব কিরূপে

র্ষদদেহ প্রাপ্ত হন তাহাই বলা হইতেছে। ষাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরিকর তাঁহাদের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা নহে। ভগবদ্বিগ্রহের ত্রায় তাঁহারও নিজ নিজরূপে তথায় নিত্য বিরাজমান।

শ্রীমজ্জীবগোষামিপাদ মুক্তজীবের প্রাপ্তব্য মূর্ত্তিগুলিকে “বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐসকল মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠের শোভা-বিশেষ সম্পাদন করিতেছে। সে সমুদয় হইতে ভগবৎ সেবাকার্য্য সম্পাদন হইতেছে না। তৎসহ মুক্তজীবের যোগ সাধিত হইলে ভগবৎসেবাসম্পন্ন হয়। আমাদের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাকে প্রাণহীন মূর্ত্তির মত বলা যায়। কিন্তু ভগবজ্জ্যোতির অংশভূত বলিয়া তাহাতে বৈশিষ্ট্য আছে। উক্ত মূর্ত্তিগুলি বৈকুণ্ঠের শোভারূপা বলিয়া, যে সকল পরিকর নিয়ত তথায় বাস করেন, তাঁহাদের নিকট বিসদৃশ বোধ হয় না।

দেবর্ষি নারদ যখন দাসীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি শৈশব-কালে শ্রীহরিভক্ত ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া তাঁহাদের কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন। মাতৃ বিয়োগের পর পাঁচবৎসর বয়সে শ্রীভগবদ্বর্শনের আকুল পিপাসা লইয়া গৃহত্যাগ করেন। এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ভগবচ্ছিত্তামগ্ন হইলে তাঁহার ভগবদ্বর্শন প্রাপ্তি ঘটে। তখন শ্রীভগবান্ নারদকে পৃথিবী পরিত্যাগের পর পার্শ্বদেহ প্রাপ্তির আশ্বাস দিয়াছিলেন। নারদ যে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ভাঃ ১।৬।২৪ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন—

সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ ।

হিষ্টাবস্থামিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥

শ্রীনারদ ১।৬।২৯ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন—

প্রযুক্ত্যামানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং ।

আরন্ধকর্ম্মনির্বাণো দ্রুপতং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥

তিনি দেহত্যাগের পর শুদ্ধা ভাগবতীতনু লাভ করেন এবং আরন্ধ-কর্ম্মনির্বাণ হওয়ায় পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হয়। ভাগবততনু—পার্শ্বদ-তনু তাহা শ্রীভগবৎ-জ্যোতির অংশভূত বলিয়া তাহা স্বরূপশক্তির কার্য্য জ্যোতির্ম্ময়। তাহাতে মায়াসম্পর্ক না থাকায় “শুদ্ধা” বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবৎসেবাই সেই দেহের ধর্ম্ম। সুতরাং মুক্তপুরুষ এই দেহসম্বন্ধ হইয়া সতত সেবানুখে মগ্ন থাকেন।

ভগবৎসেবায় সাধনরূপে ঐ পার্শদতন্ত্র ভগবদ্ধামে বিরাজ করে বলিয়া তাহাকে তত্রত্য শোভারূপে বর্ণন করা হইয়াছে। যেমন গৃহস্থ ব্যক্তির সঞ্চিত ধাতু-চাউলাদি তাহার সুখসমৃদ্ধিহেতু, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষের সহিত অযুক্ত ভগবজ্জ্যোতির্মধ্যে অবস্থিত অনন্ত মূর্তিও শ্রীভগবানের সুখের হেতু-ভূতই হইয়া থাকে। সে সকল নিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মত ভগবদ্ধামকে ভারাক্রান্ত করে না। ভগবজ্জ্যোতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অত্বের দুপ্রেক্ষ্য।

মৃত্যু জীবের স্থূল শরীর ধ্বংস করে ; সূক্ষ্মশরীর ধ্বংস হয় না, জীব ঐ শরীর অবলম্বনে লোকান্তরে গমন করিয়া কর্মফল ভোগ করে। যতদিন মায়ার অধিকারে থাকে, ততদিন লিঙ্গ (সূক্ষ্ম)-শরীরে আবদ্ধ থাকে। প্রকৃতির আবরণভেদ-সময়ে ঐ লিঙ্গশরীর ধ্বংস হয়। সত্যোমুক্ত ব্যক্তির স্থূলদেহ ত্যাগের সঙ্গে লিঙ্গশরীরও ধ্বংস হয়।

সাধারণতঃ জীবের প্রারব্ধ কর্মফল ভোগফল পর্য্যন্ত স্থূলদেহের স্থিতি। স্থূলদেহ নাশে প্রারব্ধ ভোগ সমাপ্ত হইলেও সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া অসংখ্য অপ্রারব্ধ কর্ম বর্তমান থাকায় বারবার দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে হয়। ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির ক্ষয় হইলে পার্শদ দেহ প্রাপ্তি হেতু অপ্রারব্ধাদি কোন কর্মই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না, সবই ধ্বংস হয়, সেজন্য লিঙ্গশরীরও থাকে না। কোনও স্থলে প্রাকৃত দেহও অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে চিন্ময় পার্শদ দেহে পরিণত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

পরীত্যাভ্যর্চ্য বিষ্ণ্যাগ্রং পার্শদাবভিবন্দ্য চ।

ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং। ব্রহ্মদ্রুপং হিরন্ময়ম্ ॥ (ভাঃ ৪।১২।২৯)

শ্রীধ্রুবকে বিষ্ণুপদে লইবার জন্ত দুইজন বিষ্ণুপার্শদ রথ লইয়া উপস্থিত হইলে ধ্রুব সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া বিষ্ণুপার্শদদ্বয়কে প্রণাম করতঃ হিরন্ময়রূপ ধারণপূর্বক রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীশ্বামটীকায়ও উক্ত হইয়াছে—তদেবং রূপং চিরন্ময়ং বিভ্রাদতি। ধ্রুবের যে প্রাকৃত নরদেহ ছিল তাহাই জ্যোতির্ময় দেহে পরিণত হইয়াছিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রেষ্ঠ উপাসনা

সাধুসঙ্গবঞ্চিত আমরা সকলেই অজ্ঞ ; বস্তুর স্বরূপজ্ঞান আমাদের নাই । অল্প বস্তু ত' দূরের কথা, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা নিজ-স্বরূপের কথাও অবগতি নহি । আমি কে, আমার কর্তব্য কি, এ জগতে আমার নিজের বলিতে কে আছে, এ সব বিষয়ে আমাদের বাস্তবজ্ঞান বা শুদ্ধজ্ঞান নাই । সেই-জন্তই আমরা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় সংকল্প ও বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছি । অজ্ঞ আমরা মুড়ি-মিছরীর সমন্বয়প্রয়াসী হইয়া অনেক সময় সাধুকে অসাধু ও অসাধুকে সাধু, সতীকে অসতী এবং অসতীকে সতী, জীবকে ভগবান্ এবং ভগবান্কে জীব, পাথরকে শালগ্রাম এবং শালগ্রামকে শিলা প্রভৃতি বলিয়া উদারতা সেখাইতেছি । এতাদৃশী উক্তির অন্তর্নিহিত কপটতা আমরা ধরিতে পারিতেছি না বলিয়া গেই সেই মতে মত দিয়া অসুবিধা বরণ করিতেছি । স্ব-স্বরূপজ্ঞানের অভাবেই এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছি । সেইজন্ত মনোধর্ম্মী আমরা কেহ—হরিহর একাত্মা এবং কালী ও কৃষ্ণ একই জিনিষ প্রভৃতি বলিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছি । এই জগা-খিচুরীবাদ জগৎকে ছাড়িয়া ফেলিয়াছে বলিয়া আমরা এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতেছি ।

যাহারা কালী ও কৃষ্ণকে এক মনে করে, তাহারা পাষণ্ডী । স্বপ্নেও এ সকল পাষণ্ডীর সঙ্গ করিতে নাই । যাহারা কৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতাকে সমান জ্ঞান করে তাহারা নিশ্চয়ই পাষণ্ডী । সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে যাহারা তদিতর দেববৃন্দের সাহিত সমান মনে করে তাহাদিগকে শাস্ত্র নারকী সংজ্ঞাও দিয়াছেন । “বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেণ তদিতর সমধীর্ষ্য বা নারকী সঃ” শ্লোকই তাহার প্রমাণ ।

ভগবান্ এক অদ্বিতীয় । “তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্” সূত্ররাং বহু ভগবান্ কল্পনা মায়াবাদেরই পরিচয় । পূর্বে একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনাই প্রচলিত ছিল । প্রধানতঃ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনই পঞ্চোপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ।

বিষ্ণু শিব, গণেশ, সূর্য্য ও কালী—এই পঞ্চদেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভগবান্ জ্ঞানে উপাসনার নামই পঞ্চোপাসনা । এই পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি বেদাদি শাস্ত্র-সম্মত নহে, ইহা মনঃকল্পিত কাল্পনিক উপাসনা মাত্র । ভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্ত—এই কথা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও মহাজনানুমোদিত । বদ্ধজীব

আমরা কামদাস, কৃষ্ণদাসাভিমান আমাদের নাই। শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রভু তাই সর্বসেব্য বলিয়া কখনও কাহারও সেবা করেন না। বদ্ধজীবগণ বিষ্ণু-কামরহিত হইয়া ইতরকামে কামুক হওয়ায় নিজ নিজ কাম-লাভার্থে তত্ত্ব-কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর উপাসনা করেন। অর্থকামী মহামায়ার, তেজোকামী সূর্য্যের, সৌকাম্য শিবের, অর্থকামী গণেশের উপাসনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুসর্কসদাতা—এ কথা বুঝিতে না পারিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনামুগ্ধ জীবসকল স্বীয় স্বভাব অনুযায়ী সর্কেশ্বর বিষ্ণুর সেবা ভুলিয়া গিয়া অল্প দেবতার উপাসনায় রত হন। ভগবান্ তখন তদীয় অভীষ্ট দেবতার দ্বারা তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা যে ফললাভ করেন তাহা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রাপ্তফল ধ্বংসে পুনরায় দুঃখ পান।

অনেকে বলেন, অল্প দেবদেবীরা যখন ভগবানেরই দাসদাসী তখন তাঁহাদের উপাসনায় কি ভগবানের উপাসনা হয় না। বহু দেবদেবীর সঙ্গ যে ভীষণ দোষাবহ, একথা আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই—

“আলিঙ্গনং বরং মত্তে ব্যালব্যায়্রজলোকসাম্।

ন সঙ্গঃ শল্যবৃক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্ ॥”

[বরং সর্প, ব্যায়্র ও জলোকার আলিঙ্গন শ্রেয়ঃ, তথাপি শূলের ত্রাশ বিঘ্নমান নানা-দেবদেবীর সঙ্গ করা উচিত নয়। শূলে যেমন একটি বস্তুকে দ্বিধা করে সেইরূপ নানা দেবদেবী বহু ভগবানের অবতারণা করে।

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—যাঁহারা শ্রদ্ধাবৃক্ত হইয়া অল্প দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ষক আমারই উপাসনা করেন। এতাদৃশী উপাসনা দ্বারা জীব আমাকে (ভগবান্কে) পায় না। এতদ্ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় ভগবদিতর অপর সকল বস্তু পাইতে পারে। সুতরাং এই অবিধিপূর্ষক উপাসনা যে সঙ্গত নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

“যেহ্যন্তদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াধিতাঃ।

তেহপি মামেব কোন্তে যজন্ত্যবিধিপূর্ষকম্ ॥” (গী: ৯।২৩)

এই দেবসেবিগণের গতিনির্ণয় করিতে গিয়া ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, দেবোপাসকগণ দেবলোকে, পিতৃতর্পণকারী পিতৃলোকে এবং আমার উপাসনাকারী মদীয় লোকে অর্থাৎ জগদতীত চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোকে গমন

করেন। কখন জীব কর্মবশে ব্রহ্মা হয় এবং অধোগতিক্রমে মানব এবং মানব হইতে পঞ্চাদিষোনিতে ভগ্নগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সাধন বলে পুনরায় দেবদেহ লাভ করিবার যোগ্যতাও তাহাদের আছে। দেবভাগও জীবভক্ত; তবে মনুষ্যাদি অপেক্ষা দেবতার কিছু বেশী গুণ আছে মাত্র। সুতরাং আমরা যখন স্বর্গবাসী দেবতাই হইতে পারি তখন দেবপূজার আবশ্যকতা কি? কালীপূজা করিয়া শাস্তি কি পাইলাম? শাস্তি পাওয়া ত'দূরের কথা, একথা বুঝিবার সৌভাগ্যও কি আমাদের হইল? কেবল খাচ্ছি-দাচ্ছি কাঁশি বাজাচ্ছি। মৃত্যুর পরের কথা চিন্তা করিয়াছি কি? মৃত্যুর পরে কোন্ রাস্তায় যাইব, কাহার সহিত যাইব, এসকল কথা স্বপ্নেও কখন চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছে কি? ভগবন্তজন—কৃষ্ণভক্তন না করিলে যে আমাকে ধর্মাচরণ করিয়াও—দেবপূজা করিয়াও—দুর্গাপূজা বা কালীপূজা করিয়াও নরকে যাইতে হইবে তাহা আমি শাস্ত্রাদিতে দেখিয়াছি কি? ইন্দ্রের শূকরযোনিপ্রাপ্তি প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে আমরা দেবতাদের পতনের কথা জানিতে পারি। দেবতার বদ্ধ, ভগবদ্-বহিস্মৃখ ভোগী—সতত ইন্দ্রিয়তর্পণ-রত বলিয়া অশাস্ত। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ বা সেবা করিয়া আমাদের কি ফল লাভ হইবে? দেবতা হইয়াও যখন সুখ নাই—ভয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই, অসুরের ভয়ে যখন কাঁপিতে হয়, তখন দেবতা পূজা করিয়া আর কি সুবিধা হইবে? আমরা যে শাস্তির কাছাল সে শাস্তি বা সুখ দেবতা পূজায় ত' পাইব না, আমরা কাহার তাঁহার সহিত মিলন ত' হইবে না, দেবদেহ এবং দেবলোক স্বর্গ ত' প্রাকৃত, দেবগণ ত' মায়াকবলিত; সুতরাং ভগবানের সেবা ছাড়িয়া দেবাদি পূজায় সময় নষ্ট করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে?

আজকাল ভারতের প্রায় সকলেই দুর্গা বা কালীর উপাসক। সেইজন্য অনেকেই নিজেকে শাক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। শক্তিকে তাঁহার উপাস্তা জননী বলিয়া জানেন কিন্তু পুত্র হইয়া বা উপাসক হইয়া জননীর নিকট জননী-সেবা প্রার্থনা না করিয়া যে কিরূপে নিজ ভোগের জন্ত ধন-জন বা রূপবতী ভাৰ্য্যাাদি প্রার্থনা করিয়া থাকেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। উপযুক্ত পুত্রের পূজনীয়া জননীর প্রতি এতাদৃশ উক্তি কি হান্ত্যাপ্পদ ও লজ্জাজনক নহে? মা কি আমার উপাস্তা—পূজ্যা, না চাকরাণী, ইহা স্থির করা কি আমাদের উচিত নহে? আবার মা ভগবান্ হইবেন

কি করিয়া? তিনি ত' জননী—জনক নহেন। সুতরাং পুত্র হইয়া মা'কেই 'বাবা' বা কালী'কেই কৃষ্ণ বলি কেন? এবং পিতার অনুমতান ছাড়িয়া সতী জননীর পৃথক অবস্থান স্বীকার বা করিতেছি কেন? এসব কথা কি আমরা আমাদের বন্ধুবর্গকে জানাইতে পারি না? সুতরাং আমরা যে দেবীর পূজায় আত্মহারা হই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করা যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিষ্ণুই যে একমাত্র ভগবান, একথা আমরা বেদোক্ত "ওঁ তদ্বিক্রোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তু শ্রবয়ঃ দিগ্বীৰ্ণ চক্ষুরাততম্।" এই শ্লোকেই দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন জনের মধ্যে বিষ্ণুই ভগবান। শাস্ত্র আরও বলেন,—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব ও কালী এই চতুর্বিধ তত্ত্ব হইতে বিষ্ণুই আরাধ্য তত্ত্ব আর অপর তিনটি আরাধক-তত্ত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং ব্রহ্মা, শিব ও কালী সকলই তাঁহার ভূতা।

“একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূতা।

যারে যৈছে নাচার সে তৈছে করে নৃত্য ॥

শিব মায়াশক্তি সঙ্গী তমোগুণাবেশ।

মায়াতীত, গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ।”

আমরা আজ যে কালীর কথা বলিতেছি, তিনি ভগবানের মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তি। ভগবৎ-শক্তি দুই প্রকার—অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা। যেমন সূর্য্যের দুই শক্তি—আলোক ও অন্ধকার। এম্লে আলোক অন্তরঙ্গা এবং অন্ধকার বহিরঙ্গা। তেমনি বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি আর কালী বা দুর্গা বহিরঙ্গা শক্তি। এই শ্রীমতী শ্রীমানের—শ্রীকৃষ্ণের কান্তাশিরোমাণ। ইঁহার ছায়া স্বরূপা কালী কৃষ্ণদাসী। আমাদের জায় কৃষ্ণবিমুখ জীবসমূহকে সংসাররূপ দুর্গে আবদ্ধ করতঃ ত্রিতাপানলে দগ্ধ করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবানুখ করা ইঁহার কার্য্য বা কৃষ্ণ-সেবা। সুতরাং ইনি যে কৃষ্ণাশ্রিতা, কৃষ্ণদাসী এবং কারাকর্ত্রী মায়া, পরন্তু ইনি কৃষ্ণ নহেন তাহা সহজেই অনুমেয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এসকল কথা বিচার করিয়া জীবনগতি পরিবর্তনপূর্ব্বক শ্রোতপথ গ্রহণ করিলে—ব্রহ্মা, নারদ, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি ও শুকদেব প্রভৃতি দ্বাদশ-মহাজন-প্রদর্শিত

একায়নপথ—শ্রোতপথ—ভক্তিপথ বা কৃষ্ণসেবা-সরগি অবলম্বন করিলে আমরা আনন্দিত হইব। কৃষ্ণই যে একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ এতদ্ব্যতীত আর কেহই ভগবান্ হইতে পারেন না তাহা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে জানা যায়। God is only one, gods are not God—একথা আমাদের সত্তত স্মরণ রাখা উচিত। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্ আর দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতাগণ কৃষ্ণের সেবক-সম্প্রদায়।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥”

“সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশাক্তিরেকা

ছায়েব যন্ত ভুবনানি ঐভক্তি দুর্গা।

ইচ্ছানুরূপমপি যন্ত চ চেষ্টতে সা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ান্ত যুগে যুগে ॥

গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজ্ঞানান্ত তত্ত্বেনাতচ্যবান্ত তে ॥”

যাঁহারা ভগবানের সেবা করিতে চাহেন, ভগবানের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক, নিজ মঙ্গলগ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প, শোকমোহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, তাঁহারা—কৃষ্ণকে যিনি সর্বক্ষণ দেখিতেছেন, কৃষ্ণের সহিত সর্বক্ষণ থাকেন, কৃষ্ণব্যতীত যিনি আর কিছুই জানেন না, এরূপ মহাপুরুষের আনুগত্য স্বীকারপূর্বক তাঁহার সঙ্গ করিলে নিশ্চয় তিনি কৃপার তাঁহার আমি কে, আমার উপাশ্র কে, আমার কর্তব্য কি, এসকল কথা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এবং উপরিউক্ত নিখুঁত সত্যকথাগুলি এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য পাইবেন। এসব কথা শুনিয়াও যদি কেহ কালীপূজা বা দেবতাপূজা করেন করুন, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। আমরা আজ কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পথের দিগদর্শন করিলাম মাত্র।

“যথা তরোমূলনিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎস্বক্কুজোপশাখাঃ

প্রাণোপহারাত যথেন্দ্রিয়াণাং

তথৈব সর্বার্হগমচ্যুতেজ্য ॥ (ভাঃ ৪।৩।১৪)

[যে রূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জল সেচন করিলেই উহার স্বক্ক, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সম্ভবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথক্ পৃথগ্ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহাৰ্য্য প্রদান করিলে যে রূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, (কিন্তু ইন্দ্রিয়-সমূহে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তদ্রূপ হয় না), তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিল দেব-পিতৃদির পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না।]

—ত্রিদিগ্ভিশ্রামী শ্রীমন্তক্টিবেদাস্ত হরিরজন মহারাজ

বৈরাগ্যের তাৎপর্য

যাঁহারা গৃহে বাস করেন, তাঁহারা যে কেবল সংসারী বা বিলাসী, আর যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা যে বৈরাগী, এরূপ কোন কথা নয়। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা যেখানে, সেখানেই বিলাস বা সংসার। এই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু সাধারণতঃ গৃহেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া গৃহাসক্ত, গৃহব্রত ব্যক্তিকেই সংসারী বলা হয়। কিন্তু এই গৃহী ব্যক্তিও যদি প্রকৃত সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া অকণ্ঠাচিন্তে তাহা পালনপূর্ব্বক সেবাময় জীবন যাপন করেন, তাহা হইলেও তাঁহার সংসার-মুক্তি হইতে পারে; আর গৃহত্যাগ করিয়াও যদি কেহ হরিকথা-শ্রবণবিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহার সুবিধা হয় না। জড়াসত্ত্বি জীবের সংসার। সাধুসঙ্গ ব্যতীত জড়াসত্ত্বি হওয়া সম্ভব। সেইজন্তই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অসংসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন।

বিষয়ের প্রতি যে বিতৃষ্ণা, তাহার নাম বিরাগ। সাধুসঙ্গফলে ভগবানের প্রতি অনুরাগ না হইলে বিষয়রাগ যায় না। কতকগুলি লোক জগৎতোগে ব্যস্ত হইয়া ভোগী এবং অপর কতকগুলি লোক জগতে সুখ নাই-বলিয়া

ত্যাগী হইয়া থাকেন। ইহাদের একজন বিলাসী ও আর একজন কৃত্রিম বৈরাগী। ইহারা উভয়েই স্বস্থখকামী; তবে একজন স্পষ্টভোগী, আর একজন প্রচ্ছন্ন ভোগী। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগী বা শুদ্ধ-বৈরাগীও নহেন। তাহারা ভগবচ্চরণে অনুবাগী যুক্ত-বৈরাগ্যবান্। বিষয়কে অনর্থজ্ঞানে তাহার নিবৃত্তি করিবার জহা যে স্বাভাবিক চেষ্টা দেখা যায়, তাহার নাম শুদ্ধ বা ফল্গু-বৈরাগ্য। ভক্তগণ তাদৃশ শুদ্ধ-বৈরাগ্য স্বীকার করেন না। সহজন-স্বভাবের নিকট কৃত্রিমতার স্থান নাই। কৃত্রিমতা অলক্ষণস্থায়ী; কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া বিষয়নিবৃত্তি করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তিযাজনের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বাহ্যভাবে বিষয় পরিত্যাগ করিলেই বিষয় জীবকে ছাড়ে না। কারণ বিষয়রস অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ রস না পাওয়া পর্যন্ত জীবের বিষয়চেষ্টা অনিবার্য। বহু কষ্টে বিষয় পরিত্যাগ করিলেও মনে মনে বিষয় ভোগ হইয়া থাকে; তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

কর্ষোদ্ভিয়াপি সংযম্য য আস্তে মনসা মরন্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমুক্তান্না মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দোহনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ।

যে মূঢ়ব্যক্তি কর্ষোদ্ভিয় সংযমপূর্বক মনে মনে বিষয়চিন্তা করে, সে ব্যক্তি কপটাচারী। দুর্বল, নিরাহারী বা সংযমী হইলেও তাহাদের হৃদয় হইতে বিষয়তৃষ্ণা বিগত হয় না। মনে মনে তাহাদের সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা হয়। কিন্তু যখন বিষয়-রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তিরস লাভ হয় তখন সুস্থ-দুঃখপ্রদ বিষয় আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়; তজ্জহ কৃত্রিমভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। ভগবদুভক্তগণ বিষয় পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু বিষয়কে নিজ-ভোগ্য না জানিয়া তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক তদ্বারা ভগবদহুশীলন করিয়া থাকেন। ভগবানের সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তির যুক্তবৈরাগ্য সম্ভবপর নহে। তবে জড়াসক্ত আমাদের হৃদয়ে এই সহজ বৈরাগ্যের উদয় না হওয়া পর্যন্ত ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়গুলি অতি যত্নে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে ভগবদহুশীলনে যত্নপর হইতে হইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবরূপায় তঙ্মুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বৈরাগ্য আপনিই উদিত হইবে।

আমরা সংসারী জীব, সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। দেহ-গেহাসক্তি আমাদের সততই আছে। দৌভাগ্যক্রমে যদি ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনকারী শরণাগত সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমরা আশ্রয় পাইতে পারি, নতুবা সংসার-মুক্তির আর অণু কোনও উপায় নাই। যেমন সঙ্গ তেমনই ফল লাভ হইবে। যদি বিলাসীর সঙ্গ করি, তাহা হইলে বিলাসী হইব; যদি ত্যাগী বা বৈরাগীর সঙ্গ করি, তাহাতে শুদ্ধবৈরাগী হইব; আর কৃষ্ণানুরাগীর সঙ্গ করিলে কৃষ্ণানুরাগ ও বিষয়বিরাগ সহজলভ্য হইবে। ইহা নিত্যস্বায়ী।

সদৃশরূপাদপদে আত্মসমর্পণ করিলে জীবের সংসারমুক্তি হয়। ইহারই নাম মন্ত্রগ্রহণ বা দীক্ষা। মন্ত্র আমাদের মননধর্ম হইতে রক্ষা করেন। শ্রীশুরুপাদপদের আত্মসমর্পণের পরে সংসারনিবৃত্তি হইলে আমরা ভগবানের শুদ্ধসেবা লাভ করিতে পারি। তখনই অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন হয়—নিরন্তর ভগবৎ-কথারসসেবানুশীলনরূপা শুদ্ধা ভক্তি যাক্রান্ত হয়। আমরা বর্তমানে যে সাধন-ভজন করি, তাহা অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত সাধুর অঙ্গুত হইয়া সাধন করিতে পারিলে সকল ভাব নিশ্চল হয়। প্রকৃত সাধুর অঙ্গুত হইয়া সাধন করিতে পারিলে সকল ভাব নিশ্চল হয়। এই সাধনকার্যে কৃষ্ণরূপার প্রয়োজন। যখন আমরা সাধুর অনুসরণপূর্বক শুদ্ধসেবা প্রার্থী হই, তখন অকিঞ্চন হইয়া নিষ্কপটে শ্রীশুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের চরণে আত্মদুঃখ জানাইলে তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবৎসুস্থিতি হইয়া থাকে। এই ভয়ঙ্কর সংসার-বন্ধনকে এক মুহূর্ত্তে ছেদন করা দুঃসাধ্য। সেইজন্ত অসংসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সহগুণসম্পন্ন হইয়া সাধুসঙ্গে ভজন করিতে হইবে। ভজন করিতে করিতে সংসার ক্ষয় হইলে আমরা কৃষ্ণানুখ হইতে পারিব। কিন্তু বাহ্যিক এই সংসার-বন্ধন ক্ষণেক নাশ করিতে চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্ত প্রকৃত যত্ন না লইয়া উদ্ভাস্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠেন, তাহারা কৃষ্ণ-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শেষে নৈরাশ্র্যই ভোগ করিতে থাকেন।

কৃষ্ণচিন্তা না হইলে সংসারচিন্তা যায় না; সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিই একমাত্র প্রয়োজন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন করিতে করিতেই ইহা সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত বিষয়-বিরাগের অণু কোন উপায় নাই। সুতরাং জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে কৃষ্ণের কীর্তন করা ছাড়া যে আমাদের আর অণু কোন গতি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফল্গু বৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই ; সেই জ্ঞান শ্রীল রূপগোষামী প্রভু যুক্ত-
বৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথাইমুপযুক্ততঃ ।

নির্বিকল্পঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

প্রপঞ্চিকতয়া বুদ্ধা হরিসম্বন্ধবস্তনঃ ।

মুমুক্শুভিঃ পরিত্যাগে বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

— শ্রী রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ

পরমাশ্রয়ী শ্রী শ্রীল গুরুপাদপদ্ম
ঔ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোষামী মহারাজ
প্রভুবরের অপ্রকট-লীলবিলাসে
বিরহ-বেদনা

[২]

কাঁহা মোর প্রাণনাথ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জন ।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী যাঁর প্রাণ ধন ॥

মদীয় অভীষ্টদেব রাধাপ্রিয় জন ।

সারদ-রাস-লীলায় করিলে গমন ॥

হরিনাম করাইলে গ্রহণের ছলে ।

নামে মাতোয়ারা করি লীলা সম্বরিলে ॥

কীর্তন বিগ্রহদেব আচার্য্যভাস্কর ।

নর্ত্তন সুন্দর তব অতি মনোহর ॥

বেদান্তের প্রতিপাদ্য ভক্তি বাখানিলা ।

মায়াবাদী কুসিদ্ধান্তী পরাস্ত করিলা ॥

বিচারে অপরাজেয় পরম গম্ভীর ।

ভক্তিবিরুদ্ধমত খণ্ডিতে মহাবীর ॥

আজিকে করিবে প্রভু, পাষণ্ডদলন ।
 তব অদর্শনে ভক্ত কাঁদে অনুক্ষণ ॥
 চরণকমল স্পর্শ আর কবে পাব ।
 তুয়া অদর্শনে নাথ কেমনে গোঁড়াব ॥
 মুহুমন্দ হাঁসি তব অধরে মধুর ।
 স্নেহধারা ক্ষরে সদা বাৎসল্য প্রচুর ॥
 'বজ্রাদপি' কঠোর তুমি দৈত্যদলনে ।
 পুষ্প হতে অতি কোমল ভক্তপালনে ॥
 গৌরকরুণা শক্তিবিগ্রহ ধরিয়া ।
 কৃষ্ণসেবা দানিলা রূপানুগ হইয়া ॥
 জগৎ উদ্ধার লাগি' কৃষ্ণপ্রোষ্ঠবর ।
 অবতীর্ণ হয়েছিলে সর্বশক্তি ধর ॥
 কুসিদ্ধান্ত সকল করিলে খণ্ড খণ্ড ।
 হরিকথা প্রচারিলে প্রতাপে প্রচণ্ড ॥
 শ্রীগৌরান্দ্র-মনোভীষ্ট প্রকাশি জগতে ।
 ডুব ইলে ভক্তে ভক্তিবিনোদ-ধারাতে ॥
 দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে সর্ব লোকালয়ে ।
 হরিনাম বিতরিলে কৃষ্ণ নামাশ্রয়ে ॥
 নদ-নদী অতিক্রমে না মানিলে শ্রম ।
 ভক্তগণে আকর্ষিলে করি আত্মসম ॥
 কৃষ্ণগত প্রাণ তব, কৃষ্ণ চিন্তা রত ।
 অন্তর বাহির তুমি কৃষ্ণ অনুগত ॥
 আশ্রয়বিগ্রহ তুমি নিত্য বর্তমান ।
 জীব মাঝে চৈতন্যরূপে বিরাজিত হন ॥

তবে সেই জীব হয় ভাগ্যবান অতি ।
 তোমার কুপায় হয় কৃষ্ণে রতি মতি ॥
 অতএব চারি বেদে তব গুণ গায় ।
 তব ভক্তি ব্যতিরেকে কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
 কৃষ্ণস্থানে অপরাধে কৃষ্ণ নামে তরে ।
 তোমা স্থানে অপরাধে কৃষ্ণ ত্যজে তারে ।
 ভক্ত লাগি নিজ পুত্র কৃষ্ণ সংহারিল ।
 ভক্ত মর্যাদা লঙ্ঘন প্রভু না সহিল ॥
 কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তোমা মাঝে হেরি ।
 ততধিক গুরুনিষ্ঠা বর্ণিবারে নারি ॥
 তুমি মোর নিত্য প্রভু কৃষ্ণদয়ীত জন ।
 কৃষ্ণসেবা প্রদানিতে মহা দক্ষ হন ॥
 পরম বান্ধব মোর, দেব শিরমণি ।
 জানাইলে নিতাতত্ত্ব তুমি মহাগুণী ॥
 সংসার হইতে মোরে আনিলে কাড়িয়া ।
 কৃষ্ণসেবা জানাইলে সচেষ্ট হইয়া ॥
 অনাশ্রয় জানিয়া মোরে আশ্রয় দানিলে ।
 এ'দীনে তব সেবায় নিযুক্ত করিলে ॥
 তোমার আশীষরাশি বর্ণিবারে নারি ।
 পতিত অধম মুণ্ডিও কি কহিতে পারি ॥

— শ্রীস্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

[৩]

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অথবা শ্রীভাগবত-পরমহংসগণের আশির্ভাব ও তিরোভাব-
তিথিতে নিষ্কপট পরমদৈন্তু বিগলিতচিত্তে তাঁহাদের অতুল, অসংখ্য
গুণাবলীর আংশিকভাবে স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য। নতুবা সাধকের
জীবন ধারণই যথা বা মৃত্যুতুল্য। তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভজন-প্রণালীকণ
গুণাবলীর স্মরণপূর্বক তাঁহারা কিভাবে শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন,
সেই রহস্য-জ্ঞানের জন্য দীনভাবে কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে।

মাদৃশ অধম অযোগ্য বিধায় লিখবার বা বলিবার কোন সামর্থ্য নাই।
তবুও শ্রীল গুরু মহারাজের গুণগান কীর্তন করিতে হইবে, ইহা পরম-
সৌভাগ্যের বিষয় হওয়ায় নিজের আত্মমঙ্গলের পক্ষে অসমর্থ হইলেও
কীর্তনে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভগবান্ নিত্য, ভগবৎ-সেবক নিত্য এবং ভগবানের সেবাও নিত্য।
শ্রীগুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। তিনি ভক্তগণের অগ্রণী ভক্তরাজ।
গুরুসেবকগণ বৈষ্ণব। গুরু ও বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের
আর দ্বিতীয় পথ নাই। আমরা মহাজন গীতিতে পাই—“ছাড়িয়া বৈষ্ণব
সেবা, নিস্তার পাইয়াছে কেবা।” সুতরাং সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা নিত্য
কর্তব্য। অনুকরণের দ্বারা মঙ্গল হয় না, অনুসরণের দ্বারাই মঙ্গল হয়।
সেই কারণে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনুকীর্তন, অনুগমন, অনুশরণ ইত্যাদি
কথাস্তম্ভি বহুল প্রচার শুনিতে পাই।

অনুপরম গুতুল্য কীট হইলেও কৃষ্ণদাসের দুঃখ নাই। উহা পরম
আদরণীয় বস্তু বলিয়াই গ্রহণ করিয়া কীর্তন করিয়াছেন—“কীট জন্ম হউক
তবু তুয়া দাস। কোটি ব্রহ্মানন্দে নাহি মোর আশ ॥”

আমরা মঠ মন্দিরে আসি কেন? এর উত্তর—হরিভজন করিবার জন্য
আসিয়াছি, হরিভজন ছাড়া মানব জীবনের আর কোন শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নাই।
হরিভজনের জন্য এই সংসারের আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা, ধন-সম্পদ
ছাড়িয়াছি। এক্ষণে অনুনয় বিনয় করিয়া সাধুগুরু-পাদপদ্মে প্রার্থনা করি—
আপনারা কৃপা করিয়া আমাদের মঠে থাকিবার স্থান দিন।

গুরু-বৈষ্ণব উক্ত ব্যক্তিগণের মঠে স্থান করিয়া বা গৃহস্থ জীবের হরিনাম
দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও মঠ-মিশন ত্যাগ করিয়া বা গুরু ছাড়িয়া
অন্যগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে কেন,—

শ্রীগুরুদেব যাহা ভাল বাসেন বা যাহা করিতে আদেশ করেন, তাহা আশ্রিত জনের মনে প্রাণে আনন্দদান উৎপাদন করে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিনিবেশবশতঃ সেবকের চিত্ত বৃত্তি “কর্ত্তাহমিতি মন্যতে” এই অহঙ্কার আশ্রয় করে এবং ফলস্বরূপ স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিলোপ পাইয়া আমি কর্ত্তা, আমি পিতা, আমি মাতা ইত্যাদি বিরূপ ধর্ম্মের আশ্রয়ে সত্তত মনকে কৃষ্ণবহির্মুখ বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া অমূল্য মনুষ্য জীবনকে নরকের পথে ধাবিত করেন। মঠ-মিশন হরিভক্তের একটি প্রধান ভক্তিদোষ—অলসতা করিয়া কাটাইবার স্থান নহে। ফলস্বরূপ অনেক সময় কেহ কেহ মিশন হইতে চলিয়া যায়।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতগর্ভে লিখিয়াছেন—

অনাসক্তস্ত বিষয়ান্ যথার্থমু বা যুক্ততঃ ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের অনুবাদে বলিয়াছেন—

আসক্তি-রহিত,

সম্বন্ধ সাহিত,

বিষয়সমূহ সকলই মাধব ।

অর্থাৎ এই জগতের সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ সুতরাং সমস্ত বস্তুকেই কৃষ্ণসেবায় লাগাইয়া দিতে হইবে ইহা জীবের পরমমঙ্গল। আমাদের প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি বাক্য কার্যমনোবাক্য অর্থাৎ জীবাত্মা, স্মৃদেহ বা মন আর পাঞ্চভৌতিক স্মৃদেহ সমস্তই কৃষ্ণ-ভোগ্যবস্তু, কৃষ্ণ-ভোগের ইন্ধন। শ্রীভাগবতের “স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদার বিন্দয়ো” শ্লোকে আমাদের কি করণীয় তাহা সুন্দরভাবে অশ্বরীষ মহারাজের মধুর চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের গিকে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আরও আমাদের জানাইয়াছেন,—

“সর্বোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলয় ।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥”

অর্থাৎ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধান রহিত,

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর এবং নিঃস্বল অর্থাৎ জ্ঞান-কর্মরূপ আবিলতাধারা আচ্ছন্ন নহে ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বা মিশনরূপী শ্রীকৃপাভিন শ্রীগুরুদেব, শ্রীআচার্য্যদেব বা তদনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কুকুর-শৃগাল ভক্ষ্যদেহের বল-বীৰ্য্য-ক্ষমতা, রক্ত-মাংস কি প্রকারে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া দেহধারণ বা মনুষ্যজীবনের সাংকতা সম্পাদন করা যায় তাহা আচরণপূর্ব্বক আমাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন । “Back to God and Back to home is the message of Goudiya Math.” শ্রীগৌড়ীয় মঠ শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠান । ইহা হরিকীর্তন মুখরিত কুঞ্জ ।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ভারতের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বহু ভক্তি-প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া জগৎজীবের হরিবিমুখতাকে হরিভজনের অনুকূলে আকর্ষণ করিবার উত্তম সুযোগ দান করতঃ তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দকে দিকে দিকে প্রেরণ করিয়া হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন । এক্ষণে আমাদিগকে পারমার্থিক জীবন-বীমার মাধ্যমে এই ভক্তিকেন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কলিযুগের মহামন্ত্র ‘হরিনাম’কে আশ্রয় করতঃ সাধন পথে এগিয়ে যাইতে হইবে ।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে ।

গুরু অন্তর্য্যামী রূপে শিখান আপনে ॥

আত এই শুভ অপ্রকট-বাসরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বানী স্মরণ করিয়া বিদায় নিচ্ছি—

জয়তি জয়তি নাথানন্দরূপং মুরারে-

বিরমিত নিজধর্ম্ম ধ্যান পূজাদিয়ত্নম্

কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ

পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ।

শ্রীগুরু-বিরহ-তিথি-বাসর

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং ৫।১০।৭১

শ্রীগুরুদাসাভাস—

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

পুলিশ আরক্ষা বেতার কেন্দ্র

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ।

জগদগুরু ঔ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৩৯ বাষিক বিনোদ-মহোৎসব

আধুনিক বৈষ্ণব-জগতে যুগান্ত আনয়নকারী আচার্য্যকুল-ভিলক-মুকুটমণি
বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু
নিত্যানীলাশ্রবিষ্ঠ চিদ্বিলাস ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী প্রভুপাদের অগ্রতম পরমপ্রিয়পার্ষদ শ্রীরাধাপুণ্ড্রপ্রবর শ্রীগৌড়ীয়



শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

উজ্জীবিতকালে শ্রীল গুরুপাদপদ

অঙ্গমূত্র-ব্যাখ্যায় রত ।

বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যকেশরী নিত্যালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের ৩য় বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব বিগত ১লা দামোদর, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার দিবসে মহাসমারোহে সমিতির প্রধান কার্যালয় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা তৎশাখা অগ্রান্ত মঠ সমূহে ও উক্ত মহোৎসব বিপুলভাবে অহুষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত বিরহ-তিথির আগমনে ভক্তগণ বিরহ-কাতরা হইয়া তদীয় সেবা-উদ্ধীপনায় এই মহামহোৎসবের বিশেষভাবে আয়োজন করেন। উল্লিখিত দিবসের পূর্বদিন হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজন কুটিরের সন্নিকটস্থ তদীয় সমাধিপীঠ-মন্দিরে তথা মূল মন্দির এবং কীর্তন-সদন ও তৎসহ বহির্দ্বারস্থ তোরণগুলি বিবিধ পত্র-পুষ্প-মাল্য প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। তদুপরি উৎসব উপলক্ষ্যে বৈহ্যতিক আলোক-সজ্জার বিশেষ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। স্থানে স্থানে কদলীবৃক্ষ রোপণ, আম্রপল্লবাদিবৃক্ষ ঘট, পতাকা ও বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সস্তার প্রভৃতি দ্বারা ভক্তজন-চিত্তহরণকারী মনোরম দৃশ্য সমন্বিত করা হয়।

মহোৎসব-দিবসে যথারীতি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে ঐষঃ-কীর্তন আরম্ভ হয় ও শ্রীগুরুঠক, গুরুপরম্পরা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি আন্তি কীর্তনাদি গুরু-মহিমা-স্মৃচক বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীৰ্ত্তিত হয়। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ পাঠমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে বিভিন্ন মঠ হইতে আমন্ত্রিত বৈষ্ণববৃন্দ তথা শ্রীশ্রীলগুরুপাদপদ্মের অনেক সতীর্থ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীমঠে শুভাগমন করেন। তৎপর মহতী সভার আয়োজন করিলে শ্রীল গুরুমহারাজের ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা, শ্রীগৌরজন-পরিকর শ্রীভক্তিবিনোদ-চৈতন্য-সরস্বতী-ধারায় তাঁহার অসাধারণ প্রচার-বৈশিষ্ট্য তথা পাষণ্ডদলনে অতুলনীয় সিংহবিক্রমের কথা বক্তৃতামুখে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করেন।

সভান্তে মধ্যাহ্নকালে বিভিন্ন অন্ন, বাজান, চর্ষ, চোষা, লেহু, পেয় প্রভৃতি সস্তার উভয় দুই মন্দিরে কীর্তনমুখে নিবেদিত হইলে মধ্যাহ্ন-আরাজিকান্তে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ তথা আমন্ত্রিত সজ্জনমণ্ডলীকে উহা বিশেষ আপ্যায়নের সহিত সেবন করান হয়। তদন্তর আইত প্রত্যেকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, এই বৎসর নবদ্বীপ সহর ভীষণ বন্যায় কবলিত হওয়ার কয়েক শতাব্দিক ব্যক্তি মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহারা তথা তাঁহাদের অনেক আত্মীয়-পরিজনও এই মহোৎসবে প্রসাদ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন নাই।

উক্ত দিবসেই সন্ধ্যায় কীর্তন সহযোগে সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে পুনঃ বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক (সেবা-সচিব) ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তদন্তর শ্রীলঙ্কপাদপদ্মের বিরহ-তিথি-উপলক্ষ্যে আন্তি-ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলির নির্ম্মাণ্যরূপ বিভিন্ন ভাষায় রচিত কবিতা-প্রবন্ধাদি আবৃত্তি করা হয়।

অতঃপর শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, সমিতির অগ্রতম প্রচারক ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ এবং মঠস্থ বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীলঙ্কপাদপদ্মের অতিমর্ত চরিত্রের অলৌকিক গুণরাশি প্রচুর পরিমাণে কীর্তন করেন। পরিশেষে সভাপতি-মহারাজ তাঁহার ভাষণে উক্ত মহাপুরুষের জগতে বহুল-দান-বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্জল ভাষায় বাষ্পপূরিত নয়নে ভাবাবেগে গদ্ গদ্যকণ্ঠে বর্ণনা করেন। তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করতঃ কীর্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য সমিতির প্রত্যেক মঠে তথা অনেক গৃহস্থ ভক্ত-গৃহেও তাঁহার বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বধামে শ্রীমৎ অধোকজদাস বাবাজী মহারাজ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৫শে আশ্বিন (ইং ১৯১০।১৯৭১) মঙ্গলবার দিবা ২।২০ মিনিটের সময় প্রায় ৮৭ বৎসর বয়সে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রবীণ সেবক শ্রীমৎ অধোকজদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন।

তিনি বাংলাদেশের ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার নিকটবর্তী 'বাজিতপুর' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই বাজিতপুর গ্রাম শ্রীলঙ্কক্তিবেদান্ত ঠাকুরের পদাঙ্কপূত। ১৮৯২ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে

শ্রীল ঠাকুর উক্ত গ্রামে শুভ-পদার্পণ করেন। পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজ গৃহস্থ-আশ্রমে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী শ্রীমন্তুত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত হন। ঐ সময় তিনি গৃহে থাকিয়া যথারীতি বৈষ্ণবাচার পালন করতঃ ভজন করিতেন। কিন্তু অবশেষে সংসারের অনিত্যতা ও জীবন ক্ষণভঙ্গুর-বিধায় তিনি সংসারে আর সময় অতিবাহিত না করিয়া শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্যে থাকিয়া ত্যাগী-জীবন অতিবাহিত করার ইচ্ছা করেন, তাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনায় শ্রীগুরুপাদপদ ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ৫ই চৈত্র, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-দিবসে শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামী-পাদ সঙ্কলিত 'সংস্কার-দীপিকা'-মতে শুক্লাম্বর-কোপীন, বহির্কাসাদি দ্বারা তাঁহাকে বাবাজী-বেষ প্রদান করেন। তদবধি তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিভিন্ন মঠে থাকিয়া যথেষ্ট সেবা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কালনাম্ব শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম প্রভৃতির জন্ত সেবা-প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সরলতা ও দৈন্যাদি ব্যবহারে সমিতির সেবকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছে।

তিনি দেহরক্ষা করিলে পর তাঁহার পূর্বাশ্রমের তিন কন্যা বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধাদি করার জন্ত বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতঃ সমিতির সেবকবৃন্দকে নিজগৃহে আহ্বান করেন। সাত্বত-বিধানানুসারে গত ৪ঠা কা্তিক, ২২শে অক্টোবর শুক্রবার দিবসে বাসরহাটের সন্নিকটস্থ পুন্রা গ্রামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার গৃহে বিশেষ মাড়ম্বরে সহিত শ্রাদ্ধাদি ও বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। উক্ত কার্য্যে তাঁহার পূর্বাশ্রমের দৌহিত্র শ্রীরাধাপদ সরকার মহাশয়ের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ ধন্যবাদার্থ। এতদ্ব্যতীতও সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার বিরহে সমিতির সেবকবৃন্দ বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছেন।

—নিজস্ব-সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী

গত ১৪ই ভাদ্র, মঙ্গলবার ১৩৭৮ (ইং ৩১/৮/১৯৭১) দিবা ৩।৩০ মিনিট
সহর-নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোঁড়ীয় মঠের সংলগ্ন “মহিলা-নিবাসে” পূজনীয়া
শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে প্রায় ৮৬ বৎসর
বয়সে স্বধামে গমন করিয়াছেন। এই স্মনামধন্য বিদূষী মহীয়সী মহিলাকে
বিশ্বব্যাপী শ্রীগোড়ীয় মঠ ও শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠানের গৃহস্থ-
ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী কে না চিনেন? সারস্বত-গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে তাঁহার
গুরুভাতা-ভগ্নীগণের নিকট তিনি স্নেহের “সরোজ দি” নামেই সুপরিচিতা



ছিলেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠাই তাঁকে এই গোরবের উচ্চশিখরে স্থাপন
করিয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত ইহঁার ব্যবহারিক-পারমাথিক উভয় সম্পর্ক থাকায় আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতর ছিল। শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যদেবের লৌকিক সম্পর্কে পিসিমাতা হইলেও তিনি “সরোজ দি” নামেই সম্বোধিত হইতেন এবং সরোজবাসিনী দেবীও তাঁহাকে পূজনীয় ‘বিনোদ দা’ পরে “কেশব মহারাজ” বলিয়াই গৌরব প্রদর্শন করিতেন। পারমাথিক ক্ষেত্রে ইহঁাই এক অদ্ভুত রীতি। পুত্রও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মাতা-পিতা দণ্ডবৎ-প্রণামাদি দ্বারা আশ্রমোচিত বেষের মর্য্যদা রক্ষা করিয়া থাকেন— “সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁর। পিতা আসি’ পুত্রেরে করেন নমস্কার ॥” এক্ষেত্রেও আমরা তাহার ব্যত্যয় লক্ষ্য করি নাই।

সরোজবাসিনীর যৌবনকালেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্বক হরিভক্তনে বিশেষ আগ্রহ ও নিষ্ঠার মূলে ছিল কিছু সংসারিক বিপর্যয়। ইনি পূর্ব-বঙ্গের বরিশাল-জেলার সুপ্রসিদ্ধ বানরীপাড়ার সর্বোত্তরের বাড়ীর শ্রীযুত রামচন্দ্র গুহঠাকুরতা মহাশয়ের কন্যার মধ্যে তৃতীয়া কন্যা ছিলেন। দাণ্ডোয়াটের শ্রীযুত যামিনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের সহিত ইহঁার শুভ-পরিণয় হয়। স্বামী পরলোক গমন করিলে ১৯ বর্ষ বয়সেই ইনি বাল্য-বিধবা হইলেন। তখন হইতেই ধর্ম্ম-কর্ম্মে ইহঁার প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

তিন বৎসর পরে ইনি ব্রজপদ্মন শ্রীচৈতন্য মঠ ও সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-কেশরী জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণপূর্বক ভজন-সাধনে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। বেলঘরিয়া স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীযুক্তা প্রিয়তমা বসুও একইসঙ্গে শ্রীচরণাশ্রিতা হন। দীক্ষাদি গ্রহণান্তে সরোজিনী দাণ্ডোয়াটে থাকিয়াই ইষ্টদেবের সেবা-পূজা পরমানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। নিজের আহার-বিহারে সংযম ও আদর্শ গৃহস্থ-জীবন-যাপনপূর্বক গুরু-বৈষ্ণব ও শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। গৃহে বসিয়া থাকিলেও কবে ধামে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব দর্শন হইবে, এই অধীর প্রতিক্ষায় দিন কাটাইতেন। শয়নে-স্বপনে তাঁহার সেবাচেষ্টাষ্ট প্রবল ছিল। তিনি বিশেষ পরিপাটী-সহকারে সেবার জন্ত বিভিন্ন রকমের বড়ি, আচার, আমসত্ত্ব ও পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ খাবার প্রস্তুত করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে প্রেরণ করিতেন।

কলিকাতার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিয়ামকত্বেপ রিচালিত পারমাথিক প্রদর্শনীতে (Corporation Ground এ Theistic Exhibition) শ্রীযুক্ত সরোজিনীর হুঁচী-কারুশিল্পে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশ-নির্দেশমত তিনি উক্ত প্রদর্শনী-গৃহের একটি কক্ষ Stall স্বত্তে প্রস্তুত Sewing & Embroidering এ পূর্ণ করিয়াছিলেন। অবসরমত তিনি শ্রীবিগ্রহের বিবিধ পোষাক, আসন ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া শ্রীধামে প্রেরণ করিতেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ গোপন দানের তুলনা ছিলনা। কথিত আছে, তিনি শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ-গাঙ্গার্কিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহগণকে বহু কারুকার্য্যখচিত মূল্যবান মুকুট প্রস্তুত করাষ্টয়া দান করিয়াছিলেন।

অনুমান ১৯৩০ সালে শ্রীযুক্ত সরোজবাসিনী তাঁহার মাতার সহিত শ্রীধামে আসিয়া তাঁহার নিজব্যয়ে নিম্নিত গৃহে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। অত্য়াপিও সেই গৃহ সাক্ষীস্বরূপে বিद्यমান, কিন্তু আজ তাঁহার অবর্তমানে উহা নির্জনতার ঘনাক্ষকারে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই গৃহে থাকিয়াই সরোজবাসিনী দেবী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শনে আগত বিশিষ্ট রাজপুরুষগণের নিমিত্ত চর্ক্যা-চোষ্য-লেখ-পেয় ভোগসামগ্রী প্রেরণ করিয়া মহাপ্রসাদের মহিমা প্রচার করিয়াছেন ও গুরুপাদপদ্ম শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রত-পর্বাদিতে পূর্ববজ্রের প্রচলিত প্রসিদ্ধ পিঠা-পানা প্রস্তুত করিয়া তিনি গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট প্রচুর প্রশংসনীয় হইয়াছেন। অন্নকুট-মহোৎসবাদিতে তাঁহার রন্ধন-নৈপুণ্য সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার রন্ধন-সেবা-পরিপাটী “রাঘবের ঝালি”র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আদর্শ গৃহস্থজীবন-যাপনকালে তাঁহার শ্রীনামগ্রহণে নিষ্ঠা, ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও ভক্ত-মহিলা-সমাজে উহা অনুশীলন ও প্রচার-চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গীতিকাব্য—শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণকল্পতরু এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা অতি সুললিত কণ্ঠে কোর্ডন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত জৈবধর্ম, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রীচৈতন্য-ভাগবত নিজে পাঠ করিয়া গুরুমু মহিলা-সমাজে পরিবেশন করিতেন। সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশেও তাঁহার রচিত কবিতাদি

মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বোপরি তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সকলকে বিস্মিত করিত। শাস্ত্রাদির বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ তিনি যথাযথ আবৃত্তি করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি শ্রীযুত পুলিনবিহারী গুহঠাকুরতার ভক্তিমতী সহধর্মিনী শ্রীমতী রাণীবালা গুহঠাকুরতা, তাঁহার অনুজা শ্রীমতী প্রেমলতা দত্তের কন্যাত্রয়—শ্রীমতী কমলাবালা, শ্রীমতী অমলাবালা বসু ও শ্রীমতী লীলাবতী ঘোষের সান্নিধ্যে থাকিয়া শান্তিলাভ করিতেন।


শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশের পর গৌড়ীয় মিশনের পরিচালনাদি-ব্যাপারে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম কোলদ্বীপে আগমনপূর্বক পৃথকভাবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্নস্থানে তদধীন শাখামঠসমূহ স্থাপিত হয়। সরোজবাসিনী দেবীও ঐ সময়ে কোলদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ-সংলগ্ন মহিলা-পল্লীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য্যদেবের সহিত তিনি বিভিন্ন তীর্থ-স্থানাদি পরিভ্রমণ ও দর্শন করেন এবং সমিতির মাসিক মুখপত্র “শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায়” কবিতা-প্রবন্ধাদি প্রেরণপূর্বক শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি শ্রীবেদান্ত সমিতির পরমোপাস্ত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরানন্দ-গান্ধারিকা-গিরিধারী ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী জীউর বিভিন্নভাবে সেবা করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহগণের বস্ত্র-আভরণাদি, শ্রীমন্দির, শ্রীগুরুদেবের ভজনাঙ্গুলী ও সেবকখণ্ডাদি নির্মাণে তাঁহার আংশিক দান সকলেই কৃতজ্ঞতাসহকারে স্মরণ করিবেন।

সারস্বত-গৌড়ীয়-সমাজে সকলের নিকট শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী আদরনীয় ছিলেন। তাঁহার নিরপেক্ষ নীতি সকলকেই আকর্ষণ করিত। তাঁহার গুরুভ্রাতা-ভগ্নীকে তিনি সমানভাবে স্নেহ-আদর-যত্ন-শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তজ্জন্তু তাঁহারা সকলেই আজ তাঁহাদের স্নেহশীলা “সরোজদি”র বিরহে কাতর ও বিহ্বল। শ্রীবেদান্ত সমিতির সেবকগণকে তিনি যেরূপ স্নেহ-যত্ন করিতেন, তাহা আমরা কখনই যেন বিস্মৃত না হই। তিনি পরজগৎ হইতে আমাদিগকে প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করুন, যাহাতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আমরা জীবনোৎসর্গ করিতে পারি।

—নিজস্ব সংবাদ

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধর্মঃ স্বস্থিতিঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাস্থ যঃ ।



নোংপাদয়োদয়দি রুতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্স! সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথাস্থ বতি নৈলে গণ্ড সেই শ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ১৫ কেশব, ৪৮৫ গোরাঙ্গ
বুধবার, ৩০ কা্তিক, ১৩৭৮ ; ইং ১৭।১১।১৯৭১ } ৯ম সংখ্যা

সান্নিধ্য

শ্রীবিলাপকুসুমাজলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

হা নপ্তি রাধে তব সূর্য্যভক্তে:

কালঃ সমুৎপন্ন ইতুঃ কুতোহসি ।

ইতীব রোষানুখরা লপন্তী

সুধেব কিং মাং সুখয়িষ্যতীহ ॥ ৮৩ ॥

হে নপ্তি রাধিকে ! তোমার সূর্য্যপূজার কাল সমুৎপন্ন হইয়াছে, এ স্থান হইতে গিয়া কোথায় বসিয়া আছ ? মুখরার একরূপ রোষবাক্য এই বিষয়ে অমৃতের ন্যায় আমাকে কি সুখী করিবে ? ॥ ৮৩ ॥

দেবি ভাষিতপীষুঃ স্মিতকপূরবাসিতং ।

শ্রোত্রাভ্যাং নয়নাভ্যাং তে কিং নু সেবিষ্যতে ময়া ॥ ৮৪ ॥

হে দেবি ! স্মিত অর্থাৎ দীর্ঘ হাস্যরূপ কপূরবাসিত তোমার বাক্য-
মৃতকে কি আমি নেত্র ও শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা সেবন করিব ? ॥ ৮৪ ॥

কুসুমচনয়নখেলাং কুব্বতী ত্বং পরীতা

রসকুটিলসখীভিঃ প্রাণনাথেন সার্কম্ ।

কপটকলহকেল্যা কাপি রোষেণ ভিন্না

মম মুদমতিবেলং ধাস্ত্রসে স্তব্রতে কিম্ ॥ ৮৫ ॥

হে স্তব্রতে রাধিকে ! প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ এবং কোটিল্যপর সখীদের সহিত
পুষ্পচয়ন খেলা করিতে মিথ্যা কলহপূর্বক ক্রোধ ভিন্না অর্থাৎ ত্যক্ত স্বভাবা
হইয়া অতিশয় রূপে কি আমার হর্ষ বিধান করিবা ? ॥ ৮৫ ॥

নানাবিধৈঃ পৃথুল-কাকুভরৈরসত্ৰৈঃ

সংপ্রাথিতঃ প্রিয়তয়া তব মাধবেন ।

ত্বন্মানভঙ্গবিধয়ে সদয়ে জনোহয়ং

ব্যগ্রঃ পতিষ্যতি কদা ললিতাপদান্তে ॥ ৮৬ ॥

হে সদয়ে রাধিকে ! নানাবিধ অসহ স্তবিস্তুর বিনয় বাক্য দ্বারা তোমার
স্বামী শ্রীকৃষ্ণ তোমার মানভঞ্জন করাইবার নিমিত্ত আমাকে সম্যক্ প্রার্থনা
করিলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কহিবেন, “অয়ে রতিমঞ্জুরি ! তোমার শপথ
করিয়া বলিতেছি অতঃপরে আমি কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন তোমার
স্বামিনী আমার প্রতি রুষ্টা হইলেন, হায় ! আমি কি করিব, আমার প্রতি
কে এমন স্নেহবতী আছে যে সেই প্রাণপ্রেমসীর সহিত আমাকে সঙ্গমিত
করাইবে” এইরূপ প্রার্থনা করিলে আমি মানভঙ্গ নিমিত্ত অভিব্যগ্র হইয়া
কবে ললিতার পাদসমীপে পতিত হইব ? ॥ ৮৬ ॥

প্ৰীত্যা মঙ্গলগীতনৃত্যবিলাসবীণাদি-বাচ্যোৎসবৈঃ

শুদ্ধানাং পয়সাং ঘটৈর্বহুবিধৈঃ সংবাসিতানাং ভূষণং ।

বৃন্দারণ্যমহাধিপত্যবিধয়ে যঃ পৌর্ণমাস্ত্যা স্বয়ং

ধীরে সংবিহিতঃ স কিং তব মহাসেকো ময়া দ্রক্ষ্যতে ॥ ৮৭ ॥

হে ধৈর্য্যগুণশালিনী ! মঙ্গল-গীত-নৃত্য ও বীণাদিবাচ্যোৎসবের সহিত
সুবাসিত বিশুদ্ধ জলপূর্ণ ঘটের দ্বারা পৌর্ণমাসীদেবী স্বয়ং অতি প্রীতিপূর্বক
বৃন্দাবনের মহারাজ্য করিবার নিমিত্ত যে তোমার অভিষেক করিবেন সেই
মহাভিষেক কি আমি দর্শন করিব ? ॥ ৮৭ ॥

ভ্রাতা গোযুতমত্র মঞ্জুবদনে স্নেহেন দত্তালয়ঃ

শ্রীদামা কৃপণাং প্রতোষ্য জটীলাং রক্ষাখ্যরাকাক্ষণে ।

নীতারাঃ সুখশোক-রোদনভরৈস্তে সংদ্রবন্ত্যাঃ পরং

বাৎসল্যাজ্জনকৌ বিধাস্যতে ইতঃ কিং লালনাং মেহগ্রতঃ ॥ ৮৮ ॥

হে মনোজ্ঞবদনে ! তোমার ভ্রাতা শ্রীদাম রাখী পুর্ণিমায় কৃপণা জটীলাকে অযুত গো দানপূরক সন্তুষ্ট করিয়া আলায়ে লইয়া গেলে পর “মাতাপিতার দর্শনে সুখ ও স্বসুরালয়ে দীর্ঘকাল বাস জন্ম শোক” এই উভয় এককালে অনুভবপূরক রোদনাতিশয্যে তুমি যখন গলিত হইবা তৎকালে অতি-বাৎসল্যবশতঃ তোমার মাতা কীৰ্ত্তিদা ও পিতা বৃষভানু আমার অগ্রে হে মাতঃ ! রোদন করিও না, তুমি আমাদের চক্ষু, তোমাকে না দেখিলে চক্ষু অন্ধ্য হয়, এই বলিয়া মস্তক গাত্রাদি স্পর্শনপূরক কি লালন বিধান করিবেন ? ॥ ৮৮ ॥

লজ্জয়াপিপুরতঃ পরতো মাং

গহ্বরং গিরিপতেব ত নীত্বা ।

দিব্যাগানমপি তং স্বরভেদং

শিক্ষয়িষ্যসি কদা সদয়ে হুম্ ॥ ৮৯ ॥

হে দয়ালীশে ! লজ্জাবশতঃ সখীদিগের অগ্র হইতে আমাকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের গহ্বরে লইয়া গিয়া দিব্য গান অর্থাৎ গান সাধন কাব্য এবং তাহার স্বরভেদ কবে শিক্ষা করাইবা ? ॥ ৮৯ ॥

যাচিতা ললিতয়া কিল দেব্যা

লজ্জয়া নতমুখীং গণতো মাম্ ।

দেবি দীব্যরসকাব্যকদম্বং

পাঠয়িষ্যসি কদা প্রণয়েন ॥ ৯০ ॥

হে দেবি রাধিকে ! ললিতাদেবী নিশ্চয়ই আমার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিবেন, আমি ত্বদীয় পরিবার স্ততরাং লজ্জাতে অবনতমুখী হইলে তুমি কবে সুমধুর রস-বটীত বাক্য সকল আমাকে পাঠ করাইবা ? ॥ ৯০ ॥

(ক্রমশঃ)

লীলাস্বরণের প্রণালী ও অধিকার

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭

১৭ই নবেম্বর, ১৯২০

১১ কৈশব, ৪৪৪ গোঃ

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট যে অষ্টকালীয় লীলা-স্বরণাদির বিষয় জানিয়াছেন, উহা আদর্শীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেভাবে ঐ সকল বিষয় অনর্থময়ী অবস্থায় ধারণা করা হয়, বিষয়টি সেরূপ নহে। শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে যে-সকল বিষয় ব্যক্তিবিশেষ জানিতে পারেন, উহাই স্বরূপের পরিচয়। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে স্বরূপ উদ্ভূত হয়। স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্যপ্রতীতি আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় না বা নির্ণয় করিয়া না দেয়। তবে নিকপটচিত্তে প্রচুর হরিনাম করিতে করিতে যে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা সাধু-গুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধ ও সমর্থন করিয়া লইতে হয়। উহাই একাদশ প্রকার স্বরূপের পরিচয়। নানাস্থানের অবিবেচক গুরুগণ যে-সকল কথা অযোগ্য সাধকের উপর কৃত্রিম-ভাবে চাপাইয়া দেন, উহাকে সিদ্ধির পরিচয় বলা যায় না। যিনি স্বরূপ-সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ঐ সকল পরিচয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরিচিত হন এবং শ্রীগুরুদেব সেই সকল বিষয়ে ভক্তনোতির সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। আমার এবিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। সাধকের সিদ্ধির উন্নতিক্রমে এই সকল কথা স্বাভাবিকী ভাবে অকপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

নিত্যানীকাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(জীবের অধিকার)

১। ভক্তের যোগ্যতা-লাভের মূলে কি ?

কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তকৃপা যোগ্যতা-কারণ ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন ॥
জ্ঞানকর্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয় ।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয় ॥”

—নঃ ভাঃ তঃ ৫

২। জীবের ধামদর্শনের অধিকার কখন হয় ?

“জড় জাল ভীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ ।
জীবচক্ষুঃ করে ধাম শোভা দরশন ॥”

—নঃ ভাঃ তঃ ৬

৩। জড়েন্দ্রিয়গণ কি ধামসেবার যোগ্য ?

“যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ ।
চিন্ময়-বিশেষ-সুখা করে আশ্বাদন ॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আশ্বাদিতে নারে ।
ক্ষুদ্র জড় বলি তারে নিন্দে বায়ে বায়ে ॥”

নঃ ভাঃ তঃ ৪

৪। অধিকার বিচার না করিয়া অপ্রাকৃত লীলা-কীর্তন কর্তব্য কি ?

“হুভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার ।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্কা-হার ॥
অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া ।
কীর্তন করিছে শেষ, কাল বিচারিয়া ॥”

—‘সরলকীর্তন’, কঃ কঃ

৫। ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে অধিকারী কে ?

“বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি, তাহা পারমার্থিক উন্নতি নয়। পারমার্থিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধতার দ্বারা অর্জনীয়। কোন নিরোধ মূর্খও ঈশ্বরপ্রসাদ অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে। কোন সর্ববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলম্বনপূর্বক পণ্ডভাবাবৃত ও ঈশ্বরপ্রসাদবিহীন হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে জাতি, বিদ্যা ধন, বল, রূপ ও জড়ীয়-কার্য্য-নৈপুণ্য কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। মহাপণ্ডিত ও মহাধর্ম্মীর (মহাধুরন্ধর) একদিকে মদগর্বে ক্রমশঃ নরকের প্রতি ধাবমান হইতেছে,

আর নিতান্ত মুখ ও বল বুদ্ধিহীন কোন পুরুষ অতৃদিকে পরমেশ্বরের ভক্তি
করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে।” — শ্রীমঃ শিঃ, ৫ম পঃ

৬। অভক্তের পক্ষে ভক্তচরিত্র আলোচনীয় কি ?

“যাহাদের ভক্তিতে অধিকার নাই, তাহাদের পক্ষে শ্রীহরিদাস ঠাকুর
প্রভৃতি শুদ্ধভক্তদিগের চরিত্র আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। অন্ধের পুস্তক
পাঠ ও বধিরের গান-শ্রবণের ল্যায় অভক্তগণের পক্ষে ভক্ত-চরিত্রের অনুশীলন
বিফল।” — ‘সমালোচনা’, সঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৪

৭। কিরূপ ব্রাহ্মণের কিরূপ বেদে অধিকার ?

“ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কৰ্ম্মাদি-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার এবং
পারমাথিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদেই অধিকার।”

— জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৮। পরমার্থচেষ্টা উদিত না হইলে জীবের কোন্ নীতি অবলম্বনীয় ?

“যে-পর্য্যন্ত জীবের পরমার্থ চেষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা ব্যতীত
ধর্ম্ম-জীবনের অন্য উপায় কি ?” — ‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

৯। স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ কোন্ আশ্রমে অধিকার ?

“স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম
স্বীকর্তব্য নয়। কোন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ
করতঃ যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া
থাকেন বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমলশরীর, কোমল-
বুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নয়।” — চৈঃ শিঃ ২।৪

১০। সাধক স্ত্রীপুরুষগণের ভজনস্থান সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা নিরাপদ ?

“বাহু-দেহগত স্ত্রীপুরুষগণ সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের
ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক এবং পুরুষদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক ; কেন
না, একত্র হইলে রসতত্ত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রীপুরুষগত
বৈরম্ভ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অন্ত্যর্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে
বাচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়।”

— ‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ১০।৬

— জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ঔ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ ভক্তিবোদাত্ত বামন মহারাজের
শ্রীচরণকমলে নিবেদন

পতিতপাবন শ্রীল গুরুদেব !

আমি অতি দীনা ভক্তিহীনা অভাজন ।

কেমনে পূজিব তোমার চরণকমল ॥

অসংখ্য প্রণতি তব রাতুল চরণে ।

কৃপা কর এবে এছার প্রণিতা জনে ॥

অনন্ত যোনি ভ্রমিয়া আসিয়াছি এবে ।

মো সম অপরাধিনী আর না পাইবে ॥

সেই সব অপরাধ কিসে হ'বে ক্ষয় ।

ভাবিতে ভাবিতে আর না দেখি উপায় ॥

বহু ভাগ্যে হ'ল হঠাৎ বৈষ্ণব দর্শন ।

তাহার শ্রীমুখে শুনি শ্রীহরির কীর্তন ॥

“কিবা বর্ণি, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রম হীন ।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্যপ্রবীণ ॥

শ্রীগুরুর কৃপা লাভ না হয় যাহার ।

কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি নাহয় তাহার ॥

‘কৃষ্ণ’ রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু করে দ্রাণ ।

‘গুরু’ রুষ্ট হইলে নাহি উপায় আন ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত্যজি যেবা কৃষ্ণ ভজে ।

নাহিক নিবারণ ঘোর নরকে মজে ॥

লভিয়া মনুষ্য জন্ম যদি না ভজে হরি ।

অধোযোনি ভ্রমে সেই জন্মে মরি মরি ॥”

সাধু মুখে সেই সব করিয়া শ্রবণ ।

হরিভজনেতে মন হইল ব্যাকুল ॥

একান্ত আশ্রয় করিব শ্রীগুরুচরণ ।
 তাই তব পাদপদ্ম করিব বরণ ॥
 এ' আশায় উৎকণ্ঠা অভাগীর মন ।
 কবে বা লভিব তব চরণ-যুগল ॥
 কবে 'চরণ-ছায়ায়' বসিয়া নির্জনে ।
 নিরবধি করিব নাম আনন্দ মনে ।

হে গুরুদেব !

পুনঃ পুনঃ এ অভাগিনী করে নিবেদন ।
 উদ্ধার কর মোরে দিয়া চরণে শরণ ॥

শ্রীচরণ-শরণ-প্রয়াসীনী

দীনহীনা—

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী

আমগুরী, পোঃ বৈটামারী

গোয়ালপাড়া (আসাম) ।

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-১২)

পূর্ব প্রবন্ধে সালোক্য মুক্তির কথা আলোচনার পর বর্তমান প্রবন্ধে
 সাস্তির কথা আলোচিত হইতেছে ।

মর্ত্যে যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্য নিবেদিতান্না বিচিক্ষিতো মে ।

তদামৃৎপ্রতিপদ্যমানো ময়ান্নভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥

(ভাঃ ১১।২২।৩৪)

মানুষ যখন সমস্ত কর্ম্য পরিত্যাগপূর্বক আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে)-আত্মসমর্পণ
 করে, তখন আমার বিশিষ্ট অভিপ্রায় সাধনের যোগ্য হয় এবং অমৃতত্ব
 লাভ করিয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য (সাস্তি) প্রাপ্তির যোগ্য হয় ।

এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্তি—সততং পর্য্যোতি জগন্ ক্রীড়ন্
 ব্রহ্মমাণঃ স্রীতির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং পরীরম্ । (৮।১২।৩)

সেই মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মলোকে গিয়া শ্রীপুরুষজ্ঞাত এই শরীর অরণ না করিয়াই যথেষ্ট ভ্রমণ, ভক্ষণ, ক্রীড়া, জীর্ণগণের সহিত রমণ, যানযোগে বিহার, জ্ঞাতীগণের সহিত অবস্থান করেন। শঙ্কলমাত্র সর্বভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

তস্মৈ সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি (ছান্দোগ্য ৭।২৫।২)

মুক্ত পুরুষের সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দগতি হয়।

‘এষ সর্বৈশ্বরঃ’ ইনি সর্বৈশ্বর (বৃহদারণ্যক ৪।৪)

যদিও এসকল শাস্ত্র মুক্তপুরুষের পরমেশ্বর তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির কথা কীর্তন করিয়াছেন, তথাপি জগদ্ব্যাপারবর্হং প্রকরণাদসম্বিত্বাৎ। (বেদান্ত ৪।৪।১৭) অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টিস্থিতি নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার একমাত্র ব্রহ্মেরই কার্য্য। তাছাড়া সকল কার্য্যে মুক্ত জীবের কর্তৃত্ব সম্ভব। মুক্তজীবের সৃষ্টিস্থিতি সংহার সামর্থ্য যখন নাই, তখন বৈকুণ্ঠাধিপত্যাদির সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীভগবান স্বয়ং বাসুদেব দেবকীকে বলিয়াছেন—

অদৃষ্ট্বাত্ততমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।

অহং সূতো বামভবং পুশ্ণিগর্ভ ইতি খ্যাতঃ ॥ (ভাঃ ১০।৩।৪১)

তোমরা সূতপা ও পুশ্ণিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্তাদ্বারা আমার মত পুত্র প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছিলে, কিন্তু গুণে আমার সমান কেহ নাই দেখিয়া আমিই পুশ্ণিগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ তোমাদের পুত্র হইয়াছিলাম।

সুতরাং ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি অর্থে অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্যের আংশিক প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। তাহাও ভগবৎ কৃপাসাপেক্ষ, তবে উহা অল্প সম্পত্তির মত নশ্বর নহে।

এক্ষণে সাক্ষ্য মুক্তির কথা আলোচিত হইতেছে—

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পৃশ্বাদ্বিমুক্তোহজ্ঞানবন্ধনাৎ।

প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ। (ভাঃ ৮।৪।৬)

গজেন্দ্র ভগবৎস্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবসন ও চতুর্ভুজ শ্রীভগবানের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সামীপ্যমুক্তি (ভাঃ ৩।২৪।৪৩-৪৭)—

মনো ব্রহ্মণি যুজ্ঞানো যত্তৎ সদসতঃ পরম্।

জ্ঞাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে ॥

নিরহং কৃতির্নির্মমশ্চ নিব্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্ ।
 প্রত্যক্প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোন্মিরিবোদধিঃ ॥
 বাসুদেবে ভগবতি সর্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি ।
 পরেণ ভক্তিভাবেন লঙ্কাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥
 আত্মানং সর্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্ ।
 অপশ্যৎ সর্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥
 ইচ্ছাষেষবিহীনেন সর্বত্র সমচেতসা ।
 ভগবন্তুক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥

কৰ্দম ঋষির নির্য্যাণ বর্ণনায় সামীপ্য মুক্তির কথা বলিয়াছেন । তিনি
 যে ব্রহ্ম কার্য্যকারণ হইতে ভিন্ন, গুণসকলের প্রকাশক, অথচ প্রাকৃত
 গুণাতীত এবং অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা নিরন্তর যাহাকে প্রত্যক্ষ করা
 যায়, সেই ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিয়া দেহাদিতে অহং বুদ্ধি ও মমতাসূক্ষ্ম
 হন । সূতরাং শীতোত্তাপাদিতে আকুল না হইয়া ও ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়া
 নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্ন ভাবে ব্রহ্মকে দর্শন করিতে লাগিলেন । এই
 প্রকারে ব্রহ্মাণ্য, উপস্থিত হইলেও ভগবানে প্রেমভক্তিসম্পন্ন হওয়ায় পার্শ্বদ
 দেহ প্রাপ্ত হন । তিনি লঙ্কাত্মা ও মুক্তবন্ধন হওয়ায় ভগবৎসাক্ষাৎ লাভ
 করিয়াছিলেন—

এস্থলে প্রথমে কৰ্দমের ব্রহ্মানুভবা তৎপরে পরমাত্মানুভব ও শেষে
 ভগবৎপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে ।

অনন্তর সাযুজ্য মুক্তির কথা বর্ণিত হইতেছে—অঘাসুরাদির দৃষ্টান্তে
 সাযুজ্যমুক্তি জানিতে হইবে । অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণের হাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে
 তাহার আত্মা শ্রীকৃষ্ণচরণে বিলীন হইয়াছিল ।

সাধ্যান্বিত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—মুক্তজীব ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মদ্বারা
 দর্শন করে, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করে, ব্রহ্মদ্বারাই সকল অনুভব করে ।

স্মৃতিতেও উক্তি আছে—মুক্তব্যক্তি হরির হস্ত দ্বারা গ্রহণ করে, হরির
 চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, হরির চরণ দ্বারা গমন করে । মুক্তব্যক্তির ভগবচ্ছক্তি-
 লেশ প্রাপ্তাদির অভিপ্রায়ে এসকল বলা হইয়াছে

সালোক্যাদি মুক্তিতে ভগবৎসেবার সম্ভাবনা আছে এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে
 ঐসকল মুক্তির স্পষ্ট উদাহরণ আছে । সাযুজ্যে সেবা সম্ভাবনা নাই বলিয়া
 তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে ।

সায়ুজ্যমুক্তি অন্তঃসাক্ষাৎকারময়। শ্রীভগবানের স্ফুর্তিবিশেষই অন্তঃ-সাক্ষাৎকার। সায়ুজ্য মুক্তির সেই স্ফুর্তি—ভগবানই যে আনন্দের লক্ষণ, সেই আনন্দে ডুবিয়া আছি এইরূপ মনে হয়। পার্শদগণের মত অপ্রাকৃত রূপ-রসাদি ভোগ করার উপযোগী অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ইহাদের থাকে না। চিৎকণ নিজস্বরূপে সায়ুজ্য লাভ করে। ভবিষ্য পুরাণে সায়ুজ্য প্রাপ্তের কিঞ্চিৎ ভোগের উক্তি আছে—

মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগাল্লাখ্যতঃ কচিৎ ।

বাহিষ্ঠান্ ভুঞ্জতে নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন ॥

মুক্ত ব্যক্তি পরম পুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোন স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ উপভোগ করে, কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে পায় না। এই বহিঃস্থিত ভোগ বহিরঙ্গা মায়ার বিকার নহে।

সায়ুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির লীলাবিষয়ে অনুভূতি থাকে না বলিয়া শ্রীভগবদ্-বিগ্রহে লীন থাকিলেও প্রেয়সীবর্গের সহিত তাঁহার বিহারাদি তাহাদের অনুভূতির অতীত থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে সকল অবস্থায় জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি স্বরূপ-ধর্ম বর্তমান থাকে। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে—সায়ুজ্যপ্রাপ্ত জীবেরও কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অব্যাহত থাকিলে ভগবানের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির স্থায় তদীয় বিগ্রহে প্রবিষ্ট জীবের সর্বাংশে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সিদ্ধ হয় না কেন? তদুত্তর—ভগবদ্বিগ্রহে প্রবেশ করিলে তাহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া যায় না। অণুচৈতন্য স্বরূপেই অবিকৃত থাকে। সুতরাং স্বরূপধর্মও অতি অল্পই থাকে অর্থাৎ সায়ুজ্য লাভ করিয়া জীব ভগবান্ হইয়া যায় না। জীবই থেকে যায় কেবল মায়াসম্পর্ক। জীবের শক্তি ভগবানের শক্তির বিপুলতাপ্রাপ্ত হয় না। সেই শক্তি ভগবান্নলক্ষণ আনন্দ নিমগ্নতা স্ফুর্তিতেই নিমগ্ন থাকে। আর তদ্রূপে শ্রীভগবানের কর্তৃত্বাদির মত জীবের কর্তৃত্বাদি নিতান্ত অসম্ভব। মুক্তিমধ্যে সায়ুজ্যই সর্বাংগে নিকৃষ্ট—‘নরক বাঞ্ছয়ে তবু সায়ুজ্য না লয়।’ ইহা ভক্তের অনাদৃত। ইহাতে সেবাসম্ভাবনা নাই। এজন্য ভগবচ্ছক্তির যথেষ্ট আনুকূল্য লাভে ইহারা বঞ্চিত। ভগবদিচ্ছায় কদাচিৎ সেই শক্তির লেশমাত্রও পায়।

কোন স্থলে শ্রীভগবান স্বেচ্ছাক্রমে সাযুজ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার অন্ত
নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিকাসিত করিয়া পার্শদরূপে সংযোজিত
করেন। যথা—শিশুপাল, দত্তবক্র। ইহারা সাযুজ্য মুক্তি পাইয়া পুনরায়
পার্শদভূ লাভ করে।

সালোক্যাতির অনবচ্ছিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তিহেতু ব্রহ্মকৈবল্য হইতে এসকল
মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ। সালোক্যাতি পঞ্চ মুক্তি মধ্যে সামীপ্যই শ্রেষ্ঠ। তাহা
বহিঃসাক্ষাৎকারময়।

যদিও ভগবৎপ্রীতি ভিন্ন মুক্তি নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে কাহারও
কাহারও নিজের দুঃখহানি ও সামীপ্যাতি লক্ষণ সম্পাদিতে তাৎপর্য্য থাকে
শ্রীভগবানে তাহাদের তাৎপর্য্য নাই। এস্থলে প্রীতির ন্যূনতা বুঝতে
হইবে। যদি ভগবৎপ্রীতি ভিন্ন মুক্তি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে কেহ
কেহ যে ভগবৎপ্রীতি না চাহিয়া মুক্তি চাহেন, তাহার কারণ কি? তদুত্তর—
তাহারও কাহার নিজ দুঃখ নিবৃত্তি-অভিলাষ থাকে তজ্জন্ত তাহারা
সালোক্যাতি মুক্তি বাঞ্ছা করেন। পরম সুখরূপ ভগবৎ প্রাপ্তিতে তাহাদের
কোন আগ্রহ থাকে না। তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে,
তাহারা প্রীতিবাঞ্ছা করেন। তাহারা দুঃখনিবৃত্তির জন্ত মুক্তির অভিলাষী,
তাহারাও প্রীতির অপেক্ষা না করিয়া পারেন না। যেহেতু পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎ-
কার বাতীত মুক্তি অসম্ভব। তাহা সুখস্বরূপ। সুখে সকলের স্বাভাবিক
প্রীতি আছে। কিন্তু কেবল দুঃখনিবৃত্তি অভিলাষী ব্যক্তির প্রীতি অল্প।
তাহারা ভগবৎপ্রাপ্তি-অভিলাষ করেন, তাহারা ভগবৎ স্বরূপে, সৌন্দর্য্য-
মাধুর্য্য ও লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ভগবানে প্রীতি করেন। স্বরূপ সৌন্দর্য্য
মাধুর্য্যাতি অসমোদ্ধ, এজন্ত তাহাদের প্রেমও চিরবর্দ্ধনশীল।

মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির আধিক্য গুনিয়া যদি কেহ প্রশ্ন করেন—
শ্রীমদ্ভাগবতে ১২।১৩।১২ শ্লোকে “কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্” অর্থাৎ কৈবল্য
মুক্তিই একমাত্র প্রয়োজন বলা হইয়াছে কেন? তদুত্তর—ভগবৎপ্রীতিতেই
কৈবল্য শব্দের অর্থ পর্য্যবসিত। ঐ শ্লোকের প্রথম তিন পাদে সর্ববেদান্ত-
সার, ব্রহ্মাত্মকত্ব লক্ষণ ও অদ্বিতীয় বস্তু এই তিনটি কথা আছে; অর্থাৎ
সর্ববেদান্তসার ব্রহ্মাত্মকত্বলক্ষণ যে অদ্বিতীয় বস্তু, তাহা কৈবল্য নহে।
ঐ শ্লোকের পূর্ববর্তী শ্লোকে—

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যান-সংযুতম্।

হরিলীলাকথাব্রতামৃতানন্দিতসংস্পৃহম্ ॥ (ভাঃ ১২/১৩/১১)

এই ভাগবতগ্রন্থ হরিলীলাকথাসমূহ দ্বারা সাধুগণকে আনন্দিত করিতে-
ছেন। একথা দ্বারা ভগবৎপ্রীতির মুখ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। মুক্তি দিয়া
সাধুগণকে আনন্দিত করিতেছেন না বলিয়া ঐক্লপ উক্তিহেতু ভগবৎকথা-
কীর্তনই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার তাৎপর্য্য ভগবৎপ্রীতি।
এস্থলে হরিকথাকে অমৃত এবং সাধুগণকে দেবতা বলায় শ্রীমদ্ভাগবতের
মোহিনী-রূপত্ব ধ্বনিত হইতেছে। মোহিনীর অত্মরংগনাপূর্ব্বক দেবতাগণকে
সুধাপান করাইবার ছায় শ্রীমদ্ভাগবতও অস্পৃহবুদ্ধি জনগণকে রংগনা করিয়া
সাধুগণকে হরিকথামৃত পান করাইতেছেন।

আর শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে “প্রোজ্জিত-
কৈতব” শব্দের অর্থ—প্র-শব্দে মোক্ষাভিলাষও নিরস্ত হইয়াছে মোক্ষা-
ভিলাষও কৈতব অর্থাৎ কপটতা। কারণ মোক্ষবাঞ্ছা ভগবৎপ্রীতি হইতে
স্বতন্ত্র। ভগবৎপ্রীতিতেই ভগবদ্-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। কৈবল্যশব্দে শ্রীভগবান
অথবা তাঁহার স্বভাব উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মেশানাদিতির্দেবৈর্ঘংপ্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।

স যৎ স্বভাবঃ কেবলং স ভবান্ কেবলো মতঃ ॥ (স্কান্দ)

হে হরে! ব্রহ্মশিবাদি দেবগণ যাহা প্রাপ্ত হইতে অসমর্থ, সেই কৈবল্য
যাহার স্বভাব, সেই আপনি কেবল শব্দের অভিহিত।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।১৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

পরাবরাণ্যং পরম আশু কৈবল্য সংজ্ঞিতঃ।

কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরূপাধিকঃ ॥

পরাবরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ) কৈবল্য
নামক পুরুষ আছেন। তিনি নিরূপাধিক কেবলানুভবানন্দরাশি স্বরূপ।
কৈবল্য শব্দের শুদ্ধত্ব ও শ্রীহরি বুঝায়। উভয় অর্থে পরতত্ত্বাত্তবেই
তাৎপর্য্য। তাহা হইলে কৈবল্যেক প্রয়োজন অর্থে পরতত্ত্ব বা তাঁহার
স্বভাব—গুণলীলাদি অনুভব করাইবার জগুই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি।

এক-শব্দের কেবল অর্থ অভিধানে প্রসিদ্ধ আছে। তাহা অঙ্গীকার
করিয়া শ্রীমজ্জীবগোষামিপাদ কেবল পরমাত্মার দর্শনকে পুরুষার্থরূপে কীর্তন

করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরমাত্মদর্শন—ভিতরে বাহিরে, মনে ও নয়নে শ্রীহরিকে দেখা, অন্য কিছু না দেখাই পরমপুরুষার্থ।

কৈবল্য শব্দে শ্রীভগবান বা তাঁহার স্বভাব উক্ত হইলে ভগবৎপ্রীতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষেই তিনি বা তাঁহার স্বভাব—কৈবল্য, সকলের পক্ষে নহে। বৈকুণ্ঠদেবের প্রতি শ্রীসনকাদির উক্তি—

যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের ন্যায় আপনার শ্রীচরণকমলে রমণ করে, যদি আমাদের বাক্য তুলসীর ন্যায় আপনার শ্রীচরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কণ্ঠ আপনার গুণসমূহে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিজান্তর্যমী দ্বারা আমাদের যথেষ্ট নরকবাস হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।

এই শ্লোকানুসারে কৈবল্য শব্দের ভগবদনুশীলনে—ভগবৎপ্রীতিতেই পরি-সমাপ্তি। যেহেতু কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়াও সনকাদি মুনিগণ যে ভগবদনুশীলন প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা কেবল প্রীতিমান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

কৈবল্যক প্রয়োজন-শব্দের অন্য অর্থ—কৈবল্য—মোক্শ হইতে এক-শ্রেষ্ঠ যে ভগবৎপ্রীতিলক্ষণ অর্থ তাহা যাহার প্রয়োজন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

যথার্থ গুরুসেবকের লক্ষণ

পূর্ব পূর্ব জন্মের ভক্ত্যানুযায়ী সুকৃতি সঞ্চিত থাকিলে শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সর্বপ্রথম হইতেই সেই ভগবান্ জীবের চিত্তে একরূপ কামনার উদয় হয়,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মানি জন্মনীশ্বরে

ভবতাত্ত্বিকরহিতুকী ত্বয়ি ॥ (শিক্ষাষ্টক—৪র্থ শ্লোক)

অর্থাৎ, হে জগদীশ (কৃষ্ণ)! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহিতুকী ভক্তি হউক।

এইরূপ কামনা হইতে সেই ভাগ্যবান্ জীবের চিত্তে “কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়”—এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয়। তখন

তিনি সরল-প্রাণে কাতরভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে পূর্বোক্ত অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা করিতে থাকেন। এইরূপ শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে হইলে সদগুরু বা প্রাকৃত সাধুসঙ্গের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাও সেই ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহা লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। কৃষ্ণ তখন কৃপাপূর্বক শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে সঙ্গদান করিয়া সেই ভাগ্যবান্ জীবকে আত্মসাৎ করেন—পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী করেন।

ভক্ত্যনুখী স্মৃতিশালী ভাগ্যবান্ জীব কি প্রকারে শুদ্ধভক্তি বা প্রেম-ভক্তিসাভের অধিকারী হন, তদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—

“কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।

তবে সেই জীব ‘সাধুসঙ্গ’ করয় ॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় ‘শ্রবণ-কীর্তন’।

সাধনভক্তো হয় ‘সর্বানর্থ-নিবর্তন’ ॥

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি ‘নিষ্ঠা’ হয়।

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাঙ্গে ‘রুচি’ উপজয় ॥

রুচিভক্তি হৈতে হয় ‘আসক্তি, প্রচুর।

আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে ‘প্রেম’-নাম।

সেই প্রেমা—‘প্রয়োজন’ সর্বানন্দধাম ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবিষ্ট বাণী এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশসমূহ আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টভাবেই ইহা বুঝিতে পারি যে, এইরূপ ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় সদগুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে প্রথম হইতেই এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয় ও তাহাদিগকে তাঁহার ইহপরকালের পরমহিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান হয়। তৎকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ সেই সরলপ্রাণ একমাত্র আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিকে যতই আত্মমঙ্গলোপদেশ প্রদান করেন, সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সেই সমস্ত উপদেশই শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রত্যেক উপদেশ নিজ-জীবনে পালন করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়া থাকেন। তৎফলে তাঁহার সর্বপ্রকার অনর্থ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কৰ্ম্ম-প্রবৃত্তি, বিচার আচার, চিন্তাশ্রোতঃ, সমস্তই ক্রমশঃ

বিদূরিত হইয়া, শুদ্ধভক্তিতে ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি ও প্রেমের উদয় হইতে থাকে।

এই প্রকার শুদ্ধভক্তিতে যত্ববান্ বা প্রেমভক্তিদ্বনে ধনী ভাগ্যবান্ জীবই প্রকৃত গুরুসেবক নামের যোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ শ্রীলক্ষ্মণগোখ্যামী প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত “অন্যাত্তিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাণ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥”—এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য অর্থাৎ অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই, তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে, ইহা ভাগ্যবান্ শ্রীগুরুসেবক বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। “ষাদৃশী ভাষনার্যশ্চ সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।”—এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা পূর্বোক্ত উত্তমা ভক্তি লাভে বাহার একান্ত ইচ্ছা, কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক তাঁহার সেই নিকপট ও একান্ত ইচ্ছা পারপূরণের জন্য শ্রীকৃপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণের মূল্যভ সঙ্গ তাঁহাকে প্রদান করেন। শ্রীকৃপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণ এইরূপ নিকপট অনুগত জনগণকে কেবল আত্ম-মঙ্গলকামী দেখিয়া সর্বক্ষণ শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জনের উপদেশ প্রদান করেন। ভাগ্যবান্ গুরুসেবকগণকে নিকপট শরণাগত ও কেবলমাত্র শুদ্ধভক্তিতে ইচ্ছুক দেখিয়া শ্রীকৃপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে যে কেবল উত্তমা ভক্তিদ্বনের অধিকারী করিবার জন্যই সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন, আর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রদত্ত এই উত্তমা ভক্তি বা প্রেমধন প্রদান সহিত আদরে গ্রহণ করিলে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে পরপ্রীতি লাভ করেন, তাহা তদনুগ এই ভাগ্যবান্ নিকপট দেবগণ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন।

আমি যে একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা উত্তমাভক্তি লাভ করিতে চাই, তাহাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরমবন্ধু শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপাপূর্বক প্রদান করিবার জন্য বীথি আচরণ ও কৃপোপদেশের দ্বারা—শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জন করিয়া সর্বক্ষণ শিক্ষা দিতেছেন, নিকপট আত্মমঙ্গলকামী শ্রীগুরুসেবক শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় ইহা ঘটাই প্রাণে উপলব্ধি করেন, ততই সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে ও

তদনুগ গুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি ক্রমশঃ তাঁহার পরমাত্মীয় ও আপন-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইতে থাকে।

এইরূপে সেই ভাগ্যবান্ নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী গুরুসেবকের শ্রীকৃপাভূগ গুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রাণের টান, আসক্তি যতই বদ্ধিত হইতে থাকে, ততই তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতির ও সেবাং-সাহের সহিত কার্যমনোবাক্যে সর্বক্ষণ তাঁদের আদেশ পালনে, তাঁহাদের প্রীতিজনক কার্য্য করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহাতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের স্নেহদৃষ্টি, গুণদৃষ্টি বা কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইতে থাকে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ নিষ্কপট সেবকে কখনও বঞ্চনা না করিয়া সর্বদা অমায়্য কৃপা করিয়া থাকেন।

প্রকৃত গুরু-সেবক নিজে কখনও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে চান না এবং অপরকেও বঞ্চনা করিতে চান না। এইজন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে পরাক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কাছে কখনও কখনও গুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের বিমুখমোহন-লীলা বা বঞ্চনা-লীলা প্রকাশ করিলেও তিনি সর্বদা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের গুণদৃষ্টি মধ্যে—কৃপাদৃষ্টির মধ্যে থাকায় তাহাতে বিমোহিত হন না, বরং তৎফলে তিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মের মাহাত্ম্য আরও অধিকরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে অধিকতর দৃঢ়নিষ্ঠ হন। কোনও অবস্থাতে কোনপ্রকার ভক্তিপ্রতিকূল বিচার-আচার বা চিন্তাশ্রোতঃ সেই নিষ্কপট গুরুসেবকে গুরুভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। বাহিরে মহাশূ-গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সর্বক্ষণ সেই নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী প্রকৃত গুরুসেবকে আত্মমঙ্গলোপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্বক্ষণ তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে যোগযুক্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ রাখেন। কেবলমাত্র ভাগ্যবান্ জীবই এই প্রকারে প্রকৃত গুরুসেবক নামের যোগ্য হইয়া কৃতকৃতার্থ হন। দুর্ভাগা অত্যাভিলাষী কপট সেবকাভিনয়কারীর ভাগ্যে এইরূপ মঙ্গললাভ ঘটে না।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

২য় দৃশ্য

পুরুষোত্তম ধাম

[শ্রীক্ষেত্র-নগরের উপকণ্ঠে]

মায়াদেবীর প্রবেশ

(গীত)

মায়াদেবী— জয় ইষ্টদেব বন্দি তব পদ
কহি এবে নত শিরে,
তোমারি পার্শদ আসি এ শ্রীক্ষেত্রে
‘নাম’ দিছে ঘরে ঘরে ।
কি কহিব হায়, মোর থাকা দায়,—
হরিধ্বনি যেথা রটে,
অনিচ্ছায় তাই ছেড়ে চলে যাই
তব ধাম-বাসীদিগে ।

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থানোত্তত)

[ইত্যবসরে মন্দির-পরিচারিকার প্রবেশ]

মন্দির-পরিচারিকা—কে আপনি এই ধাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন ?

মায়াদেবী—আমার পরিচয় আর কি বলব দেবী ? আপনি আমার নাম
শুনলে নাসিকা কুঞ্চিত করবেন ।

মন্দির-পরিচারিকা—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসকল শ্রীভগবানের সৃষ্টি, এবং তাঁর
সৃষ্টি ব্যতীত যখন কিছুই নাই তখন আমি ও আপনি উভয়েই তো
তাঁরই সৃষ্টি । আমাদের সৃষ্টিকর্তা শ্রীভগবানের প্রতি উভয়ের দৃঢ়
বিশ্বাস থাকলে আমাদের পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব ও ঘৃণাভাব
থাকতে পারে না ।

মায়াদেবী—আপনার মুখে উদারতার কথা শুনে আমি চমৎকৃত ও মুগ্ধ
হয়েছি । আমার একমাত্র পরিচয় যে আমি ভগবানের বহিরঙ্গা-
শক্তি শ্রীমায়াদেবী । আমার এমনই ভাগ্য যে, শ্রীভগবানের সান্নিধ্য
থেকে আমি বঞ্চিত ।

মন্দির-পরিচারিকা—আপনাকে নমস্কার ! এখন কোথায় চলছেন ?

মায়াদেবী—এই শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে অত্র চলছি।

মন্দির-পরিচারিকা—কেন হঠাৎ এইরূপ মনস্থ করলেন ?

মায়াদেবী—মঠ-মন্দির সর্বদাই নিগূর্ণ স্থান। শ্রীক্ষেত্রের শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দির চিরন্তন নিগূর্ণ স্থান। এতদিন সেই নিগূর্ণস্থানের বাহিরে আমার যাতায়াত ছিল। কেবলমাত্র এই যুগে পূর্বে শ্রীভগবান্ শচীনন্দনের এই পুরুষোত্তমধামে লীলাবিলাস-কালে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে অত্র জীবগণ ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা-রস ভোগ কর্তে যোগ্য হওয়ার আমি সে-সময় এই ধাম থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলাম। স্বয়ং ভগবানের লীলাবিলাসের জন্য এই শ্রীক্ষেত্র ত্যাগে আমার বড় আনন্দই হয়েছিল। এখন কিন্তু শ্রীভগবানের এক পার্শদ এসে এখানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিমল-শ্রেম ধর্মের কথা পুনরায় উদাত্ত কর্তে প্রচার কর্তে থাকায় শ্রীধাম-বাসীগণ শ্রদ্ধাপূর্তিতে তাঁর অনুশীলন কর্তে রত হওয়ায় আমি এ স্থান ত্যাগ কর্তে বাধ্য হচ্ছি।

মন্দির-পরিচারিকা—সেই ভগবৎ পার্শদের এই শ্রীক্ষেত্রে কোন বৈভব প্রকাশিত হয়েছে কি ?

মায়াদেবী—দেবি, তাঁর লীলাবৈভব বড় বিচিত্র। তিনি সাধারণ মানুষের জায় সরকারী কর্মচারীরূপে থেকে হৃদয়ের দৃঢ়তা, ঈশ্বর-ভুরাগ, কর্তব্য-পরায়নতা প্রভৃতির মূলে অসাধারণ ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়ে জগৎকে বিমুক্ত করেছেন। তিনি সাজা অবতার ও প্রতারক বিষাক্ষণকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করায় সেই বিষাক্ষণ সাজা অবতারের পরিণাম ভোগ করেছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশে সিদ্ধপুরুষ কাহ্নাধারী শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ ঐ মহাপুরুষকে ভগবৎ-পার্শদ ব'লে জেনেছেন, এবং ঐ মহাপুরুষের কৃপাতেই বাবাজী মহারাজের রোগ-নিরাময় হয়েছে। আবার তিনি শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদচিহ্ন সংরক্ষিত প্রাঙ্গণে 'ভক্তিমণ্ডপ' স্থাপন ক'রে হরিকথা আলোচনায় নিমগ্ন আছেন। এ ছাড়াও টোটা-গোপীনাথ, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি এবং গভীরায় ও নানাস্থানে তাঁর সভাপতিত্বে শুদ্ধভক্তিবর্গ প্রচারিত হচ্ছে।

মন্দির-পরিচারিকা—তা'হলে তো দেবী এ থেকেই বোঝা যায় যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর উপযুক্ত সেবকের সেবা গ্রহণের জন্য তাঁকে সরকারী কর্ম-অফিসায় এই শ্রীক্ষেত্রে আকর্ষণ করে এনেছেন।

মায়াদেবী—সত্যই তাই। শ্রীভগবদ্ ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটতে পারে না। হায়, আমি এমনই দুর্ভাগা যে আমার অধিকার থেকে বিচ্যুত হ'লাম। (চক্ষে জল আসিল)

মন্দির-পরিচারিকা—দেবী, আপনি কঁাদছেন কেন? ঐ মহাপুরুষের দ্বারা শ্রীভগবানের মাহমাই তো বিঘোষিত হচ্ছে।

মায়াদেবী—সবই বুঝ দেবী! এইভাবে যদি জগজ্জনে অপ্রাকৃত তত্ত্ব আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে ও নামাশ্রয়পুঙ্খক পরমপুরুষার্থলাভে যত্নবান হয়, তা'হলে আমার ক্রিয়া-কলাপ কি হবে? আমাকে কি অবশেষে ভূ-ভারত থেকে বিদায় নিতে হবে?

মন্দির-পরিচারিকা—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত যখন জীবের আর কোন কল্যাণের সম্ভাবনা নেই তখন জীবের ভগবদ্-বিমুখ হয়ে আপনার বশুতা স্বীকার করা কি উচিত হবে?

মায়াদেবী—আপনার প্রশ্ন আমার রুচিকর না হ'লেও প্রশ্নটি শুনে মনে হয় আপনি অপ্রাকৃত জগতের কোন দেবী। বলুন—বলুন আপনার পরিচয় কি?

মন্দির-পরিচারিকা—না দেবী, আপনি যা ভাবছেন আমি তা'নই। আমি একজন অধমা মন্দির-পরিচারিকা।

মায়াদেবী—আপনি মন্দির পরিচারিকা? এত শুদ্ধবুদ্ধি সম্পন্ন? ধন্য আপনি। আপনি একজন মন্দির-পরিচারিকা হয়েও অপ্রাকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকার লাভ করেছেন। আপনি ধন্য। নিগুণ স্থানের মশা-মাছি পর্যন্তও নিগুণময়। আপনিও নিগুণা দেবী। কিন্তু আমি গুণময়ী। ভগবৎ-বিমুখ জীবদের নিয়েই যে আমার চলাফেরা। আপনার জায় ভাগবতোক্ত মহিষসী মহিলার দৃষ্টিপথে অবস্থান করতে আজ আমার নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জা অনুভব করছি। অতএব, এখন আমি বিদায় নিচ্ছি দেবী। শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেবকে আমার অনন্তকোটি প্রণাম জানাবেন। আপনিও দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। [দণ্ডবৎপূর্বক মায়াদেবীর প্রস্থান]

মন্দির-পরিচারিকা—কি আশ্চর্য্য! আজ এই পুরুষোত্তম ধাম থেকে মায়াদেবী বিদায় নিলেন! ধন্য হে মহাপুরুষ! পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও বিদ্যা প্রভাবান্বিত প্রাকৃত সুখশ্রোতে ভাসমান জনগণকে ভগবন্ত্ব ও প্রাকৃত বিষয়-গন্ধহীন হরিভক্তনের পথ নির্দেশ করে এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোলোকধামে পরিণত করলেন!

ওগো ইচ্ছাময় পুরুষোত্তম জগন্নাথ, তোমার কৃপাতেই ঐ মহাপুরুষকে আমরা পেয়েছি। তোমার ইচ্ছাই মঙ্গলময়।

(হস্ত উত্তোলনপূর্বক প্রণাম করতঃ প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

শ্রীধাম বৃন্দাবন

[শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীর-প্রাঙ্গণ]

শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ

শ্রীজগন্নাথদাস—(উচ্চৈশ্বরে কীৰ্ত্তন)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।

শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

হা ভগবান্ শচীনন্দন প্রভু, এত বৃদ্ধ বয়সেও তোমার কৃপা পা'বার সময় কি এখনও আমার হয় নি? আর কতকাল অপেক্ষায় থাকবো দেব! ওগো নাথ, তুমিই তো আমার একমাত্র আশ্রয়। আমি না জানি বেদাদি শাস্ত্র, আমার না আছে কোন ধারণাশক্তি; আমার তো কেবল তুমিই আছ। আর কেন বিলম্ব করুহ? তোমার স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপে প্রকাশিত হও,—দেখা দাও প্রভু!

(শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন)

[ইত্যবসরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ]

শ্রীশ্রীঠাকুর—দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন দেব!

শ্রীজগন্নাথদাস—কৃষ্ণভক্তি লাভ কর বাবা! (আনন্দিত করিলেন)

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রভু, আমার জন্ম বাংলা দেশের নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর পল্লীতে। আমার নাম কেদারনাথ দত্ত।

শ্রীজগন্নাথদাস—এত অল্প বয়সে বৃন্দাবনে এসে গিয়েছ দেখছি। তা' এখানে কি কাজে আসা হয়েছে বাবা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কয়েক বছর পূর্বে ছাপড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ থাকা-
কালে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে এই বৃন্দাবন ধাম দেখে গিয়েছিলাম।
কিন্তু তখন আপনার পাদপদ্মের সাক্ষাৎ দর্শন পাই নি। এখন
দ্বিতীয়বার শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে এসেছি। আমার বৈধ-ভক্ত-জীবন-
যাপনে আমার বড় ইচ্ছা। তাই আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় প্রার্থনা
করছি দেব!

শ্রীজগন্নাথদাস—তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি পারমাথিক বৈষ্ণবতা বহু
পূর্বেই লাভ করেছো। এখন তোমার শুধু আনুষ্ঠানিকটী বাকী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেব! আপনি কৃপা করে এই দীনাতিদীন কাঙালকে আপনার
নিত্যসেবায় নিয়োজিত করুন।

(শ্রীজগন্নাথদাস বাবজী মহারাজের পদতলে পতিত হইলেন)

শ্রীজগন্নাথদাস—তাই হবে বাবা; তোমার কামনা অপূর্ণ থাকবে না।

[সহসা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভজনানন্দীর প্রবেশ]

ভজনানন্দী—(দণ্ডবৎপূর্বক) গুরুজী! বড় বিপদ! আবার কঙ্কর দস্যুরা
দারুণ অত্যাচার চালাচ্ছে।

শ্রীজগন্নাথদাস—অনেক দিন থেকেই তো ওরা উপদ্রব করছে। আজ
আবার বোধ হয় নূতন কোন ঘটনা ঘটেছে তাই এত হাঁপাচ্ছ!
তুমিও ওদের কোপে পড়েছিলে নাকি?

ভজনানন্দী—গুরুজী, শুধু আমি একা বপদে পড়ে নি, ঐ দস্যুদের অত্যাচারে
সাধারণ নাগরিক জীবন বিপন্ন। মেয়েরা তো ওদের উপদ্রবে
রাধাকৃষ্ণ-গোবর্দ্ধন যাওয়া অনেক দিন থেকেই বন্ধ করে দিয়েছেন।
এখন যাওবা সাধু-বৈষ্ণবরা যাতায়াত করেন তা'ও বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেল।
আজ আমরা কয়েকজন রাধাকৃষ্ণ-গোবর্দ্ধন যাচ্ছিলাম, পথে ওরা
আমাদের দেখতে পেয়ে আক্রমণ করতে তেড়ে আসায় আমরা
ভয়ে কোন প্রকারে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসেছি। আজ আর
রাধাকৃষ্ণ-গোবর্দ্ধন যাওয়া হয় নি।

শ্রীজগন্নাথদাস—(ঠাকুরের প্রতি) শুনছ বাবা, এখানে দস্যুদের কিরূপ
উপদ্রব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেব, আপনার আদেশ পেলে আমি ঐ কঙ্কর দস্যুদের দমন
ক'রে ত্রায় পথে নিয়ে আসতে পারি।

শ্রীজগন্নাথদাস—তুমি পারবে? ঐ দস্যুদের দমন করে যাত্রীদের পরম উপকার করতে পারবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেব, আমার সমস্ত শক্তি ও প্রেরণার মূল উৎস আপনার শ্রীপাদপদ্ম। আপনার ইচ্ছা হ'লে আমি তা' নিশ্চই পারবো।

শ্রীজগন্নাথদাস—(ভজনানন্দীর প্রতি) কি হে, তোমরা এত সাহস ধরতে পার?

ভজনানন্দী—না দেব, এত বড় সাহস ধরার মত কেহ এ বৃন্দাবনে নেই! এত বড় গুরু-নিষ্ঠা তো আমি কোথাও দেখিনি।

শ্রীজগন্নাথদাস—(শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি) ঐ দস্যুদের উপদ্রব থেকে ব্রজ-বাসীগণকে রক্ষা করার জন্যই বুঝি শ্রীভগবান তোমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন! প্রার্থনা করি ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তুমি সমাজের অকল্যাণকারী ঐ দস্যুদের দমন করতে সমর্থ হও। যাও বাব—তুমি দস্যু দমন করে নিব্বিঘ্নে জয়মাল্য নিয়ে ফিরে এসো।

ভজনানন্দী ও শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা এখন আসি দেব!

(উভয়ের দণ্ডবৎপূর্বক প্রস্থান)

শ্রীজগন্নাথদাস—শ্রীরামচন্দ্র যেমন তারকা রাক্ষসীকে বধ করে সেকালের ঋষিদের নিরুপদ্রব করেছিলেন, এও তেমনি দেখছি কঙ্কার দস্যুদের দৌরাঙ্গ্য দমন করে ব্রজমণ্ডল শান্তি আনয়ন করবে।

এত বড় অলৌকিকী নিষ্ঠা সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না ইচ্ছাময় গৌরসুন্দরের যে কি ইচ্ছা তা' তিনিই জানেন। এঁর দৃঢ় অনুরাগ দেখে মনে হয় এঁর দ্বারাই ভক্ত ভক্তিবর্ষের প্রসার সম্ভব। জয় মহাপ্রভু; সর্বোপরি তোমার করুণাই সার।

(মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলেন)

(চিন্তাবিত হইয়া) এরা তো এখনও ফিরে এল না? যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আজ দস্যুদল ধৃত হবেই। তবুও এঁদের ফেরা না পর্যন্ত কি স্থির থাকা যায়? দেখি এরা কতদূর...(প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীকৃষ্ণ

মঙ্গলাচরণ

ললিত-গতি-বিলাস-বল্লুহাস-

প্রণয়-নিরীক্ষণ-কাল্পিতোন্মাদনাঃ ।

কৃতমন্তুকৃতবত্যা উন্মাদনাঃ

প্রকৃতিমগমন্ কিল যন্ত গোপবধ্বঃ ॥ (ভাঃ ১।৯।৪০)

শ্রীকৃষ্ণের সুচারু মঞ্জুগতি রাসাদি-বিলাস, সুন্দর হাস্য, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষাদি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বঞ্চিত হওয়ায় যাঁহার। উৎকট-মদবিহ্বল হইয়া তদেক-চিন্ততা-হেতু তাঁহার গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলা অনুকরণ করিয়াছিলেন, সেই গোপবধূগণ যাঁহার স্বরূপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর । তিনি—অনাদি ও সকলের আদি এবং সকল কারণের কারণ ।

মহাভারতে অপ্ৰাকৃত কৃষ্ণশব্দার্থ

কৃষিভূবাচকঃ শব্দো গচ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ ।

তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ।

‘কৃষ্’-ধাতু ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্তা-বাচক, ‘গ’-শব্দ নিবৃত্তি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক । কৃষ্-ধাতুতে ‘গ’-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ-শব্দে পরম ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন ।

আরোহপন্থীর উদ্ভব

অনাদিকাল হইতে দেবীধামস্থিত আরোহপন্থিগণ স্ব-স্ব সম্প্রদায়গত শিষ্যপরম্পরাক্রমে “শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব” সম্বন্ধে বিবিধপ্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা, সমালোচনা, মতামত প্রকাশ প্রভৃতি অনধিকারচর্চা প্রসারে প্রবৃত্ত আছে । গ্রাম্যসাহিত্যিকগণ, যদ্বা তদ্বা কবিগণ, তথাকথিত দার্শনিকগণ, চিন্তা-সমবয়বাদিগণ ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভের বশবর্তী হইয়া তাহাদের বিভিন্ন ধারণায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিকৃপণ করিতে গিয়া কেহ বা

ভ্রান্ত, কেহ বা বঞ্চিত ও কেহ কেহ বা উৎপথে নিপতিত হইয়াছেন। তজ্জন্তই প্রমাণচূড়ামণি সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত সর্বপ্রথমে সেই পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে “মুহুৰ্দ্ধি যৎ স্মরয়ঃ” অর্থাৎ “ব্রহ্মাদি স্মরিগণও যে তত্ত্ব নিরূপণে মোহিত হন” এই বাক্যে বন্দনা করিয়াছেন। আরও জানাইয়াছেন যে,—

কর্মাণ্যনীহম্ভ ভবোহভবম্ভ তে

দুর্গাশ্রয়োহথারিভয়াৎ পলায়নম্।

কালান্বনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রয়মঃ

স্বান্বনং রতে শিথিলি ধীবিদামিহ ॥ (শ্রীভাঃ ৩।৪।১৬)

হে প্রভো! আপনার সর্ববিরোধ-ভঞ্জিকা শক্তিবলে আপনি নিম্পৃহ হইয়াও যে দিব্যকর্ম করেন, প্রাকৃত-দ্রুম-রহিত হইয়াও যে দিব্য জন্ম স্বীকার করেন, স্বয়ং কাল হইয়াও যে শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয়ের অভিনয় করেন এবং আত্মরতি হইয়াও যে বহু স্ত্রী পরিবৃত্ত অপ্রাকৃত গৃহস্থ লীলাভিনয় করেন—এই সকল বিষয়ের সমাধান করিতে গিয়া বিদ্বজ্জনগণের বুদ্ধিও সংশয়ের দ্বারা ছিন্ন হয়।

যাহারা অধোক্ষজ বস্তুর নিত্যলীলাত্তর্গত বৈচিত্র্যসমূহকে প্রাকৃত বা রূপকাদি বলিয়া বিচার করে, তাহারা স্ব-স্ব-অভিজ্ঞতার তারতম্যানুসারে অক্ষজ্ঞানবাদী ও চিন্ময়বাদী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ অসমোদ্ধ অধোক্ষজতত্ত্ব হওয়ায়—তিনি কুপাপূর্বক স্বীয়তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশ না করিলে কাহারও অবধারণের বিষয় হয় না। ছাপর যুগের সন্ধ্যাংশে যখন শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ধাম ও পরিবারবর্গের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলাবিনোদসমূহ প্রকট করিয়াছিলেন, তখন সেই লীলা-পুরুষোত্তমের অবিচিত্তা লীলাবলী তাঁহার নিজজনেরই আশ্রয় বিষয় হইয়াছিল! কিন্তু সেই স্বরাট্ট শ্রীকৃষ্ণ যখন আবার কলিযুগে মহোদারগাবতীরী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, অর্থাৎ নিজের কথা শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজেই আপামরকে জানাইবার জন্য কৃষ্ণভক্তের সজ্জায় প্রপঞ্চে আগমন করিলেন তখনই অযোগ্য জীবের কৃষ্ণতত্ত্ব লাভের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তাঁহার যে নিজতত্ত্বের কথা জীবকুলকে জানাইয়াছেন,—তাহা মরণগতের অন্ত কোন বদ্ধজীবদ্বারা, অন্ত কোন বিপরীত শাস্ত্রের দ্বারা বা তাহা কোন বিরুদ্ধ বিচারের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা

ও শ্রীসনাতন-শিক্ষাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে “কৃষ্ণতত্ত্ব” জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সদগুরুর আশুগতো আশ্বাদন-ফলে জীবের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনভিজ্ঞতা সমূলে বিদূরিত হইয়া যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিকগণ শ্রোতপরম্পরাগত শব্দপ্রমাণসিদ্ধ সিদ্ধান্তে জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ তাহাদের ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষযুক্ত প্রত্যক্ষ অনুমানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় পরাংপর বস্তুকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া পড়ে। ফলে তাহারা মহামায়া কর্তৃক মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধারমণের চিৎসবিশেষতত্ত্বে আস্থা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়। কারণ প্রাকৃত জগতের অক্ষজ জ্ঞানমাত্রই সাপেক্ষধর্ম্যবিশিষ্ট, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ দৃশ্য বা ধাবণীয় বস্তুকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে যে ভাবে মাপিয়া লয়, বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান-লাভও তদনুরূপ হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত অণুচিদান্না কৃষ্ণবহির্ভূততা নিবন্ধন নিজেকে বিভূচিহ্নস্তর দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে জ্ঞাত হইবার পরিবর্তে সেব্য-জ্ঞানে ভবানীভূত্বের অভিমান করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত জীবহৃদয়ে স্বপ্রকাশবস্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যচিদানন্দময় নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যাदि প্রকাশ পাইবে না।

শ্রীকৃষ্ণলীলার ভারতম্য

যে অধোকৃষ্ণতত্ত্ব বস্তুদেব ও দেবকীর বিত্ত্বসম্বন্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন— সেই চতুর্ভূজবিগ্রহ শ্রীরাঙ্গদেবকে আত্মসাৎ করিয়া যিনি যশোদার স্মৃতিকাগৃহেও ব্রজবাসী গৌড়ীয়গণের হৃদয়বুন্দাবনে নন্দনন্দনরূপে বিরাজ করেন,— যিনি নিত্যবিভূজধারিরূপে শ্রীকৃষ্ণতীরে ত্রিভঙ্গ্যমে বেণু-নিবাদ দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়জাতীয়গণকে আকর্ষণ করেন, সেই পরমতত্ত্বই সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ। মহাতাবশ্বরূপিণী শ্রীরাধাভানবীর অহৈতুকী কৃপাবলেই চতুষষ্টি-গুণপূর্ণ ও নিখিল-চিদগুণখনি পরম-সেব্যতম-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনর্থমুক্ত অণুচিৎ জীব স্বীয় আত্ম-সৌন্দর্য্যের নিত্যাভিব্যক্তিরূপে অখিল-চিন্ময় সেব্যযোগ্য গুণাবলী অর্জনের যোগ্যতা প্রকাশ করিয়া থাকে। অমায়ী-বারিধি ব্রজেন্দ্রনন্দন—অচ্যুতিলাসের প্রতীকস্বরূপ ভোমব্রজের অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতির বধসাধন করতঃ পূর্ণ ও পূর্ণতরের লীলাপেক্ষা স্বীয় লীলার বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনমুখে প্রেমনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে নিত্য পঞ্চরসের অন্ততম এক এক প্রকার রসের উদয় করাইয়া শ্রীকৃষ্ণতীরে শ্রীরাধাভানুতনয়ার সহিত তাহা আশ্বাদন করিয়া থাকেন। এই সমুদয় শ্রীরূপ-গোষ্ঠামিপাদ শ্রীমদমা-

প্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া সৌভাগ্যবন্তজনগণের নিকট বর্ণন ও উপদেশ-
মুখের প্রবাহে তাহার কথাকিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। যথা—

কস্মিভ্যাঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুক্তানিন-

স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্তুতঃ।

তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঞ্চদশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা

শ্রেষ্ঠা তদ্বদীয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥

কস্মী হইতে জ্ঞানী হরির প্রিয়, তাঁহা হইতে জ্ঞানমুক্ত পরমা ভক্তির
আশ্রিত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে ব্রজবাসী
কান্তাগণের শ্রেষ্ঠতা এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বৃষভানুতনয়া। তাঁহার কুণ্ড
তৎসদৃশ ; সুতরাং কুণ্ডতীরাশ্রয় করাই পরম সৌভাগ্যের কথা

হে কৃষ্ণ করুণাসিক্তো দীনবন্ধো জগৎপতে ।

গোপেশ-গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহিস্তুতে ।

তপ্তকাঞ্চনগোবাজি রাধে বৃন্দাবনেশ্বর ।

বৃষভানুস্তুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

প্রভুবনের অপ্রকট-লীলাবিলাসে

বিবাহ-বেদনা

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

[৪]

জয় জয় গুরুদেব,

ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব,

বিখ্যাত তুমি সর্ব ভুবনে ।

জীবের হৃদশা হেরি,

মর্তলোকে অবতরি,

বিলাইতে শুদ্ধ ভক্তিধনে ॥

তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি, তব পদে রহু ভক্তি,
করি আমি চরণ বন্দনা ।

কৃপা করি দীন হীনে, অধম পতিত জনে,
দূর করহ বিষয় বাসনা ॥

তুমি প্রভু প্রেমদাতা, অবনীৰ ত্রাণকর্তা,
মূঢ় জনের ঘুচাও সংশয় ।

পুরাণ আদি শাস্ত্রেতে, বর্ণিয়াছে সর্ব মতে,
তব সম দয়াল কেহ নয় ॥

ভগু ধর্ম্য খণ্ডাইতে, সত্য (স্বরূপ) ধর্ম্য প্রচারিতে
জীবের কল্যাণ তব ব্রত ।

বিলাইয়া প্রেমভক্তি, ইহা বিনা নাই গতি,
তারিতে সংসার দুঃখ ॥

সর্বগুণে গুণী যিনি, জীব কল্যাণেতে তিনি,
চেষ্টিত থাকেন নিরন্তর ।

কামনা-বাসনা তাঁরে, ভুলাইতে নাহি পারে,
(সর্বদা) থাকে তাঁর নিস্পৃহ অন্তর ॥

ক্ষীণ গতি মন্দ প্রাণী, পাইয়া কৃপা সঞ্জীবনী,
আশ্রয় করিয়া তব মন্ত ।

ছাড়ি অন্য অভিলাষ, ছিড়িয়া মায়া-ফাঁস,
পার হয় মায়া-ভব-তন্ত্র ॥

কৃষ্ণ-কীর্তন-ব্রতধারী পাষণ্ড দলন করি,
প্রেমে মত্ত করালে ভুবন ।

যত উপাসনা তত্ত্ব, তার মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ,
রূপানুগ শ্রীকৃষ্ণভজন ॥

(কত) মঠের প্রকাশ করি, বিগ্রহ স্থাপন করি,
লুপ্তধর্ম্য করিলে উদ্ধার ।

কৃষ্ণ-ভক্তি-গন্ধাকিনী, নির্মল প্রবাহ আনি,
ভাসাইয়া জগৎ সংসার ॥

ধাম-পরিত্রমা-বিধি, শিখাইলেন গুণনিধি,
 আসি এই মর্ত্ত ধরাধামে ।
 মায়াবদ্ধ অঙ্কজীব, ধামের পরশ পাই,
 সার্থক করি মানুষ জন্মে ॥
 তব সম গুণনিধি, নাহি মিলাইত বিধি,
 হারাতাম অমূল্য সময় ।
 এ ম'ত মায়ার নৃত্যে, ভাসিতাম এ জগতে,
 হইয়া বিষয়ে তন্ময় ॥
 (গুরু) তব বিরহে আজি, শূন্য প্রায় প্রাণ ভাজি,
 আমি আর না দেখি কাণ্ডারী ।
 কোথা গেলে তোমা পাব, হৃদয়ানল নিভাইব,
 সেবিয়া তব চরণতরী ॥
 অদোষ-দরশী তুমি, সর্বদোষে দোষী আমি,
 তুমি মোর প্রাণপতি ।
 তব কৃপাধারি লাভে, অন্য ধন কিবা হবে,
 পায় জীব কৃষ্ণপদ গতি ॥
 সর্বশাস্ত্রে ভাল মতে, বণিয়াছে বহু মতে,
 সর্ব বাঞ্ছা গুরুর অধীন ।
 ছাড়ি মর্ত্ত্য বুদ্ধি দ্বেষ, আশ্রয় করিয়া বেশ,
 শুদ্ধ ভাবে শ্রীগুরুচরণ ॥
 হায়, আমি কি করিছু, জানিয়া অজ্ঞান হনু,
 কিবা মোর করম বন্ধন ।
 অজ্ঞানতা কবে যাবে, সুদিন উদয় হবে,
 প্রভু (কবে) পাব তব শ্রীচরণ ॥
 বর্ণনাতীত তব কীর্তি, বাখানে কাহার শক্তি,
 নাই কেহ ভুবন ভিতরে ।
 তব কৃপা হয় যারে, মুকণ্ড বর্ণিতে পারে,
 আনন্দে গাইবে উচ্চস্বরে ॥

স্মরিয়া চরণপদ্ম,

হোক মোর পুনঃ জন্ম,

তাহে কোন নাই মম দুঃখ ।

গাই তব গুণ গান,

ধন্য সেই ধরাধাম,

আছে তাহে পরমানন্দ সুখ ॥

শ্রীবার্ধভানবীদাস,

তার সেবা কর আশ,

তব হৃদয়সম্পদ জানি ।

এ অধম দীন জনে,

স্থান দাও শ্রীচরণে,

জন্ম-জন্মান্তর সেবা লাগি ॥

শ্রীগুরুপাকণা প্রার্থী—

“নরহরিদাস” (ব্রহ্মচারী)

[১]

“সাক্ষাৎকরিছেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সন্তিঃ ।

কিন্তু প্রভোষঃ প্রিয় এব তস্ম বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥”

আজ পরমারাধ্যতম পরমপূজ্যপাদ পরমকরুণাময় শ্রীল গুরুদেবের তিরোত্তাব-তিথি । তিন বৎসর পূর্বে এই শুভ লগ্নকে কেন্দ্র ক’রে বিশ্ব-বাসীকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করতঃ তিনি আমাদের দর্শনের অন্তরালে গমন করিয়াছেন । তাঁর দিব্য জীবনের লীলাবলী আজও আমাদের শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হ’বার ডাক দিচ্ছে । অপাখিব প্রেমাকর্ষণ, ভগবৎ-প্রেমের বিকাশ,—মহাভাবের উন্মাদনাই ছিল সেই মহানার জীবনী । তাঁর দিব্যজীবনে ভগবৎ-চরিত্র আরোপিত, ...ভগবৎ-গুণাবলীর অপূর্ণ সমন্বয় প্রকটিত হয়েছিল তাঁর দিব্যলীলায় ; ...একালে তাঁর আবির্ভাব যে কত বড় ঘটনা এখন তাঁর বিয়োগে মর্মে মর্মে অনুভব করছি । সেই মহাপুরুষের করুণা পরিমাপ করার মত শক্তি আমার নেই ! আমরা যে তাঁর সন্তান এটাই আমাদের পরিচয় । কয়েক বৎসর পূর্বেও তিনি আমাদের মধ্যেই ছিলেন এবং ছু-ভারতের নানাঙ্গানে তাঁকে কেন্দ্র করে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে ও তাহাতে অবগাহন করে আমরা ধন্য হয়েছি । তাঁর পাদপদ্মের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁর মহত্ব উপলব্ধি ও অনুভব করেছেন ।

আমাদের জীবনে প্রকৃত শিক্ষক, প্রকৃত গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই যা'কে তা'কে নো গুরুরূপে বরণ করা যায় না,—গুরু খুঁজে নিতে হয় ; ... যিনি প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ, শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সুনিপুণ, অধোক্ষজ অনুভূতি-সম্পন্ন, সর্বগুণবিশিষ্ট, সর্ব জীবের হিতসাধনে রত, সর্বপ্রকারে সিদ্ধ শিষ্যের সর্বসংশয় ভেদনে সমর্থ ও সম্ভাপনাত্মক, অনলস, সত্য হরিসেবান্বিত, যড়বেগময়ী, আচারবান্ দিব্যজ্ঞানদাতা ও মুকুন্দ-প্রিয়তম তিনিই প্রকৃত গুরুরূপদবাচ্য এবং তিনিই সদগুরু। আজকাল কুলগুরু বা বংশগুরুর কাছে দীক্ষা লওয়া একটা বিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে, ... তা' সেই গুরু যেমনই হউক যথা ভোগ্যবিষয় লিপ্তই হউক বা অসংপথগামীই হউক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না এই ভেবে লোকে বংশগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে বসে। কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তি কি শিক্ষা দান করবে? যার কাছে অন্ন নেই সে কি করে অন্ন দেবে? ... কোন অন্ধ লোক কি কোন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? কাজেই এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যার কাছে শুদ্ধভক্তি নেই তিনি কেমন করে শিষ্যকে শুদ্ধভক্তি দিবেন? কুলগুরু অর্থে যদি যে গুরু কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকেন অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য তিনিই কুলগুরু বলি, তা'হলে সেক্ষেত্রে কুলগুরু বলিতে তথাকথিত বংশগুরুকে বোঝাবে না। শাস্ত্রে অযোগ্য কৌলিক গুরু পরিত্যাগের কথা ঘোষিত হয়েছে। “পরমার্থগুরুপ্রয়ো ব্যবহারিক গুরাদি পরিত্যাগেনাপি কর্তব্যঃ।” সুতরাং শাস্ত্রের মর্মানুসারে সদগুরু ব্যতীত যেখানে সেখানে গুরুকরণ কর্তব্য নহে। আমাদের শ্রীগুরুদেব ছিলেন অভিন্ন নিত্যানন্দ স্বরূপ ; কাজেই তিনি যে সর্বজ্ঞান সম্পন্ন ও সর্বগুণাবিত ছিলেন। ইহাতে আর বিচিত্র কি? ‘গুরু কৃপাহি কেবলম্’ — শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত ঈশ্বর দর্শন হয় না।

সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কখনো মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়।

(চৈঃ চৈঃ মধ্যলীলা)

লোকগুরু বা জগৎগুরুর আবির্ভাব সব সময়ে হয় না। শ্রীভগবানের বিশেষ প্রয়োজনে মহাপুরুষগণ এ পৃথিবীতে আসেন ;—তাদের প্রকৃষ্ট সঙ্গক্রমে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যপ্রকাশ যে-সকল শুদ্ধ হৃদয়কর্ণের প্রীতি উৎপাদক বাণী আলোচিত হয় তাহা প্রীতির সহিত শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই শ্রদ্ধারতি

ও প্রেমভক্তির উদয় হয়। নেই মহাপুরুষগণের পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদা-
নন্দরূপতা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা প্রাকৃত নহে।

“গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ রূপা করেন ভক্তগণে ॥”

যিনি অবাঙ্মনসগোচর,....মন বাক্য বাঁহার নাগাল পাশ না, তাঁর সঙ্গে
সম্বন্ধ করা দূরের কথা, তাঁর বিষয়ে চিন্তাই করতে পারা যায় না। সেই
পুরুষ যিনি দেহ ধারণ করতঃ আমাদেরই মত হয়ে আসেন, তখন তাঁকে
আমরা দেখতে পাই, ধরতে পাই, সেবা করতে পাই। শ্রীগুরুদেব এমনটি
প্রত্যক্ষ হলেন, আসিলেন আমাদের মধ্যে। তাঁর এমনই আকর্ষণ যে তাঁকে
দেখিলেই প্রাণ মন তাঁহাতে মগ্ন হয়ে যায়। তিনিই জগৎগুরু....মদীয়
হৃদয়ের ধন,—আমার প্রাণের ঠাকুর। মদীয় গুরুপাদপদ্ম আচারে-প্রচারে
সত্য সত্যই যে গুরুর কার্য্য করে গেছেন তাহা তাঁহার দিব্যজীবনের
ইতিহাসের সহিত ধারা পরিচিত তাঁরাই জানেন। সেই ব্যাসগুরুর আলুগতা
ব্যতীত কৃষ্ণরূপা লাভ হয় না। লতা যেমন দণ্ডের সাহায্যে বৃক্ষশীর্ষে
উঠিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবের সাহায্যে জীব ভগবদ্রাজ্যে পৌঁছিতে
পারে। তাই সদৃগুরুর চরণাশ্রয়ের প্রয়োজন। আমি বহু খুঁজে সারা
পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাহিরেও বহু পরিভ্রমণ করে অবশেষে শ্রীগৌড়ীয়
বেদান্ত সমিতির তৎকালীন প্রধান কার্যালয় চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ
গৌড়ীয় মঠে আমার হৃদয়নিধি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরপার্বদ পরমারাধ্যাতমের
শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। যার প্রথম দর্শন ও সঙ্গলাভেই
নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম—যার স্পর্শে আমার সব জ্বালা মুছে গিয়ে
মনে এক অপূর্ণ পাবিত্রতা জেগেছিল,—যার শ্রীমুখবিগলিত বীৰ্য্যবতী বাণী
শ্রবণে ভক্তিপথকেই সহজ ও সরল পথ বলে মনে নিয়েছিলাম এবং ‘কৃষ্ণ
ভগবান্ স্বয়ং’—শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত এই বাণী যার কাছে প্রথম শুনেছিলাম
তিনিই মদীয় পরমারাধ্যাতম শ্রীগুরুদেব—Embodiment of God অর্থাৎ
সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি আজ হইতে তিন বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের শারদ-
রাস-যাত্রায় অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করে ভগবৎসেবায় তাঁর নিত্যলীলা
সঙ্গিনী হয়ে সেই বাঞ্ছিত ধামে গমন করেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচরণসেবাভিলাষী—

অধম—“চিন্তরঞ্জন”

স্বধামে শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, ভক্ত-বান্ধব প্রভু

বিগত ২৩ ভাদ্র, ১৩৭৮ (ইং ১০/৯/১৯৭১), বৃহস্পতিবার রাত্র ২।৩০ ঘটিকায় হুগলী জেলার শ্রীরামপুরস্থ স্বীয় বাসভবনে শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী ভক্তবান্ধব প্রভু ইষ্টধ্যানমগ্ন হইয়া পরলোক গমন করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুকম্পিত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিকট ইনি “হরিদা” নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। সমিতিতে ‘হরিপদ’-নামের বাহুল্য থাকায় অনেকের নিকট ইনি “হাড়ীওয়ালা হরিদা” বলিয়াও সুপরিচিত। হরিদার মহাপ্রয়াণে সমিতি এক আদর্শ সেবা-বীরকে হারাইলেন এবং ইহা সমিতির পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি।



হরিদাকে আমরা আমাদের মধ্যে কিরূপে পাইলাম, তাহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার বাল্যজীবনাদি কতকাংশে আলোচ্য-বিষয় হইয়া পড়ে। কারণ “হুংখে যাদের জীবন গড়া”, তাঁহারাই বাস্তব-ধর্মী ও সংসার-সমরাজ্ঞন-মারো সুপ্রতিষ্ঠিত। হুগলী-জেলার অন্তর্গত শ্রীরাম-পুর মহকুমা-সদরে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে সন্দোপ-কুলে শ্রীহরিপদ ঘোষের জন্ম হয়। পঞ্চমবর্ষ অতীত হইতে না হইতেই বালক হরিপদের মাতৃবিয়োগ

ঘটে। ভগিনী কিরণবালাও মাতৃশোক সহ্য করিতে না পারিয়া শিশুকালেই পরলোক গমন করেন। পিতা দুঃখীরামের নিকটই তিনি স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হন। সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় পিতা বালক হরিপদের অধিক লেখাপড়ায় সাহায্য করিতে পারেন নাই। ১০।১২ বৎসর বয়সে হরিপদও পিতার সহিত মুদীখানা ও যুৎপাতের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। পরবর্তী জীবনে এই যুৎপাতের ব্যবসাই তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তিরূপে সংরক্ষণপূর্বক তিনি family tradition রক্ষা করিলেন। অষ্টাদশবর্ষে তিনি দাপরিগ্রহ করেন। বল্লভপুরস্থ শ্রীরাখাল ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদা সুন্দরীর সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হয়। কিন্তু বিমাতার অত্যাচারে হরিপদকে স্বতন্ত্রভাবেই যুৎপাতের ব্যবসা আরম্ভ করিতে হয়। ইহার আয় হইতেই তিনি নূতন গৃহাদি নির্মাণ করেন। ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ শ্রীমোহিনীমোহন, মধ্যম শ্রীবিভূতিভূষণ ও কনিষ্ঠ শ্রীকালীপদ ঘোষের পড়াশুনারও ব্যবস্থা করেন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র কৃতিত্বের সহিত স্কুল কলেজের পাঠ শেষ করেন। শ্রীযুত হরিপদ বাবু জনহিতকর বহু কার্যেও লিপ্ত ছিলেন। যৌবনে তাঁহার গান-বাজনা-যাত্রা-থিয়েটারেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতার পরলোক গমনের পর হরিপদ বাবুর সংসারের প্রতি কিছুটা বৈরাগ্যভাব দেখা দিল। তখন তিনি সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করিলেন। গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, বদরিকাশ্রম, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর, পশুপতিনাথ, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, নাসিক, দ্বারকা প্রভৃতি দর্শনের পর চিত্ত কিছু স্থির হয়। তখন পুনরায় ব্যবসায় ও গৃহকর্মে মনোনিবেশ করেন।

সন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আয়োজিত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় সস্ত্রীক শ্রীহরিপদ ঘোষ মহাশয় যোগদান করেন এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রার উপযোগিতা ও মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়। এই সময়েই উভয়েই শ্রীসদগুরুপদাশ্রয়পূর্বক শ্রীনাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী বর্ষে দোলপূর্ণিমায় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

সদগুরু-পদাশ্রয়ের পর তিনি “শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী” নাম প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার আদর্শ গুরুসেবানিষ্ঠা তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। “সেবা সে নিয়ম”—ইহাই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবন ব্যাপী বহুকষ্টার্জিত অর্থ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সাক্ষাৎসেবা ও তাঁহার মঠের শ্রী-বৃদ্ধিকল্পে নিয়োগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমেই নবদ্বীপ মঠের প্রাচীর, পরে নলকূপ, শোচাগার, নাট্যমন্দির, রত্ননশালা (একতলা), শ্রীমন্দিরের আলোক-সজ্জা (Lightning Arrangement) রথ, মথুরা মঠ, শোচাগার, শ্রীবিগ্রহের মুকুট, সিদ্ধবাটী মঠের গাভী, Baby Bissa ক্যামেরা প্রভৃতির জহ্নু মিশনের বহুমুখী সেবায় লক্ষাধিক অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার গুরুসেবৈকনিষ্ঠার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির স্মৃতিফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে ও থাকিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে মেহ-গেহাদি সর্বস্ব সমর্পণপূর্বক তিনি “তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমার হয়ে রই” মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নির্ব্যালৌক হইয়াছিলেন।

সর্বোপরি শ্রীনামে রুচি এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, পারমার্থিক মাসিক শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকাদি নিয়মিতভাবে আলোচনায় আগ্রহ, শ্রীতুলসী-পরিক্রমা ও মহাজনপদাবলী কীর্তনে নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রচুর আশীর্বাদ লাভ করিয়া ‘হরিদা’ হরিধামে গমনের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। “মিশনের কাজের জহ্নুই আপনাকে আরও কয়েক বৎসর বাঁচিতে হইবে”—শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয় তাঁহার অভীষ্ট সেবা সমাপন করিয়াছিলেন।

আজ ‘হরিদার’ বিরহে তাঁহার গুণমুগ্ধ মিশনবাসী অযোগ্য সেবাভিমानी আমরা বিশেষ কাতর ও অসহায়। তাঁহার ঞ্চায় সেবাবৃত্তি লাভ করিয়া যেন আমাদের জীবন সফল করিতে পারি—ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

দেহরক্ষার কয়েকদিন পূর্বে হরিদা তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরলতায় স্বীয় ইষ্টদেবতার নিকট কবিতা-আকারে যে দৈন্ত-বিজ্ঞপ্তি জানাইয়াছেন, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য সমাপন করিতেছি—

“কোথা গেলে মোর হৃদয়-দেবতা, সাধনারাধ্য গুরু।

তোমা বিনা আজ জগৎ আঁধার, প্রেমময় কল্পতরু ॥

অভয় রাতুল চরণ-সকাশে, ডালি দিনু কিছু মনের হরষে ।
 চিদানন্দ ধামে চলি' গেলে তুমি ত্যজিয়া সকল মরত-বাসে ॥
 প্রপঞ্চে থাকিয়া লীলা পরকাশি নামের নিশান উড়ালে ।
 নবদ্বীপধামে 'দেবানন্দ'-নামে মঠ-মন্দিরাদি স্থাপিলে ॥
 'বেদান্ত সমিতি' গড়েছিলে তুমি আপন শক্তি-পরশে ।
 সিংহনাদে বাণী বিতরণ কৈলে মায়াবাদী ধায় তরাসে ॥
 উপযুক্ত জনে দিয়ে গেছ ভার, এভার বহনে শক্তি আছে কার ?
 গোলোক হ'তে আশীষ্ করিয়া রক্ষহ সকল বৈভব তোমার ॥

সংবাদ-সন্নিপাত

শ্রীঅনুকূট-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের আনন্দবতী আনয়নকারী শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীজীউর অনুকূট-মহামহোৎসব অত্র বৎসরের ত্রায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্তৃক বিপুলভাবে আয়োজন করা হইয়াছে। এই বৎসর নবদ্বীপ সহর প্রবল বতায় কবলিত হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মহোৎসবকে স্নান করিতে পারে নাই। উপরন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে কয়েক শতাব্দীক বত্বার্ভ ব্যক্তি মঠের ষাত্রীনিবাস এমনকি সেনকথও পর্যন্ত আশ্রয় করিয়া বিভীষিকাময় বত্বার কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। মঠের কর্তৃপক্ষ তাহাদের বাসস্থান, পানপোযোগী জল, আলো, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মাঝে মাঝে প্রসাদের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্ত বত্বা নিশ্বেষিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্গত বত্বার্ভগণ উক্ত উৎসব পর্য্যন্তও মঠাশ্রয় পরিত্যাগ করেন নাই। বিশেষতঃ সেই উৎসবের কথা শ্রবণ করায় তাহারাও তাহাতে যোগদান করিবার প্রয়াসে সেই দিবসের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বিগত ২রা কার্তিক (ইং ২০।১০।৭১) বুধবার দিন এই মহোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের পূর্বরাত্রেই মঠবাসী ব্রহ্মচারীস্বন্দ রাত্র হইতে উৎসবের বিবিধ ভোগসামগ্রী প্রস্তুত করিতে থাকে। ভক্তগণ নবদ্বীপের প্রবল বত্বার কথা অবগত হওয়া সত্ত্বেও নিরুৎসাহ না হইয়া ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভ তথা উৎসবে যোগদান করতঃ অবস্থা উপলব্ধি

করার জন্ত অনেক ভক্তগণ পূর্ণ উদ্যমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের সাহচর্য্যে সমিতির সেবকবৃন্দ আরও পূর্ণ উদ্দীপনা লাভ করিয়া উৎসবকে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্ত অকুণ্ঠ পরিশ্রম স্বীকার করতঃ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিশ্চতধারায় এই উৎসবের অমুষ্ঠান করেন।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে উষঃকীর্ত্তন, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন প্রভৃতি অমুষ্ঠিত হয়। প্রায় সার্ক্শণতাদিক নানাবিধ ভোগ-সামগ্রী মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউকে নিবেদন করা হইলে কীর্ত্তনমুখে তাঁহার আরতি দর্শন করেন। তদন্তর আমন্ত্রিত ভক্তবৃন্দ, সজ্জনগণ তথা আগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অনাদি কৰ্ম্মফলে ভাবার্ণব-জলে পতীত মায়াবদ্ধ জীব-নিচয়কে মহাপ্রসাদ সেবনে যাহাতে মায়িক ক্ষুণ্ণপিপাসার ভোগ নিবৃত্তি হয় তজ্জন্ত যাবতীয় ভোগের অধিষ্ণ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই প্রসাদ জীবগণকে বিতরণ করা হয়। এই মহাপ্রসাদ সেবনে দেহ ও দেহীর উভয় পিপাসাই নিবৃত্তি হইয়া ভগবদ্-কৃপা-লাভের সুযোগ লাভ করিতে পারেন তজ্জন্তই এই মহোৎসবের অমুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। কীর্ত্তনই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। শ্রীপত্রিকা-কীর্ত্তনমুখে কর্ণধারা এই অদ্ভুত ভোগ-সংবাদ আশ্বাদন করিয়া সুকৃতি অর্জন করুন—ভগবানের নিকট ইহাই সকরুন প্রার্থনা। —নিজস্ব সংবাদ

শ্রীল আচার্য্যদেবের অমূল্য কণ্ঠধ্বনি

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৫ পৃষ্ঠার পর)

চিৎসংগতের অপ্রাকৃত-বাণী বহন করেন ভগবদ্-কৃপাষিক্ত তদীয় পার্শ্বদগণ। এই অমৃতপীবুষধারা পান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন কোন কোন ভাগ্যবান জীব। আপামর জীবনিচয়ের কর্ণকুহক দুর্দ্দমনীয় মায়াময়ীর প্রহেলিকায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটায় অনন্তকাল অনন্তবিশ্বে নানান আবিলতায় পরিপূরিত হইয়া ঘূর্ণমান হন। এই সুদীর্ঘকালের গতিকে প্রতিহত করার জন্ত ও নির্যাতিত জীবকে মায়ার শৃঙ্খলিত কারাগার হইতে মুক্তিদান করিবার হেতু ভগবদ্-প্রেমিকগণ অত্যন্ত সুহৃৎ, শ্রীভগবানের আশ্বাস-বাণী সংসার-নিদ্রায় নিদ্রিত জীবকে জাগাইয়া আত্মজাগরণের জন্ত প্রকৃত প্রেমিকের নিদর্শন বহন করেন। প্রেম-দয়া-ভালবাসা কি এবং তাহার অস্তিত্বের পরিণতি কতটুকু তাহা সীমিত জ্ঞান-গরিমায় প্রতিষ্ঠিত

আত্মসম্মতিতায় পরিপূর্ণ বাহারা—তাহারা তাঁর অবস্থাকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কুপের ভেকের দ্বায় শব্দ করিতে থাকে। মৃত্যুরূপী কাল যেরূপ ভেকের ধ্বনি শ্রবণ করতঃ ভেকের অনুশরণ করে, সেইরূপ মৃত অজ্ঞানীর মনগরা কথার কপ্‌চানির জন্ত ছলনাময়ী মায়া ধীরে ধীরে তাহাকে বেষ্টন করিতে থাকে এবং জীবন-স্ববিন্যাস অন্তরালে সেই সর্পরূপী মায়ায় উদরে অর্থাৎ মায়াজগতের কোন এক প্রান্তে পুনঃ নিষ্পেষিত হইতে হয়।

ভগবদ্‌প্রেমিক তত্ত্বজ্ঞগণ জীবের সেইরূপ কঠিন বন্ধনরূপ বাধি হইতে জ্ঞান করিবার জন্তই জগতে প্রকাশমান হন। তাহারা আচারে-প্রচারে সমপর্যায় অবলম্বন করতঃ সেই প্রেমময় চির সান্তনার গান শুনাইতে চান, কিন্তু মোহ প্রলুব্ধতা হেতু মূঢ়গণ তাহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শুধু ক্ষণভঙ্গুর কার্যব্যাপদেশকেই বহুমানন করিয়া থাকে। —এর মধ্যেই তাহারা খুঁজে পেতে চায় সুখের নিবাস। অবশ্যে তার মধ্যে দেহের প্রাপ্য কিছু পেতে পারে কিন্তু দেহীর খাতি পাবে কি করে?—দেহ ও দেহীর অবস্থা কি তাহা জানিতে না পারিয়া দেহকেই দেহীজ্ঞান, অগুচৈতন্য জীবকে বৃহৎচৈতন্য বিভূ বলিয়া প্রতীতি করিয়া বসে। সুতরাং এই যে মহা ভুল তাহার অপনোদন অবশ্যই করণীয় নচেৎ আত্মবাতী অবস্থা হইবেই।

কেহ ক্ষুধার্ত্ত হইলে শরীরের বিভিন্ন অংশকে পৃথক্ পৃথক্ সজ্জিবীত করার প্রয়াসে হাতে বা পায়ে খাদ্যসত্তার লেপন করিলে ফল হয় না। উপরন্তু উহা ভোজন করিলে সম্পূর্ণ শরীরেরই পুষ্টিসাধন হয়; কিন্তু যদি আবার কেহ মনে করে শুধু খাওয়ার কার্য করিলেই শরীরের আত্মবাসিক আর কিছু করিতে হইবে না ইহাও অবশ্য যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গই যেমন অঙ্গাঙ্গীক সম্পর্ক, দেহ এবং দেহীও ক্ষণভঙ্গুর সম্পর্ক হইলেও উভয়ের সম্পর্কের প্রয়োজন আছে। কেননা শরীরের মধ্যে যতক্ষণ কোন অঙ্গ সন্নিবেশীত থাকে ততক্ষণ তাহার ভালমন্দ অনুভূত হয়, কিন্তু যদি কোন কারণে শরীরের সাধারণ কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয় তখন বিচ্ছিন্ন অংশের কোনরূপ রূপান্তরিত ঘটিলেও তাহাতে মূল শরীরের কিছু যায় আসে না। সেইরূপ দেহ ও দেহীর অবস্থা উপলব্ধি করিয়া দেহীকে লক্ষ্য রাখিয়া দেহের দিকে যত্নবান হইলে তাহাতে বিভ্রান্তি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু দেহীকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া শুধু দেহের কথা চিন্তা করিতে গেলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নির্দ্বারিত। সুতরাং একমাত্র জীব-সেবাই ঈশ্বরসেবা বলিলে ভুল হইবে।

এই ভুলের অপনোদনের জন্ত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিষ্পত্তধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত ভক্তিদ্বন্দ্ব জগদ্বাসী-সমক্ষে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিও সেই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাথামুগ-“নামের ভগীরথ” শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-চৈতন্যসরস্বতী-গৌড়ীয়কেশব প্রভৃতি আচার্য্যবর্গের অমূল্য-ধারাকে স্বীকার করিয়া আশ্রয়ধারায় অকৃতভয়ে পারমার্থিক জগতের গৃহীত-বার্তা (Relay) প্রচারার্থে কঠোর ত্রুত-ত্রুতী হইয়া আচার-প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন। তাহারই উদ্দেশ্যে সমিতির সভাপতি মহারাজ পরিত্রাণকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বামন মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে বিহার, বিহার হইতে উত্তরাবঙ্গের কতিপয় স্থানে ভক্তিদ্বন্দ্ব প্রচার করিয়া আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রচারাদি করতঃ বঙ্গাইগাঁও সহরস্থ শ্রীব্রহ্ম-মাধব গৌড়ীয় মঠ হইতে ১৩ই জুন যাত্রা করিয়া সমিতির অন্ততম প্রচারকেন্দ্র শ্রীমন্মন্দির গৌড়ীয় মঠে গুণবিজয় করেন। সেই সময় অজস্র জনতা তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করার জন্য প্রত্যাহ আসিতেন। প্রতিদিন বৈকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণেচ্ছু সজ্জনগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে জোরাই রেলস্টেশন হইয়া বারবিশায় শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে উপনিত হন। বারবিশায় প্রায় ৮ দিন অবস্থান করিয়া-ছিলেন। তথাকার জনসাধারণ স্থানীয় শ্রীহরিসভা-প্রাঙ্গণে ৩ দিন ব্যাপী বক্তৃতা ও পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথায় ‘সনাতন ধর্ম্ম,’ হিন্দুধর্ম্ম ও তথাকথিত সমাজবাদ-রাজনীতি-অর্থনীতি-জড়বিজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন দিবসে তত্ত্বপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় জনসাধারণকে অবগত করান এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হওয়ায় ভক্তিদ্বন্দ্বের শ্রেষ্ঠস্থ স্থাপন করেন।

১০ই আষাঢ়, ২৫ জুন, শুক্রবার—বারবিশা হইতে সদলবলে কুমার-গ্রামাভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় স্থানীয় মধ্যে ২ দিন সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। স্থানীয় লোকের ধর্ম্মালোচনা শ্রবণে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে এইস্থানে সর্বপ্রথম এইরূপ পারমার্থিক অনুষ্ঠান সম্ভব হইল। স্থানীয় বিশিষ্ট ভক্ত জোতদার শ্রীযুত নিতাইচাঁদ ধর চৌধুরী মহাশয় প্রচারকদিগের বাসস্থান ও প্রসাদাদির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।


১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন, রবিবার—পুনঃ বারবিশা হইয়া ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়িতে শ্রীযুত মোহন মাড়োয়ারী ও শ্রীযুত তোলারাম মাড়োয়ারীর গৃহে ৩ দিবস ভাগবত পাঠ হয়। পরে শ্রীযুত বিপিনবিহারী সাহা ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় বাজারে ২ দিন বক্তৃতা ও ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হয়। কামাখ্যাগুড়ি-নিবাসী ভক্ত-গণের ধর্মকর্ম-বিষয় আগ্রহ সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, রবিবার—কামাখ্যাগুড়ি হইতে গোসাইগাঁও হইয়া ধুবড়ীস্থ (আসাম) শ্রীপাদ অদ্বৈতচরণ দাসাধিকারীর গৃহে উপস্থিত হন। এতদঞ্চলে সপ্তাহকাল যাবৎ শ্রীযুক্তা মায়াবাণী দেবী, শ্রীমতী শ্যামলা সরকার, শ্রীমাধবেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীজগবন্ধু সাহা মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ-কীর্তনাদি হয়। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সরল অমায়িক ব্যবহার ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠা আদর্শস্থানীয়।

২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, রবিবার—শ্রীগোলোকগঙ্গা গৌড়ীয় মঠে পৌছেন। ৪ দিবস শ্রীমঠে ও গৃহস্থগণের বিশেষ আস্থানে স্ব-স্ব গৃহে ভাগবত-পাঠ কীর্তন হয়। স্থানীয় কতিপয় শ্রদ্ধালু ভক্ত শ্রীনাম-দীক্ষাও লাভ করেন। শ্রীযুক্তা সূচিত্রাবালা দেবী, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীহরগ্রীব দাসাধিকারী (S. M.) শ্রীযুক্তা স্ত্রীস্বাসিনী দত্ত প্রভৃতির সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। অনিবার্য কারণ বশতঃ সমিতির সভাপতি-আচার্য্যদেব পূর্বঘোষণা সত্ত্বেও শ্রীমঠের বার্ষিক ঝুলনোৎসবে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—কুচবিহার সহরস্থ সুপ্রসিদ্ধ কোহিনুর বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। সপ্তাহকাল তাঁহার শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা আলোচিত হয়। কুচবিহারের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ইন্সপেক্টর শ্রীযুত দেবনাথ বাবু, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় (Ex. Hony-Magistrate), প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীপরিমল কুমার সাহা প্রভৃতি শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি পাঠ-কীর্তনাদিতে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। মাননীয় সুরেন বাবুর উদারনৈতিক মনোভাব ও বদান্যতার জন্ত তিনি 'কুচবিহারের গৌরব'-রূপে সুপরিচিত। (ক্রমশঃ) —বিশেষ সংবাদদাতা

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুৎ ॥

অন্য ধর্ম সূত্রেপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { কারগোদশায়ী, ১৪ নারায়ণ, ৪৮৫ গৌরাক
বৃহস্পতিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ ; ইং ১৬।১২।১৯৭১ } ১০ম সংখ্যা।

সান্ন্যাসাদঃ

শ্রী বিলাপকুসুমাজলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতঃ

(পূর্ব প্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৩ পৃষ্ঠার পর)

নিজকুঞ্জতটিকুঞ্জে গুঞ্জদুর্মর-সঙ্কলে ।

দেবি ত্বং কচ্ছপীশিক্ষাং কদা মাং কারয়িষ্যসি ॥ ৯১ ॥

হে দেবি রাধিকে ! যাহা ভ্রমরগণের গুঞ্জে সঙ্কল অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই তোমার স্বীয় কুঞ্জের তটস্থিত (সমীপবর্তি) কুঞ্জ মধ্যে কবে আমাকে তুমি বীণা শিক্ষা করাইবে ? ॥ ৯১ ॥

বিহারৈস্তু টিতং হারং গুন্ফিতুং দয়িতুং কদা ।

সখীনাং লজ্জয়া দেবি সংজ্ঞয়া মাং নিদেক্ষ্যসি ॥ ৯২ ॥

হে দেবি রাধিকে ! শ্রীকৃষ্ণের সহিত কন্দর্পলীলায় বিচ্ছিন্ন প্রিয়তম হার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সখীদিগের সমীপে লজ্জাবশতঃ কবে সংজ্ঞা অর্থাৎ ঈদৃশ দ্বারা আমাকে অদেশ করিবে ? ॥ ৯২ ॥

স্বমুখান্মুখে দেবি কদা তাম্বুলচর্চিতং ।

স্নেহাৎ সর্বদিশৌবীক্ষ্য সময়ে ত্বং প্রদাস্তসি ॥ ৯৩ ॥

হে দেবি রাধিকে ! তুমি কবে যথা সময়ে চতুর্দিকে অবলোকনপূর্বক স্নেহবশতঃ নিজ মুখ হইতে আমার মুখে চর্চিত তাম্বুল প্রদান করিবে ? ॥ ৯৩ ॥

নিবিড়-মদনযুদ্ধে প্রাণনাথেন সাক্ষিঃ

দয়িতমধুরকাঞ্চীয়া মদাঙ্গিস্মৃতাসীৎ ।

শশিমুখি সময়ে তাং হস্ত সন্তাল্য ভঙ্গ্যা

ত্বরিতমিহ তদর্থং কিং ত্বয়াহং প্রহেয়া ॥ ৯৪ ॥

হে শশিমুখি ! প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিবিড় মদন যুদ্ধে অর্থাৎ অত্যন্ত কামরূপে যে প্রিয় সুন্দর ক্ষুদ্রঘটিকাকে প্রেম দর্পে বিস্মৃত হইয়াছিলে, পুনর্ব্বার নিতম্ব ভূষণ সময়ে তাহা অব্বেষণ করিয়া না পাওয়ায় ভঙ্গীপূর্ব্বক হায় ! তুমি এই ব্রজে শীঘ্র তাহার অব্বেষণার্থ আমাকে কি প্রেরণ করিবে ? ॥ ৯৪ ॥

কেনাপি দোষ-লবমাত্র-লবেন দেবি

সন্তোড়্যমান ইহ ধীরমতে ত্বয়োচ্চৈঃ ।

রোষণে তল্ললিতয়া কিল নীয়মানঃ

সংদ্রক্ষ্যতে কিমু মনাক্ সদরং জনোহয়ম্ ॥ ৯৫ ॥

হে ধৈর্য্যশালিনি দেবি রাধিকে ! এই ব্রজমধ্যে অতীব অল্প দোষে তুমি রাগান্বিতা হইয়া আমাকে সন্তোড়ন করিয়া ছিলে, অনন্তর ললিতাদেবী কর্তৃক তোমার নিকট নীত হইলে তুমি কি ঈষৎ রূপাবলোকন করিবে ॥ ৯৫ ॥

তবৈবাস্মি, তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা ।

ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্ ॥ ৯৬ ॥

হে দেবি রাধিকে ! আমি তোমারই, তোমা বিনা ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা জানিয়া আমাকে স্বীয় শ্রীচরণ প্রান্ত প্রদান কর ॥ ৯৬ ॥

স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদান্পদম্ ।

অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ ॥ ৯৭ ॥

হে চঞ্চললোচনে রাধিকে ! এই রাধাকুণ্ড তোমার এবং তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিলাসের নিত্যস্থান অতএব এই কুণ্ডতীরেই আমার নিত্য বাস ও নিত্য স্থিতি হউক ॥ ৯৭ ॥

হে সরোবর সদা ত্বয়ি সা মদীনা
 প্রেষ্ঠেন সার্কিমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ ।
 ত্বঞ্চেং প্রিয়াং প্রিয়মতীব তয়োরিভীমাং
 হা দর্শয়াতু কুপয়া মম জীবিতং তাম্ ॥ ৯৮ ॥

হে শ্রীরাধাকুণ্ড ! তোমার তীরে গর্ভদা মদীশ্বরী সেই রাধিকা বিবিধ
 কামরঙ্গে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা করেন, তুমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের
 প্রিয় হইতেও প্রিয়, অতএব তুমি কৃপাপূর্বক এই আমার জীবন স্বরূপ
 শ্রীরাধিকাকে দর্শন করাও ॥ ৯৮ ॥

ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবী
 ত্বমসি সমবয়স্কনন্দ-ভূমির্ষদস্তাঃ ।
 ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীনাং
 মম বিরহহতায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুষ ॥

হে সুমুখি বিশাখে ! মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার সমবয়স্ক প্রযুক্ত তুমি
 ইহার কোতুকাম্পদ হইয়াছ, অতএব ইনি ক্ষণকালও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ
 করেন না. আমিও বিরহ কাতরা, সুতরাং ইহাকে দর্শন করাইয়া আমার
 প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৯৯ ॥

হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন-
 বক্তারবিন্দ মধুরস্মিত হে কৃপাদ্র ।
 যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়াহহরা-
 ত্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥ ১০০ ॥

হে নাথ ! হে গোকুলসুধাকর ! হে সুপ্রসন্ন মুখারবিন্দ ! হে মধুরস্মিত
 হে কৃপাদ্র শ্রীকৃষ্ণ ! যে স্থানে তোমার সহিত নিকট প্রণয় বিস্তারপূর্বক
 প্রিয়া শ্রীরাধিকা বিহার করিতেছেন, আমাকেও প্রিয়সেবার নিমিত্ত সেই
 স্থানেই লইয়া যাও ॥ ১০০ ॥

লক্ষ্মীর্ষদজিঘ্রু-কমলস্ত নখাঞ্চলস্ত
 সৌন্দর্য্য-বিন্দুমপি নাইতি লব্ধুমীশে ।
 সা ত্বং বিধাস্তসি ন চেন্মম নেত্রদানং
 কিং জীবিতেন মম দুঃখদবাগ্নিদেন ॥ ১০১ ॥

হে প্রাণেশ্বর ! লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চলের সৌন্দর্য্য
বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে সমর্থ্য নহেন, সেই তুমি যদি আমাকে ত্বদীয় লীলাদি
দর্শন যোগ্য চক্ষুদান না কর তবে এই দুঃখরূপ দাবাগ্নিপ্রদ জীবনে ফল
কি ? ১০১ ॥

আশান্তরৈ অমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি ।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্ত্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥ ১০২ ॥

হে বরোরু ! সম্প্রতি আমি অমৃতসাগররূপ আশাসমূহে নিশ্চয় অতি
কষ্টস্বষ্টে কালযাপন করিলাম, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর তবে এ
প্রাণ বা ব্রজবাস, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই ॥ ১০২ ॥

ত্বঞ্চেৎ কৃপাময়ি কৃপাং ময়ি দুঃখিতায়াং
নৈবাতনোরতিতরাং কিমিহ প্রলাপৈঃ ।

ত্বৎ কুণ্ডমধ্যমপি তদ্বৎকালমেব
সংসেব্যমানমপি কিং নু করিষ্যতীহ ॥ ১০৩ ॥

হে কৃপাময়ি ! তুমি যদি এই দুঃখিত জন আমাকে অতিশয় কৃপা না
কর তবে আমার প্রলাপ অর্থাৎ অকারণ বাক্য প্রয়োগে প্রয়োজন কি ?
এবং তোমার কুণ্ডের অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্য ভাগকে যে সেবা করিলাম
তাঁহাই বা আমার কি করিবে ? ॥ ১০৩ ॥

অয়ি প্রণয়শালিনি প্রণয়-পুষ্ট দাস্ত্রাশ্রয়ে
প্রকামমতি রোদনৈঃ প্রচুরদুঃখদঙ্কাত্মনা ।
বিলাপকুণ্ডমাঞ্জলিহৃদি নিধায় পাদাস্বুজে
ময়া বত সমর্পিত স্তব তুষ্টিং মনাক্ ॥ ১০৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিলাপকুণ্ডমাঞ্জলিস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

অয়ি প্রণয়শালিনি ! আমি প্রচুর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি, অতএব
প্রণয়পুষ্ট দাস্ত্র লাভের নিমিত্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই বিলাপরূপ
কুণ্ডমাঞ্জলি তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম, এই বিলাপরূপ কুণ্ডমাঞ্জলি
তোমার কিছুমাত্রও তুষ্টি বিধান করুক ॥ ১০৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিলাপকুণ্ডমাঞ্জলি স্তব সমাপ্ত ॥ * ॥

শুদ্ধভক্তি ও মিছাভক্তি এক নহে

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪১

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্ৰহেষু—

তোমার ২৬/২/৩৫ তারিখের পত্র ও * * *র নামীয় কার্ড দেখিলাম। অবৈষ্ণব গৃহী বাউলগণ ভোজন করিয়া থাকে, চীৎকার করিয়া গান গাইয়া পিত্ত বৃদ্ধি করে, আপনাদিগকে ‘বৈষ্ণবক্ৰব’ বলে, অভক্ত সজ্জায় ভগবদ্-বিশ্বাস রহিত হয়, অর্চন করে, পরিক্রমা করে, কপট ভেকধারীর বেবে বেড়ায়; ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য আচরণ না করিলেও উহাদের দ্বারা অনুকরণ করেন না—মহাজনের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাভ্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুধ ও চূণগোলার দ্বারা উভয়ের মধ্যে ‘আশমান-জমিন্ ফারক্’।

* * প্রভু এই সকল বুঝিয়া ছুঁচো মারিয়া হাতে গন্ধ করার পরিবর্তে এই সকল পাপী আর অরিদিগকে বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে প্রকৃত মহত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে। অভক্ত ও মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চিরদিনই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রস্তাব আছে, তবে তাহারা বে-আদবি করিলে “নূনং নানা-মদোন্নকং শাস্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশুনাং লগ্নুডো যথা ॥”—নীতির অবলম্বন ভাগবতের অভিপ্রেত হইলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ “বৈষ্ণব-চরিত্র সর্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভক্তিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি”।—এই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং রক্তস্রোমো-গুণ-তাড়িত দ্বিপাদ মানব-যুক্তিধারী মানবেতর ব্যক্তিগণের নিন্দা-প্রশংসার প্রয়োজন নাই। কপট যাত্রীগণ আমাদের প্রজা বা শিষ্য নহে, সুতরাং তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করার আবশ্যকতা নাই। অসং লোক অসং চিন্তা করুন, ভক্তগণ ভক্ত ও ভগবানের চিন্তা করুন। অবৈষ্ণবগণের ‘বৈষ্ণব’ হইবার বাসনা বামন হইয়া টাঁদ ধরিবার প্রয়াসের দ্বারা।

—নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পশোত্তর

(দুঃসঙ্গ-বর্জন)

১। সহস্র-সাধনেও ফল-লাভ হয় না কেন ?

“যাঁহার অসংসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না।”

—‘অসংসঙ্গ-পরিত্যাগ’, সঃ তোঃ ৪।৫

২। কপটিগণের চরিত্র কিরূপ ? সাধুগণ স্ব-পর-মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের চরিত্র সর্বসমক্ষে জ্ঞাপন করেন কি ?

“বৈষ্ণবসঙ্গালাপবিমুখদিগের বিষ্ণুভক্তিদূষিত অন্তরঙ্গ ক্রিয়া বাহ্য ভূষণ-মাত্র ; সংসঙ্গ-স্পৃহা-রাহিত্য ও শ্রীহীনতাই লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা কেবল বেশধারীকে পরীক্ষা করিতে হয়। লোকে মনে করে, এই সকল লোককে লইয়া বৈষ্ণবসেবা করা কর্তব্য। কিন্তু তাহা ভ্রম ; কেন না, ইহারা ব্যতীতও

দেব আছে, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা চতুর, গস্তীর ও শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা তাহাদের কপট প্রীতি হইতে কেবল উপরত হন, এক্ষণ নয় ; কিন্তু তাঁহাদের কপটতা জগতে বিদিত করিয়া শুদ্ধভক্তির স্থাপন করেন। সেই সকল কাপট্যতিরস্কারকারী শুদ্ধভক্তদিগের সহিত সঙ্গ করিয়া প্রেমারত্তই কর্তব্য। ইহাই বিদিতব্য।”

—অঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৩। কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জনীয় কেন ?

“কর্ম্মবাদী পুরুষগণই ভক্ত নহেন ; অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে কর্ম্মের নামই ‘ভক্তি’। যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বাহ্যমুখ জ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ। কন্মিগণ কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না ; যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্যই যাহাতে কোনপ্রকার প্রকৃত সুখ-ভাল হয়। যোগিগণ কোনস্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্ত-শরণাপত্তি না থাকায় তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুদ্ধ জ্ঞানাদি-বিচারে আসক্ত তাঁহারাও ভগবদ্বিহীন। যাঁহারা এক্ষণ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের’ত কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া

ভগবানকে মনে করিতে অবসর পান না, তাঁহারাও অভক্তমধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান প্রবৃত্তি আসিয়া আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

৪। দান্তিক জ্ঞানী কি কৃষ্ণভক্তি স্বীকার করেন ?

“জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অমুগত ন’ন। তিনি মনে করেন,— ‘আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্বোত্তম বস্তু ; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন রাখিতে পারেন না। জ্ঞানবলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব। অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই—ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য-মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না ;—এই ত ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণই ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না ; তাঁহারা জ্ঞানের ও যুক্তির বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন ; ঈশ-প্রসাদের ওস্ত বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং-জ্ঞানী মাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জন দেন।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

৫। কিরূপ গুরু পরিত্যাজ্য ?

“গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ত তত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়। সেরূপ গুরু অবশ্য সর্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনিও পরিত্যাজ্য হইতে পারেন ; একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব-দেষী হইতে পারেন ;—এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য ;”

—‘জৈঃ ধঃ, ২০শ অঃ

৬। ছুটেগুরু কি বর্জনীয় নহে ?

“যিনি নিজের রাগমার্গ অবগত নহেন, অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন, তিনি ছুটে-গুরু, তাঁহাকে অবশ্যই বর্জন করিবে।”

—কৃঃ সং ৮।১৪

—ভগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী

হরি এ দুদ্দিনে

জাগে মোদের মনে

তব সে আশ্বাসবাণী।

‘ধার্মিকে রক্ষিতে

দুষ্কৃতে নাশিতে

যুগে যুগে সন্তুভামি ॥’

জননীর দুঃখ হয়নি মোচন,

সহিবে আর কত নিগড়বন্ধন,

বক্ষপরে তাঁর চাপিছে ভীষণ—

পাষণ ধর্মের গ্লানি।

কংস-জরাসন্ধ আছে শিশুপাল,

এখনো সমূলে ঘোচেনি জঞ্জাল,

এই তব শুভ আগমন-কাল

নিখিল মঙ্গলকামী ॥

আছে হুর্ঘ্যোধন, আছে দুঃশাসন,

এখনো হ’তেছে ধর্ম-নির্যাতন,

পশে কি সতীর কাতর ক্রন্দন

অন্তরে অন্তরযামী ?

গদাচক্রধারীর স্বভাব সেত নয়,

সহিবে কেমনে অধর্ম অন্তার ?

হ’য়ে কুতাঞ্জলি ডাকি দয়াময়,

এস এ ভারতে নামি’ ॥

--কবিরত্ন শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, এম্. এ., বি. টি.

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-১৩)

কৈবাল্যাদি শব্দ সাধারণতঃ ভক্তিবাচক। শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।১৮-১৯ শ্লোকদ্বয়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে—যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি। যোহসৌ ভগবতি সর্বাঅনুনায়েহনিকৃতেহনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেহলগ্ননিমিত্ত-ভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিচ্যাগ্রহিরন্ধনদ্বারেন। যদা হি মহাপুরুষ প্রদঙ্গ ইতি।

যে বর্ণের যে বিধান—ভগবদর্পিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার অনুরূপ মোক্ষ হয়। সেই অপবর্গের স্বরূপ বলিলেন—অনাত্মা (মনে) যাহা উৎপন্ন হয়, রাগাদি, সেই রাগাদি রহিত বস্তুই অনাত্মা। এস্থলে প্রশ্ন—যিনি রাগাদি-রহিত তিনি ভক্তবিনোদনের জন্ত নানা চেষ্টা কেন করেন? তদুত্তর—তিনি ভক্তসুখের জন্তই চেষ্টা করেন, নিজ সুখের জন্ত নহে। ভক্ত যেমন ভগবানের সুখের জন্ত চেষ্টা করেন, ভগবানও সেইরূপ ভক্তদের জন্ত চেষ্টা করেন। অনিরুক্ত—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ যিনি বাক্যের অতীত অর্থাৎ যাহার স্বরূপ ও গুণ কেহই বর্ণন করিতে পারে না। অনিলয়ন—অন্তর্দ্বানরহিত—সদা প্রকাশমান। অননুনিমিত্ত—মোক্ষাদিরহিত যে ভক্তিযোগ, তাহাতে অপবর্গশব্দের প্রযুক্তি ঘটাইতেছেন—নানাগতিনিমিত্ত যে অবিচ্যাগ্রহি, তাহার বন্ধন ছেদন, সেই দ্বারে যে-ভক্তিযোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই অপবর্গ শব্দে কথিত। অবিচ্যা ছেদনকারী ভক্তিই অপবর্গ শব্দে কথিত। মহাপুরুষপুরুষ—বিষ্ণুভক্তগণের সঙ্গ লাভ হইলেই জীবের এইপ্রকার অপবর্গ লাভ হয়। পাদ্মোত্তরখণ্ডে—বিক্ষোভনুচরত্বং হি মোক্ষমাহর্ম্মনৌষিগঃ। অর্থাৎ মনৌষিগণ বিষ্ণুর অনুচরত্বকে মোক্ষ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

স্কন্ধপুরাণে রেবাখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—

নিশ্চলা ত্বয়ি যা ভক্তিঃ সৈব মুক্তির্জনাদিন।

মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিক্ষো যতো হরে ॥

হে জনার্দন, হে বিক্ষো, হে হরে, তোমাতে যে নিশ্চলা ভক্তি, তাহাই মুক্তি, যেহেতু মুক্তগণ তোমার ভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রুক্মিণীদেবীকে বলিয়াছেন—

মাং প্রাপ্য মানিন্তপবর্গসম্পদং

বাঙ্কন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্।

তে মন্দভাগ্যা নিরয়েইপি যে নৃণাং

মাত্রাঙ্গকত্বাং নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬০।৫০)

অপবর্গ সম্পত্তিস্বরূপ আমাকে প্রসন্ন করিয়া যাহারা সম্পত্তি বাঞ্ছা করে, তাহারা মন্দভাগ্য। যেহেতু শকলস্পর্শাদি বিষয়ভোগ নরকেও আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অপবর্গযুক্ত সম্পত্তিকেই ভক্তের সম্পদ বলিলেন। ভক্তের সম্পদ ভক্তি ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ভক্তিহীন মোক্ষ ভক্তের আদর নাই।

শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবা ও তদীয় গুণকথা মুক্তিবিশেষকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, ভগবান শ্রীকপিলদেব—

নৈকাস্ততাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ

মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ ।

যেহন্তোন্ততো ভাগবতাঃ প্রসজ্য

সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ (ভাঃ ৩।২৫।৩৪)

যাহারা আমার পাদপদ্মসেবায় অনুরক্ত, যাহারা আমাকেই অভিলাষ করেন, যাহার অনুরাগের সহিত পরস্পর আমার বীর্য বর্ণন করিতে আদরযুক্ত, তাহারা ভাগবতগণ আমার একান্ততাক্ষপ মুক্তি অভিলাষ করেন না। একান্ততা—সাব্যজ্যমুক্তি।

সালোক্যসৃষ্টি-সাক্ষ্য-সামীপ্যকল্পমপ্যত ।

দীর্ঘমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

আমার ভক্তগণকে সালোক্য, সৃষ্টি, সাক্ষ্য ও সামীপ্যাদি মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার সেবাভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ কাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যত ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেহব্যয়ে ॥

(ভাঃ ১২।১০।৬)

এই ব্রহ্মর্ষি (মার্কণ্ডেয়) অব্যয় পুরুষে পরাভক্তি করিয়াছেন বলিয়া অন্য কোন প্রকার কল্যাণ—এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত অভিলাষ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্বতীকে বলিয়াছেন—

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যাতি ।

স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

অর্থাৎ নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথাও ভয় পান না। তাহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্য অর্থ দর্শন করেন।

ভবৎপাদপদ্ম-সেবার নিকট চতুর্কর্গও তুচ্ছ বিচার, শ্রীউদ্ধবের উক্তি—
জানা যায়—

কো বীশ তে পাদসরোজভাজাং

সুহৃদ্রভোহর্থেষু চতুর্কর্গীহ ।

তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্

ভবৎপদান্তোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ (ভাঃ ৩।৪।১৫)

হে ঈশ ! বাহার! আপনার চরণারবিন্দ সেবা করেন, তাঁহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ কোনটাই ছলত নহে। তথাপি আমি সে সকল প্রার্থনা করি না; আপনার পাদপদ্মসেবাধিকারের জন্যই উৎসুক।

শ্রীভগবানের উক্তি—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিক্যং

ন সার্কভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা

ময্যাপিতাশ্চৈচ্ছতি মদ্বিনাইতুং ॥ (ভাঃ ১।১।১৪।১৪)

আমাতে অপিতাত্মা ব্যক্তি আমি ব্যতীত ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, সার্কভৌম (পৃথিবীর-সাম্রাজ্য), পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ অথ কিছুই বাঞ্ছা করেন না।

শ্রীব্রহ্মাসুরও বলিয়াছেন—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্কভৌমং

ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্ ।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা

সমজস ত্বা বিরহস্যকাজ্জেক্ষ ॥ (ভাঃ ৬।১।২৫)

হে নিখিল সৌভাগ্যনিধে ! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপৃষ্ঠ, ব্রহ্মপদ সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্ব, রসাতলের প্রভুত্ব, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ—কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

ভগবানের গুণ শ্রবণের নিকট মোক্ষ তিরস্কৃত—

বরান্ বিভো তদ্বরদেধরাদ্ বুধঃ

কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়ান্ননাম্ ।

যে নারকাগমপি সত্ত্বি দেহিনাম্

তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ।

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং কচি-

ন্ন যত্র যুগ্মচরণান্বজাসবঃ ।

মহত্তমাস্তুহৃদয়ানুখচ্যুতো

বিধৎস্বকর্ণায়ুতমেষ মে বরঃ ॥ (ভাঃ ৪।২০।২৩-২৪)

শ্রীপৃথু মহারাজ শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—হে বিভো ! আপনি আমাকে বর গ্রহণ করিতে কিরূপে আজ্ঞা করিতেছেন । ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বরদাতা । আপনি তাঁহাদেরও ঈশ্বর । বিজ্ঞ ব্যক্তি কি আপনার নিকট দেহাভিমानी ব্যক্তিদের ভোগাবর প্রার্থনা করিতে পারে ? ঐ সকল ভোগ নারকীরাও পাইয়া থাকে । হে ঈশ ! ঐ সকল বর কৈবল্যপতি আপনার নিকট আমার প্রয়োজন নাই । হে নাথ ! আমি মোক্ষও চাহি না । যদ্বারা সাধু মুখনিঃসৃত আপনার যশঃকথা প্রাণ তরিয়া শুনিতে পারি, তজ্জন্ম আমাকে অযুত কৰ্ণ প্রদান করুন ।

ভগবান ঋষভদেবের পুত্র ভারতের সমক্ষেও এই প্রকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজ্ঞনার্থদারান্

প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদম্বাবলোকাম্ ।

নৈচ্ছন্নপস্তুচুচিতং মহতাং মধুদ্বিট-

সেবানুরক্তমনসামভবোহপি ফল্লভঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৪।৪৪)

রাজর্ষি ভারত দুস্ত্যজ রাজ্য, পুত্র, পত্নী, ধন, জন এমনকি দেবতাগণেরও প্রার্থনীয় লক্ষ্মী, যিনি ভারতের দয়ালাভের জন্ম দীনভাবে অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহাতে পর্য্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । যে-সকল মহাপুরুষ মধুসূদনের সেবায় অনুরাগচিত্ত তাঁহাদের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ ।

মহাভাগবতগণের সঙ্গের নিকটও মোক্ষ তিরস্কৃত—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গশ্চ মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ (ভাঃ ৪।২৪।৫৭)

ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গলাভ করিলে ভক্তিলাভ হয়, তজ্জন্ম ভগবৎসঙ্গীর ক্ষণাৰ্দ্ধকাল সঙ্গের সহিত স্বর্গ বা মোক্ষকেও তুলনা করা যায় না । মরণ-

শীল জীবের রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর কি বলিব। সে-সকল অতি তুচ্ছ।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রেও ঈদৃশ বচন দৃষ্ট হয়। বেদান্ত-দর্শন মধ্বভাষ্য ৩।৩।৪১ সূত্রে—

যথা শ্রীনিতামুক্তাপি প্রাপ্ত কামাপি সর্বদা।

উপাস্তে নিত্যশো বিষ্ণুসেবং ভক্তো হরেভবেৎ ॥

নিতামুক্তালক্ষ্মী নিখিল অভিলাষপূর্ণা হইলেও যেমন সতত শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, শ্রীহরির অন্যভক্তগণও তদ্রূপ পরিপূর্ণ মনোরথ হইলেও প্রেমবশতঃ শ্রীহরির সেবা করেন।

ন হাসো ন চ বুদ্ধির্বা মুক্তানাং বিদ্বতে কচিৎ।

বিদ্বৎপ্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ কারণাভাবতোহস্মা ॥

হরেকুপাসনা মাত্র সदैব সুখরূপিণী।

ন চ সাধনভূতা সা সিদ্ধিরেবাত্র যতঃ ॥

(ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২১ মধ্বভাষ্যধৃত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

মুক্তগণের কদাচিৎ হাসবুদ্ধি নাই, ইহা জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কারণাভাব হইতেও তাহা অনুমাণ করা যায়। পরন্তু মুক্তাবস্থায় শ্রীহরির উপাসনা সর্বদা সুখরূপিণী। তাহা সাধনভুক্ত নহে, কিন্তু তাহা সিদ্ধিস্বরূপ।

বৃহদগৌতমীয় তন্ত্রের উক্তি—

এবং দীক্ষাঞ্চরেদ্ যস্ত পুরুষো বীতকলুষঃ।

স লোকে বর্তমানোহপি জীবনুক্তঃ প্রমোদতে ॥

উদিতাকৃতিরানন্দঃ সর্বত্র সমদর্শকঃ।

পূর্ণাহস্তাময়ী সাক্ষাভুক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ॥

যে নিষ্পাপ ব্যক্তি এইপ্রকার দীক্ষা আচরণ করে, সে জগতে বর্তমান থাকিয়াও জীবনুক্ত হইয়া আনন্দলাভ করে। সে দিব্যরূপ, সুখী ও সমদর্শী হয়। তাহার পূর্ণ অহস্তাময়ী প্রেমলক্ষণা সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয়। অন্য বস্তুতে হেয় বা উপাদেষ বুদ্ধির অভাবে সমদর্শী হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক

[শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-বিরচিত-সম্বোধন-ভাষ্যানুবাদঃ]

চেতোদর্পণমাজ্জনং

ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাণং

শ্রেয়ঃটেকরচন্দ্রিকা-

শিতরংগং বিদ্যাষধুজীবনম্।

আনন্দানুশিষ্যদ্বন্দ্বনং

প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সর্বানুস্মরণং পরং

বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥১॥

সম্বোধন-ভাষ্যম্

(শ্রীল সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-বিরচিতম্)

পঞ্চতত্ত্বাশ্রিতং নিত্যং প্রণিপত্য মহাপ্রভুম্।

নাম্না সম্বোধনং শিক্ষাষ্টকভাষ্যং প্রণীয়তে ॥

“ভগবান্ ব্রহ্ম কাংক্ষ্যে ন ত্রিরসীক্ষ্য মনীষয়া।

তদধ্যবশ্যং কূটস্থো রতিরাত্মন যতো ভবেৎ ॥”

(ভাঃ ২।২।৩৪)

ইতি সিদ্ধান্তবাক্যেন কেবলং ভক্তেঃ পরমার্থপ্রদত্তং সিদ্ধান্তি
নান্যেষাং কৰ্মজ্ঞানাদীনাং। শাস্ত্রার্থাবধারণময়ীং ভগবল্লীলামাধুর্য-
লোভময়ীং বা শ্রদ্ধাং বিনা শুদ্ধা ভক্তির্লভ্যা ন ভবতি। জাতায়ামপি
তথাভূতশ্রদ্ধায়াং সংসঙ্গেন বিনা শ্রবণকীর্তনলক্ষণা হরিকথা ন
সম্ভবতি। “সতাং প্রসঙ্গান্মম বীৰ্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ
কথাঃ” ইत्याদিদ্বা সংসঙ্গপ্রভাবেন ভগবন্নামরূপগুণলীলাসুকীর্তনং শ্রুতং,
শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুশিক্ষায়াং সর্বাদৌ তস্য সাহিত্যং নিগদিতম্। শ্রীকৃষ্ণ-
কীর্তনস্য সর্বমঙ্গলস্বরূপত্বাৎ চতুর্থপাদান্তর্গত-পরমিতি শব্দেন শ্রদ্ধা-
সংসঙ্গানন্তরং ভজনক্রিয়াস্তুর্গত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনমেবাত্র বোধব্যম্; নতু
প্রতিবিষয়ভক্ত্যাভ্যাসাস্তুর্গতহরিসংকীর্তনম্। অত্রাষ্টকে সম্বন্ধাভিধেয়-

প্রয়োজন-বিচারগর্ভজীবকর্তব্যতা স্বকীয়বচনব্যাজেনোক্তা । অস্মিন
 ভাষ্যে তত্ত্বদ্বিষয়বিচারোহপি সংক্ষেপেণ বক্তব্যঃ । শুদ্ধবৈষ্ণবজনপরি-
 সেবিতচরণঃ শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বদতি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তনং বিজয়ত
 ইতি । মায়াশক্তিপ্রসূতপ্রাপঞ্চিকে বিশ্বে কথং কৃষ্ণকীৰ্ত্তনং বিজয়তে ?
 শ্রীয়াতাম্ । “একমেবাদ্বিতীয়মি”তি শ্রুতে: পরমতত্ত্বসৈকত্বং, “নেহ
 নানাঙ্গি-কিঞ্চন” ইতি শ্রুতিবচনাত্তস্য নিৰ্বিশেষত্বং “সর্বং খন্দিদং
 ব্রহ্মে”তি নিগমবচনাত্ত্যৈব সর্বদা সৰ্বিশেষত্বং সিদ্ধম্ । যুগপৎ
 সৰ্বিশেষ-নিৰ্বিশেষো সিদ্ধৌ সৰ্বিশেষস্য প্রতীতিরেব, সূতরাং বলবতী
 নিৰ্বিশেষস্যোপলক্ষ্যভাৰাৎ । অস্ম্যতত্ত্বাচার্য্যাঃ শ্রীমজ্জীবচরণা বদন্তি ।
 একমেব পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সৰ্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-
 জীবপ্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে । সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিততেজ ইব মণ্ডল-
 তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ । অত্রৈদমেবোক্তং ভবতি ।
 ভগবানেব পরমং তত্ত্বম্ । স এব শক্তিমান্ । “শক্তি-শক্তিমতোর-
 ভেদঃ” ইতি ব্রহ্মসূত্রাত্ তয়োরভেদঃ । কিন্তু “পরাস্য শক্তিবিবিধৈব
 শ্রীয়াতে” ইতি বেদবাক্যেন তয়াহচিন্ত্যশক্ত্যা দুর্ঘট-ঘটকত্বমপি সিধ্যতি ।
 অতো নিত্যভেদোহপ্যনিবার্য্যঃ, স তু কেবলাদ্বৈতবাদযুক্ত্যা ন
 নিবৰ্ত্তনীয়ঃ । সা পরা শক্তিরন্তরঙ্গাতটস্থাবহিরঙ্গাভেদেন ত্রিধাব-
 ভাসতে তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যা পূৰ্ণেনৈব স্বরূপেণ তত্তত্ত্বং সৰ্ব-
 কল্যাণগুণাশ্রয়তয়া ভগবদ্রূপেণ নিত্যং বিরাজতে । তল্লীলাসম্পাদনার্থং
 তদানুকূল্যময্যা তয়া স্বরূপশক্ত্যা তত্তত্ত্বং বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণাব-
 তিষ্ঠতে । পুনস্তটস্থশক্ত্যা রশ্মিপৰমাণুস্থানীয়-চিদেকাত্মজীবরূপেণ তদেব
 বর্ততে । বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া শক্ত্যা প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্যস্থানীয়-
 তদীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপেণাপি তল্লক্ষ্যতে । এবম্প্রকারেণ
 জীব-জড়-বৈকুণ্ঠ-ভগবৎস্বরূপাণামচিন্ত্যভেদাভেদৌ জ্ঞেয়ো । জীবস্তাপি
 তদেকদেশত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ । বহিঃচরত্বং তজ্জ্ঞানাভাৰাৎ । ছায়য়া
 রশ্মিবৎ মায়াভিভাব্যত্বাচ্চ ব্যপদিশ্যতে । তচ্ছক্তিত্বঞ্চ তয়ৈব তদীয়-
 লীলোপকরণত্বাৎ । তটস্থশক্তিস্বভাবাত্তস্য মায়াভিভাব্যত্বমপি সম্ভবতি ।

মায়াবশতাপন্নানাং তেষাং জীবানাং সংসারদুঃখম্ । স্বরূপশক্তি-
 সম্বন্ধান্মায়াভূত্বাদানে সংসারনাশঃ স্বরূপাবস্থিতিশ্চ । মায়াযুক্তানাং
 জীবানাং পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশানুভবানন্তরং যদা সংপ্রসঙ্গাৎ
 শাস্ত্রতাপর্য্যে বিশ্বাসো ভগবন্মাধুর্য্যে লোভো বা জায়তে, তদা তেষাং
 স্বরূপশক্তেহ্লাদিনীসারবৃত্তিভূত্যাং ভক্তাবধিকারো ভবতি । জাতয়া
 শ্রদ্ধয়া গুরুচরণাশ্রয়রূপসংসঙ্গপ্রভাবাৎ তত্ত্বশ্রবণং ঘটতে । শ্রবণা-
 নন্তরং যদা তৎকীর্তনং ভবতি, তদা মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ-জীবস্বরূপ-
 বিক্রম এব লক্ষ্যতে । প্রপঞ্চে হরিকীর্তনবিষয়শ্চৈষা প্রক্রিয়া ।
 এবভূতকৃষ্ণকীর্তনাজীবস্য সপ্তপ্রকারফলসিদ্ধিরপি দর্শিতা চেত্তোদর্পণ-
 মার্জ্জনমিত্যাदिনা । তান্বেষ পৃথক্ পৃথক্ বিবেচয়িষ্যামি ॥ * ॥ চেতো-
 দর্পণমার্জ্জনমিত্যাदिনা জীবস্য স্বরূপতত্ত্বং বিবৃতম্ । তথা শ্রীমজ্জীব-
 চরণাঃ—জীবাখ্য-সমষ্টিশক্তিবিশিষ্টস্য পরমতত্ত্বস্য খল্বংশ একো জীবঃ ।
 স চ তেজোমণ্ডলস্য বহিঃচররাশিপৰমাণুরিব পরমচিদেকরস্য তস্য
 বহিঃচরচিৎপৰমাণুঃ । তথা শ্রীমদ্বৈদান্তভাষ্যকারোহপি,—বিভূচৈতন্য-
 মীশ্বরোহনুচৈতন্যং জীবঃ, নিত্যং জ্ঞানাদিগুণকত্বম্ অস্মদর্থত্বং চোভয়ত্র
 জ্ঞানাস্থাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্ । তত্রেশ্বরঃ
 স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্, প্রকৃত্যাভূতপ্রবেশনিয়মনাত্ম্যং জগদ্বিদধৎ ।
 ভক্তিব্যঙ্গ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্ । জীবাত্ত্বনেকাবস্থা
 বহবঃ । পরেশবৈমুখ্যাভেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাতু তৎস্বরূপ-তদগুণাবরণ-
 রূপদ্বিবিধবন্ধনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদি-সাক্ষাৎকৃতিরिति । এতেন জীবস্তাণুত্বং
 চিৎস্বরূপত্বং শুদ্ধাহঙ্কারশুদ্ধচিত্তশুদ্ধদেহবিশিষ্টত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্ । পরেশ-
 বৈমুখ্যাদ্ বহিরঙ্গভাবাবিষ্টত্বাচ্চ শুদ্ধাহঙ্কারগত-শুদ্ধচিত্তস্তাবিষ্টামল-
 দূষণমপি সূচিতম্ । জীবস্য শুদ্ধস্বরূপে যৎ শুদ্ধচিত্তং তস্মিন্মায়া-
 বরণরূপাহবিষ্টামলদূষিতে সতি চিত্তদর্পণস্য কার্য্যক্ষামত্বং সূতরাং
 ঘটতে । ততঃ কারণাৎস্বরূপযাখ্যাত্ম্যদর্শনং ন সম্ভবতি । কিন্তু
 হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতা ভক্তির্যদা প্রবর্তেত তদা শ্রবণানন্তরং শ্রীকৃষ্ণ-
 কীর্তনং প্রাভূত্বয় সৰ্ব্বাণ্যবিষ্টামলানি দূরীকরোতি । তদা প্রকটিত-

শুদ্ধচিত্তো জীবঃ শুদ্ধাহঙ্কারযুক্তঃ পরেশজীবপ্রকৃতিকাল-কর্মাণ্যকং
 পঞ্চতত্ত্বং স্বচিত্তদর্পণে যথাযথং পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ * ॥ চিত্তদর্পণে
 যাক্ষিতে সতি স্বরূপযাথার্থ্যদর্শনাৎ স্বধর্মদর্শনমপি ঘটতে । স্বধর্মঃ
 ভগবদাশ্রয়মিতি । তৎপ্রবৃত্তৌ সংসারপ্রবৃত্তিস্তু কৃষ্ণসেবাশ্রবণরূপেণ
 পরিণমতি । ভবঃ জীবশ্চ প্রপঞ্চজন্ম । স এব মহাদাবাগ্নিস্তুনির্বাপণং
 নির্বাপণং শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনং বিনা ন ভবেদिति ভাবঃ ॥*॥ স্বধর্মজ্ঞানে
 লব্ধে সতি শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনং কিং সমাপ্যতে ? নহি নহি । হরিকীৰ্ত্তনশ্চ
 নিত্যধর্মস্বৈ সিদ্ধে তস্মৈব স্বরূপগতধর্মাস্তত্ত্বমিতি বদন্ শ্রেয়ঃকৈরব-
 চন্দ্রিকাবিতরণমিতি বিশেষণং বাবহরতি । মায়ামুক্তজীবানাং মায়াম-
 ভোগ এব প্রেয়স্ততো দুর্নিবারঃ সংসারঃ । মায়াবৈতৃষ্ণ্যপূর্বিকো শ্রীকৃষ্ণ-
 সেবা তু তেষাং শ্রেয়ঃ । শ্রেয় এব কৈরবং কুমুদং তৎপ্রকাশিকা
 ভাবচন্দ্রিকা তাং বিতরয়তি । “ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা” ইতি ন্যায়েন
 শ্রদ্ধাবতাং শ্রবণকীৰ্ত্তনাত্মাভ্যাসভক্ত্যা শুদ্ধাভক্তিঃ প্রাপ্তভবতি । অত্র
 চন্দ্রোপমা তু তন্নিঃসৃতামৃতকল্পনয়েতি ॥*॥ ননু শুদ্ধভক্তিলব্ধানাং কদা
 স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তিরিতি পূর্বপক্ষমাকলম্য “বিদ্যাবধুজীবনমিতি” বদতি
 শ্রীগৌরচন্দ্রঃ । ভগবচ্ছক্তির্বিস্তৃত একা । তস্যা দে বৃত্তী বিদ্যাহবিদ্যা
 চ । বিদ্যয়া সা যোগমায়া স্বরূপ-শক্তিরিতি পরিচীযতে । অবিদ্যয়া
 সা জড়প্রসবিনী জীবস্বরূপগুণাবরণকারিণী চ । শ্রবণকীৰ্ত্তনাদি-
 সাধনসময়ে যদা শুদ্ধাভক্তিরুদেতি তদা স্বস্বহবিদ্যত্বং পরিহৃত্য বিদ্যয়া
 চিদিতরবিতৃষ্ণাজননী সাপি জীবশ্চ স্থূললিঙ্গময়মৌপাধিকদেহদ্বয়ং
 বিনাশ্য তস্য স্বরূপগতং শুদ্ধচিদেহং অধিকারভেদেন মধুররসাস্বাদনায়-
 তনং গোপিকাদেহমপি প্রকটয়তি অতঃ কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনশ্চ বিদ্যাবধু-
 জীবনত্বং সিদ্ধং ভবতি । স্বরূপশব্দেঃ শ্রীকৃষ্ণবধুত্বং লীলাবিলাসবর্ণ-
 নাদৌ দ্রষ্টব্যম্ ॥*॥ স্থূললিঙ্গময়মায়িকশরীরে গতে সতি জীবশ্চাণুত্বং
 নিৰ্ম্মলং ভবতি । তদা তস্য সুখমপি পরমাণুস্বরূপত্বাৎ ক্ষুদ্রং ভবতীতি
 পূর্বপক্ষমাশঙ্ক্য শ্রীশচীনন্দনঃ শিক্ষয়তি “আনন্দানুধিবর্দ্ধনমি”তি ।
 তদবস্থয়াং শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনং তস্য জীবশ্চ স্বাভাবিকমানন্দং হলাদিনী-

সারবৃত্ত্যানন্ত্যেন সম্বন্ধয়তি । শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তজীবোহপানন্ত্যানন্দং
 লভতে ইতি ভাবঃ ॥*॥ তদবস্থায়াং চিদেকরসঃ সন্ জীবঃ প্রতিপদং
 পদে পদে অনুরাগেন পূর্ণামৃতাস্বাদনং লভতে । নিত্যনূতনবিগ্রহে
 ভগবতি তৃষ্ণানিবৃত্ত্যভাবাৎ নিত্যনূতনরসসন্তোগোহপি ঘটনীয়ঃ ॥*॥
 ভোগচেষ্টায়া অপি শুদ্ধপ্রেমবিরোধিত্বাৎ, কথং তদবস্থায়াং নিৰ্ম্মলানন্দ-
 লাভঃ শ্রাদিতি বিচিন্ত্য শ্রীসন্ন্যাসিচূড়ামণিঃ “সার্বভৌমস্বপনমি”তি
 বিশেষণং যোজয়তি । তদবস্থায়াং কৃষ্ণানন্দস্য নৈৰ্ম্মল্যং স্বকাম-
 ভোগাদিবাঞ্ছারহিতোহয়ং জীবঃ স্বভাবতো হলাদিনী-মহাভাবময়ী-
 শ্রীমতী-রাধিকা-পরিচারিকাস্বরূপেণ যুগলবিলাসবিষয়ান্ সর্বানন্দান্
 সমশ্নতে । অত্র সর্বাত্ম স্বপনমিতি পদদ্বয়েন মুক্তস্য সাযুজ্যান্তর্গত-
 ব্রহ্মলয়দোষণাং স্বীয়কাম সন্তোগাদিদোষণাঞ্চ সম্পূর্ণধোতিরिति
 পরিজ্ঞেয়ম্ ॥*॥ এতৎ সপ্তগুণকং সচ্চিদানন্দস্বরূপ-যুগলপ্রেমবিচিত্র-
 লীলাপরং শ্রীকৃষ্ণস্য সংকীৰ্ত্তনং বিজয়তে বিশিষ্টতয়া সর্বোৎকর্ষেণ
 বর্ত্ততে ॥ ১ ॥

সন্মোদন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

নিত্য পঞ্চতত্ত্বযুক্ত মহাপ্রভুকে প্রণতিপূর্ব্বক সন্মোদন-নামক শিক্ষাষ্টক-
 ভাষ্য প্রণীত হইল ।

“সেই ভক্তিব্যোগ সর্ববেদসিদ্ধ, ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র
 তিনবার বিচার করিয়া কি প্রকারে পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে
 তাহা বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন।”—এই সিদ্ধান্তবাক্য দ্বারা কেবল
 ভক্তির পরমার্থপ্রদত্ত সিদ্ধ হইল, কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি অন্তের নহে । শাস্ত্রার্থবোধময়ী
 ও ভগবল্লীলামাধুর্য্যপূর্ণা শ্রদ্ধা ব্যতীত শুদ্ধভক্তি লভ্য হয় না । সেই প্রকার
 শ্রদ্ধা সজ্জাত হইলেও সংসঙ্গ বিনা শ্রবণ-কীর্ত্তনলক্ষণা হরিকথা সম্ভবপর হয়
 না । “সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যসূচক যে-সকল হৃদয়-কর্ণের
 প্রীতি-রসোদীপক বীৰ্য্যবতী বাণী আলোচিত হয়।”—ইত্যাদি বাক্যে
 সংসঙ্গ প্রভাবহেতু ভগবন্মাম-রূপ-গুণ-লীলার অমুকীৰ্ত্তন হয়, শ্রীমন্ন্যাহাপ্রভুর
 শিক্ষায় সর্বপ্রায়ে তাহার মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সর্বমঙ্গল
 স্বরূপত্বহেতু চতুর্থপাদান্তর্গত ‘পর’ শব্দ দ্বারা শ্রদ্ধা-সংসঙ্গ-ভজনক্রিয়ান্তর্গত

শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনই এখানে বুদ্ধিতে হইবে ; উহা কিন্তু প্রতিবিষতক্ৰ্যা-
 ভাষান্তর্গত হরিকীৰ্ত্তন নহে । এই শিক্ষাষ্টকে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন
 বিচারযুক্ত-জীবকর্তব্যতা স্বীয় বচনচ্ছলে উক্ত হইয়াছে । এই ভাষ্যে সেই
 সেই বিষয়ের বিচার সংক্ষেপে কথিত হইবে । শুদ্ধবৈষ্ণবসেবিতচরণ শ্রীমৎ-
 কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বলিতেছেন, ‘শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন ।’
 মায়াশক্তিস্বষ্টে এই প্রকৃষ্টরূপে পঙ্কীকৃত বিশ্বে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন সর্বোপরি
 জয়যুক্ত হইতে পারেন ? শ্রবণ করুন । “এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে এক,
 অদ্বিতীয় সংবস্তু মাত্র ছিলেন — এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা পরমতত্ত্বের একত্ব,
 “একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত নানারূপ কিছুই নাই ।”—শ্রুতিবচনদ্বারা তাঁহার
 নির্বিশেষত্ব ও “সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্ম”—নিগমবাক্যদ্বারা তাঁহার সর্বদা
 সর্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইল । যুগপৎ সর্বিশেষ এবং নির্বিশেষ সিদ্ধিকালে
 সর্বিশেষের প্রতীতি হয়, সুতরাং নির্বিশেষের উপলব্ধির অভাবহেতু সর্বিশেষ
 বলবতী হইয়া থাকে । আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,
 একই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তি কর্তৃক সর্বদাই স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-
 জীব-প্রধান এই চতুर्वিধরূপে অবস্থিত । সূর্য্যাস্তরমণ্ডলস্থিত তেজসদৃশ
 মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিভাত । এখানে ইহাই উক্ত
 হইতেছে,—ভগবানই একমাত্র পরমতত্ত্ব এবং তিনিই শক্তিমান্ ; “শক্তি-
 শক্তিমান্ অভেদ”—এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে উভয়ের অভেদত্ব স্বীকৃত । কিন্তু
 “এই পরাশক্তি বিবিধ প্রকার শ্রুত হয় ।” এই বেদবাক্য দ্বারা সেই অচিন্ত্য-
 শক্তির দুর্ঘট ঘটকত্ব সিদ্ধ হইল । অতএব উহাদের নিত্যভেদও অনিবার্য্য ।
 উহা কেবলাদ্বৈতবাদ-যুক্তিদ্বারা খণ্ডনীয় নহে । সেই পরাশক্তি অন্তরঙ্গা-
 তটস্থা-বহিরঙ্গাভেদে ত্রিবিধরূপে প্রতীত হয় । তত্র অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি
 কর্তৃক পূর্ণ স্বরূপেই সেই তত্ত্ব সর্বকল্যাণ-গুণের আশ্রয়হেতু ভগবদ্রূপে নিত্য
 বিরাজিত । তল্লীলা সম্পাদনের জন্য সেই আনুকূল্যময়ী স্বরূপশক্তিদ্বারা
 তত্ত্বত্ব বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপে অবস্থিত । পুনরায় তটস্থশক্তিই রশ্মি-
 পরমাণুস্থানীয় চিদেকান্তজীবরূপে বর্তমান । বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই প্রতিচ্ছবি-
 গত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তদীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়ান্নপ্রধানরূপে লক্ষিত হয় ।
 এই প্রকারে জীব-জড়-বৈকুণ্ঠ-ভগবৎস্বরূপের ভেদাভেদ জ্ঞেয় । তদাশ্রয়ত্ব-
 হেতু জীবেরও একদেশত্ব, কিন্তু তজ্জ্ঞানাত্মাবে বহিষ্করত্ব প্রতীত । রশ্মিতুল্য
 জীবের ছায়ারূপা মায়াবশত্ব ব্যপাদিষ্ট । ভগবল্লীলোপকরণত্বহেতুই জীব-

শক্তি। তটশক্তিবশতঃ মায়াধীনত্ব সম্ভব হইয়াছে। মায়াবশ জীবগণের সংসারদুঃখ হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে অবিদ্যাখ্যা মায়ার অন্তর্ধান হয়, তৎফলে সংসারনাশ এবং স্বরূপাবস্থানও হয়। মায়াযুক্তজীবগণের পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশ অনুভূত হয়, তদনন্তর সংসার-প্রভাবে যখন শাস্ত্রতাপর্য্যে বিশ্বাস বা ভগবন্মাধুর্য্যে লোভ জন্মে, তখন তাহাদের স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতা ভক্তিতে অধিকার লাভ হয়। জাতশুদ্ধিহেতু গুরুচরণাশ্রয়রূপ-সংসঙ্গপ্রভাবেই তত্ত্ব-শ্রবণ ঘটে। শ্রবণের পর যখন তৎকীর্তন হয়, তখন মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ জীব-স্বরূপ-বিক্রম লক্ষিত হয়। জগতে হরিকীর্তনবিজয়ের ইহাই প্রক্রিয়া। 'চেতোদর্পণমার্জ্জন' ইত্যাদি দ্বারা এইপ্রকার কৃষ্ণকীর্তন হইতেই জীবের সপ্তপ্রকার ফলসিদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা পৃথক্ পৃথক্ভাবে বিচার করিষ। 'চেতোদর্পণমার্জ্জন' ইত্যাদি দ্বারা জীবের স্বরূপতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ বলেন,— জীবাখ্যাসমষ্টিশক্তিবিশিষ্ট পরমতত্ত্বের এক অংশই জীব। তেজোমণ্ডলের বহির্গামী রশ্মিপরমাণুর জ্বায় সে সেই পরমচিদেকরসের বহিষ্চরচিৎপরমাণু। শ্রীমদ্বেদান্তভাষ্যকারও এইরূপ বলিয়াছেন,—ঈশ্বর বিভূচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য; জ্ঞানাদিগুণকত্ব ও অস্বদর্থত্ব নিত্য এবং উভয়ক্ষেত্রে সূর্য্যপ্রকাশের প্রকাশকত্ববৎ জ্ঞানেরও জাতৃত্ব অবিরুদ্ধ। সেস্থলে ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান্ এবং প্রকৃতিাদিতে অনুপ্রবেশ নিয়মের দ্বারা এই জগৎ ধারণ করিয়াছেন। ভক্তিব্যঞ্জক একরস চিৎসুখ-স্বরূপ প্রদান করে। অনেকাবস্থা জীব বহু। পরেশবৈমুখ্যবশতঃ জীব বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঈশোন্মুখ হইলে তৎস্বরূপ-গুণাবরক বন্ধ বিমুক্ত হইয়া যায়, অনন্তর তৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার ঘটে। ইহা দ্বারা জীবের অণুত্ব, চিৎস্বরূপত্ব, শুদ্ধাহংকার-শুদ্ধচিত্ত-শুদ্ধদেহবিশিষ্টত্ব জ্ঞাপিত হইল। পরেশবৈমুখ্যবশতঃ বহিরঙ্গভাবাবিষ্ট হইলেই শুদ্ধাহংকারগত শুদ্ধচিত্তের অবিদ্যা-মল-দোষের সূচনা দৃষ্ট হয়। জীবের শুদ্ধস্বরূপে যে শুদ্ধচিত্ত, তাহাতে মায়াবরণরূপ অবিদ্যামল দূষিত হইলে চিত্তদর্পণের কার্য্যক্ষমতা থাকে না। সে-কারণ স্বরূপের মাহাত্ম্য দর্শন সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যখন হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতা ভক্তি প্রবর্তিত হয়, তখন শ্রবণানন্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাপ্ত হইয়া সর্বাবিদ্যা দূরীভূত করে। সে-সময় প্রকটিত শুদ্ধচিত্ত জীব শুদ্ধাহংকারযুক্ত হন এবং পরেশ-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মাশ্রয়ক

পঞ্চতত্ত্ব নিজ চিত্তদর্পণে দর্শন করেন, এইভাবে। চিত্তদর্পণ মার্জিত হইলে স্বরূপের প্রকৃত তত্ত্বদর্শন হয় এবং তাহা হইতে স্বধর্মদর্শন ঘটে। ভগবদাস্ত্রই স্বধর্ম। সেই দাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলে সংসারপ্রবৃত্তি কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তিরূপে পরিণত হয়। জীবের প্রপঞ্চ জন্মকেই ‘ভব’ বুঝায়। উহাই মহাদাবাগ্নি, তাহার নির্বাপন; শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন ব্যতীত নির্বাপন সম্ভব হয় না, এই ভাব। স্বধর্মজ্ঞান লাভ করিলে কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমাপ্ত হয়? না—না। হরিকীর্তনের নিত্যধর্মত্ব সিদ্ধ হইলে তাহারই স্বরূপগতধর্মের অঙ্গত্ব বলিবার উদ্দেশ্যে ‘শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা বিস্তরণ’ বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। মায়ামুক্ত জীবের মায়াভোগই প্রেয় এবং তাহা হইতে এই অনিবার্য সংসার। কিন্তু মায়াপ্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করাই তাহাদের শ্রেয়। জীবের শ্রেয় অর্থাৎ প্রকৃত মঙ্গলরূপ কৈরব অর্থাৎ কুমুদ প্রকাশক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিস্তরণকারী। ‘ভক্তিদ্বারা সংজাতা ভক্তি’—এই গ্রাম্যাত্মসারে শ্রদ্ধাবন্তগণের শ্রবণ-কীর্তনাদি-আভাস ভক্তিকর্তৃক শুদ্ধাভক্তি প্রাপ্ত হইয়া হয়। এখানে কিন্তু চন্দ্রের উপমা তাহার অমৃতনিঃসরণ কল্পনাহেতু—এই ভাব। শুদ্ধভক্তিলব্ধ ব্যক্তিগণের ‘কখন স্বরূপপ্রাপ্তি হয়’—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে শ্রীগৌরচন্দ্র ‘বিজ্ঞাবধুজীবন’ এই কথা বলিতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবচ্ছক্তি একা; তাহার দুইটি বৃত্তি—বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা। বিজ্ঞা দ্বারা যোগমায়া স্বরূপশক্তি পরিচিত হন। অবিজ্ঞা জড়সৃষ্টিকারিণী ও জীবস্বরূপ-গুণাচ্ছাদিকা। শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনকালে যখন শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়, তখন চিদিতরাভিলাষনাশিনী ভক্তিদেবীও স্বাবিজ্ঞা দূর করতঃ বিজ্ঞারূপ শস্ত্রদ্বারা জীবের স্থূল লিঙ্গোপাধিযুক্ত দেহদ্বয়কে ছেদনপূর্বক স্বরূপগত শুদ্ধচিদেহ, এমনকি অধিকারভেদে মধুররসাস্বাদন-যোগ্য গোপিকাদেহ পর্য্যন্ত প্রকটিত করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বজ্রাবধুজীবনত্ব সিদ্ধ হয়। স্বরূপশক্তির শ্রীকৃষ্ণবধুত্ব লীলাবिलास বর্ণনাদিতে দ্রষ্টব্য।

স্থূললিঙ্গবিশিষ্ট মায়িক দেহাবসানের পর জীবের অণুত্ব নির্মূল হয়। ‘তখন তাহার সুখও পরমাণুস্বরূপত্বহেতু ক্ষুদ্র হয়’ ইহা পূর্বপক্ষ করিয়া শ্রীশচীনন্দন “আনন্দানুধিবর্ধন” এই শিক্ষা দিতেছেন। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন হ্লাদিনীসারবৃত্তিদ্বারা সেই জীবের স্বাভাবিক আনন্দকে সমগ্ররূপে সম্বর্দ্ধিত করেন। শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তজীবও অনন্ত আনন্দ লাভ করেন, এই ভাব। সেই অবস্থায় চিদেকরসান্বিত হইয়া তিনি প্রতিপদে অর্থাৎ পদেপদে

অনুরাগের সহিত পূর্ণামৃত আশ্বাদন করিতে থাকেন। নিত্যনূতন ভগবদ-
বিগ্রহে তৃষ্ণানিবৃত্তির অভাব হেতু নিত্য নূতন রস-সন্তোগ ঘটয়া থাকে।
ভোগচেষ্টায়ও শুদ্ধপ্রেমবিরোধিত্ব কারণে কিরূপে সেই অবস্থায় নিঃশ্লানন্দ
লাভ হয়—এই চিন্তা করিয়া শ্রীসন্ন্যাসীচুড়ামণি “সর্বাত্মস্বপন”—এই বিশেষণ
পদটি সংযুক্ত করিয়াছেন। তদবস্থায় কৃষ্ণানন্দের নিঃশ্লতাবশতঃ স্বকাম-
ভোগেচ্ছারহিত জীব স্বভাবতঃ হ্লাদিনী-মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা-দাসী-
স্বরূপে যুগলবিলাসের সর্বানন্দ উপভোগ করেন। এস্থলে “সর্বাত্মস্বপন”
এই পদদ্বয় দ্বারা মুক্তের সাযুজ্যাস্তর্গত ব্রহ্মলয়দোষ এবং নিজকামসন্তোগাদি-
দোষের সম্পূর্ণ মলহীনতাই পরিজ্ঞেয়। এই সপ্তগুণবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দস্বরূপ
যুগলপ্রেমবিচিত্রলীলাপর শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন বিশেষরূপে সর্বোপরি জয়যুক্ত
হউন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উদ্ধমস্থী মহারাজ

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

॥ ২য় দৃশ্য ॥

শ্রীধাম বৃন্দাবন

[ভক্তিভূঙ্গ মহাশয়ের ভজন-কুটীরের সমীপবর্ত্তী নাম-মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ]

(ভক্তিভূঙ্গ মহাশয় ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ)

ভক্তিভূঙ্গ—কিগো ঠাকুর; এই ব্রজমণ্ডলে যামুন-পুলিনময় বনে জীবনের
শেষভাগটা কাটাবেন বলেছিলেন তা’র কি হ’ল?

শ্রীঠাকুর—আমার তো ঐরূপ সংকল্প স্থিরই ছিল। কিন্তু হায়, শ্রীভগবান্
বাদ সাধুছেন যে।

ভক্তিভূঙ্গ—আবার শ্রীভগবানের নামে দোষারোপ করছেন কেন ভাই?
সাক্ষাৎ ভগবান্ কি আপনাকে এখানে তাঁর ভজন কর্ত্তে নিষেধ
করেছেন?

শ্রীঠাকুর—সর্বরাধ্য দয়াল শ্রীভগবানের কি দোষ দিতে পারি ? আমার ইচ্ছা অপেক্ষা তাঁর ইচ্ছা বড় । তাঁর সংকল্প পূরণার্থে আমার সংকল্প তুচ্ছীকৃত কর্তে হচ্ছে । তাই বলছি, আমার ইচ্ছানুযায়ী এখানে থাকা চলবে না ।

ভক্তিবৃন্দ—সত্যই কি এখানে আপনার না থাকাই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত ?

শ্রীঠাকুর—আজ্ঞে হ্যাঁ । এই ব্রজমণ্ডলে থেকে আপনার সাথে ভজন করবার আমার একান্ত ইচ্ছা এবং এজন্য রাজকার্য থেকে শীঘ্রই অবসর নেবার সঙ্কল্পও স্থির করে ফেলেছিলাম । কিন্তু শ্রীমন্নহা-প্রভুর ইচ্ছায় আমাকে ঐ সংকল্প থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে । আমি সরকারী কার্যোপলক্ষে তারকেশ্বরে গিয়েছিলাম । সেখানে রাত্রিতে স্বপ্নে শ্রীমন্নহাপ্রভু আমাকে আদেশ করলেন,—‘তুমি বৃন্দাবনে গেলে, শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে তোমার যে-কাজ আছে তার কি করলে ?’ শ্রীমন্নহাপ্রভুর ঐক্লপ প্রত্যাদেশ শিরোধার্য্য করে আপনাকে ঐ স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাবার জন্তে এসেছি । এখন আমার কি কর্তব্য উপদেশ করুন !

ভক্তিবৃন্দ—ভগবান্ শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রত্যাদেশ পেয়ে আপনি ধন্য । তিনিই আপনার কর্তব্য স্থির করে দিয়েছেন । সর্বোপরি ভগবদ্-ইচ্ছাই বলবান্ । শ্রীবৃন্দাবন ধাম হ’তে শ্রীনবদ্বীপ ধাম শ্রেষ্ঠ । সুতরাং শ্রীভগবান্ যখন আপনাকে নবদ্বীপে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে চান, তখন নবদ্বীপে যাওয়াই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ ।

শ্রীঠাকুর—শ্রীমন্নহাপ্রভুর ইচ্ছা পূরণার্থে আমার এখন নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুঞ্চনগরে বদলী হ’লে সুবিধা হয় ও তাহাই সমীচীন । কিন্তু তা’ কি ক’রে সম্ভব ?

ভক্তিবৃন্দ—শ্রীমন্নহাপ্রভুর ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয় । আপনি বদলী হ’বার চেষ্টা করে দেখুন, নিশ্চয়ই তা’ সফল হবে ।

শ্রীঠাকুর—এখান থেকে বদলী হ’তে গেলে কুঞ্চনগরের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট রাধামাধব বসু মশাইয়ের সঙ্গে পরস্পর স্থান পরিবর্তন করা ছাড়া অন্য উপায় আর দেখছি না । কিন্তু তিনি কি এতে সম্মত হবেন ?

ভক্তিভূষণ—শ্রীভগবান্ সত্য,—তঁার আজ্ঞাও সত্য। কাজেই রাধামাধব বাবুর এতে সম্মত হওয়া বা না হওয়া সবই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সত্যস্বরূপ ভগবদ্ ইচ্ছার উপর আমাদের চিন্তা করা নিরর্থক। সাধকের চেষ্টা ও ঈশ্বরের অমুগ্রহ উভয়ে যোগযুক্ত হলেই সিদ্ধিলাভ হয়। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কৃপা তো আছেই, এখন আপনার চেষ্টা চাই। আপনি নিমিত্তমাত্র থেকে সর্বকর্ম-ফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করে তঁার প্রত্যাদেশ পালনে যত্নবান্ ও অগ্রসর হন, তা'হলে নিশ্চয়ই সফল হবেন।

শ্রীঠাকুর—আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য করছি দেব! আমার স্থির বিশ্বাস ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যখন কখনও অপূরণ থাকে না তখন এর ব্যবস্থা হবেই আমি অবশ্য বদলি হ'বার জন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবো এবং অনন্তচিত্তে নিয়তঃ তঁার পাদপদ্ম আরাধনায় ব্যাপৃত আছি ও থাকুবো। জানি না কবে তঁার ইচ্ছায় কৃষ্ণনগরে বদলী হয়ে নবদ্বীপ-মণ্ডলে তঁার সেবা প্রকাশ ক'রে তন্মহিমা প্রচারে নিয়োজিত থাকুবো!

[ইত্যবসরে জনৈক আগন্তুকের প্রবেশ]

আগন্তুক—(অভিবাদনপূর্বক) এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আছেন ?

ভক্তিভূষণ—হ্যাঁ আছেন। (শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ইনিই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্!

আগন্তুক—(পুনরায় অভিবাদনপূর্বক) স্যার, কৃষ্ণনগরের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন।

(আগন্তুক পত্রটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রদান করিলেন ও শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা গ্রহণ করিলেন।)

আগন্তুক—স্যার! (অভিবাদনপূর্বক প্রস্থানোচ্ছোত)

ভক্তিভূষণ—এখন যেওনা ভাই! আশ্রমে যখন এসেছো তখন একটু প্রসাদ পেয়ে যেতে হয়। এদিকে এসো।

(আগন্তুককে প্রসাদ দিবার জন্ত তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন)

শ্রীঠাকুর—(পত্রখানি পাঠান্তে) ইংরাজী সাময়িক 'হিন্দু হেরাল্ডে' প্রকাশিত মহাপ্রভুর চরিত্র সম্পর্কে আমার লেখাটি তা'হলে রাধামাধব বাবু পড়েছেন দেখছি। তদ্রূপে যখন উৎসাহিত হয়ে আমাকে পত্র লিখেছেন তখন মনে হয় আমার স্থান-পরিবর্তনের কথা জানালে তিনি আপত্তি করবেন না। হা মহাপ্রভু, কৃপা করুন আমি যেন নবদ্বীপ ধামে আপনার সেবা করবার সৌভাগ্য পাই!

[সহসা দৈববাণী স্ফুরিত হইল]

শ্রীমন্নহাপ্রভু—(অলক্ষ্যে) ওগো ঠাকুর, আমি তোমার ইষ্টদেব। প্রুধী বৈষ্ণব-মণ্ডলী কর্তৃক তুমি 'ভক্তিবিনোদ' সংজ্ঞায় ভূষিত হওয়ার আমার কাছে ঐ নামটী বড় প্রিয়। তুমি অচিরেই আমার ইচ্ছায় কৃষ্ণনগরে বদলী হয়ে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আমার আবির্ভাব-স্থান আবিষ্কার করবে।

শ্রীঠাকুর—ওগো প্রাণনাথ, আর অলক্ষ্য থাকবেন না। আমায় দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করুন!

শ্রীমন্নহাপ্রভু—(অলক্ষ্যে) এখানে নয়, নবদ্বীপে এসো। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীঠাকুর—(ভাবাবেশে) হা প্রভু, তুমি আমার কাছাকাছি থেকেও আমাকে দেখা না দিয়ে আর কতকাল এরূপ কষ্ট দেবে? আমি যাবো,—তোমার কাছেই আমি যাবো। তোমার অদর্শনে আজ এ বৃন্দাবনও শূণ্য মনে হচ্ছে। আমাকে আর কঁাদাইও না, ...এবার নবদ্বীপে গেলে দেখা দিও। (চক্ষু জল আসিল।)

[ইত্যবসরে পুনরায় ভক্তিভূঙ্গ মহাশয়ের প্রবেশ]

ভক্তিভূঙ্গ—ঠাকুর, আপনি কঁাদছেন কেন? কৃষ্ণনগরের ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেটের পত্রে কি কোনও অশুভ সংবাদ আছে নাকি?

শ্রীঠাকুর--আজ্ঞে না। পত্রে শুভ সংবাদই আছে।

ভক্তিভূঙ্গ—তবে আপনাকে দুঃখিত দেখছি কেন?

শ্রীঠাকুর—আর কি বলব! আমার ইষ্টদেব শ্রীমন্নহাপ্রভু এখনই দৈববাণী ক'রে আমাকে পুনরায় নবদ্বীপ যাবার নির্দেশ দিলেন। আমাকে

কৃষ্ণনগরে বদলী কর্ত্তে তাঁর ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন। তবে দুঃখ এই যে তিনি কাছে এসেও দেখা দিলেন না। আমার মত পাপাত্মা আর কে আছে? প্রিয়জন কাছে এসেও যদি দেখা না দেন সে যে কত বড় মর্মান্তিক তা ভাষায় প্রকাশ করা স্কঠিন।

ভক্তিভূজ—ঠাকুর আপনি পাপাত্মা ন'ন,—পুণ্যাত্মা। অমৃতবাজার পত্রিকার স্থাপয়িতা স্বনামপ্রসিদ্ধ শিশির বাবু যে আপনাকে 'সপ্তম গোস্বামী' বলেছেন আপনি তাহাই,—এতে কোন সন্দেহ নেই। জানি না আবার কবে আপনার সাক্ষাৎ পাব! আপনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পরমহংস, শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত পার্শ্বদ! —আপনি আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করুন!

[ভক্তিভূজ মহাশয় ও শ্রী ঠাকুর উভয়ে উভয়কে দণ্ডবন্দিত করিলেন]

শ্রীঠাকুর—আপনার স্নেহ আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। আমি শীঘ্রই ভক্তিপরায়ণ রাধামাধব বাবুকে মহাপ্রভুর ইচ্ছার কথা জানিয়ে স্থান-পরিবর্তন করে নিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট কার্যে যেন লিপ্ত হতে পারি—এই প্রার্থনা। অনতিকাল পরে আবার এই শ্রীবৃন্দাবনে এসে আপনার সাক্ষাৎ দর্শনের ইচ্ছা রহিল।

ভক্তিভূজ—আবার আসবেন,—আবার আসবেন ঠাকুর! এই কাঙালটি আপনার সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় রইল।

[উভয়ের প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

মৎসরতা হইতে পরিত্রাণের উপায়

শ্রীমদ্ভাগবতে নির্মৎসর সাধুর ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। মৎসর্য্যহীনতাই সাধুর প্রধান লক্ষণ। ঈশ-কৃতি সর্ব্বপ্রথমেই “মা গৃধঃ কশ্চস্বিক্তনম্” এই মন্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নির্মৎসর সাধুর কৃত্যই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। পরসুখ-সহিষ্ণুতাই মৎসরতা। ‘পরসুখ’ বলিতে পরবস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ বা কৃষ্ণপ্রেম শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণোদ্ভিততর্পণ-সুখ উদ্দীষ্ট হইয়াছে। যাহারা কৃষ্ণ-কাঞ্চের সুখানুসন্ধানস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজসুখাবেষণে ব্যস্ত হইয়া

পড়েন, তাহার। স্বার্থগতি বিষ্ণুর পাদপদ্মসেবাকে পরম অর্থ বা পরম প্রয়োজনজ্ঞানে বঞ্চিত হওয়ায় দুরাশয় বা দুষ্টাশয়যুক্ত হইয়া বহিবিষয়কে বহুমানন করেন ; ফলে স্বীয় অপস্বার্থাক্রান্তাবশতঃ মহাসংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া জগতের পরম শত্রুরূপে পরিগণিত হয়। কৃষ্ণ-কাষ্ণ-সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান হইলে তদনুকূল অনুশীলন ব্যতীত অন্য চিন্তা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত মুহূর্তমাত্র সময়ও বিষয়াস্তরে মনোনিবেশ করিবার বিচার আসে না। যে পরিমাণে আমরা কৃষ্ণোত্তর বিষয়ে বাস্তবতা প্রদর্শন করি, সেই পরিমাণে কৃষ্ণবিষয়ে উদাসীন হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ-চতুষ্টয় প্রত্যেক কৃষ্ণ-বহির্মুখ বদ্ধ জীবে নানাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। সর্বদোষ-পরিমুক্ত ভজনবিজ্ঞ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তনিপুণ সাধুর প্রকৃষ্ট মঙ্গল ব্যতীত উক্ত দোষচতুষ্টয়ের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। জাগতিক বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, চতুরতা প্রভৃতি যতই থাকুক না কেন, বদ্ধ জীব নিজেকে নিজে ভ্রমাদি-নির্মুক্ত বলিয়া কখনই গর্ব করিতে পারে না। তাহার আধ্যাত্মিকতা প্রবল থাকায় সে তাহার ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে বহুমানন করিতে গিয়া আত্মস্তরিতায় এত অধিক উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, বাস্তবসত্যের কোন কথায়ই কর্ণপাত করিবার সময় বা বিচার তাহার থাকে না। শ্রীগুরুদেবের চিন্ময়ী উপদেশ-বাণী আমি আমার আধ্যাত্মিক জ্ঞানদ্বারা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ঠিক,—এতদ্বিষয়ে দোষচতুষ্টয়ের একটুকুও আমাকে স্পর্শ করে নাট—ইত্যাকার অহঙ্কার বিগুহ কপটতাই প্রসব করিয়া থাকে। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই গুরুগৃহে গমন করিয়া শ্রীগুরুমুখে আত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরোচন অনাত্ম বস্তুকেই আত্মবস্তু বিচার করিয়া বঞ্চিত হইলেন। পরন্তু ইন্দ্র নিজ আধ্যাত্মিকজ্ঞানকে বহুমানন না করিয়া শ্রীগুরুকৃপায় শুদ্ধ আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিলেন। ফলে বিরোচন দেহাত্মবাদী হইয়া লোক-সকলের উপদেষ্টা সাজিয়া তাহাদের সর্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, আর ইন্দ্র, শুদ্ধ আত্মজ্ঞান প্রচারপূর্বক জগন্মঙ্গল সাধন করিলেন। ভ্রম অর্থাৎ সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্যবুদ্ধি, প্রমাদ বা অনবধান, বিপ্রলিপ্সা বা নিজে বঞ্চিত হইয়া অপরকে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা এবং করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ইত্যাদি দোষ আমার নাই বা থাকিতে পারে না,

শ্রীগুরু-মুখ-বাণী আমি এক বুঝিতে আর বুঝিয়া ফেলিতে পারি না অথবা শ্রীগুরুদেবের বাণীসমূহকে বিকৃত করিয়া আমার অপস্বার্থানুকূল করিয়া লইতে পারি, কিংবা আত্ম-জ্ঞান-বঞ্চিত বিরোচন-পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমার অপস্বার্থের অংশীদারের সহিত যুক্তি করিয়া লঙ্কাত্ম-জ্ঞান ইন্দ্রপক্ষগণের করণাপটুতা বা গুরুপাদপদ্মে অনুপস্থিতি প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইব, আমি গুরুদেবের প্রিয়সেবক, আমি অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়সেবক আর কেহই নাই—এই সকল কথা সাধারণে প্রচার করিয়া আমার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সন্তোগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইব—ইহার ত্রায় নারকীয় চিন্তাশ্রোত আর কিছু থাকিতে পারে না। পর-সুখ বা কৃষ্ণকাক্ষ-সুখে অসহিষ্ণু মৎসর হইয়া আত্মসুখানুসন্ধানের ঘণিত অপচেষ্টাই এই সকল অনর্থের জননী।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই বৈরী পঞ্চকের একত্র সম্মিলনই মাৎস্যরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মৎসরগণ ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর অনুসরণে ভুক্তি ও মুক্তিকে পিশাচী বলিয়া বাহ্যতঃ গর্হণ চেষ্টা করিলেও শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের অনুকরণে পাঠ, কীর্তন-বক্তৃতা, ঐবিগ্রহসেবাদি ক্রিয়ামুদ্রা প্রদর্শন করিলেও পরসাহিতাপরিষদের একমাত্র পারমাথিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-পত্রের অনুকরণে আনুকরণিক প্রতিদ্বন্দ্বী পত্র প্রচার করিলেও তাহা পৈশাচিক বা আসুরিক বিগর্হিত রুচির পরিচয় ব্যতীত কখনই কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির পরিচয় নহে।

আমাদের নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুদ্ধগৌড়ীয়গণের পক্ষে মধুকর তৈক্ষ্যকে শুদ্ধ ভজনাঙ্কুল বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, স্থূল ভিক্ষাকে তাদৃশ আদর করেন নাই। অবশ্য সমস্ত ভিক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারিলে গিফ্টকের অনর্থোৎপত্তির কোন আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় ভিক্ষাশ্রমীর ইন্দ্রিয়লোল্য অত্যধিকরূপে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার নাম করিয়া লব্ধভিক্ষা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আচার ও প্রচারের অবৈধ আনুকরণিক হইয়া শাস্ত্রের দশটি শ্লোক মুখস্থ করিয়া লোকভুলান বাক্যের ফুলঝুড়ি ছটাইয়া বৈষ্ণবের আনুকরণিক বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, লোকের সহিত নানাপ্রকার ধাপ্লাবাজী করিয়া, কিছু অর্থোপার্জন করিয়া বা ভূরি-

ভোক্তাদের আয়োজন করিতে শিখিলেই ভগবৎকৃপা লাভ হইয়া যায় না। শ্রীগুরুদেব আমাদেরকে মধুকরের জায় বৃত্তি-অবলম্বনে প্রতি গৃহে হরিগুণগান করিয়া আত্মহিতাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে পরহিতাকাঙ্ক্ষা শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা অবহেলা করিয়া পরিশ্রম ও উষেগ বাঁধাইবার জন্য স্থূল ভিক্ষা গ্রহণপূর্বক দাতার অনুগ্রহের পাত্র হইতে গেলে দাতা ও গ্রহীতা—উভয়েরই অমঙ্গল অবশ্যস্তাবী হইয়া থাকে। “প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥ ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা। দিবা-অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥” “যা’রে দেখ, তা’রে কহ—কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজায় গুরু হঞা তা’র এই দেশ ॥ কতু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাই পাবে মোর সঙ্গ ॥”—শ্রীগুরুগোরাঙ্গের এই আদেশ উল্লঙ্ঘন-জন্য নিজস্বখবাজ্ঞা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পরমার্থ-চেষ্টা হইতে একেবারেই বিরতি লাভ হইয়া থাকে। ঈশ-শ্রুতি-কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষাও করিও না’—এই একেধারেই ভুল হইয়া “অর্থ-লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে, ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে” বিচারই প্রবল হয়। নিজ সুখৈষণা যেখানে প্রবল হইয়াছে, সেইখানেই মৎসরতা-চণ্ডালিনীর তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে; স্মরণ সে স্থান হইতে হরিকথামৃত দূরে পলায়ন করিয়াছেন। গো-বিপ্র-বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদেহী, শুদ্ধ হরিকীর্তন-বিরোধী “মায় ভুখা হু” শব্দে দিগ্দিগন্ত কল্পিত করিতেছে। যে কনক মাধবের সেবায় নিযুক্ত না হয়, সে কনক হইতে অনৃত (মিথ্যা কথা, জাল, জুরাচুরী,) মদ (জড়াহঙ্কারোন্মত্ততা), কাম, (যৌবন-সন্তোগেচ্ছা, আত্মেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাজ্ঞা) রজঃ (রজোগুণমূল্য তিংসা-মাৎসর্য্য) এবং বৈর (শত্রুতা)—এই পঞ্চ অনর্থের উদ্ভব হয়। তাহাতে “আপন নাক কাটীয়া পরের যাত্রা ভল” বিচারটি বেশ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপদিষ্ট মাধুকর ভৈক্ষ্য বৈষ্ণবানুগত্য অবলম্বনপূর্বক কৃষ্ণকীর্তনপর হইলেই মৎসরতা-চণ্ডালিনীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হইয়া প্রকৃত ভগবদ্ভজন আরম্ভ হইবে—শ্রীমদ্ভাগবত-নির্দিষ্ট “নিশ্চৎসরাণাং সতাং পরমো ধর্ম্মঃ” উপলব্ধির বিষয় হইবে। নতুবা ভুক্তি-মুক্তি-পিণাচার মোহে মতিচ্ছন্ন হইয়া ভক্তিমুখের অভ্যুদয় লাভ হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হইবে।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

মানব-জীবনের সার্থকতা

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্তকোটি জীব। জীবের উৎপত্তি ‘হইল’ বলা হইলে ভুল হইবে, ভগবান্ নিত্য—জীবও নিত্য। কিন্তু সাধারণ বদ্ধজীবের এইরূপ একবাক্য মনের অগোচর, ধারণাভীত ব্যাপার, তবু বদ্ধজীবকে বোঝাইবার জন্য মুনি-ঋগিগণ এই জগতের বস্তু-উপমার দ্বারা বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চরম ও পরম তত্ত্ব। তাঁহার অনন্তশক্তি ইহার মধ্যে ত্রিবিধ শক্তি জীবের নিকট পরিচয় মাত্র। চিৎশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থশক্তি মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তি, চিৎ ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তী যে সূক্ষ্ম সীমানির্দেশক রেখা (Line of demarcation) আছে, তাহাই তট বলা হয়, চিৎজগৎ ও জড়জগতের মধ্যবর্তী উভয় সঙ্গযোগই জীবতত্ত্ব।

স্বতন্ত্রবশতঃ জীব মায়ার দিকে বা ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। জীব দুইপ্রকার—বদ্ধ ও মুক্ত, মায়ার চাকচিক্যে যে-সব জীব মোহিত হইল, সেইসব জীব মায়িক-সংসারে বদ্ধ হইল, আবার মাঝাকৈ পশ্চাতে ফেলিয়া যে-সকল জীব ভগবানের দিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবায় রত হইলেন। বদ্ধ-জীবের যে-সব ত্রিতাপময়ী জ্বালা-যন্ত্রণা, তাহার সম্বন্ধে নিত্যমুক্ত জীবের কোন ধারণা নাই। তাঁহারা সর্বসময় স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন—“জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস”—এইরূপে অভিমান তাঁহাদের সর্বদা আছে।

জীবের গঠন কেবল চিৎপরমাণু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—তিনি পূর্ণ বা বৃহৎ চিৎ-বিভূ—তিনি মায়ার অধীশ্বর। জীব অণুতাবশতঃ অতিসহজেই মায়ার কাছে পরাজিত। নিজচেষ্টায় বা জ্ঞানের দ্বারা মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। জ্ঞানে কোনরূপ অবলম্বন নাই, কিন্তু ভক্তিতে ভগবানকে অবলম্বন করা হয়, সাধুগুরুর পদাশ্রয় করা হয়।

“মায়াতে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।

সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায় ॥”

নিজচেষ্টায় পাইব, এইরূপ অভিমান বা নিষ্ফল জ্ঞানচেষ্ঠার দ্বারা অতি সহজেই পতনের আশঙ্কা থাকে। “যেহেহেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্বয্যন্ত-ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আকুহ কচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পত্যন্তধোহনাদৃত-যুগ্মদজ্যুয়ঃ ॥” ইহা ছাড়া জ্ঞানকে পুরুষরূপ ও মাঝাকে স্ত্রীরূপ বলা হয়।

সুতরাং জ্ঞানরূপ পুরুষ অতি সহজেই, স্ত্রীরূপী মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তি—“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।” সুতরাং ভগবান্ ভক্তিদ্বারাই সহজলভ্য, ভগবান্ সহজেই ভক্তের বশীভূত হয়—তাই তাঁহাকে ভক্তবৎসল বলা হয়। ভগবানের চিন্তা ভক্তের সহিত যুক্ত হন। ভক্তের ইচ্ছা ভগবান্ পূরণ করেন, আবার ভগবানের ইচ্ছাও ভক্ত পূরণ করিতে প্রয়াসী হন।

চুরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে কয়িতে কোন এক অজ্ঞাত স্মৃতিবলে এই মানবজন্ম অর্থাৎ মানব-শরীর লাভ হইয়া থাকে। ভীষণ সমুদ্রের মাঝে যেমন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটি নৌকা পাওয়া যায়, তাহাতে যদি সুদক্ষ কর্ণধার থাকে এবং বাতাসও যদি অনুকূল হয়, তবে অতি অনায়াসে, সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কূলে পৌঁছান যায়। সেইরূপ এই মহাভব সমুদ্রে মনুষ্য-শরীররূপী নৌকা, গুরুরূপী সুদক্ষ কর্ণধার ও ভাক্তরূপ অনুকূল বাতাস লাভ করিয়া অনায়াসে এই ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। কতকোটি অর্কবৃন্দার, নানারূপ যোনি ভ্রমণ করিয়াছি, কতবার মনুষ্য জন্মও হয়ত লাভ হইয়াছিল। বিভিন্ন পশু কীট-পতঙ্গ-গুল্ম-লতা প্রভৃতি জন্মে কতরূপে কষ্ট পাইয়াছি, স্থাবর-জন্মে পর্বত হইয়া কত হাজার হাজার বৎসর হয়তো সময় কাটাইয়াছি। এইরূপে অনাদিকাল হইতে জন্ম-মরণমালায় নিজ-কর্ম্মানুসারে জন্মলাভ হইতেছে। এইবার বহুভাগ্যে মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে। পরম করুণাময় ভগবান্ আমাদের দুঃখ দেখিয়া এইরূপ একটি সুযোগ (chance) দিয়াছেন। সুতরাং এইবারও যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তনে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে সেই সুযোগের অপব্যবহার হেতু কর্ম্মানুসারে কোথায় জন্ম হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং এইবার অত্মদিকে মন নয়, সর্ব-মন-প্রাণ দিয়ে ভগবৎ-অনুশীলন করিতে হইবে। ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন ভিন্ন অত্ম কথা নয়, ভগবানের সেবা ভিন্ন অত্ম কর্ম্ম নয়—সর্বতোভাবে ভগবানের সুখবিধানের চেষ্টা, তাঁহার জিনিষ তাঁহাকে অর্পণ করা অর্থাৎ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার ন্যায় তাহাতে অর্পিত-আত্মা হইতে হইবে।

কিন্তু কি ভাবে কি উভয়ে এই পথে অগ্রসর হইব জানা নাই। এই পথের-পথ প্রদর্শিতা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদে শরণাপন্ন হইতে হইবে। স্মৃতি-ফলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ হইয়া থাকে। জীবের শ্রদ্ধা হইলে পর সাধুসঙ্গ

বা সদগুরুপদাশ্রয় লাভ হয়। শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য একই—এইরূপে বিশ্বাস হইলে পর সদগুরুর চরণ আশ্রয় হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের সেই শ্রদ্ধারূপ চিত্ত মাটিতে ভক্তিবীজ দিয়া থাকেন। শ্রদ্ধালু শিষ্য প্রত্যহ শ্রবণ-কীর্তন-জলে তাহা সিঞ্চন করিয়া থাকিলে। ভক্তিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ভক্তিলতা মায়িক জগৎ পার হইয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরব্যোম যথা দ্বারকা মথুরা পার হইয়া গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদিও সাধক এই সাধারণ মনুষ্যের জায় এই জগতে অবস্থান করেন কিন্তু তাহার ভক্তিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং সেই বৃক্ষে প্রেমরূপ ফল ধরিয়া সেই ফল পরিপক্ক হইলে ভক্ত আনন্দন করিয়া থাকেন, তখন তিনি মায়িক-শরীর ত্যাগপূর্বক চিৎশরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দে মগ্ন থাকেন।

অনেক সময় উপশাখারূপ প্রতিষ্ঠাশা, লোভ, কুটিনাটীও অপরাধরূপী হস্তী উপস্থিত হইয়া মূল শাখার বৃদ্ধিকে গুরু করিয়া দিয়া থাকে এবং মূল উৎপাদন হইবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এইসব হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে আত্মনিবেদন করিতে হইবে, তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহাদের নির্দেশমত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কপটতা, আলস্য ত্যাগপূর্বক, সরলচিত্তে, খুব আগ্রহ ও যত্নপূর্বক নিরন্তর শ্রীগুরুর নির্দেশমত নাম গ্রহণ করিতে হইবে। আত্মসহকারে তাহাদের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। “কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে।” সুতরাং কৃষ্ণ-ভক্তিলাভের জন্ত তাহাদের পাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় মানবের চিত্তবৃত্তি হইতে অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার দূর হইয়া তাহাদের কৃপারূপ রশ্মি চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে এবং তখনই সেই চিত্তে ভক্তিদেবী আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরণে গুরুভক্তি হইলে মনুষ্যের সমস্ত অভাব অভিযোগ পূর্ণ হইবে, সত্যিকার আনন্দ ও শান্তি পাইবে।

—শ্রীমতী উমারানী দেবী
চুঁচুড়া (হুগলী)।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম
ঔ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতকী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ
প্রভুবরের অপ্রকট-লীলাবাসরে
বিরহ-বেদনা

(পূর্বপ্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫২ পৃষ্ঠার পর)

আমার ঠাকুর গুধু সাধুদের পরিভ্রায়েই কথা তো বলেন নাই, ... দুষ্কৃত-কারীদিগকে মানুষের মত বাঁচিবার রাস্তাও তিনি বের করেদিয়েছেন। তাই তাঁর বিহনে আজি এই পথহারা পথিক সেই মহাপুরুষের অন্তরঙ্গজনের পদতলে থেকে সত্যপথ অনুসরণে ব্যস্ত এবং উত্তম-শ্রেয়ঃ অবগত হওয়ার জ্ঞান নিরত সকাহু প্রার্থনা রত আছে। শ্রীল গুরুদেবই আমাদিগকে তৎপ্রেষ্ঠ বর্তমান আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজজীর আনুগত্যে ভক্তনের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর আদেশ পালনের সঙ্কল্প যেন সফল হয় তজ্জ্ঞ তাঁর কৃপা-প্রার্থনা করতঃ আজ তাঁর তিরোভাব-তিথি-পূজায় ব্রতী হয়েছি। আমার চিত্ত রজস্তমোগুণে আচ্ছন্ন হওয়ায় শ্রীল গুরুদেবের সতর্কবাণী উপলব্ধি করার ক্ষমতা হয় নাই। সেই বিদগ্ধ সন্তুগীর কৃপা পেয়েও এই অধমের চৈতন্যোদয় না হওয়ায় আজ তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্শদগণের ও একান্ত অন্তরঙ্গ পরমপূজ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশামৃতে আমার বহিমুখ চিত্তবৃত্তিকে অভিসিক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

আজ ভূ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে তদীয় এই প্রেষ্ঠ-বিগ্রহ হরিকথা পরিবেশন করায় সজ্জনমাত্রেই অতীব উল্লসিত হয়েছেন ও হচ্ছেন। শ্রীল গুরুদেবের মনোহরীষ্ট সেবাসমূহ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্শদগণ শ্রীল আচার্য্যদেব, তথা শ্রীল নারায়ণ মহারাজ, শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীল হরিজন মহারাজ, শ্রীল উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ, শ্রীল পর্যটক মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ এবং তদীয় অনেক নিজজনগণ কর্তৃক সেবাসমূহ দৃষ্টভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আরও মহৎকার্য্য ও সেবাদি প্রকাশ হইতে থাকায় এবং সর্বত্র তাঁর করুণা উপলব্ধি হওয়ায় আজ তাঁর প্রাকট্যই অনুভূত হইতেছে। প্রপূণ্যপাদ উক্ত হয় ঠাকুর বর্তমান

সময়ে সমস্তাসঙ্কুল ভারতে সর্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান ও শ্রীল গুরুদেবের বাণী ঘারে ঘারে বিশেষভাবে বহন করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম প্রচারে নিরত আছেন এবং তাঁদের অভয় বাণীতেই আমরা জানতে পারি যে, যাবতীয় সমস্তার সমাধান ও ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ এবং প্রেমানন্দ লাভ একমাত্র শ্রীগুরুদেবের বাণীতেই সম্ভব।

গুরুসেবার ফল এত আশ্চর্যজনক যে তা ধারণাতীত। ‘বিশ্রান্তেণ গুরুসেবা’—বিশ্রান্তের সহিত গুরুসেবা করিলে ক্লান্তজন হয়। পিতা যেমন অন্ধ পুত্রকে অনাদর করেন না, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবও মায়াঙ্ক বা মায়ামুগ্ধ ঘৃণিত জীবকে অনাদর করেন না,—তাঁকেও কৃপা করেন।

আমাদের শ্রীগুরুদেব এতই কৃপালু ও আমাদিগকে এতই ভালবাসিতেন তিনি আমাদের ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতেন না। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দৈব যে এখন কালের গতিতে আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বনায় তিনি আমাদের ছেড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে গেছেন। তাই বলে তিনি কি সত্যিই আমাদের ত্যাগ করেছেন বা আমাদের প্রতি স্নেহের অভাব বশতঃ কি তিনি দূরে সরে গেছেন? না—তাঁ কখনই নহে। পরন্তু তাঁর এই দূরে সরে যাওয়া আমাদের কল্যাণের জন্যই। পরম করুণাময় ও মঙ্গলময় শ্রীগুরুদেব কি আমাদের অকল্যাণ করিতে পারেন বা করেন? কখনই না! মা যেমন তাঁর স্তন্যপায়ী শিশুকে এক স্তন হঠাতে অন্য স্তনে লইয়া যান, উহাতে মাতার স্নেহের অভাব বোঝায় না, বরং শিশু যাঁতে অন্য স্তনে বেশী দুগ্ধ পায় তজ্জন্যই মা ঐরূপ ব্যবস্থা করে থাকেন এবং উহাতে তাঁর স্নেহ বেশী মাত্রায় প্রকাশ পায়। তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবও এ’ জগতে প্রকটকালীন কত বৈভবলীলা প্রকাশ করে আমাদের অন্তরালে গমন করিয়া অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করতঃ তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণের মাধ্যমে ও তৎপ্রেষ্ঠ তদীয় মূর্তিবিগ্রহ আচার্য্যদেব শ্রীল বামন মহারাজজীর মাধ্যমে আরও কত কি অভিনব বৈভব প্রকাশ করবার ইচ্ছায় ও আমাদের পরম কল্যাণ সাধন করবার উদ্দেশ্যে এবিধ লীলার অবতারণা করেছেন! বর্তমানে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলেও আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ-আশীর্বাদ আজও বর্ষিত হচ্ছে। আজ তাঁর কৃপা প্রার্থনা ক’রে জানাই—হে প্রভো! এমত শক্তি প্রদান করুন যেন আপনার উপদেশাবলী আচারের সহিত প্রচার করে আপনার পূজায় নিযুক্ত থাকার সৌভাগ্য পাই।

আজিকার এই বিরহ-দিবসে মদীয় নিজাভীষ্টদেব শ্রীল গুরুপাদপদ্বের
অদর্শনজনিত বেদনায় ব্যাখিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার কথা কীর্তন
করিতে করিতে এই প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করে স্বরচিত
নিম্নোক্ত প্রার্থনা পদটি বিরত করিতেছি।—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-পদ

ভক্তনের সম্পদ

গৌর-প্রেম হয় যাঁহা হ'তে ।

যাঁর কৃপাবিন্দু লভি' জীবৈ পায় পরাগতি,
দেবে যাঁরে বন্দে ভালমতে ॥

যাঁর পূত দরশনে পাষণ্ডও মনে মনে
কৃষ্ণনামে হয় মাতোয়ারা ।

হেন দীন-বৎসল মিলিবে না কোন কাল
খুঁজিলেও সারা বসুন্ধরা ॥

স্বামীর-বিয়োগ-ব্যথা বোঝে শুধু পতিব্রতা
তপ্ত-মরুসম জ্বলি যায় ।

বেশ-ভূষা-পরিপাটী সবই বুটা ভাবে সতী
হা-হুতাশে ইতি উতি ধায় ॥

তেমতি হারায়ে ইষ্ট মোরা সবে পাই কষ্ট
...বিশেষে এ বিরহ দিবসে ।

হে গুরু, পতিত-পাবন কর কৃপা বিতরণ
দেখা দিয়া মোদের মানসে ॥

জয়তু শ্রীগুরুদেব ! প্রভো প্রসাদ ! প্রসাদ !! প্রসাদ !!!

১ দামোদর, শ্রীগৌরাক্ষ ৪৮৫

শ্রীচরণসেবাভিলাষী

সাং—বড়বহরকুলি

অধম—

পোঃ—সিঙ্গার কোন

'চিত্তরঞ্জন'

জেলা—বর্দ্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

দু'চার কথা

হরিতত্ত্ব সাধনই আমাদের একমাত্র কৃত্য—এই উপদেশ বদ্ধজীব আমরা সাধু-শাস্ত্রের নিকট হইতে সকল সময়েই পাইয়া থাকি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের এবং শাস্ত্রের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়া বিভিন্ন রুচি-বিশিষ্ট লোক আমরা বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকেই সাধনভক্তি মনে করিতেছি। সাধু ও শাস্ত্র কাহাকে সাধন বলিতেছেন, তাহা তাহাদের আনুগত্যে আমাদের জানিতে চেষ্টা-বিশিষ্ট হওয়া দরকার। যে-ক্রিয়া দ্বারা অভীষিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হয়, তাহাকেই সাধন বলা হয়, নিরর্থক কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে সাধন বলা যায় না। কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি নিরর্থক বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে সাধন বলিয়া স্বীকার করেন না। ধৰ্ম্মজগতে যিনি যে-পথই অবলম্বন করুন না কেন, ভগবদ্বস্ত লাভই প্রকৃত ধৰ্ম্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—একমাত্র ভক্তি-ব্যতীত অন্য সকল পথই সেই উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করে।

ভক্তি আত্মার নিত্য সহজ বৃত্তি দেহমনের দ্বারা কখনই ভক্তির অনুশীলন হয় না। আমরা বদ্ধজীব, আত্মধৰ্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছি। দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া আমরা যাহা কিছু করি না কেন, সকলই জড়-ক্রিয়ামাত্র, আত্মার উপরে জড়ক্রিয়া কখনই প্রযুক্ত হয় না। এ কথা শুনিয়া বা কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়া আমাদের একটা নৈসর্গিক চিন্তাস্রোত আসে যে, কৃত্রিম উপায়ে মনোনিগ্রহাদির দ্বারা মন স্থির করিয়া বুদ্ধি বা চিত্ত শুদ্ধ করিতে পারিলে আত্মস্বরূপ জাগরিত হইবে, তখন ভক্তির অনুশীলন করিলে আমরা ভক্তির প্রকৃত সন্ধান পাইতে পারিব। সাধনকালে আমরা কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির অনুশীলন করিয়া সত্ত্বশুদ্ধি করি, শুদ্ধসত্ত্বে ভক্তিবৃত্তির উদয় হইলে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করিব। ভাগবত বলেন,—কৰ্ম্মজ্ঞানাদির অনুশীলন আমাদের অচিদ্বৃত্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু আত্মধৰ্ম্ম সম্পূর্ণ চিদ্বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অচিদ্বৃত্তির দ্বারা কখনও চিদ্বৃত্তির জাগরণ হয় না, অধিকতর সুপ্ত হয় মাত্র।

‘যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহঃ’, ‘যুজ্ঞানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভিৰ্মনঃ’, ‘প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুজ্ঞন্তো যোগিনো মনঃ’, ন সাধয়তি মাং যোগঃ’ প্রভৃতি শ্লোকে, যোগ, ‘কৰ্ম্মাণাং পরিণামিত্বাদাবি-রিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্’ ‘কৰ্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে,’ ‘কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইব্যতে’, ‘প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি ‘নারায়ণপরাজুখম্’ প্রভৃতি শ্লোকে কৰ্ম্ম,

‘জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাত্ত’, ‘যেহেতুইরবিন্দাহ বিমুক্তমানিনঃ,’ ‘জীবমুক্ত অপি’
প্রভৃতি অসংখ্য শ্লোকে কর্ম-জ্ঞানাদির প্রয়াস শ্রীমদ্ভাগবত নিরাস করিয়াছেন।

অনিত্যবস্তুর দ্বারা নিত্যবস্তুর উদ্বোধন হয় না, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি
নিত্যবস্তুর প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার নিত্য অভিমান
লইয়া নিত্যের সন্ধান আমি পাইতে পারি না, আবার অতীতকে নিত্যের
অনুশীলন না হইলে অনিত্য অভিমানের হাত হইতে ছুটিই বা পাইব কি
করা ? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, —

শৃণতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।

নাতি দীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

প্রবিষ্টঃ কর্ণরক্ত্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্ ।

ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলশ্চ যথা শরৎ ॥

ধোতাস্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি ।

মুক্ত-সর্বপরিক্লেপঃ পাত্তঃ স্ব-শরণং যথা ॥

যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরির কথা শ্রবণ করেন বা কীর্তন করেন, অতি
অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হ'ন্। কর্ণরক্ত্রের দ্বারা
শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবরূপ কমলাসনে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সকল প্রকার
মলিনতা সম্পূর্ণরূপে দূর করেন, — যেমন শরৎঋতুর আগমনে নদী-পুষ্করিণী
সকলই নির্মল হইয়া থাকে। এইরূপে যাহার হৃদয় ধোত বা পরিষ্কৃত
হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না — যেমন কোন
প্রবাসী পুরুষ সর্বপ্রকারে ক্লেশমুক্ত হইয়া নিজভবনে আগমন করিলে আর
তাহা ত্যাগ করিতে চান না।

শ্রবণ-কীর্তনদ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়। “শ্রবণং কীর্তনং বিকোঃ” শ্লোকে
শ্রবণ-কীর্তন ভক্তিরই অঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছেন। আমি দেহমনের দ্বারা
শ্রবণ করিতে পারি না, শ্রবণ-কীর্তন না হইলে আমার দেহ মনোবশের
ছুটিও হইবে না, তাহা হইলে আমার সাধন কিরূপে হইবে ? অনেকে আবার
বলিতে থাকেন যে, ভক্তিই জীবের সাধন, সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞানদ্বারাই
ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু ভাগবতের বাণীতে আমরা পাই যে,
যাহারা কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাহারা বৃথাশ্রম করেন মাত্র, কোন
উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎ লাভ তাহাদের হয় না। ভক্তি দ্বারাই
ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়। ‘ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রাণিহিতেহমলে

‘অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং’—এই বাক্যে ভক্তি দ্বারাই ভগবদ্বাক্যলাভের কথা বলা হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন,—

‘ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।’ ভক্তিই জীবকে ভগবদদর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকেন। ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম। যিনি লইয়া যান—ভগবদনুগমনের পন্থাস্বরূপ হ’ন, তিনিই ভগবদ্বাক্য লাভের উপায়। যাহার দ্বারা পূর্ণ পুরুষ ভগবানকে বশীভূত করা যায়, তাহাই আমাদের প্রয়োজন বা উপেয়। সাধ্য ও সাধনরূপে আমরা ভক্তিই পাই। মহাজনগণ ভক্তিকে তিন প্রকার স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শাস্ত্র বলেন—নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকটন-সাধন যাহার দ্বারা হয়, তাহাই সাধনভক্তি। আমার জড়-দেহ-মনের দ্বারা আমি যাহা কিছু অনুশীলন করিতে পারি, তাহা সকলই জড়। সেই সকল জড়ক্রিয়া দ্বারা কিরূপে চিন্ময় আত্মার নিত্যসিদ্ধ স্বভাবের প্রকটন-কার্য্য সিদ্ধ হইবে? সাধু-মহাজনগণ আমাদিগকে বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতে “শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং” বলিয়া যে শ্রবণ-কীর্তনের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা জড়-দেহমনের নহে; সেবোন্মুখ চিৎ-কর্ণ-জিহ্বা ও মনের দ্বারাই এই শ্রবণ-কীর্তন সাধিত হয়। আবার এই সেবোন্মুখতা লাভ করিবার জন্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি তত্ত্বসমূহই অনুশীলন করিতে হইবে। আমাদের জড়কর্ণের দ্বারা আমরা যে-শ্রবণ করিব, জড় জিহ্বাদ্বারা যে কীর্তন করিব, হস্তাদির দ্বারা যে-অর্চন করিব, পদদ্বারা হরিক্ষেত্রানুসর্পণ, মনের দ্বারা ধ্যান-ধারণা—যাহা কিছু করিব, তাহার কিছুই আমাদের আত্মার ক্রিয়াশীল হইতে পারে না—ইহা সত্য; এ জন্ত তাহাকে সাধনভক্তি বলা যাইবে না—ইহাও সত্য। নিষ্কপট হইয়া, অন্ততঃ সম্পূর্ণ নিষ্কপট হইবার আকাঙ্ক্ষা চিত্ত লইয়া জড়চেষ্টা দ্বারাও তত্ত্ব-অনুষ্ঠানে প্রকৃত যত্নপর হইলে ভক্তিদেবী প্রসন্ন হ’ন। তাহারই কৃপায় আমাদের এই সকল চেষ্টা জড় হইলেও অশুদ্ধ জড়মনের প্রতি শুদ্ধ প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্রমে তাহাকে জড়াভিমান হইতে মুক্ত করে। চিদাভাস মন জড়ধর্মের অনুশীলনে সর্বদা নিযুক্ত থাকিয়া আত্মধর্মের বিকাশে বাধা দেয়। যখন মনের উপর হইতে জড়ধর্মের প্রাবল্য চলিয়া যায়, তখনই চিদ্ধর্ম বা আত্মধর্ম মনে বিকসিত হয়। মনই ইন্দ্রিয়াধিপতি; জড়ধর্মের আনুগত্য ছাড়িয়া মন আত্মানুগত হইতে থাকিলে সকল ইন্দ্রিয়ও তাহার

অনুসরণ করে। এষ্ট আত্মানুগ মনের অধীনে সেবোন্মুখ ইঞ্জিয়ের দ্বারা যে-ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন হয়, তাহাই আত্মবৃত্তি—ভক্তির অনুশীলন। জড়ান্তিনিবেশ থাকাকালে জড় দেহমনের দ্বারা জীব যে-ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে, পরমারাধাতম শ্রীল প্রভুপাদ তাহাকে সাধন-ক্রিয়া বলিয়াছেন। আত্মবৃত্তি দ্বারা চালিত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহার দ্বারাই আত্মগত নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকটন হয়। তাহাই সাধনভক্তি। শ্রীল প্রভুপাদ দুইটী উদাহরণ দ্বারা তাহা সূষ্ঠ ও প্রাজ্ঞলভাবে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ধূলি-দ্বারা আবৃত দর্পণে মুখ দেখা যায় না, তাহার জন্ত যে, দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিবার শক্তি নাই মনে করিব, তাহা নহে। ধূলিরাশি ঝাড়িয়া ফেলিলে তাহার ধর্ম প্রকাশ পাইবে। এই ধূলি ঝাড়াই সাধন-ক্রিয়া। আর একটী উদাহরণ দিয়াছেন যে, কাচের শিশিতে মধু আছে, কাচের উপরে যদি কাদা লাগে, তবে মধুকে পরিষ্কার করিতে হইবে না, কাচের পাত্রটী পরিষ্কার করিলেই হইবে। এইরূপ কার্য্যই সাধন ক্রিয়া। চিদাভাস মনকে আমরা চিহ্নস্তু আমি বা আত্মবস্তু বলিয়া মনে করি—এইরূপ বিবর্তজ্ঞানে মলিনতা। এই মলিনতা মনের উপরেই আছে—আত্মাকে স্পর্শ করে না, একটা আবরণ মাত্র দিয়াছে। এই মলিনতা দূর করিতে মনের উপরেই কার্য্য করিতে হইবে, আত্মার উপরে নহে। তবে মলিনতা দূর করিতে হইলে আত্মধর্মের অনুগত হইয়া করিতে হইবে, তাহা না হইলে আত্মধর্মের প্রতিফলন কখনই চিদাভাস মনে হইবে না। সাধনভক্তি এই জাতীয় নহে। তাহা আত্মবৃত্তিতে নিত্যই আছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাহার উদাহরণ দিয়াছেন,—“কোনও একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার সকল শক্তি সঞ্চিত আছে, কিন্তু শক্তির প্রকাশ না দেখিয়া আমি যদি মনে করি যে, উহার গতি শক্তি নাই, তাহা হইলে ভুল হইবে। সঞ্চিত শক্তিবিশিষ্ট একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে ইঞ্জিনের ক্রিয়া-শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তদ্রূপ জীবাশ্মরূপেও নিত্যসেবাবৃত্তি সক্রিয় না হইলেও বিরাজমান আছে। অনর্থাপগমে কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি স্বতঃই প্রকাশিত হয়। সাধনক্রিয়া আত্মার উপর কার্য্যকরী নয়, কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তি পরিপক্বাবস্থায় ক্রমে ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি প্রকাশ। যেমন একটি আম্রফলের কাঁচা, ডাঙ্গা ও পাকা অবস্থা। পক্কফলটী কৃষ্ণসেবার সম্পূর্ণ উপযোগী। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্নো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গন্তঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেবরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ ; ইং ২৮।১১।৭১

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্জারাদ্য বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ১৯শে মাঘ (ইং ২২।১৯৭২) বুধবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভা-বির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া) -তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ২১শে মাঘ (ইং ৪।২।৭২) শুক্রবার ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্টে ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ একট-বাসর (মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী) পর্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুভভক্ত্যানুষ্ঠানে সবাস্কব যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইব। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্নকৃতি অর্জিত হইবে।


বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বুধবার পূর্বাঙ্কে শ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা। বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধে আলোচনা। শুক্রবার পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ও অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহেতুক্যপ্রতিহতা বয়াত্মা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহেতুকী ভক্তি বিহীন ॥

অন্য ধর্ম সূত্ৰরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ১৪ মাঘ, ৪৮৫ গোরাক
শুক্লাব, ২৯ গোষ, ১৩৭৮ ; ইং ১৪।১।১৯৭২ } ১১শ সংখ্যা

সান্নিহাদং মনঃশিক্ষা

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতা]

॥ শ্রীগান্ধর্ব-গিরিধরাভ্যাং নমঃ ॥

গুরো গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সৃজনে ভূসুরগণে

স্বমন্ত্রে শ্রীনাগ্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে

সদা দন্তং হিত্বা কুরু রতিমপূর্বামতিতরা

ময়ে স্বান্তব্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥

অথে ভ্রাতঃ হে মন ! তুমি দন্ত পরিত্যাগ করিয়া গুরুদেবে, গোষ্ঠে
(ব্রজে) ও গোষ্ঠ বাসিজন (ব্রজবাসি সকলে) সৃজনে (বৈষ্ণবজনে)
ব্রাহ্মগণে, স্বমন্ত্রে (স্ব স্ব দীক্ষিতমন্ত্রে) শ্রীভগবন্নামে এবং ব্রজের নবযুবক
দ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ রক্ষকে সর্বদা শীঘ্র অপূর্বা রতি বিধান কর । আমি
তোমার পদধারণপূর্বক এইটী চাটু বাক্য দ্বারা যাচঞা করিতেছি ॥ ১ ॥

ন ধর্ম্যং নাধর্ম্যং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্যামিহ তনু ।
শচীসুতুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে অর পরমজত্মং ননু মনঃ ॥ ২ ॥

হে মন ! বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম্যই হউক বা বেদ নিষিদ্ধ অধর্ম্যই হউক
তুমি তাহা কিছুই করিও না, এই সংসারে থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের
প্রচুর পরিচর্যা বিস্তার কর এবং ইনিই সেই নন্দনন্দন এই জ্ঞানে শচীতনয়
শ্রীগৌরাদকে তথা ইনিই মুকুন্দপ্রিয় এই জ্ঞানে শ্রীগুরুবরকে নিরন্তর স্মরণ
কর ॥ ২ ॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূমি সরাগং প্রতিজ্ঞনু-
যু'বদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষে:
স্বরূপং শ্রীরূপং সগগমিহ তস্মাগ্রজমপি
স্মৃটং প্রেমা নিত্যং অর নম তদা হং শৃণু মম- ॥ ৩ ॥

হে মন ! শ্রবণ কর । তুমি যদি প্রতি জন্ম ব্রজভূমিতে এবং শীঘ্র যদি
রাধাকৃষ্ণকে সেবা করিতে অভিলাষ করিয়া থাক তবে তুমি স্বরূপ ও সগগ-
মিলিত শ্রীরূপ এবং শ্রীরূপের অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভক্তিসহকারে
নিত্য স্মরণ ও নমস্কার কর ॥ ৩ ॥

অসদ্ব্যর্ত্তা বেশ্যা বিন্দ্ভুজ মতিসর্বস্বহরণী:
কথা মুক্তিব্যাঘ্রা ন শৃণু কিল সর্বাভ্যাগিলনী:
অপি ত্যক্তা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণে স্বরতিমনিদৌ হং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥

অপর হে মন ! তুমি অসজ্জনের সহিত স্থিতিরূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর ।
যে স্থিপি বুদ্ধিরূপ সর্বস্ব ধনকে হরণ করিয়া থাকে । এবং মুক্তি-রূপা
ব্যাঘ্রীর কথা শ্রবণ করিও না, ঐ ব্যাঘ্রী সর্বগরীর গ্রাস করিয়া ফেলিবে অর্থাৎ
মুক্তির কথা শ্রবণ মাত্র লোক মুক্তিগ্রস্ত হইয়া থাকে, তথা ব্যোম প্রাপিনী
আকাশমার্গ দিয়া লইয়া যাইবে যে লক্ষ্মীপতিতে রতি অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ-
ভক্তি তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে রাধাকৃষ্ণকে ভজন কর, উহার
আত্মস্থিত প্রেমরূপ মণি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

অসচেষ্টা কষ্ট প্রদবিকট পাশালিভিরিহ

প্রকামং কামাদি প্রকট পথপাতিব্যতিকরৈঃ ।

গলে বদ্ধা হন্তেহহমিতি বকভিষ্মতুপগণে

কুরু হুং ফুংকারানবতি স যথা হুং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥

হে মন ! মাৎসর্যাস্তু কামাদিরূপ কুপথ প্রাপক যে বাটোয়াল অর্থাৎ বাটপার সে অসৎ চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুশ্রেণী দ্বারা আমার গলে বন্ধন করিয়া বিনষ্ট করিতেছে অতএব তুমি বক - ক নন্দনন্দনের পথরক্ষক বৈষ্ণবগণে এমত কাতর্যাস্বরে ফুৎকার কর যে, ২ হাতে তাঁহারা আসিয়া এই মাৎসর্যাস্তু কামাদি শত্রু হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥

অরে চেতঃ প্রোচুৎ কপটকুটীনাটীভর খর

ক্ষরমুত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্ ।

সদা হুং গাক্ষর্ব্বা গিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ

সুধাত্তোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥

অরে হৃকোষ চিত্ত ! তুমি কেন উদিত কপটাদি কুটীনাটী ভর অর্থাৎ আপনার অন্ত্র যে নিবেশাতিশয়রূপ গর্দভের স্রাবিত মুত্রে আত্মাকে এবং আমাকে স্নান করাইয়া দগ্ধ হইতেছে । অতএব তুমি সর্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে যে প্রেমভক্তি তাহাই বিলাসবিশিষ্ট নিশ্চল অমৃতসমুদ্র তাহাতে স্নান করিয়া আপনাকে এবং আমাকে অতিশয় সুখী কর । ৬ ॥

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্ট স্বপচরমণী মে স্মদিনটেৎ

কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ ।

সদা হুং সেবস্ব প্রভুদয়িত সামন্তমতুলং

যথা তাং নিক্ষাশ্য হরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥

অহে ! মোনাবলম্বন করিয়া ভজনের অনুসন্ধান কর, কেন বচন পরিপাটী দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিতেছ ? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, অহে মন ! প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তীচ্ছারূপ কুলটা চণ্ডালরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে অতএব কেন নিশ্চল প্রেম আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিবে ? তুমি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ সামন্তগণের অর্থাৎ ক্ষুদ্ররাজের সেবা কর । যে প্রকারে সেই রাজা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তীচ্ছারূপ কুলটা চণ্ডাল রমণীকে হৃদয় হইতে নিক্ষেপিত করিয়া সাধুপ্রেমকে স্থাপিত করিবেন ॥ ৭ ॥

যথা দৃষ্টং ত্বং মে দরয়তি শঠস্ঠাপি কৃপয়া
 যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যজ্জলমসৌ ।
 যথা শ্রীগান্ধবী ভজন বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
 তথা গোষ্ঠে কাক্য গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥

হে মন ! অত্র কর্তব্য বলি শ্রবণ কর, তুমি তাদৃশ কাকু বাক্যের দ্বারা
 গোষ্ঠে সেই গিরিধরকে ভজনা কর, যে প্রকারে সেই গিরিধর শঠাস্তকরণ
 আমার দৃষ্টতা দূর করেন এবং কৃপা করিয়া আমাকে প্রেমামৃত দান করেন
 এবং রাধিকার ভজনের নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করেন ॥ ৮ ॥

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে
 শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুল সখীত্বেতু ললিতাং ।
 বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণগুরুত্বে প্রিয়সরো
 গিরিন্দ্রো তৎপ্রেক্ষ্য ললিত রতিদত্তে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

অপিচ হে মন ! তুমি শ্রীরাধার নাথরূপে ব্রজবিপিনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ
 কর এবং বৃন্দাবনেশ্বরীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াক্রূপে স্মরণ কর, ললিতা নামী
 সখীকে রাধার সখীরূপে স্মরণ কর, বিশাখাকে শিক্ষাগুরুরূপে স্মরণ কর ॥ ৯ ॥

রতিং গৌরী লীলে অপিত্তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
 শচী লক্ষ্মী সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ ।
 বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ নবীনব্রজসতীঃ
 ক্ষিপত্যাৱাদ্যাতাং হরিদায়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥

যিনি সৌন্দর্য্যকিরণের দ্বারা কামপত্নী রতিকে ও ভবপত্নী গৌরীকে
 এবং শক্তিরূপা লীলাকে তাপ দিতেছেন এবং সৌভাগ্যের দ্বারা শচী, লক্ষ্মী
 ও কৃষ্ণপত্নী সত্যাকে পরাভব করিতেছেন । তথা যিনি বশীকারাদি স্নেহধর্ম্ম
 দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজ সতীদিগকে সন্তাপপ্রদান করিতেছেন,
 হে মন ! সেই হরিপ্রিয়া রাধাকে তুমি সর্বদা ভজনা কর ॥ ১০ ॥

সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশ রাধাগিরিভূতো-
 ব্রজৈ সাক্ষাৎ সেবালভন বিধয়ে তদগুণবৃজোঃ ।
 তদিজ্যাখ্যাধ্যান শ্রবণ নতি পঞ্চামৃতমিদং
 ধয়নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥

হে মন ! তুমি স্বীয় গুরু শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোষ্ঠে ললিতাদি ও সুবলাদি-
গণযুক্ত কন্দর্পবিবশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্তি বিধানের নিমিত্ত
প্রত্যহ নীতি অর্থাৎ ভজন পরিপাটী সহকারে শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা, নাম,
ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কাররূপ পঞ্চামৃত পান করিয়া সর্বদা গোবর্দ্ধনকে ভজনা
কর ॥ ১১ ॥

মনঃ শিক্ষাদৈকাদশক বরমেতন্মধুরয়া
গিরাগায়তু্যৈঃ সমধিগত সর্বার্থভতি যঃ ।
সযুথঃ শ্রীরাপামুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥

॥*॥ ইতি শ্রীমনঃ শিক্ষাদাখ্যামেকাদশকং সম্পূর্ণম্ ॥*॥

যে ব্যক্তি মনের শিক্ষাপ্রদনামক এই একাদশ শ্লোক মধুর বাক্য দ্বারা
প্রফুল্ল চিত্তে উচ্চস্বরে গান করিবেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অমুগামী হইয়া গোকুল-
বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল ভজনরত্ন লাভ করিবেন । ১২ ।

॥ * ॥ ইতি মনঃশিক্ষাদনামক একাদশশ্লোকসম্পূর্ণ ॥ * ॥

উর্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ বিচার

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, কলিকাতা

১নং উল্টাডিলি-জংসম রোড্

ইং ১/১০/১৯

স্নেহবিগ্রহেযু—

আপনার ১২ই আশ্বিন তারিখের কার্ড পাইলাম । শ্রীভক্তিবিনোদ-
জন্মোৎসবে আপনার প্রেরিত আমুকূল্য পূর্বেই পাইয়াছি । আমি একপক্ষ-
কাল শ্রীরায়াপুরে থাকিয়া কলকাতার হইয়া গত শুক্রবার শ্রীআসনে ফিরিয়াছি ।
সম্প্রতি বিজয়া-দশমী দিবসে আমার পূর্ববঙ্গে শ্রীনাম প্রচারোদ্দেশে অভিযান
করিতে হইবে । শ্রীউর্জাব্রতের নিয়ম এই যে, আমিষ-ভক্ষণ মাসকলাই অর্থাৎ

ডাল, তাম্বুল, বরবটী, সিম, পয়সিত খাদ্য নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির যে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়। সাধারণতঃ নিয়ম-হবিষ্য, মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা, আলস্য ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহার-সমূহ পরিহার এবং ক্ষৌরকার্যাদি বর্জন, নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীর ধর্ম সর্বতো-ভাবে পালন করা। প্রতীপসম্প্রদায় এখন কিছু নিস্তক, নিজ নিজ বিষয়েই ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর সর্বাপেক্ষা ভাল আছেন দেখিয়া আসিয়াছি। একটি প্রাচীন ভক্ত তাঁহার কাছে আছেন। অত্রস্থ কুশল।

নিত্যানীকাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্ত্যানুকূল্য)

১। ভক্তির অনুকূল বিষয়ের প্রতি শুদ্ধভক্তের সঙ্কল্প কিরূপ ?

“তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয় ।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ।
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে ।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥”

২। ভজনের সর্বাপেক্ষা অনুকূলক ?

“শুদ্ধ ভকত-চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল ।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি,
প্রেম-লতিকার মূল ॥”

৩। ভজনানুকূল বস্তুতে শুদ্ধ ভাগবতের কিরূপ দর্শন হয় ?

“যে দিন গৃহে ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায় ।
চরণ-সীধু, দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ॥”

৪। ভক্তনের অনুকূল ও প্রতিকূল আশ্রমের বিচার কিরূপ ?

“নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান, তাহাতে কোন বিচার নাই ; কেন না, গৃহ নামানুশীলনের অনুকূল হইলে ভিক্ষাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার নামানুশীলনের প্রতিকূল হইলে গৃহত্যাগই বৈষ্ণবের কর্তব্য।”

—‘নামবলে পাপবুদ্ধি’, হঃ চিঃ

৫। নামভজনকারীর আনুকূল্য ও প্রতিকূল বিচার কিরূপ ।

“নামভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল, তাহা ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না। নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল, তাহা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক, —এই অনন্তভাবে আশ্রয় করিবেন।”

—‘কৃষ্ণদাস্ত’, সঃ তোঃ ১১।৬

৬। ভগবন্নিবেদিত তুলসী-চন্দনাদি ধারণ ভক্তির অনুকূল কেন ?

“তুলসীাদির আশ্রাণের দ্বারা লাম্পট্য-বৃত্তির উদ্ভেজকরূপে অপর তীব্র গন্ধাদি পরিত্যক্ত হয়। গন্ধদ্রব্যের লাম্পট্যে জগতে অনেক বিপদ ঘটে। কর্মসাধনরূপ দেহকে গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলেপিত করত মৃগগণ স্ত্রীলাম্পট্য, আলস্য প্রভৃতি অনেক অনর্থের উদয় করে। ঐ বৃত্তিকে দমন করণার্থ সরল গন্ধযুক্ত তুলসীচন্দনকে নিবেদন করিয়া ধারণ করিলে প্রত্যাহার ও পরানুশীলন, উভয়ই হইতে পারে।

—তঃ স্ঃ, ৩৫ স্ঃ

৭। বিষয়সমূহকে অনুকূল করিবার কৌশল কি ?

“বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বेष তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগ-দ্বেষকে বশীভূত করিবে ; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ থাকিবে না।”

—গীঃ রঃ, ৩ঃ, ৩।৩ঃ

৮। ‘তত্ত্ববিচার’ ভক্তির দৃঢ়তা সাধনের অনুকূল কেন ? তত্ত্ববিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণের স্বরূপ কি হইতে পারে ?

“ভক্তদিগের পক্ষে শুদ্ধজ্ঞান, ফলবৈরাগ্য ও বক্ষ্য-তর্কের পরিত্যাগ স্বরূপ আবশ্যক, তত্ত্ববিচার ও তৎপদার্থে বিমল অনুরাগ অর্পণ করাও

সেইরূপ আবশ্যক জানিতে হইবে। কিন্তু যাহারা রাগ-বাহুল্যপ্রযুক্ত ভাববিচারে অনাদর করেন, তাঁহাদিগকে নিতান্ত-মুক্ত, অথবা নিতান্ত বদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে।”

—ত: স্ত: ৪ স্ত:

৯। গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার কিরূপে হয়? কর্মজড়-স্মার্ত-বিধানে পিতৃলোককে পিণ্ডাদিদান কি ভক্তির অনুকূল,—না প্রতিকূল?

“শ্রাদ্ধ দিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবাপূর্বক সেই প্রসাদপিণ্ড পিতৃলোককে দান করা এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত স্মার্তক্রিয়াতে ভক্তিপূর্বক মিশ্রিত করিলেই কর্মের কর্মত্ব গেল।”

—ভৈ: ধ:, ৭ম অ:

১০। শরণাগত ভক্ত কি কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি করেন। তাঁহার পক্ষে কি কি বিধি ভক্তির অনুকূল?

“শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃক্লেশ পরিশোধের জন্য কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবৎপূজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণ-পূর্বক স্বর্গণের সহিত প্রসাদ সেবন করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি।”

—ভৈ: ধ:, ১০ম অ:

১১। বৈষ্ণব গৃহস্থের পক্ষে কি অসবর্ণ বিবাহাদি বা চাতুর্কর্ণ্য ব্যবহার ত্যাগই ভক্তির অনুকূল?

“গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আর্য্য হন, অর্থাৎ চাতুর্কর্ণ্য হন, তবে বিবাহ-ক্রিয়া তাঁহার সর্বর্ণের মধ্যেই করা উচিত, কেন না, সংসার-যাত্রা নির্বাহের জন্য চাতুর্কর্ণ্যধর্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়:। চাতুর্কর্ণ্য-ব্যবহার-ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায়, এরূপ নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা ভক্তির অনুকূল হয়, তাহাই কর্তব্য।”

—ভৈ: ধ:, ৬ষ্ঠ অ:

১২। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের ভক্ত্যানুকূল সমৃদ্ধি কি?

“গৃহত্যাগী ব্যক্তির মাধুকরী তিফা এবং গৃহস্থ ভক্তের স্ব-বর্ণাশ্রম-বিধি-সম্মত বৃত্তি,—ইহাই সমৃদ্ধি।”

—পী: বৃ: ৩

১৩। সাত্ত্বিক আহার কি হরিতভক্তনের অনুকূল ? কেবল সাত্ত্বিক আহারে ফলোদয় হয় না কেন ?

“আদৌ সাত্ত্বিক আহার দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। ‘সত্ত্ব’ শব্দে শরীর ও মনকে বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও যদি ব্যবহারসকল সাত্ত্বিক না হয়, তবে শুদ্ধসত্ত্বও ক্রমশঃ অপদৃষ্ট হয়। ‘ব্যবহার’-শব্দ দ্বারা আহার ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচারকে বুঝিতে হইবে। জীমঙ্গ-পরিত্যাগ, সত্য, সরলতা ও অহিংসা প্রভৃতি এবং যম ও নিয়ম-গত সমুদায়ই ‘ব্যবহার’-শব্দের অন্তর্গত। আহার ও ব্যবহার সাত্ত্বিক হইলেও মানব যে-পর্যন্ত নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন না করে, সে পর্যন্ত মানব-প্রকৃতির সম্যক উন্নতি কিরূপে হয় ? যদি কেবল সাত্ত্বিক উন্নতির ফল দেখিতে চান, তবে মাসাধিক সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক অনুশীলন করিয়া দেখুন, অবশ্যই ফল লাভ করিবেন। কোন অংশে ত্রুটি হইলে অবশ্যই ফলের ব্যাঘাত হইবে। ব্যবহার ও অনুশীলন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সাত্ত্বিক আহারের প্রয়োজন।”

—‘মৎস্য-মাংস-ভোজন’, সঃ তোঃ ২৮

১৪। ভক্তের বর্ণাশ্রমলক্ষণ কৰ্ম কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয় ?

“জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্বাহ করিবার অস্তিত্বপ্রায়ে যে-কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-কৰ্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া ‘ভক্তি’তে পরিগণিত হয়। সে সকল কৰ্ম আর ‘কৰ্ম’ বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে স্বনিষ্ঠ ভক্তগণ কৰ্ম ও কৰ্মফলকে ভক্তির অনুগত করেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ কেবল লোক-সংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কৰ্ম আচরণ করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যানুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন।”

—‘প্রয়াস’, সঃ তোঃ ১০।৯

১৫। গীতায় কিরূপ কৰ্মের প্ররোচনা আছে ?

“কৰ্মের নামই জীবনযাত্রা। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কৰ্ম সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ স্থির করিয়াছেন যে, যে-কৰ্ম—ভক্তির অনুকূল, তাহা করিবে এবং যে কৰ্ম—ভক্তির প্রতিকূল তাহা ত্যাগ করিবে।”

—চৈঃ শিঃ ২।২

১৬। ভক্ত ও কর্মীর কর্ম্যচরণের মধ্যে পার্থক্য কি ?

“তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করিতে পার, কর ; তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্বারা ভক্তির অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে। আমরা বৈরাগী নই, আমরা অনুরাগী। আমরা এইমাত্র বলি যে, সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎসামুখ্য স্বীকার করুক। কর্ম্ম সকলের অবান্তর ফল যে, স্বার্থসুখ, তাহার দ্বারা কর্ম্মসকল চালিত না হউক। ভগবদ্ভক্তির উন্নতির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মসকল কৃত হউক। কার্য্য সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে, তুমি কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিবে, আমি ভগবদানুভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিব। কোন সময়ে বিরক্তিক্রমে আমার কর্ম্মচেষ্টা থক্ক হয়। তাহাও কোন অবস্থায় তোমার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লাভের সদৃশ। তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবদ্ভক্তিক্রমে কর্ম্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ—তোমার পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র, আমার পক্ষে ভক্তি-সাধনক্ষেত্র। তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকে আমি বহিস্থুখ বলিয়া জানি ; যেহেতু তুমি কর্ম্মের জগুই কর্ম্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্ত কর্ম্ম কর না। তোমার নাম—সেশ্বর-নৈতিক বা কর্ম্মী, কিন্তু আমার নাম—ভক্ত।” —চৈঃ শিঃ ৮ উপসংহার

১৭। ক্ষমা শ্রাঘ্যা কেন ?

“ক্ষমা—ভক্তির অনুকূল।”

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।১১

১৮। ভক্ত্যানুকূল বিশ্বাস কি ?

“ভগবানই বৈষ্ণবের একমাত্র রক্ষক—এই বিশ্বাস করা কর্তব্য।”

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।১৩

১৯। দারিদ্র্য ভক্তের নিকট হরিসেবা ও দুঃসঙ্গ-বর্জনের পক্ষে অনুকূল কেন।”

“দারিদ্র্যতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ কহিয়াছেন যে, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন আমি ক্রমে-ক্রমে হরণ করি ; কেন না, তাহা হইলে তাহার কপট বান্ধবগণ তাহাকে দুঃখদুঃখিত মনে করিয়া ত্যাগ করিবে ; তাহার অসংসঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে।”

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।১৯

২০। হরিত্রতাদির অনুষ্ঠানে কি হয় ?

“জয়ন্তীত্রত, একাদশী ও উজ্জ্বার পালনাদি-অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।”

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৭৪

২১। ‘উৎসাহ’ কি ?

“আদরের সহিত অনুশীলনই ‘উৎসাহ’।

শ্রীঃ বঃ বৃঃ ৩

২২। উৎসাহ ভক্তনের অনুকূল কেন ?

“যদি ভক্তন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ নীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনও নাম-ভক্তনে উদাসীনতা, আলস্য বা বিক্ষিপ্ত আসিতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভক্তনের সহায়। ভক্তন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্প দিনের অনিষ্ঠতা-ধর্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে।”

—‘উৎসাহ’, সঃ তোঃ ১১।১

২৩। উৎসাহহীন শ্রদ্ধা কি কার্য্যকরী ?

“‘শ্রদ্ধা’-শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহহীন শ্রদ্ধায় কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তৎবিষয়ে উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না।”

—‘উৎসাহ সঃ তোঃ ১১।১

২৪। বদ্ধজীবের উন্নতির উপায় কি ?

“সাধু ও মহাজনের কৃপা এবং কৃষ্ণ-কৃপা জনিত জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যানুখী স্মৃতিলাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয়।”

—‘নিশ্চয়’, সঃ তোঃ ১১।৪

২৫। বিষয়কথা কি ভক্তির আনুকূল্য করিতে পারে ?

“জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়। তবে অবশ্য-অবশ্য মৌনত্রত অবলম্বন করিবেন। হরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে হরিভক্তি-বিষয়ের অনুকূলরূপে যে-বিষয়-কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নহে।”

—‘ধৈর্য্য’, নচ তোঃ ১১।৫

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমারাম্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ
প্রভুবরের অপ্রকট-লীলাবাসরে
বিরহ-বেদনা

[৬]

“অজ্ঞান তিমিরাক্ষয় জ্ঞানাজননশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
মুকং কৰোতি বাচালং পশুং লজ্জয়তে গিরিম্ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥”

শ্রীগুরুদেব ! আজি তোমার বিরহ-দিনে ।

কান্দিছে অনুগতজন তব অদর্শনে ॥

আর্তনাদে গাহিছে তোমার মহিমা ।

তব গুণের তুমিই হও সীমা ॥

হৃদয়ের বেদনা জানাই কাহারে ।

পুনঃ কি তুমি আসিবে আর ফিরে ॥

দেখিব কি সেই অভয় শ্রীচরণ ।

শুনিব কি আর সুমধুর বচন ॥

অলৌকিক লীলা রচিলে ভুবনে ।

তব মহিমা বেদপুরাণে বাখানে ॥

আচার্য্যভাস্কর-রূপে গৌর-গগনে ।

কিবা আশ্চর্য্যলীলা দেখিহু নয়নে ॥

গৌরপদাঙ্কিত নানা লীলাস্থানে ।

পরিক্রমিলেন লইয়া ভক্তগণে ॥

পুলক প্রেমাশ্রু যুগল নয়নে—

অধৈর্য্য হইতে, চিন্ময়কাননে ॥

উদার চরিত তব স্নেহ দানে ।
 দয়ার ঠাকুর তুমি জানে বিভূষনে ॥
 দয়া ক্ষমা হয় তব বিভূষণে ।
 সदा, মত্ত ছিলে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ণনে ॥
 পরতত্ত্বে তব চিত্ত নিমগন ।
 গান্তীর্ঘ্য হৃদি, বদন সুপ্রসন্ন ॥
 তুমি কৃষ্ণপ্রিয় গৌরপ্রের্ষ জেনে ।
 শরণ লইলু তব শ্রীচরণে ॥
 পরতত্ত্ব হারা জীবের কারণে ।
 করুণার মূর্তি দিয়েছিলে দরশনে ॥
 ভাগবতে বর্ণিত আছে প্রেমের প্রকার ।
 তব অঙ্গিতে সাত্ত্বিক বিকার ॥
 শ্রীগুরুদেব ! কৃপা কর এ দীন-দুঃখিনীরে ।
 ভাষাহীনা বুদ্ধিহীনা ভুলিওনা মোরে ॥

নিবেদিকা—

আপনার কৃপাপ্রার্থিনী ভাগ্যহীনা
 (শ্রীমতী) “গিরিবাল্লা” (দেবী)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৪)

দেবর্ষি নারদের নিকট কতিপয় মুনি প্রশ্ন করিয়াছেন—হে নারদ !
 মুক্তপুরুষের প্রেমভক্তি কিরূপে হয় ? তদ্বত্তরে নারদ বলিয়াছেন—পুরুষার্থ
 সকলের মধ্যে তুর্ধ্যামুক্তি শ্রেষ্ঠা হইতেও শ্রেষ্ঠা, যাহাতে চিংসতা অহং
 মায়িক গুণময় অভিমান বর্জিত হয়, তাহাকে তুর্ধ্যামুক্তি বলে । পূর্ণ
 অহস্তাময়ী ভক্তি তুর্ধ্যাতীতা বলিয়া কথিতা হন ।

কৃষ্ণ পরিপূর্ণাত্মা সর্বত্র সুখরূপ । ভক্তিবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অনুশীলন
 করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দর্শন করা যায় ।

জীবমুক্ত পুরুষের দেহ থাকিলেও দেহাভিনিবেশ থাকে না, অভিনিবেশ থাকে চিৎসত্তা আত্মায়। এজন্য তাহাদের চিৎসত্তা বলা হইয়াছে। যাবৎ বাসনালেশ থাকে, তাবৎ মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এজন্য জীবমুক্ত জীব নিষ্পৃহ। যাহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার প্রেমভক্তি লাভ হয় কিরূপে? আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই বাঞ্ছিত বস্তু লাভ হয়। মুনিগণের সন্দেহ—ভক্তি হইতে বিষয় বৈরাগ্য এবং অন্তর বিরক্তি না জন্মিলে মুক্তি হয় না। সাধ্য মুক্তি হইতে সাধনভক্তির আবির্ভাব হয় কিরূপে? দেবর্ষি বলিলেন—জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রে মায়িক অভিমান থাকে। মুক্তি মায়িক অভিমানরহিতা, উক্ত অবস্থাত্রে অতীতা বলিয়া তাহাকে তুর্য্যা বলা হইয়াছে। মুক্তি ধর্মাদি পুরুষার্থ হইতে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরাংপরা—শ্রেষ্ঠা হইতেও শ্রেষ্ঠা। মায়িক অভিমান থাকে না, শুদ্ধ জীবস্বরূপের অনুভূতি থাকে; এজন্য মুক্তিকে নিরহং চিৎসত্তা বলা হয়। মুক্ত জীব শুদ্ধ চিৎসত্তা মাত্রে অবস্থান করেন আর প্রেরণভক্তিসম্পন্ন জীব চিন্ময় পার্শদদেহে বিরাজ করেন। তখন তাহার শ্রীহরিদাস অভিমান—যেমন জীব তেমন অভিমান; এজন্য প্রেমভক্তিকে পূর্ণ অহঙ্কাময়ী বলা হইয়াছে। স্বরূপ-সংপ্রাপ্তি অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধ বর্জনের পর শুদ্ধস্বরূপ জীবের পার্শদত্ব প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া মুক্তির পর ভক্তিলাভ সম্ভব। এই ভক্তি ভগবৎসেবারূপ। বদ্ধজীব তাহা লাভ করিতে পারে না। মুক্ত জীব পার্শদদেহে তাহা প্রাপ্ত হন। চিৎসত্তা মাত্র অবলম্বনরূপা মুক্তি ব্রহ্মসামুদ্র্য।

ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণজ্যোতিঃ। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয়। বৈকুণ্ঠের বাহিরে প্রকৃতির পরপারে ব্রহ্মধাম বিরাজমান—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল।

কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জল ॥

‘সিদ্ধলোক’ নাম তার প্রকৃতির পার।

চিৎস্বরূপ, তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নিবিশেষ।

ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।

নিবিশেষ জ্যোতির্বিষ বাহিরে প্রকাশ ॥

নিবিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময়।

সামুদ্রের অধিকারী তাহা পায় লয় ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫ম পঃ)

ব্রহ্ম প্রাকৃত ইঞ্জিয়ার অগোচর। জীবের স্বরূপসিদ্ধ জাতীয় শক্তিধারা মুক্ত পুরুষগণ তাঁহার অনুভব লাভ করেন। শ্রীভগবান্ যেমন ভক্ত-বাৎসল্যাদিগুণে বিবিধ বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়, ব্রহ্মে তাদৃশ কোন বৈশিষ্ট্য নাই, সর্বদা স্বরূপমাত্রে বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ বিগ্রহ, ব্রহ্ম কেবল-সুখ। শ্রীকৃষ্ণ সুখরূপ আনন্দমূর্ত্তি, সে রূপের কোন কালে কোথাও ব্যভিচার নাই। ব্রহ্মসাম্যুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। যথা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপুরুক্রমে।

কুর্কন্তাহৈতুকীং ভক্তিমিখদুত গুণো হরিঃ ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

অর্থাৎ অবিদ্যা-গ্রস্তিহীন আত্মারাম মুনিগণ উরুক্রমে (শ্রীভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, এমনই হরির গুণ।

মুক্ত পুরুষগণ ও ভগবদ্ভজন করেন বলিয়া মুক্তি হইতে ভক্তির গরিমসীঃ অদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্কর ও নৃসিংহতাপনীর ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন (২।৫।১৬) যং বৈ সর্ববেদা আনমন্তি মুমুক্শবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ। যাহাকে সমস্ত দেবতা, মুমুক্শু ও ব্রহ্মবাদিগণ নমস্কার করেন। ইহার শঙ্করভাষ্য—মুক্ত অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মসাম্যুজ্য পাইয়াছেন, এমন মুক্ত জীবও ভক্তির কৃপায় দেহ ধারণ করিয়া ভগবানকে ভজন করেন।

শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

চতুর্বিধা ভক্তন্তে মাং জনাঃ শুকৃতিনোহর্জুন।

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্বিধ ভক্ত-মধ্যে নিত্যযুক্ত একনিষ্ঠ জ্ঞানী উৎকৃষ্ট। জ্ঞানী অর্থে স্বামিপাদ কহিয়াছেন—আত্মবিৎ। আর শঙ্করাচার্য্যের অর্থ—বিক্ষোভস্তবিশ্ববিধ। এই উভয় অর্থ হইতে 'জীবমুক্ত' বুঝায়। শ্রীপাদ বলদেব দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিয়াছেন—শুকাদি। সুতরাং জ্ঞানী জীবমুক্ত—এই অর্থই সমীচীন। শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন—জ্ঞানিগণের দেহাভিমান না থাকায় চিত্তবিক্ষেপের অভাবহেতু নিত্য মুক্ত ও একান্ত ভক্ত সম্ভব।

ভক্তি অথ পুরুষার্থের তিরস্কারকারিণী । যথা—

পুনঃ পুনঃ বরান্ দিৎসুবিষ্ণুমুক্তিং ন যাচিতঃ ।

ভক্তিরেববৃত্তা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্ ॥

(শ্রীহরিশীর্ষ পঞ্চরাত্র)

বিষ্ণু পুনঃ পুনঃ বর দিতে ইচ্ছা করিলেও যিনি মুক্তিও প্রার্থনা করেন নাই, সেই প্রহ্লাদকে নমস্কার করি ।

যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেষু যঃ ।

নৈচ্ছল্লোকং বিনা দাস্ত্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ ॥

(শ্রীহরিশীর্ষ পঞ্চরাত্র)

অচ্ছন্দরূপে প্রাপ্ত হইলেও যিনি দশরথনন্দন বিষ্ণু হইতে দাস্ত্য ভিন্ন মোক্ষ অভিলাষ করেন নাই, সেই হনুমানকে নমস্কার ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে (৫।১৮।১২)—

যন্তাস্তি ভক্তিভগবত্যকিঞ্চনা

সকৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

ঈহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবতা তাঁহাতে অবস্থান করেন ।

যদি পারমাখিক নিষ্ঠাবিহীন অল্পজ্ঞ ব্যক্তির মুখে মোক্ষের তিরস্কার শুনা যাইত, তবে উহা অজ্ঞের কার্য্য বলিয়া উপেক্ষা করা হইত । শুকদেবাদি মোক্ষের তিরস্কর্তা বলিয়া উহা অমূলক নহে । স্মৃতির সাংসদয় মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির উপাদেয়ত্ব সিদ্ধ হইল ।

অত্যাগ্ৰ বৈদিক সাধনেরও ভগবৎপ্রীতিই মুখ্য ফল । যথা—

পূর্তেন তপসা যজ্ঞেদানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা ।

রাধ্বং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ (ভাঃ ৩।৩।৪১)

পূর্ত (জলাশয় খনন), তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ ও সমাধি দ্বারা যে নিঃশ্রেয়স্ সিদ্ধ হয়, তাহা ভগবৎপ্রীতি ইহাই তত্ত্ববিদগণের মত । ঐ স্বামি-
টীকা—ন চ মৎপ্রীতেরধিকং কিঞ্চিদস্তীত্যাহ । পূর্তাদিভি রাধ্বং সিদ্ধং
যৎনিঃশ্রেয়সং ফলং তৎ মৎপ্রীতিরেবেতি তত্ত্ববিদাঃ মতম্ । অস্তত্বফলং
সতত্ত্ববিদাঃ মতমিতি ভাবঃ । তত্র তেষাং সাধনত্বঞ্চ ভক্তিদ্বারেতি জ্ঞেয়ম্ ।
তদেবং কথং তত্ত্ববিদাঃ মতং তত্রাহ—অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্
প্রেয়সামপি । অতো ময়ি রতিং কুর্যাদেহাদির্যৎকৃত্তে প্রিয়ঃ ।

আমার প্রীতি হইতে অধিক আর কিছুই নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন, পূর্তাদির যে নিঃশ্রেয়স ফল তাহা মন্বিষয়িণী প্রীতি - ইহাই তত্ত্ববিদগণের মত । অন্ত যে সকল ফল (স্বর্গাদি) সিদ্ধির কথা আছে সে সকল অতদ্ব্যক্তদিগের মত । তাহাতে পূর্তাদির ভক্তি দ্বারাই সাধন হইতে হইবে ।

সাধনভক্তি দ্বারা প্রেমভক্তির আবির্ভাব সম্ভব । পূর্তাদি কৰ্ম্ম এবং যোগের ফল ভগবৎপ্রীতি নহে । কৰ্ম্মাদি যদি ভক্তির সাহচর্য্য লাভ করে, তবে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব সাধনে সমর্থ হয় ।

তত্ত্ববিদগণের মত এইরূপ কেন, তাহা বলিতেছেন—আমি আত্মা-সকলের আত্মা—অতি প্রিয় । যাহাদের জন্ম দেহাদি প্রিয় হয়, সে সকলের মধ্যে আমি প্রিয়তম । অতএব আমাতে রতি কর্তব্য । আত্মাসমূহের বিশ্বাসনীয় (সূর্য্যামণ্ডলস্থানীয়) পরমাত্মা আমি । অতএব আমি প্রিয় আত্মাসকলের প্রিয়তম হইয়া পরমাত্মা নিরবদ্য-নির্দোষ । সেই আত্মাসমূহের জন্মই দেহাদি বস্তু প্রিয় হয় । আমি নিরবদ্য প্রিয় বলিয়া সকলে আমাকে ভাল বাসিতে পারে । কেবল আমার সম্বন্ধে অজ্ঞতা-দোষ থাকায় তাগা করিতে পারে না ।

অতএব অপবর্গ সকলের মধ্যে প্রীতির পরমোৎকর্ষহেতু শুদ্ধ প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠত্ব ত্রীপরীক্ষিতের ডাক্তিতে পাওয়া যায়—

রজোতিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরহ ভক্ত্যঃ ।

তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ।

প্রায়ো মুমুক্শবন্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম ।

মুমুক্শাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যোত সিধ্যতি ॥

মুক্তানাংপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।

সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে । (ভাঃ ৬।১৪।৩-৫)

পৃথিবীর রজঃ অর্থাৎ পরমাণুর গ্ৰায় জীব অসংখ্য । তন্মধ্যে মনুষ্যজাতি অল্প । তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক জীব শ্রেয়ঃ অর্থাৎ বাস্তব মঙ্গলের জন্ম চেষ্টা করে । তাহাদের মধ্যে অল্প ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষী । সহস্র সহস্র মোক্ষাভিলাষীর মধ্যে - কেহ মুক্তিলাভ করেন । কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধমধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি অতি দুর্লভ ।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাক্ষেপ

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-বিরচিত-সম্বোধন-ভাষ্যানুবাদঃ]

(পূৰ্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮২ পৃষ্ঠার পর)

নাম্নামকারী বহুধা নিজশক্তি-

স্তত্রাপিতা নিরমিতঃ স্মরণে ন কালঃ

এতাদৃশী তব কৃপা ভগনুমাপি

দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

সম্বোধন-ভাষ্যম্

তত্র নাম-রূপ-গুণ-লীলাভেদেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনমপি চতুর্বিধম্ ।
নাম্নো হি সর্বানন্দবীজত্বে নামনামিনোরভেদত্বে চ নামকীর্তনস্য
সর্বোপাদেয়ত্বং দর্শয়নাদৌ ভগবন্মায়ি জীবানাং শ্রদ্ধোৎপত্তি-
করণেচ্ছয়া ভগবতশ্চৈতন্যদেবশ্রোক্তিঃ—হে ভগবান্ ! মাং নিরাশ্রয়ং
দৃষ্ট্বা পরমকারুণিকেন ভবতা মুখ্য-গৌণভেদেন স্বনামানি বহুধা
প্রকাশিতানি । হরি-কৃষ্ণ-গোবিন্দ-অচ্যুত-রাম-অনন্ত-বিষ্ণু-ত্যাদি-মুখ্য-
নামানি । ব্রহ্ম-পরমাত্ম-নিয়ন্তৃ-পাতৃ-শ্রষ্টৃ-মহেন্দ্রেত্যাদি-গৌণনামানি ।
পুনশ্চ নিজসর্বশক্তিঃ স্বরূপশক্তেঃ সমস্ত-সামর্থ্যং তত্র মুখ্যনাম্নি
ভবতাপিতা । তদৃশথা, “ন হি ভগবন্ন্যটিতমিদং হৃদদর্শনান্নৃণামখিল-
পাপক্ষয়ঃ । যন্নাম স কৃচ্ছ্রবণাৎ পুরুষোহপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥
বেদাঙ্করাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ । তাবন্তি হরিনামানি
কীর্তিতানি ন সংশয়ঃ । ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোহপ্যথর্বণঃ ।
অধীতান্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যঙ্করদ্বয়ম্ ॥ মা ঋচো মা যজুস্তাত
মা সাম পঠ কিঞ্চন । গোবিন্দেতি হরেন্নাম গেয়ং গায়ত্ৰ্য নিত্যশঃ ॥
অবমন্ত্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্তনং নরাঃ । তে যান্তি নরকং ঘোরং
ভেন পাপেন কৰ্ম্মণা ॥ এতন্নিবিস্তমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেন্নামানুকীর্তনম্ ॥ আশ্রয় জানন্তো নাম
চিহ্নবক্তৃন মহন্তে বিষ্ণো স্মৃতিং ভজামহে ॥ ওমিত্যেতদব্রহ্মণোপদিষ্টং

নাম যস্মাদ্ভ্যুচ্চার্যমাণমেব সংসার-ভয়াত্তারয়তি, তস্মাদ্ভ্যুচ্যতে তারঃ ।
 সকৃদ্ভ্যুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ । বন্ধপরিকরন্তেন মোক্ষায়
 গমনং প্রতি ॥ তদশ্বাসারং হৃদয়ং বতেদং বদগৃহমাঠেইরিণামধৈরৈঃ ।
 ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররূহেষু হর্ষঃ ॥ মধুর-
 মধুরমেতন্মঙ্গলঃ মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসং-কলং চিৎস্বরূপম্ ।
 সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ
 কৃষ্ণনাম ॥ গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ । ইতি ব্রবীমি
 তে সত্যং ক্রীতোহহং তস্য চার্জুন । নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-
 বিগ্রহঃ । পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নতান্নামনামিনোঃ ॥ অতঃ
 শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদগ্রাহমিन्द्रিয়ারৈঃ । সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ
 স্বয়মেব স্মরতাদঃ ॥” ইত্যাদি-শ্রুতি-স্মৃতি-তত্ত্ববাক্যেন নাম্নঃ সর্ব-
 শক্তিহং জ্ঞাপিতম্ । কৰ্মজ্ঞানাদিসাধনে কালাদেশপাত্রাদিনিয়মো
 বলবান্ । কিন্তু তব নামস্মরণে তত্ত্বনিয়মোহপি ন কৃত ইতি নাম-
 বিষয়েহপারকুপা মাং প্রতি ভবতা দর্শিতা । পরন্তু মম দুর্দৈববশাৎ
 ভবন্মামি মমানুরাগো ন অজনি । দুর্দৈবমত্র নামাপরাধঃ, এতদুক্তং
 ভবতি । ভগবদ্বহিনুখো জীবো মায়ানির্মিতে বিশ্বে নানাবিধবিষয়-
 ব্যাপারে বদ্ধঃ । কদাচিদপি ভগবৎসান্মুখ্যং প্রতি ন চেষ্টতে ।
 পরমেশ্বরস্ত কৰ্মজ্ঞানাদিবিধিনা জীবস্য নিত্যমঙ্গলং ন ভবতীতি
 বিচিত্র্যাপ্যারকরুণয়া স্বীয়স্বরূপশক্তেহ্লাদিনী-সারবৃন্তিভূতাং ভক্তিং
 জীবহৃদয়ে প্রকটয়িতুং তল্লাভোপায়স্বরূপাণি স্বনামানি প্রকাশিতবান্ ।
 পরন্তু শ্রদ্ধাপি তন্নামমাহাত্ম্যং, জপ্ত্বাপি তন্নামানি নামাপরাধবশত-
 ততানুরাগঃ সীতাং জীবস্য ন ভবতি ! এতেন শ্রদ্ধাবত্যাং গুরুমুখ্যান্যদ-
 শ্রবণানন্তরং সর্বদৈব নামাপরাধান্ পরিত্য্য যথাসাধ্যং নামকীর্তনমেব
 কর্তব্যমিতি সূচিতম্ । অপরাধশ্চৈত্রে—সত্যং নিন্দা নাম্নঃ পরম-
 মপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথম্ সহতে তদ্বিগহাম্ ।
 শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়াভিন্নং পশ্যেৎ স খলু
 হরিনামাহিতকরঃ ॥ গুরোরবজা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো

হরিনামি কল্পনম্ । নামো বলাদ্যস্ত হি পাপবুদ্ধিন্ বিতুতে তস্য
 যমৈহি শুদ্ধিঃ ॥ ধর্ম-ব্রতত্যাগহতাদি সর্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ ।
 অশ্রদ্ধধানে বিমুখেহ প্যশুত্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ শ্রদ্ধাপি
 নামমাহাত্ম্যং যঃ শ্রী তিরহিতোহধমঃ । অহংমমাদিপরমো নামি
 সোহপ্যপরাধকৃৎ ॥ নামজপপরাগাং কৰ্ম্মাস্তুর্গত-পাপত্যাগপুণ্যসঞ্চয়-
 চেষ্টা ন কৰ্ত্তব্যা, তেষাং শ্রদ্ধাবতাং কৰ্ম্মাধিকারশূন্যত্বাৎ,—কিন্তু তে যদি
 নামাপরাধযুক্তা ভবন্তি, তর্হি তদাপরাধহানায় তেষাং বা ব্যাকুলতা
 তয়াহি বিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি কৃষ্ণনামানি তদুদপরাধাবসর-বিনাশেন নিসর্গ-
 তয়া তেষাং হৃদয়ং তদপরাধশূন্যং কুর্বন্তি । শাস্ত্রধাক্যং যথা—
 “নামাপরাধযুক্তানাং নামান্তেব হরন্ত্যধম্ । অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি
 তান্তেবার্থকরাণি চ” ইতি । যদা নামাপরাধাভাবাৎ হরিনাম্যানুরাগো
 জায়তে, তদা তেষাং সর্বার্থসিদ্ধিরিত্যুপদিষ্টম্ ॥ ২ ॥

সম্বোধন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

নাম-রূপ-গুণ-লীলাভেদে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চতুর্বিধ । নামের সর্বানন্দবীজ-
 স্বরূপেও নাম-নামীর অভেদে নামকীর্তনের সর্বোপাদেয়ত্ব প্রদর্শন
 করিবার জন্য সর্বোপায়ে ভগবন্নামে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান্
 শ্রীচৈতন্যদেবের এই উক্তি, — হে ভগবান্ ! হে করুণাময় ! আমাকে
 নিরাশ্রয় দেখিয়া আপনি কৃপাপূর্বক নিজ নাম মুখ্য ও গৌণভেদে নানা-
 প্রকার প্রকাশিত করিয়াছেন । হর, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত, অনন্ত, বিষ্ণু
 ইত্যাদি মুখ্য নাম এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিয়ন্তৃ, পাতৃ, স্রষ্টা, মহেন্দ্র ইত্যাদি
 গৌণ নাম । পুনরায় নিজসর্বশক্তি ও স্বরূপশক্তির সমস্ত সামর্থ্য সেই মুখ্য
 নামে অর্পণ করিয়াছেন । ইহার প্রমাণ যথা,—“হে ভগবান্ ! আপনার
 দর্শনে যে-মানবের অখিল পাপক্ষয় হয়, ইহা অঘটনীয় নহে ; যেহেতু একবার-
 মাত্র যাহার নাম শ্রবণে চণ্ডালও সংসার হইতে বিমুক্ত হয় । দ্বিজগণকর্তৃক
 যে পরিমাণে বেদাঙ্গুর পঠিত হন, সেই পরিমাণে হরিনাম কীর্তিত হন,
 ইহাতে সংশয় নাই । যিনি ‘হরি’—এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছেন,

† শ্রুতেহপি নামমাহাত্ম্যো ; § অহংমমৈতি পরমঃ সোহপি নাম্যপরাধকৃৎ—
 ইতি পাঠভেদঃ ।

তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন জানিতে হইবে। ঋগ্-যজু-সাম কিছুই পাঠ করিও না। ‘গোবিন্দ’—এই গেষ হরিনাম নিত্যই গান কর। যে ব্যক্তি ভগবৎকীর্তনকে অবজ্ঞা করে, সে সেই পাপকন্ড দ্বারা ঘোর নরকে পতিত হয়। হে রাজন্! যাহারা সংসারে নির্বেদ প্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাহারা আত্মারাম যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নাম পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ—এই তিনটি পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব আচার্য্যগণ-বর্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন। হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি-মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তথাপি আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। ‘ওঁ’ এই নাম ব্রহ্মা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন। এই নামোচ্চারণই সংসার-ভয় তারণ করে বলিয়া ইহার নাম ‘তার’ অর্থাৎ তারক। যিনি নিরপরাধে “হরি” এই অক্ষরদ্বয় একবারও উচ্চারণ করেন, তিনি মোক্ষলাভ করিবার জন্য বন্ধপারিকর হইবেন। হরিনাম গ্রহণেও যাহার হৃদয় বিগলিত চক্ষু অশ্রুপূর্ণ এবং আনন্দে রোমসমূহ উদ্গত হয় না অর্থাৎ পুলকিত হয় না, হায়! তাহার হৃদয় পাষণতুল্য অর্থাৎ নামাপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে। এই হরিনাম সর্বপ্রকার মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল স্বরূপ, মধুর হইতেও সুমধুর এবং নিখিল ক্রতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় কিংবা হেলায় হউক, মনুষ্য যদি একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। আমার নাম গান করিয়া যিনি আমার নিকটে বিচরণ করেন, হে অর্জুন! আমি তাহার নিকট বিক্রীত হইয়া যাই—ইহা তোমায় সত্য করিয়া বলিতেছি। ‘কৃষ্ণনাম’ চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যযুক্ত। কেননা, নাম ও নামীতে কোনই ভেদ নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদিতে নামাদি স্বয়ং স্পৃষ্টলাভ করেন।—ইত্যাদি ক্রতি-স্মৃতি-তত্ত্ববাক্যের দ্বারা নামের সর্বশক্তি জ্ঞাপিত হইয়াছে। কর্ম-জ্ঞানাদি সাধনে কাল-দেশ-পাত্রাদির নিয়ম বলবান্। কিন্তু তোমার

নামস্মরণে সেই সেই নিয়ম কিছু কর নাই--এই নাম বিষয়ে আমার প্রতি অপার কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু আমার দুর্দৈববশতঃ তোমার নামে অহুরাগ জন্মিল না। দুর্দৈব এখানে নামাপরাধ, তাহাই কথিত হইতেছে।

ভগবৎহির্মুখ জীব মাধানির্মিত বিশ্বে নানাবিধ বিষয়ব্যাপারে বদ্ধ, কখনও ভগবৎসাম্মুখ্যের জ্ঞান চেষ্টা করে না। কৰ্ম্মজ্ঞানাদিবিধি দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল নাই—এই চিন্তা করিয়া অপার করুণা বশতঃ স্বীয় স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-সারবত্তিভূতা ভক্তি জীবহৃদয়ে প্রকটিত করিবার জ্ঞান তন্নাভের উপায় স্বরূপ নিজ নাম প্রকাশিত করিলেন। সেই নাম শ্রবণ ও জপ করিয়াও নামাপরাধহেতু শীঘ্রই জীবের নামে অহুরাগ হয় না। গুরুমুখ হইতে নামশ্রবণান্তর নামাপরাধশূন্য হইয়া শ্রদ্ধাবস্তুর সর্বদা যথাসাধ্য নামকীর্তনই কর্তব্য—ইহা দ্বারা স্মৃতিত হইয়াছে। অপরাধসমূহ যথা—“(১) সাধুদিগের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে ; (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামী-বিষ্ণু হইতে ভিন্ন—এইরূপ বুদ্ধি করে, অথবা শিবা দি দেবতাকে শ্রীবিষ্ণু হইতে পৃথক্ ঈশ্বর মনে করে, তাহার নামাপরাধ ঘটে এবং উহা নিশ্চয়ই অহিতকর ; (৩) নামতত্ত্ববিদগুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্যালিঙ্গজ্ঞানে অবজ্ঞা করা ; (৪) বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রাদির নিন্দা ; (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি বোধ করা ; (৬) ভগবন্নামকে কল্পনা বলিয়া মনে করা ; (৭) যাহার নাম বলে পাপ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, বহু যম-নিয়ম প্রভৃতি যোগক্রিয়া দ্বারা সেই অপরাধীর শুদ্ধি হয় না ; (৮) ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামের সমান জ্ঞান করা অনবধান বা প্রমাদ ; (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণ বিমুখ ব্যক্তিকে নামোপদেশদান ; (১০) যে ব্যক্তি নামের শুদ্ধ মাহাত্ম্য শুনিয়াও ‘আমি’ ও ‘আমার’ এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া শ্রীনামগ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী।” নামজপ-পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের কৰ্ম্মাস্তর্গত পাপত্যাগ পুণ্যসঞ্চয় চেষ্টা কখনও কর্তব্য নহে কারণ তাহাদের কৰ্ম্মাধিকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি তাহারা নামাপরাধযুক্ত হন, তাহা হইলে যখন অপরাধ ক্ষয়ের জ্ঞান ব্যাকুলতা জন্মিবে, তখন সেই সেই

অপরাধাবসুর বিনাশের নিমিত্ত ব্যাকুলতার সহিত অবিশ্রান্তিপ্রযুক্ত কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে স্বভাবতঃই তাঁহাদের হৃদয় তদপরাধশূন্য হইয়া যাইবে । শাস্ত্রবাক্য যথা, — “নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপনাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনাম প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধ শূন্য হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণফলে কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য্য । যখন নামাপরাধ শূন্যহেতু শ্রীহরিনামে অনুরাগ জন্মে, তখন তাঁহাদের সর্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে—ইহাই উপদিষ্ট ।

[ক্রমশঃ]

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত উদ্ধমস্বী মহারাজ

ভগবৎ পার্শ্বদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৬ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

আমলাঘোড়া

[নামহটু-প্রোঙ্গণ]

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবেশ

শ্রীঠাকুর—হা ভগবান্ শচীনন্দন গৌরহরি ! কবে জগতের সর্বত্র আপনার নাম প্রচারিত হবে । কবে জগতের সমস্ত লোক আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করে আপনার কৃপাসিক্ত হয়ে উদ্ধার হবে । ওগো দয়াল, আপনার চরণে এই অধমের প্রার্থনা আপনি কৃপা করে জগৎবাসীর সর্বপাপ মার্জনা করে তাদের উদ্ধার করুন !

[ভক্ত ক্ষেত্রবাবুর প্রবেশ]

ক্ষেত্রবাবু—(দণ্ডাংপূর্বক) ঠাকুর, একজন বাবাজী মহারাজ আপনার দর্শনে আসছেন ।

শ্রীঠাকুর—মাচ্ছা আসুন !

[ইত্যবসরে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ]

শ্রীঠাকুর—(শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিবামাত্র সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ) আশুন দেব ! কৃপা করে আসন গ্রহণ করুন !

[শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন ।]

শ্রীজগন্নাথদাস—কেমন আছ বাবা ? ভজন কুশল তো ?

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ দেব ! আপনার কৃপায় ভজন-কুশলেই আছি ।

শ্রীজগন্নাথদাস—এখানে কি নামহট্ট স্থাপন করেছ ?

শ্রীঠাকুর—আজ্ঞে হ্যাঁ দেব !

শ্রীজগন্নাথদাস—তুনি নাকি শ্রীমন্নহাপ্রভুর আবির্ভাব-ধাম আবিষ্কার করেছো ?

শ্রীঠাকুর—শ্রীমন্নহাপ্রভুর ইচ্ছায় ও আপনার প্রেরণায় শ্রীমন্নহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থল জানতে পেরেছি মাত্র । একদিন নবদ্বীপধামের ‘রাণীর ধর্মশালার’ ছাদে বসে হরিনাম করার সময় গভীর অন্ধকার রাতে উত্তরাংশে একটা উচ্চ তালবৃক্ষের সংলগ্ন আলৌকিক দ্রব্য ও আলোকময় অট্টালিকা দেখিতে পাই । তৎপরে হ্রীল নরহরি নরকার ঠাকুরের “শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা, “শ্রীচৈতন্যভাগবত”, কৃষ্ণনগর কালেক্টরীতে রক্ষিত প্রাচীন কাগজপত্র আলোচনা করে ও বল্লালদীঘি গ্রামে গিয়ে স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের বাচনিক বহু তথ্য জেনে ঐ আলোকদৃষ্ট স্থানে গিয়ে ঐ স্থানটিই শ্রীমন্নহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থল ব’লে উপলব্ধি করি ।

শ্রীজগন্নাথদাস—তোমার সাধনা-লব্ধধাম সত্য । আমাকেও শ্রীমন্নহাপ্রভুর স্বপ্নাবেশে জানিয়েছেন যে, তাঁর আবির্ভাব-ধাম সম্পর্কে তোমার অনুসন্ধান ও উপলব্ধি সত্য । শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচার-প্রচারে ব্রতী হও,—এই আশীর্বাদ করি । তা’ বাবা, এই নামহট্টের কার্য কোথায় কোথায় চলছে ?

শ্রীঠাকুর—নবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুম-দ্বীপে, রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী স্থানে, হুর্গাপুর ষ্টেশনের নিকটে, ঘাটাল, রামজীবনপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি নানাস্থানে নাম-হট্ট স্থাপনপূর্বক আপনার আশীর্বাদে শ্রীনাম-প্রচর অগ্রসর হচ্ছে ।

ক্ষেত্রাবাবু—(শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রতি) মহারাজ !
 শ্রীঠাকুরের আরও ইচ্ছা আছে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থানে শ্রীধাম
 মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরহরির বিগ্রহসেবা-প্রকাশ করবেন এবং শ্রীধামের
 মহিমা প্রচারার্থে ‘শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা’ গঠন করবেন ।
 শ্রীঠাকুরের “ভাগবত স্পিচ্”, “কৃষ্ণ সংহিতা” প্রভৃতি গ্রন্থ কলি-
 কাতার বিষ্ণু সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । অমৃতবাজার
 পত্রিকার স্থাপয়িতা মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ
 আগ্রহে শ্রীঠাকুর কলিকাতা মহানগরীতেও হরিকথা কীর্তনমূলে
 বহু বক্তৃতা করায় তৎপ্রবণে কলিকাতাবাসীমাত্রেই হরিনাম প্রচারে
 বিশেষ উৎসাহী হয়ে পড়েছেন ।

শ্রীজগন্নাথদাস— (সানন্দে) বাঃ, বাবার প্রচার কার্য্য জগতে
 আলোড়নের সৃষ্টি করেছে দেখছি । বাবা আমার নামাবতার ।

শ্রীঠাকুর—দেব ! আজ এখানে হরিবাসর উৎসব হবে । এখানকার ভক্তমণ্ডলী
 আপনাকে এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে বরণ কর্ত্তে ইচ্ছা করেন ।

শ্রীজগন্নাথদাস—আমাকে শীঘ্র ব্রজমণ্ডলে ফিরে যেতে হবে বাবা !
 তীর্থ-ভ্রমণের জন্ত বেড়িয়ে অনেকদিন ব্রজ ছাড়া হয়েছি । হঠাৎ
 মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণে তোমার সাথে সাক্ষাৎ কর্ত্তে এলাম । আবার
 হরিবাসরে থাকতে গেলে দেবী হয়ে যাবে ।

শ্রীঠাকুর—দেব ! আমিও আপনার সাথে বৃন্দাবন যাবো । আপনাকে
 এই বৃদ্ধবয়সে একাকী ছেড়ে দিতে পারি না । আপনি কৃপা-
 পূর্ব্বক এই মহোৎসবে যোগ দিলে আমাদের বড় আনন্দ হয় ।

শ্রীজগন্নাথদাস—তাই হোক ! তোমার স্নেহের টানে আমি বন্দী ।

শ্রীঠাকুর—আমুন দেব ! ভিতরে বিশ্রাম করবেন ।

[সকলের প্রস্থান ।]

॥ ২য় দৃশ্য ॥

শ্রীগোক্রম

[শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে যাইবার পথ]

মায়াদেবীর প্রবেশ

মায়াদেবী—কি আশ্চর্য্য, আজ সারা ভারতবর্ষ হরিনামে মাতোয়ারা !
 কোথাও কান পাতা যায় না, সর্বত্রই কীর্তন-ধ্বনি । সারা বাংলা,

বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশ এবং ত্রিপুরা রাজ্য পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্রই আজ আপামর পণ্ডিত, মূর্খ, সকল শ্রেণীর ভক্তগণই শ্রী ঠাকুরের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য আকৃষ্ট। আবার তাঁর চতুর্থ তনয়রূপে বিনোদ-বৈভব-প্রভুবর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করেছেন এবং বর্তমানে তাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী-লীলার সূত্রপাতও দেখা দিয়াছে। হা ভগবান্, এতদিন শ্রী ঠাকুরের ভৌমলীলায় আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি ও এখনও বেড়াচ্ছি। অতঃপর তাঁর চতুর্থ পুত্রের লীলার অভিনব চমৎকারিতায় আমাকে কি ক্রমে পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে!

(গীত)

হায় হায় এবে আমি কি করি উপায়
কোথা গেলে পাব পুনঃ নির্ভয়েতে ঠাঁই ॥
ভারত-মাঝারে আমি যে দিকে তাকাই।
দেখি সবে চতুর্দিকে হরিনাম গায় ॥
নিগুণ-স্থানেতে যেতে নাহি অধিকার।
সেই হেতু হেথা সেথা ভ্রমি চারিধার ॥
কোথাও না পেয়ে শান্তি কাঁদিয়া বেড়াই।
হা, হা, হরি! এ দাসীরে দাও কিছু ঠাঁই ॥

[মায়াদেবী এই গীতটি গাহিতে লাগিলেন।]

[কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ]

কৃষ্ণদাস—এমন করুণ গীতি গাইছেন কেন দেবী?

মায়াদেবী—(উত্তর না দিয়া মাথা নত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।)

কৃষ্ণদাস—একি, আপনি কাঁদছেন? কি হয়েছে আপনার?

মায়াদেবী—কিছু হয় নি। (চোখের জল মুছিলেন।) কে আপনি? এই অসময়ে এখানে?

কৃষ্ণদাস—আমি এখানে অসময়ে আসি নি দেবী। আমি শ্রী ঠাকুরের সেবক। এই পথে ঠাকুরের সেবকেরাই যাতায়াত করেন। বরং এই আশাঢ্য রোদ্রে আপনি এখানে একাকী অসময়ে কেন দেবী?

মায়াদেবী—আমার গমনাগমনের বা গতিবিধির সময়-অসময় সম্পর্কে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

কৃষ্ণদাস—তা' কি হয় দেবী! আপনি পথ চিন্তে না পেরে যদি বিপথে চলে আসেন, তা'র খোঁজ খবর নিয়ে আপনাকে ঠিকানায় পৌঁছে দিয়া কি আমার কর্তব্য নয়?

মায়াদেবী—কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে আপনার বিবেক বোধ ভালই দেখছি। তা' আপনি কতদিন শ্রীঠাকুরের সেবকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন?

কৃষ্ণদাস—এত খবর নিচ্ছেন কেন দেবী?

মায়াদেবী—আমি এর পূর্বে আপনাকে দেখিনি, তাই বলছি।

কৃষ্ণদাস—আপনি প্রায়ই ঠাকুর-সম্মিধানে আসেন নাকি?

মায়াদেবী—না।

কৃষ্ণদাস—তবে আমাকে দেখিনি বলছেন?

মায়াদেবী—আজ যেমন আপনাকে দেখছি, এরকম এর পূর্বে তো দেখিনি তাই বলছি।

কৃষ্ণদাস—কিছুদিন পূর্বে শ্রীঠাকুর কৃপা করে আমাকে তাঁর চরণে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সেবক।

মায়াদেবী—উঃ, ঐ ঠাকুর ও আপনারাই আমার সর্বনাশ করছেন।

কৃষ্ণদাস—সর্বনাশ? কিরূপ সর্বনাশ করছি দেবী?

মায়াদেবী—সবই আমার পোড়া কপাল ঠাকুর! সবই আমার পোড়া কপাল! (ক্রন্দন)

কৃষ্ণদাস—আবার কাঁদছেন দেবী?

মায়াদেবী—হ্যাঁ। এখন একটু কেঁদেই শান্তি পাই। আপনাদের জালায় আমাকে ক্রমে ক্রমে স্থান ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এভাবে ঠাই-হারা হ'তে হ'তে হরতঃ অবশেষে আমাকে এ পৃথিবীও ত্যাগ করতে হবে।

কৃষ্ণদাস—কে আপনি?...কোথায় থাকেন?

মায়াদেবী—আমার নাম মায়াদেবী। আপনার ঠাকুর যেখানে থাকেন আমি সেখানে থাকি না, — থাকতে পারি না। আসলে তাঁর সম্মুখে যাবার আমার অধিকার নেই।

কৃষ্ণদাস—ও, বুঝেছি। ‘নীযতে অনয়া ইতি মায়া’। আপনিই সেই মায়াদেবী! নমস্কার আপনাকে।

মায়াদেবী—হ্যাঁ, আমিই সেই মায়া। আমি শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি। আমিই জীবগণকে মোহিত করি ও তা’দিগে আত্ম-স্বরূপ জানতে দিই না। কিন্তু একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরে ভক্তি, প্রপত্তি বা শরণাগতি করলে আমি সেখানে যেতে পারি না।

কৃষ্ণদাস—তাই বুঝি আপনার আক্ষেপ যে, শ্রীঠাকুরের অনুগ্রহে লোকে শুদ্ধভক্তি লাভে তৎপর হওয়ায় আপনার পাপ-মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অহো, আপনার সান্নিধ্যে বেশীক্ষণ থাকাও আমার পক্ষে উত্তম নহে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন, —

“কৃষ্ণবহির্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।

কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়।”

মায়াদেবী—আমাকে এত ভয়? হাঃ...হাঃ...হাঃ, আচ্ছা আমি চলেই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

কৃষ্ণদাস—হে ভগবান, মায়াময় এই সংসারে আপনি আমার আশ্রয়স্থল হউন। আপনি শ্রীগীতায় স্বয়ং বলেছেন, —

“মামেব যে প্রপত্তন্তে মায়াযেতাং তরন্তি তে।”

ওগো নাথ, আমি আপনার শরণাগত। আপনি কৃপা করে ঐ মায়ার ফাঁদ থেকে আমার স্বক্ষা করুন।

(শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন)

যাই — শ্রীগুরুদেবকে এই সংবাদ জানাই গে। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত আজ ঐ মায়া-পিণ্ডাচার কবল থেকে মুক্তি পেতাম না!
ওয় শ্রীগুরুদেব! (প্রস্থান) (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

বৈষ্ণবধর্ম

পরিদৃষ্টমান জগতের সকলবস্তুর আকর 'বিষ্ণু'। সেই বিষ্ণুর মায়ায় দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত লুপ্ত-বিষ্ণু-পরিচয়কেই বিষ্ণু ব্যতীত অন্তবস্তুর বলিয়া প্রতীতি হয়। ঐহাদের সকল বস্তুর অভ্যন্তরে ও আকররূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষ্ণুর সেবকসূত্রে সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তাহারাই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে পারেন। ঐহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাহারা পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' জানেন না, তজ্জন্ম আবৃত বিষ্ণুবস্তুকে স্বীয় ভোগের উপাদান জানিয়া আপনাদিগকে 'অবৈষ্ণব' অভিমান করেন। বিষ্ণুসেবারত জনগণের বৃত্তিকেই 'বৈষ্ণব-ধর্ম' বলে।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ দেহ ও মনের ধর্ম্মে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম যাজন করেন। পূর্বকালে রুদ্র ও চতুঃসন, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্তক ছিলেন। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিহার্ক' শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক। জীবের ভোগ্যধারণায় ঈশ্বরের অনুভূতি জড়নিবিশেষবাদে আবদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষ চিদ্বিলাসবাদী। দেহমনের দ্বারা প্রকৃত নিত্যসেবা হয় না। পরবোমে চিদ্রূপের দ্বারা চিন্ময়-বস্তু চিন্ময়ের সেবা করে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজচরিত্র ও লীলায় এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন ; কিন্তু তাহার আচারিত ও প্রচারিত বিষয়টি কালপ্রভাবে বিকৃত হইয়া অন্ত্যাকার ধারণ করিয়াছে। তাহার কথিত 'প্রেমের ধারণা' কামে, 'অপ্রাকৃত-বিগ্রহ' অচিৎপিণ্ডে, 'সেবাপ্রবৃত্তি' ভোগপ্রবৃত্তিতে, 'পবিত্রতা' কুটিনাটিতে, 'স্বাধ্যায়' বণিগবৃত্তিতে, 'ভজন' ভোজনাদি ভোগে পরিণত অর্থাৎ সকল কথাই বিপরীত গতিলাভ করিয়াছে। শ্রীগোরাহ্মদেবের প্রচারিত সুনির্মল বৈষ্ণবধর্ম্মটি সংক্ষেপে এই,—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম 'সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্ম'। তাহা জীবমাত্রের অহৈতুকী আত্মবৃত্তি ; অতএব একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম্ম।

(২) তাহার প্রচারিত বিমলধর্ম্মে কোনপ্রকার ব্যতিচারাদি অসচেষ্টা নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলাই তাহার সাক্ষ্য।

(৩) তিনি শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । সুতরাং শ্রীবিগ্রহ বা ভাগবতাদি দ্বারা জীবিকার্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধধর্ম ।

(৪) মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবানকে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন । যাহারা বৈষ্ণবকে কোনপ্রকারে অসম্মান করিবেন, তাহারা মহাপ্রভুর মতে নিরয়গামী । মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণবনিন্দার মত অপরাধ আর নাই ; সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই ।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক মনুষ্য বোধে গণ্য করেন না বলিয়া বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক জাতিকুলের অন্তর্গত মনে করাকে তিনি অপরাধের চরমসীমা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন । তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রচারকের আসন ও স্বয়ং রাঘরামানন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার লীলা-প্রদর্শন, শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে অদ্বৈতাচার্য্যকে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজনের আজ্ঞাপ্রদান, ঠাকুর হরিদাসকে অদ্বৈতপ্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান প্রভৃতি আচার দ্বারা স্বীয়বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন ।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি তাহার অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না । বৈষ্ণব-দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেই বিপ্রভূ লাভ করেন ।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই বৈরাগ্যপ্রধান । তাহার গৃহত্যাগী ভক্তগণই ‘গোস্বামী’ নামে পরিচিত । ষড়্গোস্বামী তাহার দাম্ভ্যস্থল । গোস্বামী উপাধিকে তিনি জাতিগত বা শৌক্ৰগত বিচার করেন নাই ।

(৮) মহাপ্রভু জীবকুলকে বৈষ্ণব সদগুরু পদাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন । মহাকুলপ্রসূত পণ্ডিতও যদি অনগ্রকৃষ্ণশরণ না হন, তাহা হইলে তিনিও গুরুপদবাচ্য নহেন । ঐরূপ কৌলিক, লৌলিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবসদগুরুর চরণাশ্রের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন ।

(৯) মহাপ্রভু অসৎসঙ্গত্যাগকেই ‘বৈষ্ণবাচার’ বলিয়াছেন । মহাপ্রভুর উপদেশ অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ ; (১) স্ত্রীসঙ্গ ও (২) কৃষ্ণের অভক্তগণের সঙ্গ ।

(১০) মহাপ্রভু মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। মায়াবাদ শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্মের বিপরীত মতবাদ। সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিচারই তাঁহার সাক্ষ্যস্থল।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু দৈববর্ণাশ্রমধর্ম স্বীকার করিয়াছেন। তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্মের আদর করেন নাই। “চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম করিতেও সে রোরবে পড়ি মজে ॥”—ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ এবং শ্রীনামভক্তনকেই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু ‘নামাপরাধ’ ও ‘নামাভাস’ হইতে নামের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু ‘ভীবে দয়া’ প্রচার করিয়াছেন এবং সর্বপ্রকার জীব-হিংসার নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সর্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচারের আদেশ করিয়াছেন কিন্তু প্রচারের নামে অশ্লাভিলাষ পোষণ বা ব্যবসায়াদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে ‘প্রেম’ই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পৃথক্।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত এইরূপ সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম বর্ত্তমানে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় কতিপয় ভগবদ্ধর্মপরায়ণ নিরপেক্ষ ভগবৎসেবকগণ বিভিন্ন স্থানে “শ্রীগৌড়ীয়মঠ” শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর জন্মস্থানে ‘শ্রীচৈতন্যমঠ’ প্রভৃতি গুরুভক্তি প্রচারকেন্দ্র এবং আচারবান্ ও আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র সার্কজনীন বৈষ্ণবধর্মের কথা প্রচার করিতেছেন। বেদান্ত-শ্রীভারতাদি শাস্ত্রের পঠনপাঠন, ছাত্রগণকে হরিসেবাময় আদর্শ জীবনযাপন করিবার সুযোগ প্রদানের সহিত হরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ, বেদান্ত, শ্রীমদ্-

ভাগবতাদি শাস্ত্রে স্থনিপুণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহারা সর্বকালে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জগতের অশেষ মঙ্গলবিধান করিতেছেন। কিন্তু প্রপঞ্চে প্রতিপক্ষের অভাব না থাকায় তাঁহাদের কার্যেও দোষারোপ করিবার ক্ষমতা কতিপয় ব্যক্তি চেষ্টার ক্রটি করিতেছেন না। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে অসম্মান তাঁহাদিগকে অপরের চক্ষে ঘণিত করিবার প্রয়াস প্রভৃতিও প্রদর্শন করিতে পশ্চাদ্গত হন না। ইহারা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, সর্বসাধারণে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিলে সমাজের উন্নতি ও সুখ সম্পাদিত হয়।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন !

সংগ্রহ করুন !!

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু

এবং

“স্বয়ং-ভগবদ্ভা-প্রতিপাদক কতিপয় শাস্ত্রীয়-প্রমাণ”

ইহাতে শ্রীগৌরমুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তদীয় অলৌকিক লীলাসমূহ এবং তাঁহার স্বয়ং-ভগবদ্ভা সম্পর্কীয় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত, পঞ্চরাত্রাদি বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণাবলী সংস্কৃত-শ্লোক ও বাংলা-পয়ার প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় অপূর্ব-ভাবে গুণ্ফিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভক্তি-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

আনুকূল্য—১০০ টাকা মাত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পতিতপাবন দীনবন্ধু, জগজ্জীবের মঙ্গলময় কর্তা। ভগবানে বিশেষভাবে শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাদের করুণ প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারেন না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহ বিপদাপদে নান্যগতি হইয়া ভগবানের শরণ লইলে বিপদুজ্জ্বল হরি তাহাদের উদ্ধারমানসে জীব-জগতে অবতরণ না করিয়া পারেন না। বিশেষ করে তিনি ভক্তবৎসল হরি। ভক্তদের উপর কাহারও ক্লেণদায়ক কোন অশুভ কার্য ঘটিলে ভক্তবাহু-কল্লতরু ভগবান্ এই অমঙ্গল থেকে ভক্তদের রক্ষা করিয়া থাকেন এবং শৈরাচারীদের বিনাশ সাধন করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,— পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুযামি যুগে যুগে ॥

ভগবান্ নিগুণ সচ্চিদানন্দময় বস্তু, নিত্য বর্তমান ও ত্রিকালসত্য। তিনি জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও জীবসমূহের সৃষ্টিকর্তা। জীবের মঙ্গলার্থে কখনও কখনও স্বীয় চিহ্নক্ৰিংশে ভৌমধামে আবিভূত হন এবং বিবিধ আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য মর্ত্যধামে বিভিন্ন লীলাভিনয় করিয়া থাকেন।

কস্মিন্ কালে ধিত্রীদেবী অম্বরদের প্রবল অত্যাচারে কাতর হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, ব্রহ্মা অপরাপর দেবতাগণকে লইয়া ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণুর আরাধনায় ব্রতী হন। পতিতপাবন শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবতাগণের আরাধনায় প্রীত হইয়া বৃন্দাবনস্থ যদুকুলে ভৌমলীলা প্রকাশে তাহাদের সম্মতি দেন এবং দেবতাগণকে ভৌমগোকুল-বৃন্দাবনস্থ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ করেন।

একদা দৈত্যরাজ কংসপিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া যদুকুলোদ্ভব ব্রজবাসিগণকে নির্যাতন করিবার মানসে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কংস সূর্য্যকুলোদ্ভব নরপতি বসুদেবের সহিত স্বকুলোদ্ভবা স্বানুজা দৈবকীর শুভপরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করতঃ বসুদেব মহারাজের প্রীতিবর্দ্ধনার্থে নিজেই রথের সারথী নিযুক্ত হন। বিবিধ প্রকার বাতাসঙ্গীত মুখরিত পরিবেশে অতুলনীয় আনন্দ সমারোহের সহিত এক দিব্য শোভনীয় যানে কংসের পরিচালনায় সত্বেবিবাহিত বসুদেব মহারাজ ও দেবকীমাতা গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন। এইভাবে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে হঠাৎ দৈববাণীর বজ্রাঘাত সদৃশ অমঙ্গল ধ্বনিতে কংসের হৃদয়ানন্দের মনুমেন্ট সুহসা বিচূর্ণ হইল। দৈববাণীতে স্বীয় ভগিনী দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান কংসের মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিলোমকূপে দেবকীর উপর

ক্রোধ সঞ্চারিত হইতে থাকিল এবং ভগিনী দেবকীকে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর বুক থেকে অপসারণ করিতে অসি সমুদ্রত করিল। এমত অবস্থায় মহাত্মা বসুদেবমহারাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্ত্রীহননরূপ গহিত কল্পপিপাসু কংসের ক্রোধ সম্বরণে সন্তোষপূর্ণ বাক্যে বলিলেন,—

শ্লাঘনীয়গুনঃ শূরৈর্ভবান ভোজযশস্করঃ ।

স কথং ভগিনীং হত্যাং স্ত্রিয়মুদাহপর্ষণি ॥ (ভাঃ ১০।১।৩৭)

ভোজরাজ বংশের গৌরবস্বরূপ হইল কংস, যাহার গুণাবলী বীর সমাজের প্রশংসার্থ, সেই সচ্চরিত্র ব্যক্তি কেমন করিয়া বিবাহোৎসব-বাসরে স্বানুজাকে বধ করিতে পারেন। এইভাবে বিচক্ষণাত্মা বসুদেব নানা প্রকার শাস্ত্রবাক্য ও নীতিবাক্য শ্রবণ করাইয়া অহুদ্বন্দ্ব হইতে পাপাত্মা কংসকে নিবৃত্ত করিলেন। তাহার যত সন্তান সন্ততি হইবে ইহা সমস্তই কংসের হাতে অর্পণ করিবেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন। তারপর বসুদেব মহারাজ রাজভবনে গমন করিলেন।

দৃষ্টমতি সন্ধিগ্ধচিত্ত কংস বসুদেব মহারাজের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। তখন বহু দ্বারপ্রহরী সংরক্ষিত একটি কারাগারে বসুদেব ও দেবকীকে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে দেবকীর প্রথম গর্ভজাত পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হইলেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কংসের হাতে ঐ পুত্র সন্তানকে অর্পণ করিতে কংসালয়ে আসিলেন। সত্যে এতাদৃশী আস্থা দেখিয়া কংস বসুদেবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে ফিরাইয়া দিল এবং বলিল অষ্টমগর্ভজাত সন্তানই তাহার প্রাপ্য। এইভাবে প্রথম সন্তান হইতে ষষ্ঠ সন্তান পর্য্যন্ত প্রত্যেককে কংস বসুদেব মহারাজকে ফিরাইয়া দিল। এমন সময় নারদ কংসের নিকট আসিয়া জানাইলেন,—“পৃথিবীর ভারভূত অশুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য দেবতাগণ মথুরা-বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিতেছেন।” এই কথা শুনিয়া যদুবংশের সকল নরনারী ও ব্রজবাসী এবং বসুদেবের ছয় পুত্র সন্তানকে মৃত্যুর কারণ জানিয়া তাহাদের নিধন কার্য্যে কংস লিপ্ত হইল এবং বসুদেব দেবকীকে কারাগারে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিলেন।

এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই মহিষী দেবকীর সপ্তম গর্ভে শ্রীশঙ্কর-বলদেব আবির্ভূত হইলেন। ভগবদাদেশে যোগমায়া দেবী বলদেবকে রোহিণী গর্ভে স্থাপন করিলেন। এদিকে সকল গোপনারী দেবকার গর্ভ নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনতিকাল বিলম্বে কৃষ্ণ স্বয়ং

দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন । যোগমায়াও ভগবদাদেশে একই সময়ে বৃন্দাবনস্থ নন্দালয়ে যশোদাগর্ভে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন । কংস দেবকীর অপূর্ব দেহলাবণ্য ও জ্যোতির্ময়রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণই যে এইবার দেবকীর অষ্টম গর্ভে আসিয়াছেন তাহা অনুমান করিতে পারিয়া সন্তোষচিত্তে কৃষ্ণকে মারিবার জন্ত কালক্ষেপ করিতেছিল । অপরদিকে দেবতাগণ দেবকীর গর্ভজাত সর্বকামবর্ষী ভগবানকে বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন,—সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যশ্রয়োনিং নিহিৎসু সত্যে ।

সত্যশ্রু সত্যমৃতসত্যানেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

ভগবান্ সত্যসংকল্প, সত্যব্রত, সমদর্শন, ত্রিসত্য ও সত্যাত্মক প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার স্তবাদি পাঠ করিয়া দেবকীকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক দেবতাগণ স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন । (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী

দু'চার কথা

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'শ্রবণ-কীর্তনাদি যখন জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সে সময়ে ঐ গুলিকে জড়াক্রমের অনুষ্ঠান বলা যায় না, জড়ক্রিয়া-মাত্রই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । সেই জড়ক্রিয়া-দ্বারা মনঃশুদ্ধি করিয়া পরে আত্মধর্মের অনুশীলন করিবার কথাই এখানে পাওয়া যাইতেছে । অচিদ্র-বৃত্তির দ্বারা চিদ্রবৃত্তির উদ্বোধন হয় না, ইহা ত' পূর্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও তাহাই ত' দাঁড়াইল ।' আমরা অচিদ্রবৃত্তির দ্বারা চিদ্র-রাজ্যের সন্ধান লইতে চাই, জড়চেষ্ঠা দ্বারা সেবারত্নিকে জয় করিয়া ফেলিতে চাই বলিয়া জড়চেষ্ঠা অসদ্রবৃত্তির প্রতি আমাদের একটা নৈসর্গিক প্রীতি আছে । সেই প্রীতির বশীভূত হইয়াই অর্থাৎ অচিতের চশমা চক্ষে দিয়াই চিদ্ররাজ্য দেখিতে চাই, আর সেই বুদ্ধি লইয়া বিচার করি, প্রত্যজুখ হইয়া বিচার করিবার ধৈর্য্য আমরা রাখিতে পারি না । কন্ম-জ্ঞান-যোগাদি জড়কন্মমাত্র, আত্মধর্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই । কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তির অঙ্গসমূহ তাহা নহে । ভক্তি সর্বদাই চিন্ময়ী, আমার জড়াভিমান থাকা পর্য্যন্ত তাহাকে আমার নিকট জড় বলিয়া মনে হয় মাত্র । আত্ম-ধর্মের অনুসরণে অর্থাৎ আত্মবিদের আনুগত্যে জড়ক্রিয়াসাম্যে ভক্তির

অনুশীলন করিলেও ক্রমে ক্রমে আত্মবৃত্তি ভক্তি হৃদয়ে প্রকাশিতা হন। আত্মার যাহা নাট, জড়মনের আনুগত্যে তাহার অনুশীলন করিতে গেলে জড় মনোধর্মের বাধাট প্রবল হইবে, আত্মবৃত্তি জাগিবে না।

শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি নববিধ বা চতুষষ্টি প্রকার যে ভক্তির অঙ্গসকল আছে, কন্ম ও জ্ঞানানুশীলনেও তাহার অনুষ্ঠানাদি দেখা যায়। সুতরাং তাহা-
গিকে ভক্তির অঙ্গ কোন্ সময় বলিব? ভক্তিপথের পথিক হইয়া যিনি সাধন করেন, তিনি যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া সাধন করুন না কেন, তাহার অবস্থান অনিত্য নহে। আজ সাধ্যের উপায় বলিয়া যাহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতেছেন, দুইদিন পরে সাধ্যবস্তু পাওয়া হইয়াছে মনে হইলে অনাবশ্যক বোধে কন্মী ও জ্ঞানী সেই সকল অনুষ্ঠানকে কাকবিষ্ঠাৎ পরিত্যাগ করেন, কন্মী ও জ্ঞানী জড়াভিমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চিদনুভূতি পাইবার আশা করেন এবং আপন কর্তৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সকল অনুষ্ঠান করেন। ভক্তিয়াজী সর্বদাই আত্মবৃত্তির অনুগত হইয়া শ্রীগুরুকৃষ্ণের প্রসাদভিখারী; তিনি প্রথম হইতেই আদি, মধ্য ও অন্তে গুরুকৃষ্ণের কৃপাদ্বার চালিত হন। “ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥” ভক্তিলতার বীজ আত্মাতে উপ্ত হয়। গুরুকৃষ্ণের কৃপা কিছু দেহ বা মনের উপর হয় না। গুরুকৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্রস্তু, আত্মরস্তু, বাস্তবরস্তু, অনিত্য নশ্বর জড় দেহমনের সহিত তাহার কোন পরিচয় নাই। জীবের পুঞ্জীভূত স্কৃতির ফলে যখন সে ভগবানের কৃপাভিখারী হয়, তখন গুরুরূপে কৃষ্ণ স্বয়ংই তাহাকে কৃপা করিয়া থাকেন। জীবের আত্মায় গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ নিহিত হইলে জীব তখন জড়াভিমান হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেও অবশ্যে আত্মবৃত্তির অনুগত্য করেন, ইহা গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদেই সম্ভব হয়। জড়াভিমাণে বশীভূত হইয়া অবশ্যে যে ভক্তির অনুশীলন করেন, তাহাই তাহার সাধনক্রিয়া। গুরুকৃষ্ণের কৃপাই সাধন, তাহা কিছু জড় নহে, জড় কেবলমাত্র আমাদের অভিমান। জড়াভিমানই আমাদের নিকট গুরুকৃষ্ণ প্রসাদকে সাধনক্রিয়াক্রমে প্রতিভাত করে। বস্তুতঃ ঐ সকল অনুশীলন কিছু জড় নহে। আমাদের জড়াচেষ্টা আমাদের চিন্তাশক্তি করে না, গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ বা ভক্তিদেবীই চিন্তাশক্তি করান। শয্যায় শায়িত ক্ষুদ্র শিশু হস্ত প্রসারিত করিয়া জননীর মস্তক ধরিতে গেলে মাতা নিজ মস্তক নমিত করিয়া তাহার নিকট ধরা দেন, অপর একটি

অনভিজ্ঞ শিশু ইহা দেখিয়া মনে করিতে পারে যে, শায়িত শিশু নিজ চোঁটেতেই জননীর মস্তক ধরিয়া ফেলিয়াছে। নিকপট সরলচিত্তে গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ জড়েন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিবার জন্ত যত্নপর হইলে যদিও সে-চোঁটা—যেখানে গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ আসন গ্রহণ করিয়াছেন—সেই আশ্রায় পৌঁছায় না, তবুও ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া সে চোঁটাকে ব্যর্থ না করিয়া তাহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে ভক্ত্যনুগত করাইয়া দেন।

হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিংগক্তিই ভক্তিশক্তি। অণুচিদ্র জীবের হ্লাদিধাবৃত্তি যখন হ্লাদিনী বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব এবং সম্বিধবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদে বিকসিত হয়, তখনই তাহাকে ভক্তি বলা হয়। জীব অণু হইলেও তাহার আত্মগত এই বৃত্তি অনন্তমুখিনী। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ও ভক্তি ভিন্ন বস্তু নহে। “গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ” বলিতে ভক্তিলতার বীজ তখনই পাওয়া গেল, আত্মাতে উহার একেবারেই অভাব ছিল, তাহা নহে। ভক্তিবীজ যাহা ভাবরূপে জীবের বৃত্তিতে ছিল, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ তাহাতে রূপ দান করিয়া থাকেন। ভক্তিবৃত্তি বা সেবনবৃত্তি, যাহা জীবের চিত্তক্ষেত্রে অহুস্ম্যত ছিল, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে তাহারই অভিব্যক্তি হয়। জীবাত্মায় গুরুকৃষ্ণের কৃপাধিষ্ঠান নিত্যকালই আছে। যখন তাঁহার জীবের সেবনবৃত্তিকে বিকসিত করিবার জন্ত শক্তিসংস্কার করেন, তখনই জীবহৃদয়ে ভক্তিবীজ উৎপন্ন হয়। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত জীবের সেবনবৃত্তির অভিব্যক্তি বা প্রকাশ অথবা তাহার আশ্রয় কিছু নাই অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত জীবের সেবাবৃত্তির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ভোগবুদ্ধির জন্ত বদ্ধ জীবাত্মা জড়ভিনিবিষ্ট মনের দ্বারা এই প্রসাদের কোন সন্ধান পাইতে পারে না; তখন গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ আমাতে নাই এবং তাহার অধিষ্ঠান আমাতে হইতে পারে না—এইরূপ বুদ্ধি হয়; এই বুদ্ধিই জড়ভিমান। এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীব অন্তর্ভুক্ত। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদাধিষ্ঠান আমাতে থাকিলেও থাকতে পারে, কিন্তু বর্তমানে আমি যখন তাহার কোন সন্ধান পাই না তখন আমি আমার নিজের জড়চোঁটা দ্বারা অর্থাৎ অচিৎবৃত্তির দ্বারাই পরিকল্পিত হইতেছি—এই অভিমান আত্মগত গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদকে সাধন-ক্রিয়ায় ভূমিকায় দর্শন করায়। তখন গুরুকৃষ্ণ কৃপাই যে সাধন, তাহা অসাধ্য বোধিতে পারি না। গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে যখন আমাদের অভিমান পরিত্যক্ত হয় তখন গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ আমাদের শুদ্ধাত্মার বৃত্তিস্বরূপ বা চেতন ধর্মের রূপ

বলিয়া জানিতে পারা যায়। তখন গুরুকৃষ্ণের কৃপাপেক্ষা দ্বারা নিত্যসিদ্ধ সেবার ভাব প্রকটনের জন্ত যে আশ্রয় চেষ্টা হয়, তাহাই সাধনভক্তি।

কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি যদি ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহাদিগকে সাধনক্রিয়া বলা যাইতে পারে, ভক্তির সাধন বা সাধনভক্তি কোনক্রমেই বলা যায় না; যদি পরিণেষে ভক্তির উদ্দেশ্য দান না করে, তাহা হইলে তাহা বুঝা জড়ক্রিয়া মাত্র। সাধনক্রিয়া নশ্বর। সাধনাক্রমের ভূমিকায় থাকিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। ভক্ত্যঙ্গগুলি নশ্বর নহে, আমাদের জড়াভিমান প্রবল থাকিবার জন্ত বা আত্মদর্পণে অনর্থ-ধূলি থাকিবার জন্ত আমরা তাহার নিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। গুরুকৃষ্ণের কৃপায় যতটা অনর্থমুক্ত হইব, ততটাই নশ্বর দর্শনের হাত হইতে ছুটি পাইব। কর্ম-জ্ঞানাদির অনুশীলন করিলে যতটা অনর্থমুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারিব, ততটাই কর্মজ্ঞানের নশ্বরতা অধিকতররূপে বুঝিতে পারিব। সেখানে উদ্দেশ্য হইতে সাধন আত্যন্তিক-রূপে বিভিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যের সিদ্ধিলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

জড়বদ্ধ মন আমার গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ পাইবার নামে পিছু হাটিতে চায়। এই পিছু হাটাই আমার জড়তা। আমি পিছু হাটিতে হাটিতে যে-সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া ভক্তি-অনুশীলনের ভাগ দেখাই, তাহা সাধনক্রিয়াও নহে, জড়ক্রিয়ার কপটতামাত্র। আমি মনে করি—সাধন-ভক্তির দ্বারা আমি ভাবের প্রকটন করিয়া ফেলিতেছি। লোকের কাছে বাহাদুরী লইবার জন্ত জড়কর্শনৈপুণ্যে আমি দক্ষকে, রাবণকেও হারাইবার প্রয়াস করিতেছি। মনে করি ইহাই আমাদের সেবা; কিন্তু আমি যে সেবার চলনায় আমার দন্তপূর্ণ কর্শ্মাডম্বরের দ্বারা সেবা হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। গীতায় কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগী হইতে বলিয়াছেন; এই যোগ শরণাগতিক্রমে ভগবৎপাদপদ্মে যুক্ত হওয়া; আমি কর্ম ও জ্ঞানের আড়ম্বর করিয়াই যোগী বা ভক্তসজ্জা লইতে চাই, অনন্তভাক্ত হইতে চেষ্টা করিতে চাই না, স্মৃতিচারিত্ত্ব বরণ করিয়া ভক্ত-নাম পাইতে চাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—“লোক দেখান গোরা-ভজা তিলকমাত্র ধরি, গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি।” সর্বদাই আত্মবিদের অকপট শরণ লইয়া তাঁহার কৃপাপেক্ষায় নিজের সকল চেষ্টা চালিত করিতে হইবে, নতুবা অমঙ্গল অবশুস্তাবী।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগৌরাসো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ায় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ রোডষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

তেধরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;

নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির
নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথি-পূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা)
উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি-উক্ত
ঠিকানায় আগামী ১১ই ফাল্গুন, ১৩৭৮ ; ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ ;
বৃহস্পতিবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ, বুধবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী
বিরাট মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে । এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ
পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ
বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে ।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি)
দ্বীপ দর্শন, তত্ত্বস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্তন ও নগর-সংকীর্তন-মুখে ষোল্ল
ক্রোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে । এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লীতে
মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ-সেবা এবং অপরাহ্নে সहर
নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্তানুষ্ঠানে সবাঙ্গক যোগদান
করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন । এই
মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা
সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যনুখী সুকৃতি
অজ্জিত হইবে ।

শ্রীশ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী
পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল । ইতি—২৯শে পৌষ, ১৩৭৮ ; ইং ১৪।১।৭২

ওদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যস্বন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১১ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ; (১) **শ্রীগোক্রমদ্বীপ** (কীর্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী (মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা) ; (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ১২ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার : (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাছ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি এবং (৪) **শ্রীখতুদ্বীপ** (অর্চনাখ্য)—রাভুপুর ।

৩। ১৩ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার ; (৫) **শ্রীজহুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জাহ্নগর (জহুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাট, এবং (৬) **শ্রীমোদক্রমদ্বীপ** (দাস্তাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ।

৪। ১৪ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার ; (৭) **শ্রীকুদ্রদ্বীপ** (সখাখ্য)—কুদ্রপাড়া, শকরপুর, ইজ্রাকপুর ও গজের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা ।

৫। ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার ; (৯) **শ্রীঅন্তরীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন) জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন ।


৬। ১৬ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** ।

৭। ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ, বুধবার—**সাধারণ মহোৎসব** (মহা-প্রসাদ বিতরণ) ।

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বাগন মহারাজের নিকট পূর্বপৃষ্ঠার ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

ন বৈ পুংসাং পাতো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বরাহ্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম প্রেষ্ঠ যাতে আঙ্গ-পরসন্ন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যন্ত ॥

অনু ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বক্তি নৈলে পও সেই শ্রব ॥

২৩শ বর্ষ { বাসুদেব, ১৪ গোবিন্দ, ৪৮৫ গোরাঙ্গ
রবিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৮ ; ইং ১৩/২/১৯৭২ } ১২শ সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং অভীষ্টসূচনম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

আভীরপল্লীপতিপুত্র-কান্তা-

দাস্যভিলাষাতিবলাশ্ববারঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচিন্তামণিসম্প্রতি-সংস্থো

মৎ স্বাস্ত্য-হৃদ্যন্ত-হয়েচ্ছুরান্তাম্ ॥ ১ ॥

আভীরপল্লীপতি নন্দরাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের কান্তা শ্রীরাধিকার দাস্য-বিষয়ক
মদীয় অভিলাসরূপ বলবান্ অশ্বারোহী শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর চিন্তারূপ নিম্নল
ঘোটকে আরোহণ করিয়া আমার চিন্তারূপ হৃদ্যন্ত ঘোটকের অভিলাষী
হউন, অর্থাৎ আমার চিন্তাভিলাষ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাবিশিষ্ট হইয়া শ্রীরাধার
দাস্য কর্মেই থাকুক ॥ ১ ॥

যদযত্নতঃ শম-দমাত্মবিবেকযোগৈ-

রধ্যাত্মলগ্নমবিকারমভূন্নো মে ।

রূপস্ত তৎস্মিতসুধং সদয়াবলোক-

মাসাত্ম মাচ্ছতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্ ॥২॥

রূপগোষামীর যত্নে প্রথমতঃ আমার যে মন, শম (ভগবান্নিষ্ঠতা), দম (জিতেদ্রিয়তা) আত্মবিবেক (আত্মা ও অনাত্মার বিবেচনা) এবং যোগ (ধ্যান) দ্বারা বিকার শূন্য হইয়া ভগবত্ত্বের সংলগ্ন হইয়াছিল, সেই মন শ্রীরূপ গোষামীর রূপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে হরিচারিত্রসমূহে মগ্ন হইতেছে ॥ ২ ॥

নিভৃত-বিপিনলীলাঃ কৃষ্ণবক্তৃং সদাক্ষা

প্রাপিবথ মৃগকন্ঠা যুয়মেবাতিধন্যাঃ ।

ক্ষণমপি ন বিলোকে সারমেয়ী ব্রজস্থা-

প্যুদরভরণবৃত্ত্যা বংভ্রমন্তী হতাহম্ ॥ ৩ ॥

হে মৃগকন্ঠাগণ ! তোমরাই অতিশয় ধন্য, যেহেতু নির্জন কাননে লীলা-করত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিতেছ, কিন্তু সারমেয়ী (কুকুরী) ব্রজপা, আমি বৃন্দাবনে থাকিয়াও ক্ষণকালের জন্ত ঐ মুখমণ্ডল দর্শন করিতে পাইলাম না, যেহেতু ইতঃতত ভ্রমণ করিতে করিতে কেবল উদর ভরণ-রূপ বেতনেই বিনাশিন হইলাম ॥ ৩ ॥

মন্মানসোন্নীলদনেক-সঙ্গম-

প্রয়াস-কুঞ্জোদরলব্ধ-সঙ্গয়োঃ ।

নিবেদ্য সখ্যর্পয় মাং স্বসেবনে

বীটীপ্রদানাবসরে ব্রজেশয়োঃ ॥ ৪ ॥

সে সখি ! রূপমঞ্জরি ! বাহারা আমার মনোমধ্যে প্রকাশমান এবং অনেক প্রকার সঙ্গম প্রয়াসে কুঞ্জমধ্যে সঙ্গলাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আপনি স্বীয় সেবন কালে আশুলবীটী নিবেদন করতঃ আমাকে অর্পণ করুন ॥ ৪ ॥

নিবিড়-রতিরিলাসায়াসগাঢ়ালসাক্ষীং

শ্রমজলকণিকাভিঃ ক্লিন্নগুণং হু রাধাম্ ।

ব্রজপতিসুতবক্ষঃপীঠবিম্বস্ত দেহা-

মপি সখি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং বিলোকে ॥৫॥

নিবিড়তর রতিবিলাস জনিত শ্রমে যাহার অঙ্গ প্রগাঢ় অলসযুক্ত, শ্রম জন্তু জলকণায় বাহার গণ্ডযুগল আর্দ্র এবং যিনি নন্দনন্দনের বক্ষঃ পীঠে অঙ্গ বিম্বস্ত করিয়াছেন, হে সখি ! আপনাদিগের কর্তৃক এতাদৃশ বিলাসকালে সেব্যমানা সেই শ্রীরাধাকে কি আমি দর্শন করিব ? ॥ ৫ ॥

দিতিজকুলনিতান্তধ্বান্তমশ্রান্তমশ্রুন্

স্বজনজনচকোরপ্রেমপীযুষবর্ষা ।

কর-শিশিরিত-রাধা-কৈরবোৎফুল্লবল্লী-

কুচকুম্মগুলুচ্ছঃ পাতু কৃষ্ণোষধীশঃ ॥ ৬ ॥

যিনি দৈত্যকুলরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া স্বজনরূপ চকোরের প্রতি প্রেমামৃত বর্ষণ করিতেছেন এবং যিনি কিরণ দ্বারা শীতলীকৃত রাধারূপ কুমুদ সকলের প্রফুল্ল লতার কুচ কুম্মের প্রকাশক সেই কৃষ্ণচন্দ্র আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

রাসে লাস্যং রসবতি সমং রাধয়া মাধবস্য

স্মাভূৎকচ্ছে দধিকর-কুতে স্ফারকেলী-বিবাদম্ ।

আলীমধো স্মরপবনজং নর্ম্মভঙ্গী-তরঙ্গং

কালে কস্মিন্ কুশলভরিতে হন্তু সাক্ষাৎ করোমি ॥ ৭ ॥

রসবিশিষ্ট রাসে নৃত্য, গোবর্দ্ধন সমীপে দধিকর-নিমিত্ত অতিশয় বিবাদ এবং সখীগণ মধো কাম বায়ু সমুথিত কোতুক ভঙ্গীর তরঙ্গ, হায় ! কোন্ শুভকালে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই সমুদায় লীলা সাক্ষাৎ করিব ॥ ৭ ॥

রোহিণ্যাগ্রে কৃতানীঃশতমথ সভয়ানন্দমাভীরভর্তা

ভীত্যা শঙ্করংসিংহে হলিনি সখিকূলে ন্যস্ত সাস্রং ব্রজেশ্যা ।

সাটোপ-স্নেহমুচ্ছদ্বুজজন-নিবহৈ রাধিকাদি প্রিয়াভিঃ

সল্লাঘং বীক্ষ্যমাণঃ শ্রিতসুরভিরটল্লবাগোপঃ স পায়াত ॥৮॥

রোহিণীদেবী অগ্রে যাহাকে শত শত আশীর্বাদ করিয়া ভয় ও আনন্দ সহকারে অবলোকন করিতেছেন, ব্রজেশ্বরী যশোদা গোষ্ঠ জন্তু ভয় শঙ্কায় সাক্ষনেত্রে নরশ্রেষ্ঠ হলধর ও সখাসমূহের নিকট যাহাকে সমর্পণ করিতেছেন,

ব্রজবাসিগণ গর্ব ও স্নেহ সহকারে তথা রাধিকা প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গ
প্রাঘার সহিত যাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যিনি গোপসকলের ভর্তা
হইয়া গাভীরন্দকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নব্য গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গমন
করিতে করিতে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

অদৃষ্টা দৃষ্টেব স্মুরতি সখি কেয়ং ব্রজবধূঃ

কুতোহস্মিন্নায়াতা ভজিতুমতুলা ত্বাং মধুপুরাং ।

অপূর্বেরূপাপূর্ববাং রময় হরিনৈনামিতি স রাধি-

কোদুদ্ভুতাক্ত্যা বিদিত-যুবতিঃস্ত্য স্মিতমধাং ॥ ৯ ॥

[অনন্তর মানবতী শ্রীমতীরাধিকার অনুসন্ধান সমাগত স্ত্রীবৈশাধারী শ্রীকৃষ্ণকে
অকস্মাৎ আবিভূত অশ্রুভর করিয়া রসমঞ্জরী (দাসগোষ্ঠামী) ঐ অবস্থাতেই
শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীকে নিবেদন করিতেছেন]

হে সখি ! এ কোন্ ব্রজবধূ ? কোথা হইতেই বা এই কুঞ্জে সমাগতা
হইয়াছে ? অদৃষ্টা হইলেও ইহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া প্রতীতি
হইতেছে ? সখি কহিতেছেন তোমাকে ভজনা করিবার নিমিত্ত মথুরাপুরী
হইতে এই নিরূপমা স্ত্রী আসিয়াছে । শ্রীরাধা কহিতেছেন, তবে এ
স্ত্রীলোকটী অভূতপূর্ব বটে, অতএব সেই অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত
রমণ করাও, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ শ্রীরাধার উজ্জ্বল ভঙ্গী বাক্য দ্বারা স্বীয় কপট
যুবতিত্ব ও রাধাদি কর্তৃক পরিচিত বোধ করিয়া দ্বৈষং হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

রাধেতি নাম নবসুন্দর-সীধু মুগ্ধং

কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদুত-গাঢ়হৃদম্ ।

সর্বক্ষণং সুরভিরাগ-হিমে ন রম্যং

কৃষ্ণা তদেব পিব মে রসেন ক্ষুধার্ত্তে ॥ ১০ ॥

“রাধা” এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ত্রায় মনোহর, এবং “কৃষ্ণ”
এই নাম অদ্ভুত ঘনহৃদয়ের ত্রায় অতিশয় স্বাদু, হে ক্ষুধাতুর মদীয় রসনে !
তুমি এই দুই বস্তুকেই সুগন্ধি অমুরাগরূপ হিম দ্বারা সর্বদা রমণীয় করিয়া
পান কর ॥ ১০ ॥

চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎকুমুদং বিকাশ্য

হৃদং বিধেহি নিজ-চিস্তন-ভৃঙ্গরঙ্গৈঃ ।

কিঞ্চাপরাধ-তিমিরং নিবিড়ং বিধূয়

পাদমুত সদয় পায়য় দুর্গতং মাম্ ॥ ১১ ॥

হে চৈতন্যচন্দ্র ! আপনি আমার হৃদয়কুমুদ প্রকাশ করিয়া স্বীয় চিন্তারূপ
ভূলের দ্বারা মনোজ্ঞরূপে বিধান করুন । অপর অল্প নিবেদন করিতেছি যে,
হে দয়াময় ! অপরাধরূপ নিবিড় অন্ধকার দূরীভূত করিয়া হৃগতিশালি
মাদৃশজনকে চরণামৃত পান করান ॥ ১১ ॥

পিকপটু-রববাত্তৈভৃঙ্গঝঙ্কার গানৈঃ

স্বরদতুলকুণ্ডুঙ্গ-ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গম্ ।

স্বরসদসি কৃতোত্তম্ ত্যতঃ শ্রান্তু-গাত্রং

ব্রজনবযুব-যুগ্মং নর্তকং বীজয়ামী ॥ ১২ ॥

[অনন্তর শ্রীদাস গোস্বামী পরমানন্দে বিবশ হইয়া স্বীয় অনুভব সেবা বাহ্যে
প্রকাশ করতঃ কহিলেন ।]

কোকিলের স্তমধুর শব্দরূপ বাত দ্বারা ও ভ্রমরের ঝঙ্কাররূপ সঙ্গীত দ্বারা
সুশোভিত নিরুপম নিকুঞ্জবনরূপ নৃত্যালয়ে যেন কন্দর্পোদ্দীপক সভার
কন্দর্পের প্রসাদনরূপ কার্ষ্যের নিমিত্ত আনন্দে নৃত্য করিয়া যাহারা শ্রান্ত
গাত্র হইতেছেন, সেই নর্তনশীল ব্রজনবযুব যুগ্মকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি
চামর ব্যজন করি ॥ ১২ ॥

যং পাদানুজ-যুগ্ম-বিচ্যুতরজঃ-সেবাপ্রভাবদহং

গান্ধর্ব-সরসি-গিরীন্দ্র-নিকটে কষ্টোহপি নিত্যং বসন্ ।

তং প্রেয়োগণপালিতো জিতসুধা রাধামুকুন্দাভিধা

উদগারামি শৃণোমি মাং পুনরহো শ্রীমান্ স্বরূপোহবতু ॥ ১৩ ॥

॥ * ॥ ইত্যভীষ্টসূচনম্ ॥ * ॥

অহে ব্রজবাসী সকল ! যাহার পাদপদ্ম যুগল হইতে বিচ্যুত পরাগের
সেবাপ্রভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমীপবর্তী গোবর্দ্ধন-নিকটে অতি কষ্টে নিত্য
বাস করতঃ যে শ্রীরূপের প্রিয়গণ কর্তৃক পালিত হইয়া অমৃত ধারার বিজয়িনী
শ্রীকৃষ্ণের নামাবলী কীর্তন ও শ্রবণ করিতেছি এবং যিনি পূর্বে ভৃগুপতি
হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই শ্রীমান্ রূপগোস্বামী এক্ষণে পুনর্বার ভজনবিঘ্ন
হইতে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

॥ * ॥ ইতি অভীষ্টসূচন সম্পূর্ণ ॥ * ॥

অনর্থনিবৃত্তির উপায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তন

২১শে ভাদ্র, ১৩২২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৫ শ্রীধর তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র যথাকালে পাইয়াছিলাম। নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া কাহারো পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই।

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কৰ্ম্মী বা অগ্ৰাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য সৰ্ব্বদা ভগবান্কে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়, জ্ঞাড়া প্রভৃতি পলায়ন করে, এমন কি হরিবিমুখ বহিস্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল! পরে ভজন শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী লোকেরা কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীসজ্জনতোষনী তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আপনার নিকট নীঘ্রই প্রেরণ করিব। ঐ পত্রিকা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। সময় সময় ‘জৈবধর্ম্ম’ আলোচনা করিতে পারেন।

গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অমনস্ক থাকিবেন। নিজের কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকিলে কোন বাধাবিপত্তি আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। ‘কল্যাণকল্পতরু’, ‘প্রার্থনা’, ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’ প্রভৃতি গ্রন্থ অবকাশমত আলোচনা করিবেন। জগতের বহিস্মুখ লোকদিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না। মনে মনে ত্যাগ করিবেন।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজনকুশল জানাইবেন।

নিত্যানীৰ্দ্ধাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্ত্যানুকূল্য)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১১ পৃষ্ঠার পর)

২৬। ধৈর্য্য কাহাকে বলে? বড়বেগকে কি ভক্তনের অনুকূল করা যায়?

“ছয়প্রকার বেগ দমন করার নামই ‘ধৈর্য্য’। শরীর থাকিতে ঐ সকল প্রবৃত্তি একেবারে নিশ্চুল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে তাহাদিগকে নিয়ুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষজনক হয় না।”

—‘ধৈর্য্য’, সঃ তোঃ ১১।৫

২৭। কিরূপ ধৈর্য্য হরিভক্তনের অনুকূল?

“সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন-কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব ফলের আশা করিয়াও যে ভক্তনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাহারই ফলপ্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণ আমাকে অত্ন বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন; আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনই ছাড়িব না। এইপ্রকার ধৈর্য্য ভক্তিসাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।”

—‘ধৈর্য্য’, সঃ তোঃ ১১।৫

২৮। কিরূপ আহার ভক্তনের অনুকূল?

“যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। সাম্প্রিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে।” —‘ধৈর্য্য’, সঃ তোঃ ১১।৫

২৯। ব্যবহার ও পরমার্থ কিরূপে ভক্তনানুকূল হয়?

“ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যত প্রকার চেষ্টা আছে, সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে করাই মঙ্গলজনক।” —‘তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

৩০। যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার ভক্তনানুকূল কেন?

“জীবনের সমস্ত-ব্যবহারে ভক্তিসাধনের প্রয়োজন-মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে; আবার আবশ্যকমত স্বীকার না করিলে ভক্তিসাধনে নুনতা হইবে।”

—‘তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

৩১। হরিভক্তনের অনুকূল সংসার বা কৃষ্ণসংসার কিরূপ ?

“কৃষ্ণ-সংসার-পন্থনের জন্মই বিবাহ ; কৃষ্ণসেবক বৃদ্ধি করিবার জন্ম সন্তান-চেষ্টি ; কৃষ্ণদাসদিগের তৃপ্তির জন্ম পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ; কৃষ্ণের জীবসকলের তর্পণের জন্ম ভোজন-মহোৎসব । এই প্রকার সমস্ত কৰ্ম্মকেই কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে আর বহির্মুখ কৰ্ম্মকাণ্ডে পড়িতে হইবে না। ‘দেহ-গেহ সকলই কৃষ্ণের’—এই বোধে দেহরক্ষা, গেহরক্ষা ও সমাজ রক্ষা করিবে—ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার।”

—‘ভক্তকৰ্ম্ম প্রবর্তন’, স: তো: ১১।৬

৩২। সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণব-ব্রতাদি পালনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

“সংস্কারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্ম সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্ম তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রত-সমুদায় পালন করা আবশ্যিক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কৰ্ত্তব্য নয়। পরন্তু বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যিক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটীনাটীরূপ কপটতা আসিয়া কার্য্য-সমুদায় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে ষাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি সুদুর্লভ হইয়া পড়েন!”

—‘সঙ্গত্যাগ’, স: তো: ১১।১১

৩৩। চাতুৰ্ম্মাস্ত্রত ভক্তির অনুকূল কেন ?

“দিবসত্রয় সঙ্গ রোধ করিতে করিতে একমাসব্যাপী ও চতুৰ্ম্মাসব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নিৰ্ম্মূল করিয়া সেই-সেই দ্রব্য ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্ম বিদায় লইতে হইবে।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, স: তো: ১১।১১

৩৪। কিরূপ বিচারে গৃহে বাস ও গৃহত্যাগ করা কৰ্ত্তব্য ?

“ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভক্তনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয় ; বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কৰ্ত্তব্য। তবে গৃহ যখন ভক্তনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তিজনিত বলিয়া সৰ্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিচারক্রমেই শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না। এই বিচার-ক্রমেই শ্রীধর রূপদামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন না। যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের

দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন । এই বিচারক্রমে যাহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত ।” —‘সাধুস্বাস্ত’, স: তো: ১১১২

৩৫। গৃহস্থ-বৈষ্ণব কি উপায়ে জীবিকা অর্জন করবেন ?

“গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম-অনুসারে জীবিকা-ানব্রাহ্মের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিবেন; কোন পাপের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না ।”

—‘সাধুস্বাস্ত’, স: তো: ১১১২

৩৬। সদ্বৃত্তিজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কাহার অনুসরণ করিবেন ?

“সদ্বৃত্তি কি, ইহা জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত জনের আচার দ্রষ্টব্য ।”

—‘সাধুস্বাস্ত’, স: তো: ১১১২

৩৭। বিষয়বন্ধন কিরূপে ক্ষয় হয় ?

“কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা হয়, তাহাই মাত্র অঙ্গীকার করিলে ভক্তির অনুশীলন হইবে এবং ক্রমশ: বিষয়বন্ধন ক্ষয় হইয়া পড়িবে ।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, স: তো: ৪১৯

৩৮। চক্ষুদ্বারা ভগবদনুশীলন কিরূপে হয় ?

“চক্ষুকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীমুক্তির্দর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, ভগবদ্ভীলাস্বানের বিবিধ শোভাদর্শন এবং লীলাপ্রতিকৃতি ইত্যাদি দর্শনব্রতই একমাত্র উপায় । যাহা কিছু চক্ষুর বিষয়ভূত হয়, তাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করাই মূল প্রয়োজন ।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, স: তো: ৪১৯

৩৯। কর্ণদ্বারা কিরূপে ভক্তির অনুশীলন হয় ?

“কর্ণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে হরিকথা, ভক্তকথা ও হরিসম্বন্ধিনী বিষয়কথার শ্রবণব্রতই একমাত্র উপায় ।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, স: তো: ৪১৯

৪০। নাসিকাকে কি ভাবে ভক্তির অনুকূল করা যায় ?

“ঘ্রাণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণাপিত তুলসী, পুষ্পচন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যাদির ঘ্রাণ-গ্রহণ-ব্রতই একমাত্র উপায় । যে কিছু গন্ধ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধের সহিত গ্রহণ করা উচিত ।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, স: তো: ৪১৯

৪১। জিহ্বাকে ভক্তির অনুকূল করা যায় কিরূপে ?

“রসনাকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ও ভক্ত-প্রসাদ-সেবনব্রতই একমাত্র উপায় । প্রসাদ-সেবার সময় ভোগস্বখ মনে হয় না, কেবল জীবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনস্বখই মনে পড়ে ।

প্রসাদ-সেবায় স্বীয় ভোগসুখ গনে করিলে আর অমুকুল্যভাব থাকে না।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সঃ তোঃ ৪।৯

৪২। শরীরকে ভক্তির অমুকুল করিতে হইলে তদ্বারা কি করা উচিত ?

“হস্তপদাদি-শরীরকে ভক্তির অমুকুল করিতে হইলে তত্তৎ শরীরদ্বারা ভগবৎসেবা ও বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র উপায়।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সঃ তোঃ ৪।৯

৪৩। পারমার্থিক নাম ও উপাধি কি ভক্তির অমুকুল নহে ?

“শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলার সময়ে “রত্নবাহু” “কবিকর্ণপুর” “প্রেমনিধি” প্রভৃতি পারমার্থিক নাম দেখা যায়। পরবর্তী ভক্তগণও “ভাগবতভূষণ”, “গীতাভূষণ” প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।”

—‘পঞ্চসংস্কার’, সঃ তোঃ ৪।১

৪৪। ভক্তির অমুকুল ও প্রতিকুল বিষয়ে মহাজনের চিত্তের কিরূপ অবস্থা হয় ?

“ভক্তনের অমুকুল বিষয়ে মহানুভবের চিত্তটি পুষ্পের আয় কোমল ; ভজনামুকুল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহানুভবের চিত্ত আর্দ্র হয়। ভক্তনের প্রতিকুল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহানুভবের চিত্ত বজ্রের আয় কঠিন হয় ; সে সমুদায় তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না।”

—‘বৈষ্ণবস্বভাব’, সঃ তোঃ ৪।১১

৪৫। কথা, গীত, কাব্যাদি কিরূপে ভক্তির অমুকুল হয় ?

“ব্যবহারিক কথালাপ, গীত ও কাব্যাদি কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত করিতে পারিলে অমুকুল্যের সিদ্ধি হয়।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সঃ তোঃ ৪।৯

৪৬। হরিভক্তনের উপদেশকালে পরচর্চা কি ভক্তির অমুকুল ?

“গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চা না করিলে উপদেশ ফুট হয় না। পূর্ব মহাজনগণ যখন সেরূপ পরচর্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই।”

—‘প্রজ্ঞা’, সঃ তোঃ ১০।১০

৪৭। হরিভক্তিসাধক প্রজ্ঞা কি অনিষ্টকর ?

“সমস্ত মহাজন হরিভক্তিসাধক প্রজ্ঞাকে আদর করিয়াছেন।”

—‘প্রজ্ঞা’, সঃ তোঃ ১০।১০

৪৮। কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে পরালোচনা দোষাবহ নহে ?

“সহৃদ্ষের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সহৃদ্ষ তিনপ্রকার। যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনাটি শুভ ; জগতের মঙ্গল সাধনের জন্ত যদি পাপীর আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্যের মধ্যে গণিত এবং নিজের মঙ্গল সাধনের জন্ত যদি সেই আলোচনা হয়, তাহাও গুণ বই দোষ নয়।”

—‘বৈষম্যনিবন্ধ’, সঃ তোঃ ৫।৫

৪৯। কৰ্ম্মকে কিরূপভাবে অনুষ্ঠান করিলে ভক্তিয়োগ হয় ?

“কৰ্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্বাহ হয় না, তখন জীবনরক্ষক কৰ্ম্ম অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সেই কৰ্ম্ম যদি বহির্গুণভাবে করা যায়, তবে মনুষ্য পবিত্রীকৃত হয় এবং পুণ্যের উদয় হয়। অতএব শারীর কৰ্ম্মসকলকে ভগবন্তের অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিয়োগ হয়।”

—‘অত্যাহার’, সঃ তোঃ ১০।৯

৫০। বিষয়কে কিরূপভাবে গ্রহণ করিলে অত্যাহার হয় না ?

‘বিষয়-ভোগ’ বলিয়া বিষয়কে গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু ‘ভগবৎপ্রসাদ’ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়।”

—‘অত্যাহার’, সঃ তোঃ ১০।৯

৫১। কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তি কিরূপ জীবন যাপন করিবেন ?

“এ দেহের ক্রিয়া
অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি।

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে
অনুকূল যাহা

তাহে হব অমুরাগী।”

‘প্রার্থনা’ (লালসাময়ী) ৬ কঃ কঃ

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পদ্মসারথ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতকী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ
প্রভুদেবের অপ্রকট-লীলাবাসনে
বিরহ-বেদনা

[৭]

নিকটে শমন, মন উচাটন

দেহ টলমল হয় ।

অতীতের স্মৃতি, একে একে আসি

স্মৃতিপটে ঝলকার ॥

জীবনের কত বার্থ বাসনা

দগ্ধ করিছে হিয়া ।

ব্যথিত অন্তরে কাঁদিছি সতত

হইয়া আপন হারা ॥

ছিল আশা যত হইল যে চূর্ণ

এই জীবনের সাজে ।

ছায়াটি তাহার কাঁদায় আমায়

বার্থ হইলাম কাজে ॥

সম্মুখে দেখি বিরাট আঁধার

ঝুঁকিছে সর্বদা হায় ।

অজানা অচেনা রাজ্যের মাঝে

সে কভু কি যেতে চায় ॥

তথাপি আমাকে যেতে হবে প্রভু

সেই অজানা স্থানে ।

কে মোর সাথী হবে তখন

ভূমি বিনা কেবা জানে ॥

এ ভব সংসারে এনেছ আমারে
 পুথ-দুঃখের কোণে ।
 কেমনে রহিব সবহারা হয়ে
 মন নাহি তো মানে ॥
 এমন করিয়া রাখিওনা মোরে
 দাও নয়ন খুলে ।
 তব লীলা দেখায়ে মোরে
 অস্তে স্থান দিও চরণকমলে ॥
 নয়ন বাঁধিয়া নিওনা টানিয়া
 ওহে মোর প্রাণনাথ ।
 তুমিষে মোর শেষের সম্বল
 রহি যেন তব সাথ ॥
 তব সেবাধিকার দানিও এদাসে
 এ শেষ কামনা আমার ।
 পুরাবে কি প্রভু প্রার্থনা মোর
 ওহে দরার সাগর ॥

সেবকাধম—

রামগোপাল ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৫)

প্রায়েণ মুনয়ো রাজস্বিত্তা বিধিসেবতঃ ।
 নৈষ্ঠগাংস্থা রমন্তে অ গুণামুকথনে হরেঃ ॥
 ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।
 অধীতবান্ স্বাপরাদৌ পিতৃর্হৈ পায়নাদহম্ ॥
 পরিনষ্ঠিতোহপি নৈষ্ঠগ্যে উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া ।
 গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥

ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণদেব মহারাজ পরীক্ষণকে বলিলেন—
হে রাজন্! যে সকল মুনি বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গুণাতীত ব্রহ্মে
অবস্থিত, তাঁহারাও শ্রীহরির গুণকীর্তনে রতি করেন।

এই ভাগবত ভ্রামিক পুরাণ ব্রহ্মতুল্য। স্বাপনের শেষে আমি পিতা
দৈপায়নের নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। নিগুণব্রহ্মে সর্বতো-
ভাবে নিষ্ঠাসম্পন্ন থাকিয়াও উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের লীলায় আকৃষ্ট হইয়া
আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।

উপরিউক্ত শ্লোকে আত্মারাম শ্রেষ্ঠগণের ভক্তি প্রদর্শন করিয়া নিম্ন-
লিখিত শ্লোকে ভক্তিহীন ব্যক্তিদের নিন্দা করিতেছেন—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বভেদং যদগৃহমাগৈর্হরিনামধৈয়ৈঃ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্রক্লেবেষু হর্ষঃ ॥

(ভাঃ ২।৩।২৪)

হরিনাম কীর্তন করিলেও যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে, আর বিকার
হইলেও যদি নেত্রে জল এবং গাত্র রোমাঞ্চিত না হয়, তবে সে হৃদয়
লৌহবৎ কঠিন।

অতএব প্রীতিমান ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন শ্রীদত্তাত্রেয় ঐপ্রহ্লাদকে
বলিতেছেন—

তথাপি ব্রহ্মহে প্রশংস্তুব রাজন্ যথাক্রমং।

—সন্তোষনীযো হি ভবানাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ (ভাঃ ৭।১৩।২৩)

শ্রীভগবান্ হৃদয়স্থ হইয়া তোমার অজ্ঞান বিদূরিত করিলেও, হে রাজন্!
তুমি আমাকে যে প্রশংসা করিয়াছ, তৎসম্বন্ধে বাহা শুনিয়াছি, তাহা তোমার
নিকট বলিতেছি, যে নিজের শুদ্ধি অভিলাষ করে, তাহার পক্ষে তোমার
সহিত সন্তোষ করা কর্তব্য। শুদ্ধি শব্দে শুদ্ধভক্তি বাসনা বুঝিতে হইবে।

শ্রীদত্তাত্রেয় অজ্ঞাগর ব্রত অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রকার লোকাপেক্ষা গর্হন
করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদের সহিত সন্তোষ করিয়া জানাইলেন যে,
জীবমুক্ত পুরুষেরও ভক্তিলাভের জন্ম শুদ্ধভক্ত সঙ্গ করা কর্তব্য।

ইহাতেও মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে, শুদ্ধাভক্তিই
ভগবৎপ্রীতি।

বাগ্গদগদা দ্রবতে যন্ত চিত্তং রুদত্যাভীক্লেং হসতি কচিচ্চ।

বিলজ্জ উদগায়তি নৃত্যতে চ মত্তক্তিয়ুক্তো ভুবনং পুণাতি ॥

(ভাঃ ১।১।২৪।২৪)

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নিৰ্বৈৰং সমদৰ্শনম্।

অনুব্রজ্যাম্যহং নিত্যং পুষ্যেয্যেত্যজ্ঞুরেণুভিঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৬)

ভগবন্তক্তের সহিত সন্তোষে শুদ্ধভক্তির আবির্ভাব হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ঐহার বাক্য গদগদ, চিত্ত দ্রবীভূত, যিনি বারংবার রোদন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, এমন মত্তভক্তিবৃত্ত ব্যক্তি ভুবন পবিত্র করেন।

নিরপেক্ষ, শান্ত, নিৰ্বৈৰ, সমদৃষ্টি মুনির নিয়ত অনুগমন করিয়া তাঁহাদের চরণধূলি দ্বারা পবিত্র হই। ঐ শ্লোকের স্বামিটীকা—যদন্তর্বর্তী ব্রহ্মাণ্ডানি পবিত্রীকূৰ্য্যাম্ অর্থাৎ আমার অন্তর্বর্তী ব্রহ্মাণ্ড সকলকে পবিত্র করি।

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

শুণৈরন্মসংখ্যৈর্মাহাত্ম্য তত্ত্ব সূচ্যতে।

বাসুদেবে ভগবতি যন্ত নৈসর্গিকী রতিঃ ॥ (ভাঃ ৭।৪।৩৬)

ভগবান্ বাসুদেবে ঐহার স্বাভাবিকী রতি ছিল, সেই প্রহ্লাদের অসংখ্য গুণ দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে।

এই সকল শ্লোক প্রমাণ দ্বারা শুদ্ধ প্ৰীতিমান ব্যক্তির উৎকর্ষ জানা গেল। গেল। অতএব প্ৰীতিরই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থই সিদ্ধ হইল।

শ্রীভাগবতে দেবগণের উক্ত—

অথহ বাব ভব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রক্షা সঙ্কল্লীচয়া স্বমনসি নিষান্দ-
মানানবরতসুখেন বিস্মারিতদৃষ্টিশ্রুতিবিষয়সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা
একান্তিনো ভগবতি সৰ্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সৰ্বাঙ্গানি নিয়তনিবৃত্তমনসঃ কথমুহ
বা এতে মধুসথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদাঃ সাধবন্তুষ্করণানুজানুসেবাং
বিস্মজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্যাবর্ত্তঃ ইতি। (ভাঃ ৬।৯।৩৯)

দেবগণ শ্রীপুরুষোত্তমকে বলিয়াছেন, হে মধুসথন! আপনি সংস্বরূপ সৰ্বান্তর্যামী পরমেশ্বর। অতএব এ সকল একান্তী পরম ভাগবত আপনার পাদপদ্মের নিরন্তর সেবা কিরূপে ত্যাগ করিতে পারেন। যেহেতু, ইঁহারা পুরুষার্থ বিচারে নিপুণ। একত্ব আত্মা আপনাকে তাঁহারা প্রিয় ও সুহৃদ মনে করেন। সুতরাং তাঁহারা সাধু অর্থাৎ রাগাদি শূন্য। কারণ আপনার মহিমা অমৃতের সমুদ্র। তাহার একবিন্দু একবার মাত্র আশ্বাদিত হইলে মনোমধ্যে নিরন্তর যে প্রেমানন্দ প্রবাহিত হয়, তাহাতে চক্ষু কণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগের সুখাভাস বিস্মৃত হইতে হয়। ঐহার সেই আশ্বাদ

পাইয়াছেন, সর্বভূতের প্রিয় সুহৃদ সর্বান্তর্যামী আপনাতে তাঁহাদের চিত্ত
অনুরক্ত ও আনন্দিত । নিরন্তর আপনার চরণকমল সেবা করিলে আর সংসারে
প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না ।

অতএব শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

তস্মৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো

ন লভ্যাতে যদ্ ভ্রমভামপরিধাঃ ।

তল্লভ্যাতে দুঃখ দন্ততঃ সুখং

কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-

মুকুন্দসেব্যাত্মবদন্ত সংসৃতিম্ ।

স্মরন্ মুকুন্দাভ্যুপগৃহনং পুন-

ক্ৰিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥ (ভাঃ ১।৫।১৮-১৯)

উক্ত হইতে অধঃস্থিত স্বাবরযোনি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যাহা পাওয়া
যায় না, তাহারই অস্ত্র যত্ন করা পাণ্ডিত্য ব্যক্তির কর্তব্য । বিষয়সুখ প্রাচীন
কস্মিন্বেশে বিনা চেষ্টায় দুঃখের মত সর্বত্র লাভ করা যায় ।

মুকুন্দসেবিজন কোন কারণে কুযোনিগত হইলেও কস্মীর ত্রায় সংসার ভ্রমণ
করেন না । কারণ তাঁহার ভগবন্তক্লিরসে আগ্রহ থাকায় মুকুন্দের চরণার-
বিন্দের আলিঙ্গন স্মরণ করতঃ তাহা আর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না ।

শ্রীপৃথু মহারাজও ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন—

ভক্তস্ত্যথ স্বামত এব সাধবো

ব্যদন্তমায়াগুণবিভ্রমোদরম্ ।

ভবংপদানুস্মরণাদৃতে সতাং

নিমিত্তমগ্নভগবন্ ন বিদ্বহে ॥ (ভাঃ ৪।২।২২)

হে ভগবন্, আপনি দীন বৎসল । মায়াগুণের কার্য্য আপনাতে নাই ।
অতএব সাধুগণ নিরন্তর আপনাকে ভজন করেন । আপনার চরণকমলের
স্মরণ ছাড়া সাধুগণের অস্ত্র কোন ফলাভিসন্ধি নাই । সুতরাং ভগবদ্-
ভক্তগণের ভগবৎপ্রীতিবাহুই আদরনীয়, তত্ত্বিগ্ন অস্ত্র সকলই তুচ্ছ—ইহা
শুকদেব বলিতেছেন—

সুখোপবিষ্টঃ পর্য্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ ।

লেভে মনোরথান্ সর্বান্ পথি যান্ স চকার হ ॥

কিমলভ্যাং ভগবতি প্রসঙ্গে শ্রীনিকেতনে ।

তথাপি তৎপরো রাজন্ নহি বাহুস্তি কিঞ্চন ॥ (ভাঃ ১০।৩৯।১-২)

অক্রুর পথে আসিতে আসিতে যে যে মনোবাঞ্ছা করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ কর্তৃক সম্মানিত এবং পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া সে সকলই পাইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে ? তথাপি ভগবৎপরায়ণ জনগণ কিছুমাত্র বাঞ্ছা করেন না।

ভগবৎপ্রীতিবাঞ্ছা ছাড়া ভক্তগণের আর কিছুই আদরণীয় নহে। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তিতেও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে—

পুনশ্চ ভূষাভগবত্যানন্তে

রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।

মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং

মৈত্রস্ত সর্বত্র নমো দ্বিজৈভ্যঃ ॥ (ভাঃ ১।১৯।১৬)

শ্রীপরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া প্রায়োপবেশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রাহ্মগণ-সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি যে যে জন্ম প্রাপ্ত হই না কেন, তাহাতে তাহাতেই যেন আমার ভগবান্ অনন্তে ভক্তি, ভগবদাশ্রিত সাধুগণের সহিত সমাগম এবং সর্বত্র মৈত্রী হয়। হে দ্বিজগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি আপনারা এই আশীর্বাদ করুন।

তিনি কেবল সাধুসমাগম প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যত্র তাঁহার অবজ্ঞাভাব ছিল না; সেজন্যই অন্যসকল স্থলে অবিস্মা দৃষ্টি মৈত্রী প্রার্থনা করিলেন।

ভগবৎপ্রীতিই ভক্তগণের বাঞ্ছনীয়, এজন্য শ্রীমৈত্রেয় বিদ্বরকে বলিয়াছিলেন—

ন বৈ মুকুন্দশ্চ পদারবিন্দয়ো

রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ।

বাঞ্ছন্তি তদাস্তমৃতেহর্থমাত্মনো

যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃ সমৃদ্ধয়ঃ ॥ (ভাঃ ৪।৯।৩৬)

হে বৎস! যাহারা তোমার মত মুকুন্দচরণকমলের রজঃসেবা করেন, তাহারা শ্রীভগবানের দাস্য ভিন্ন অন্য কোন পুরুষার্থ বাঞ্ছা করেন না। সমৃদ্ধাক্রমে যাহা লভ্য হয়, তদ্বারা তাহাদের মনের সমৃদ্ধি থাকে অর্থাৎ তাহাতেই তাহারা নিরতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন—মনে কোন অভাব বোধ করেন না। ভক্তিলেশ মাহাত্ম্যে সমস্ত পুরুষার্থ স্বতঃই যাহাদের কৃপাদৃষ্টিলেশ প্রতীক্ষা করে তাহারা কোন পুরুষার্থই বাঞ্ছা করেন না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তভিষুদেব শ্রোতী মহারাজ

ঐতিহ্যশিক্ষাক্ষেত্র

[ঐতিহ্য-ভিত্তিক-বিবোধ-কল্প-বিবর্তিত-সম্প্রদায়-ভাষ্য-বৃত্তান্ত]

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৩ পৃষ্ঠার পর)

ভূগদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

সম্প্রদায়-ভাষ্য

নিরপরাধেন হরিনামকৃত্যং বিষয়বিরক্তিজনিতদৈহ্যং, নির্ম্মৎসরতা-
লঙ্কৃতাদয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা, সর্বেষাং যথাযোগ্যসম্মাননা চৈতানি
লক্ষণানি। তত্র চৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপশ্রীকৃষ্ণনামাবির্ভাবান্তেষাং
চিদ্রসেতরবিরক্তিভাবেনোক্তিঃ। অহমেবাণুচৈতন্যস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণদাসো
জীবঃ। জড়াত্মকেষু বিষয়েষু ন মম কুত্রচিদর্থো বর্ততে। বর্তমান-
জড়যন্ত্রিতাবস্থা কৃষ্ণবহিস্মুখদোষেণ মমৈব তুর্দশা। কৃষ্ণকৃপয়া যাবৎ
মম সংসারনিবৃত্তির্ন ভবতি তাবৎ,—সুতরাং যুক্তবৈরাগ্যেন শ্রীকৃষ্ণ-
সম্বন্ধজ্ঞানেন চ জীবনযাত্রোপযোগী বিষয়োহপি ময়া স্বীকর্তব্যঃ।
অভাব-রোগ-শোক-বান্ধব্যাতিজনিতদুঃখং প্রাপ্তিস্বাস্থ্যবল-বিত্তোত্যাতি-
জনিতসুখঞ্চ সর্বং প্রারদ্ধফলমবশ্যং ময়া ভোক্তব্যম্। চিংস্বরূপস্য
মম জড়বিষয়ে কিঞ্চিদপি নাস্তীতি বিচিন্ত্য সম্পূর্ণদৈহ্যেনাহং গৃহে বনে
বা হা কৃষ্ণ! হা গৌরচন্দ্র! হা প্রাণনাথ! কদা শুদ্ধদাস্যমহং
লভয়েতি বদনং তিষ্ঠামি। অস্ত তস্য জড়বস্তুত্বং, তথাপি ত্বং
বস্তুত্বাভিমানং ন শ্রীয়াবিরুদ্ধং; কিন্তু বিকৃতস্বরূপস্য মমাত্র বস্তুত্বা-
ভিমানং ন সুন্দরমিতি ভূগদপি মম সুনীচত্বং বাস্তবম্। “তরোরপি
সহিষ্ণুনে”তি বাক্যেন তরুঃ সংচ্ছেদকস্তাপি ছায়াফলদানেনোপ-
করোতি, কৃষ্ণভক্তস্ত তদপেক্ষোচ্চপ্রবৃত্ত্যা দয়য়া সর্বান্ শত্রুমিত্রানুপ-
করোতীতি সূচিতম্। অনেন হরিনামকৃত্যং নির্ম্মৎসরতালঙ্কৃতদয়ারূপ-
দ্বিতীয়লক্ষণং ভবতি। নিরপরাধেন নামগানপরশ্রোক্তিঃ। হা নাথ!
এতে মৎসঙ্গিনো জীবাঃ কথং ভবন্নাস্তি রতিং লভন্তে? তে সর্ব-
মায়ান্ধাঃ সন্তঃ পুত্রকলত্রবিগজয়পরাজয়সম্বন্ধজনিতসুখদুঃখদ্বন্দ্ব-

কা-রাঃ । তেষামনর্থপূৰ্ণে জড়বিষয়ে বিরক্তির্নভবতি । আশাপাশা-
বদ্ধান্তে তুচ্ছানি দুঃখোদকানি কৰ্ম্মফলানি নির্ভেদ-জ্ঞানফলানি
বাস্বেষয়ন্তি । কথমেসামাত্মাথার্থ্যদর্শনরুচির্জায়তে—এবং ক্রবন্
সে হপি হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ । কলৌ নাস্তেব্য
নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্থথেতু্যৈঃস্মরণে গায়তি ॥ “অমানিনা-”
শব্দেনাস্ত মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপতৃতীয়লক্ষণং নির্দিষ্টম্ । বদ্ধজীবানাং
স্থূললিঙ্গদেহদ্বয়সম্বন্ধ-ষোণৈশ্বৰ্য্যভোগৈশ্বৰ্যধনরূপজাতি-বর্ণবলপ্রতিষ্ঠাধি-
কারেত্যাদিজনিতং যদভিমানং তন্মিথ্যা জীবস্বরূপবিরোধধৰ্ম্মত্বাৎ ।
তত্তদভিমানশূন্যতা মিথ্যাভিমানশূন্যতা । এবমুভয়মিথ্যাভিমানশূন্য-
সৰ্বদা সতাপি তত্তদভিমানহেতৌ ক্ষান্তিগুণভূষিতেন হরিনাম কীর্ত্ত-
নীয়ম্ । গৃহে তিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণত্বাৎহঙ্কারশূন্যো, বনে তিষ্ঠন্ বৈরাগ্য-
লিঙ্গাহঙ্কারশূন্যশ্চ কৃষ্ণৈকচিত্তো ভক্তঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তয়তি । “মানদ”-
শব্দেন যথাযোগ্যং সৰ্ব্বেষাং মানদত্বং তস্য চতুর্থলক্ষণম্ । সৰ্ব্বান্
জীবান্ কৃষ্ণদাসান্ জাহ্ন্বা কমপি ন দোষিতি প্রতিদোষিতি বা । মধুরবাক্যেন
জগন্মঙ্গলকার্য্যেণ চ তান্ সৰ্ব্বান্ তোষয়তি । বিংশে যেহধিকারপ্রাপ্তা
ব্রাহ্মণাদয়ো, যে চ দিবি ব্রহ্মরূঢ়াদিদেবাদয়স্তান্ সৰ্ব্বান্ দৈত্বেন বহু-
মানয়তি, তেভ্যো হরিভক্তিং প্রার্থয়তে চ । যে তু শুদ্ধভক্তান্তান্
সৰ্ব্বভাবেন সেবতে । অনেন লক্ষণচতুষ্টয়েন ভূষিতস্য কৃষ্ণনামকীর্ত্তনমেব
পরমপুরুষার্থসাধনং ভবতীতি শ্রীমন্মহাপ্রভুপাদেনোপদিষ্টম্ ॥ ৩ ॥

লন্মোদন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

বিষয়বিরক্তিজনিত দৈত্ব, নিম্নসুখতাপ্রবৃত্তি দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা ও
সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মাননা নিরপরাধে হরিনামকারিগণের এই সকল
লক্ষণ দৃষ্ট হয় । চৈতন্যসবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামের আবির্ভাব হওয়ায়
চিদিতররসে বিরক্তিজনিত তাঁহাদের এই উক্তি,—আমিই অণুচৈতন্যস্বরূপ
শ্রীকৃষ্ণদাস জীব । জড়াত্মক বিষয়ে আমার কোন প্রয়োজন নাই । কৃষ্ণ-
বহিমুখতাদোষে বর্ত্তমান জড়াবস্থা আমারই দুর্দশা । যেকাল পর্যন্ত
কৃষ্ণকৃপায় সংসার নিবৃত্তি না হয়, তাদৎকালাবধি যুক্তবৈরাগ্যও শ্রীকৃষ্ণ-
সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত জীবনযাত্রোপযোগী বিষয় আমাকে স্বীকার করিতে

হইবে। অভাব-রোগ-শোক-বার্দ্ধক্যাদিজনিত দুঃখ ও প্রাপ্তি স্বাস্থ্য বল-
 বিঘ্ন ইত্যাদি জনিত সুখ—সমস্ত প্রারব্ধফলজ্ঞানে অবশ্য ভোগ করিতে
 হইবে। ‘চিৎস্বরূপ আমার জড়বিষয়ে কোন প্রয়োজন নাই’ ইহা চিন্তা
 করিয়া ‘হা কৃষ্ণ! হা গৌরচন্দ্র! হা শ্রীগোপাল! কবে আপনার শুদ্ধদাস্ত
 লাভ করিব, দৈন্যভরে বলিতে বলিতে গৃহে বা বনে অবস্থান করিব।
 ৭ তুংগের জড়বস্তু হুং থাকুক, তথাপি উহার বস্তুত্বাভিমান জ্ঞানবিরুদ্ধ; কিন্তু
 বিকৃতস্বরূপ আমার বস্তুত্বাভিমান সুন্দর নহে, এই তৃণাপেক্ষাও আমার
 সুনীচত্ব বাস্তব। ‘তরুর চেয়ে সহিষ্ণু কর্তৃক’—এই বাক্যদ্বারা তরুসংচ্ছেদককেও
 ছায়া ও ফলদানে উপকার করিয়া থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত তদপেক্ষাও দয়া-
 প্রবৃত্তিক্রমে শত্রু-মিত্র সকলকেই উপকার করিয়া থাকে—ইহাই স্মৃতি
 হইতেছে। ইহা দ্বারা হরিনামকারীর নিঃসংশয়সরতাস্থিতদম্বারূপ দ্বিতীয় লক্ষণ
 উপলক্ষিত হয়। নিরপরাধে নামগানপরাধের উক্তি—‘হা নাথ! আমার
 সঙ্গী জীবগণ কিরূপে আপনার নামের রতি লাভ করিবে?’ তাহারা সকলে
 মায়াবদ্ধ এবং অর্থ-স্ত্রী-পুত্র-জয়-পরাজয় সম্বন্ধজনিত সুখ-দুঃখরূপদ্বন্দ্বীভূত।
 অনর্থযুক্ত জড়বিষয়ে তাহাদের বিরক্তি নাই। তাহারা আশাপাশে বদ্ধ;
 তুচ্ছ দুঃখোত্তরফলদায়ক কর্মফল এবং নির্ভেদ জ্ঞানফল অন্বেষণ করিয়া
 থাকে। ‘কিরূপে ইহাদের আত্মযথার্থ্যদর্শনে রুচি জন্মিবে’ এইরূপ বলিতে
 বলিতে ‘কলিতে হরিনাম—হরিনাম—হরিনামই একমাত্র গতি, ইহা ব্যতীত
 অজ্ঞ পন্থা নাই’—ইহাই তিনি উচ্চৈঃশব্দে গান করেন। “অমানী কর্তৃক”
 শব্দদ্বারা ইহার মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপ তৃতীয় লক্ষণ নির্দিষ্ট। বদ্ধজীব-
 গণের স্থূললিঙ্গদেহসম্বন্ধযোগৈশ্বর্য্য-ভোগৈশ্বর্য্য-ধন-রূপ-জাতি-বর্ণ-বল-প্রতিষ্ঠা-
 অধিকার ইত্যাদিজনিত যে অভিমান, জীবের স্বরূপবিরোধ-ধর্ম্মহেতু তাহা
 মিথ্যা। সেই সেই অভিমানশূন্যতাই মিথ্যাভিমানশূন্যতা। সেই সেই
 অভিমানধারণ থাকিলেও সর্বদা এইপ্রকার মিথ্যাভিমানশূন্য ও ক্ষান্তি-
 গুণালঙ্কৃত ব্যক্তিই হরিনাম-কীর্ত্তন করিবার যোগ্য হন। গৃহে অবস্থানকালে
 ব্রাহ্মণত্বাদি-অহঙ্কারশূন্য ও বৈরাগ্যালিঙ্গাহঙ্কারহীন বানপ্রস্থী কৃষ্ণেকচিত্ত ভক্ত
 কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন। ‘মানদ’ শব্দদ্বারা যথাযোগ্য সকলের মানদত্ত্ব তাহার
 চতুর্থ লক্ষণ। সর্বজীবই কৃষ্ণদাস এই জ্ঞানে কাহাকেও ঘেঁষ বা প্রতিঘেঁষ
 করেন না। জগন্মঙ্গলকার্য্যহেতু মধুর বাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করেন।
 বিশ্বে যাহারা অধিকারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণাদি মানবগণ ও স্বর্গে যাহারা ব্রহ্ম-রুদ্রাদি

দেবতা আছেন, তাঁহাদের সকলকে দৈন্যভরে বহমানন করেন এবং তাঁহাদের নিকট হরিভক্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু যাহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদিগকে সর্বভাবে সেবা করেন। এইপ্রকার লক্ষণ চতুষ্টয়যুক্ত ব্যক্তির কৃষ্ণনামকীর্তনই পরমপুরুষার্থ সাধন—টহাই শ্রীম্নাহাপ্রভুপাদকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।

[ক্রমশঃ]

— ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ

নিবেদন

‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’র এই সংখ্যা ১২শ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া ২৩শ বৎসরের বর্ষ-পূর্তি করিলেন। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সান্ন্যয় নিবেদন, যাহাদের ভিক্ষা এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা দয়া করিয়া দেয় আনুকূল্য এবং আগামী বর্ষের জন্য অগ্রিম ভিক্ষা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

সংগ্রহ করুন !

সংগ্রহ করুন !!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত-ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত ৪৮৬ শ্রীগৌরাদের

বিশুদ্ধ সান্ন্যয়ত

শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবদির যাবতীয় দিন ‘শ্রীহরিভক্তিবিলাস’-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমণ্ডল ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

আনুকূল্য—১.৫০ টাকা, ডাক-মাণ্ডল স্বতন্ত্র।

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৮ পৃষ্ঠার পর)

॥ ৩য় দৃশ্য ॥

শ্রীগোক্রম

[শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের বহির্ভাগ]

(শ্রীভাগবত-পরমহংস-বেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ)

শ্রীঠাকুর—হা ভগবান্ শচীনন্দন গৌরহরি ! আপনার অহৈতুকী অনুগ্রহে আজ আপনার সিদ্ধান্তবাণীর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী পাষণ্ডগণ অবরুদ্ধ-বাক হয়েছে। প্রভো আপনি তো জানিয়েছেন,—

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।

সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥”

—এই বাণীর সার্থকতা কবে প্রতিপন্ন হবে দেব ! প্রার্থনা করি যেন আমার চতুর্থ পুত্ররূপে আগত আপনার পার্শদপ্রবর নির্ভিক কণ্ঠে সিংহ-হুঙ্কারে পাষণ্ডদলন করে সত্যানুসন্ধিষু ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলন করে দেয় এবং আপনার ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করে তোলে।

[সহসা দৈববাণী হইল]

দৈববাণী—(অলক্ষ্যে) ঠাকুর, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। তোমার ঐ পুত্র ‘ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর’,—নাম নিয়ে গোড়ীয় বৈষ্ণব-বর্ণের বহু গ্রন্থ প্রচার দ্বারা মায়াবাদাদি কুমত ও কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন করে সুদূর পাশ্চাত্য জগতেও তাঁর নিজ-জনগণকে প্রেরণ করে এবং এই ভারতবর্ষে আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা প্রভৃতি বহুরূপী বৌদ্ধ-মতাবলম্বী প্রচ্ছন্ন মায়াবাদীগণকে সিদ্ধান্ত-বিচার-যুক্তিতে পরাস্ত করে শুদ্ধ বৈষ্ণব-বিচার স্থাপন করতঃ তোমার প্রবর্তিত-পথানুসরণ-প্রদর্শকরূপে বৈষ্ণব-জগৎ আলোকিত করবেন।
মাঠেঃ !

শ্রীঠাকুর—জয়তু মঙ্গলময় শ্রীমন্মহাপ্রভু ! জয়তু কৃপাময় শ্রীগুরুদেব !!

(দণ্ডবৎ করিলেন)

[ইত্যবসরে কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ ।]

কৃষ্ণদাস—“অজ্ঞান-তিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজন-শলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মিলীতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

(সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন)

শ্রীঠাকুর—এত দেৱী হ'ল কেন ?

কৃষ্ণদাস—পথমধ্যে মায়াদেবীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় দেৱী হয়ে গেল ।

শ্রীঠাকুর—স্বয়ং মায়াদেবীর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে ?

কৃষ্ণদাস—আজ্ঞে হ্যাঁ । তিনি পরিসর দিলেন যে তিনি মায়াদেবী ।

শ্রীঠাকুর—(ঈষৎ হাস্য করতঃ) তাঁকে এখানে আসূতে বল নি ?

কৃষ্ণদাস—আজ্ঞে না ; আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কোন আমন্ত্রণ জানাই নি । তবে তিনি নিজেই বলেছেন এই নিগুণ স্থানে তাঁর আসার অধিকার নেই ।

শ্রীঠাকুর—(ঈষৎ হাসিয়া) তাঁকে কি ক্রন্দনরতা দেখলে নাকি ?

কৃষ্ণদাস—আজ্ঞে হ্যাঁ । তিনি আপন মনে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন যে তিনি আজ ঠাই-হারা ।

শ্রীঠাকুর—জয় গৌরহরি ! জয় গৌরহরি !!

তা'হলে তো তোমার সাথে তাঁর অনেক কথাই হয়েছে ।

কৃষ্ণদাস—আজ্ঞে হ্যাঁ ।

শ্রীঠাকুর—যাক্, গৌরহরির কৃপায় সেই মায়াপিণ্ডাচারী কবল থেকে যে কোনরূপে ফিরে এসেছো—এটাই বহুভাগ্য । দেখো, যেন কখনও কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হারিয়ে ফেলো না ।

কৃষ্ণদাস—দেব, আপনার অপরিসীম কৃপায় সেই মায়া আমার হৃদয়-দুয়ারে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, তার কাছেই যেতে পারে নি । সেই মায়াদেবীকে দেখামাত্রই আমি সর্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করেছিলাম এবং শ্রীমদ্রূপসুন্দর চিচ্ছক্তি-বল পাবার জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম ।

শ্রীঠাকুর—কৃষ্ণনামে বিভোর ছিলে বলেই মায়া তোমার হৃদয় স্পর্শ করতে পারে নি । কৃষ্ণদাস বাবাজী, তুমি উত্তম ভক্ত । মায়া স্বয়ং এসেও তোমাকে গ্রাস করতে পারে নি । শ্রীগৌরপার্বদপ্রবর শ্রীল জগদানন্দ-পণ্ডিত মহাশয়ের ভাষায় বলি,—

“যে বেঁধেছে প্রেমছাঁদে কৃষ্ণাজি কুমল ।

নাহি ছাড়ে হরি তার হৃদয় সরল ।”

তুমি সত্যই প্রগাঢ় ভগবৎ-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছো । প্রার্থনা কর
তোমার হৃদয় কৃষ্ণ-প্রেম ভাস্করের কিরণে আরও উজ্জ্বল হোক ।

(মালা জপ করিতে করিতে) আজ শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর

প্রভুর অপ্রকট-লীলা-সংবরণ-তিথিপূজার আয়োজন করেছে তো ?

কৃষ্ণদাস—এইবার ব্যবস্থা করুন দেব !

শ্রীঠাকুর—ঐ শ্রীগদাধর-তিরোভাব-তিথি আশ্রয় ক’রে আমাকেও এবার
এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে ।

কৃষ্ণদাস—এ কি কথা বলছেন দেব ! (চক্ষে জল আসিল ।)

শ্রীঠাকুর—আমাকে ত্যাগ করতে দুঃখ হচ্ছে ? ‘জাতশ্চ হি ঐব মৃত্যুঃ’ ।
অতএব, এতে দুঃখ করার কিছু নেই ।

কৃষ্ণদাস—দেব ! আপনি কৃপা করে ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করুন ! প্রাণের
প্রাণকে কেহ কি ত্যাগ করতে পারে ? বড় অসহ, ... বড় অসহ দেব !
(কাঁদিতে লাগিলেন ।)

শ্রীঠাকুর—এ আমার সংকল্প নয় বাবাজী মহারাজ । বিধাতার নির্বন্ধ-
কাল উপস্থিত হ’লে সে কারও অপেক্ষা রাখে না ; কাজেই নিয়তির
টানে আমি যেতে বাধ্য । কেঁদো না, — দুঃখ ক’রো না । কাঁদলেই
কি আর আমায় ফিরে পাবে ? তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত ।
হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও ।

কৃষ্ণদাস—ওগো দেব ! করুণাবশে আর কিছুকাল আমাদের সঙ্গদানের
ইচ্ছা করে এখানে থেকে যান ।

শ্রীঠাকুর—তা’ হয় না, — তা’ হয় না বাবাজী মহারাজ । তুমি স্নেহাঙ্গ-
নয়নে আর কতকাল একে ধরে রাখতে চাও ? দেহমাত্রই যখন
ক্ষণভঙ্গুর ও অচিরস্থায়ী তখন এই দেহটাতে আকর্ষণ রেখে কি ফল ?

কৃষ্ণদাস—আপনি নিত্যবস্ত্র-অপ্রাকৃত-তত্ত্ব । আপনার দেহ অক্ষয়,
অব্যয়, — আমার পরম উপাশ্রয় ও সেব্যবস্ত্র ।

শ্রীঠাকুর—আমার বিদায়-লগ্ন আগতপ্রায়। আর কাল-বিলম্ব নয়,—
হরিনাম গাও।

হা গৌরহরি, হা শ্রীগুরুপাদপদ্ম, এই এত বৃদ্ধবয়সে উপনীত হয়েছে
আর কতকাল এ পৃথিবীতে থাকুবো নাথ! আমার যে আর এখানে
থাকতে ইচ্ছা করে না।

হা কৃষ্ণ, নিরন্তর আপনার সঙ্গকামনায় আমার হৃদয় বড় ব্যাকুলিত।
আপনার অদর্শন আর যে সহ্য হয় না। ওগো মুরলী-বদন যশোদা-
নন্দন, আমার একান্ত ঈপ্সিত আপনার সেই বিহারস্থলে কবে যাবো।
কবে আমি আপনার চরণে আমার বিশ্রামের স্থান পাবো!

ওগো প্রভু জগন্নাথ! আর আমাকে আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত
করবেন না। এবার আমাকে আপনার নিত্যলীলার সঙ্গী করুন!

(অব্যোরে কাঁদিতে লাগিলেন)

জগন্নাথদেব—(অলক্ষ্যে থাকিয়া) ওগো ঠাকুর, ওগো ভাগবত-
প্রবর! এসো, ...তোমার ডাকে আমি এসেছি তোমায় নিতে।
এসো বন্ধু, ...এসো!

কৃষ্ণদাস—(শ্রীঠাকুরের আজ্ঞাক্রমে হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন)

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীঠাকুর—(ক্রন্দনরত অবস্থায়) প্রভো, আপনি নিজে এসেছেন! ওগো
প্রাণনাথ, এই দীন-হীনের প্রতি এতই করুণা আপনার। যাবো—
যাবো আমি আপনার রাজ্যে যাবো।

ওগো, প্রিয়জনকে ছেড়ে কেউ কি থাকতে পারে? ...তার কি কষ্ট
হয় না? ওগো ব্যথাহারী বাহ্যাকল্পতরু প্রভু, শাদৃশ জীবধমকে কৃপা
করুন।

(প্রস্থান)

কৃষ্ণদাস—গুরুদেব! গুরুদেব!!

‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥’

—সমাপ্ত—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৫ পৃষ্ঠার পর)

গর্ভাবাসে ভগবানের বয়ঃক্রম ঠিক দশমাস দশদিন হইলে কারাগৃহ আলোকিত করিয়া পরম জ্যোতির্ময় ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভূজ নারায়ণরূপে আবিভূত হইলেন। ভগবানের শুভাবিভাবে আনন্দিত হইয়া বসুদেব মহারাজ মানসে সহস্র গবাদি পশু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। বসুদেব-দেবকী ভগবানের এই তেজোময় রূপ দর্শন করিয়া বহু মহিমাব্যঞ্জক স্তোত্র পাঠ করিয়া ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসংশিত করিলেন এবং চতুর্ভূজ মূর্তি গোপন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যাশিত দ্বিভূজ মূর্তি প্রকাশ করিতে প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ প্রার্থনা শুনিয়া পূর্ব পূর্ব দুই জন্মে কৃষ্ণাখ্য দেহেই 'পৃথ্বীগর্ভ' ও 'ব্রাহ্মণ' নামে তাঁহাদের গৃহে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও যে পৃথ্বী-সুতপা ও কশ্যপ-অদিতি নামে দুই দুই বার তাঁহার পিতামাতা হইতে পালিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। এই তৃতীয় জন্মেও তাঁহাদের পুত্ররূপে দর্শন দিবার জন্ত স্বয়ংই আবিভূত হইয়াছেন। তখন বসুদেব-দেবকীর অভিলাষ পূরণার্থে কৃষ্ণ দ্বিভূজ বালকরূপ ধারণ করিলেন। কংস ও তাহার অনুচরবর্গ যাহাতে ভগবানের আবির্ভাব সংবাদ না পায় তজ্জন্ত কৃষ্ণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ দুর্যোগ-পূর্ণ রাত্রিতে নন্দালয়ে রাখিবার জন্ত স্নাতিকাগৃহ হইতে যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিলেন। মায়াদেবীর যোগনিদ্রা-প্রভাবে সমস্ত দ্বার প্রহরী অঘোর নিদ্রায় অচৈতন্য এবং পুরবাসিগণও মহানিদ্রাবিভূত। ভগবানের অঙ্গজ্যোতি-ছটাতে ঘনঘটাচ্ছন্ন সমস্ত জনপথ পরিষ্কার হইল। মায়াদেবীও শৃঙ্গালরূপে উদ্ভালতরঙ্গায়িত যমুনার উপর দিয়া বসুদেব মহারাজকে পথ দেখাইতেছিলেন। অনন্তনাগ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ছত্ররূপে ফণা ধারণ করিয়া ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন। এইভাবে নির্বিঘ্নে বসুদেব মহারাজ যখন নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর ; শ্রীনন্দ মহারাজের রাজভবন নিস্তরু, একটা জনপ্রাণীরও শব্দ ছিল না। চারিদিকে গুল্মলতাদিতে যেন অমা-নিশা অন্ধকারের জ্বালা জ্বলিত ছিল। বসুদেব মহারাজ যশোদা মাতার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার কোলে একটি সন্তজাত কন্যা শিশুকে দেখিতে পেলেন। কিন্তু যোগমায়া-

প্রভাবে যশোদাদেবী বুঝিতে পারেন নাই তাঁহার কি সন্তান প্রসব হইয়াছে, কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে যশোদাদেবীর গর্ভে প্রকাশিত হইয়া ছিলেন। বসুদেব মহারাজ দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে যখন যশোদাদেবীর কোলে রাখিলেন তখন তিনি এই পূর্ণকৃষ্ণের সহিত মিশে যান। তারপর বসুদেব মহারাজ এই কণ্ঠাটিকে লইয়া পূর্বের জায় মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেবকীর কোলে উহাকে রাখিয়া দিলেন। কারাগারের দরজা ও তাহার হাতের লৌহবেড়ী যেমন পূর্বে কৃষ্ণেচ্ছায় খুলিয়া গিয়াছিল তদ্রূপ পুনরায় ঐগুলি আবদ্ধ হইয়া গেল।

শেষ প্রহরে কণ্ঠা সন্তানটি ক্রন্দন করিলে নৈশ দ্বার-প্রহরীরা জাগরিত হইল এবং কংসের নিকট সন্তানের জন্ম সংবাদ প্রেরণ করিল। তখন ঐ নৃশংসাজ্ঞা অস্ত্রশ্রেষ্ঠ কংস উহাকে তাহার হস্তারক মনে করিয়া ভীষণ ক্রোধান্বিত করিয়া প্রস্তর খণ্ডে আঘাত করিতে এই কণ্ঠাকে করাগত করিল এবং শূন্যে উত্তোলন করিল। কিন্তু কংসের এই চেষ্টা ও আশ্ফালন বৃথা। এই কণ্ঠা মায়াং মায়া, ভগবানেরই এক শক্তি। কংসের কোন শক্তিই মায়াশক্তিকে বধ করিতে পারে না। তৎক্ষণাৎ মায়াদেবী কংসের হাত হইতে আকাশপথে গমনপূর্বক বলিলেন,—“তোমাকে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।” এবং অন্তর্ধান হইলেন। এই বাণী শুনিয়া কংসের ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিল এবং ভগবানকে মারিবার জন্য ঐ উদ্দেশ্যে ঐদিন হইতে দশদিন পর্যন্ত যত শিশু যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের সকলকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিতে সমস্ত অস্ত্রদিগকে আদেশ করিল। অপরদিকে শ্রীমদ মহারাজ নবজাত পুত্র সন্তানের যথোপযুক্ত জাতোৎসব কৰ্ম্মাদি সম্পন্ন করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র গো-মহিষাদি এবং প্রচুর ধনরত্নাদি দান করিলেন।

শ্রীহরিপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনামসুখা

শাস্ত্রে আছে ইন্দ্রাদিদেববৃন্দ সমুদ্রমস্থন করতঃ সমুদ্রোথিত সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই কলিকালে অমরত্ব লাভ করিবার কি কোন উপায় নাই? অবশুই আছে। সে উপায় কলিযুগ-পাবনাষতারী অমন্দোদয়দয়া বিতরণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জানাইয়া গিয়াছেন। অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবতারা ই সমুদ্রোথিত সুধা, ভোগ করিয়াছিলেন, অবশুই সেটা ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের করুণা সাপেক্ষে দেবতা ভিন্ন অত্র কেহ সেই সুধা পান নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যে-সুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহার অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত বহু প্রাণী তো আছেই এমন কি স্বাবর জঙ্গমাদিও রহিয়াছে, সে-সুধা অত্র কোন প্রাকৃত বস্তুজাত পদার্থ নহে। সেই সুধা হইল 'শ্রীশ্রীহরিনাম-সুধা। সমুদ্রোথিত সুধা হইতেও এই সুধার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে।

যখন নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাস উচ্চৈঃশ্বরে “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥” এই মহামন্ত্র কীর্তন করিতেছিলেন তখন নাম-শক্তিতে অবিখ্যাসী বৈষ্ণবনিন্দুক গোপাল চক্রবর্তী হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিল,—

ওহে হরিদাস একি বাবহার তোমার।

ডাকিয়া সে' নাম লহ কি হেতু ইহার ॥

হিন্দুশাস্ত্রে হরিনাম মহামন্ত্র জানি।

সর্বলোক গুনিলে মস্ত্রে বীৰ্য্য হয় হানি ॥

ওহে হরিদাস, তোমার একি বাবহার, তুমি মনে মনে নাম না করিয়া উচ্চৈঃশ্বরে নাম করিতেছ ইহার কারণ কি? ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—

মনে মনে জপিলে নাম আপনি সে তরে।

উচ্চৈঃশ্বরে নাম করি পরোপকার তরে ॥

স্বাবর, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি নাম করিতে পারে না, উচ্চ সংকীৰ্তনের প্রতীক্ৰবনিত্রে ত্রাণ পাইবে বলিয়া আমি উচ্চনাদে নাম করিতেছি, ইহা দ্বারা জানা যায় শ্রীমহাপ্রভু নামসুধা শুধু মনুষ্যের জন্তই নহে মনুষ্যের প্রাণী স্বাবরজঙ্গমাদির জন্তও বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। সেই সুধা কোথায় মিলিবে?

অকৌ বিধৌ বৃধমুখে ফণিনাং নিবাসে

স্বর্গে সুধা বসতি বৈ বিবুধা বদন্তি।

ক্ষারং ক্ষয়ং যদি মৃতিং গরলং নিপাতং

কণ্ঠে সুধা বসতি বৈ ভগবজ্জনানাম্ ॥

কলির দুর্বল মানবগণের সমুদ্রমহুনের শক্তি নাই। যদিও কেহ বিশাল সমুদ্রমহুন করিবার সামর্থ্য অর্জন করেন তবুও তিনি সমুদ্রে সুধা পাইবে না। কারণ সমুদ্রে সুধা নাই। সমুদ্রে যদি সুধা থাকিত তবে সমুদ্রের জল অপেয় হইত না। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেলেও সমুদ্রের এক অঞ্জলি জল পান করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি করিবার উপায় নাই। তবে কি জাগতিক বিচারে বিদ্বদ্ভূতের ওদ্ধৃশ্বিনী ভাষা তথা তাঁহাদের রচনাবলীতে সুধা আছে? কিন্তু তাহাতেও নাই বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কেন না পণ্ডিতগণের ভাষা রচনায় সুধা থাকিলে তাঁহাদের অকাল মৃত্যু হইত না। তৎপরে যদি বলি, চন্দ্রে সুধা আছে; কিন্তু চন্দ্রে সুধা থাকিলে চন্দ্র ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কেন?

তবে কি পক্ষীজ্ঞ গরুড় সমস্ত সুধা লইয়া পাতালে সর্পগণকে দিয়া-
ছিলেন? তাহার উত্তরেও বলিব না। কারণ নাগালয়ে সুধা থাকিলে
সর্প বিষধর হইত না—সর্পের দংশনে কেহ মরিত না। এতগুলি স্থানে যখন
সুধা অব্বেষণ করিয়াও সুধার অবস্থানের বিষয় সন্দিহান হইল তখন স্বর্গেই
হয়তো সুধা আছে (?) কিন্তু তাহাও কি সত্য? যদি স্বর্গে সুধা থাকিত
তবে স্বর্গবাসিগণ শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যানুসারে, ‘ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি—
কেন? স্ততরাং স্বর্গেও সুধা নাই। সুধা একমাত্র শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-
সেবৈকনিষ্ঠ ভগবজ্জনের কণ্ঠে রহিয়াছে। যদি কোন সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি বহু-
জন্মের স্মৃতিবলে সদগুরুর শ্রীচরণে শরণাপত্তি গ্রহণ করিয়া সাধুব্রতানুসরণ
করিতে পারেন তবে তাঁহার পক্ষে “নামসুধা” পান করিয়া অমরত্ব লাভ এবং
তথাকথিত স্বর্গসুধাকেও দিকৃত করিয়া আত্মঘাতী বিশেষণ হইতে অব্যাহতি
লাভ করা সম্ভব হইবে।

—শ্রীসত্যগৌর দাসাধিকারী

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর

বিরহ-মহোৎসব

বিগত ৫ই মাঘ, ২০শে পৌষ (ইং ১৯৭২) বুধবার, কৃষ্ণপক্ষমী তিথিতে শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বার্ষিক তিরোভাব-তিথি-উৎসব অত্যাশ্চর্য বৎসরের স্মারক এই বৎসরও শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্তৃক অহুষ্ঠিত হয়। সমিতির মূল কেন্দ্রস্থল শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-মহোৎসব বিশেষভাবে সূক্ষ্মসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীল নরহরি ঠাকুরের পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতঃ উক্ত উৎসবকে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি প্রভুবরের সান্নিধ্যে ছিলেন। তিনি বিশ্ববিস্তৃত শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগোড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যভাস্কর জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের কৃপা লাভ করতঃ শ্রীচৈতন্য মঠের সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁহার ঐকান্তিক সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে “সেবাবিগ্রহ” উপাধী দান করেন।

তিনি ছিলেন দত্তের স্মৃতিবিগ্রহ। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার সমস্ত মঠবাসী তথা সজ্জনগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সারস্বত-গগনে তিনি অজাত-শত্রুরূপেই বিদিত। এককালে শ্রীচৈতন্য মঠের জননী-সদৃশই তাঁহার অবদান ছিল। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহপ্রবণতা মঠবাসী সেবকবৃন্দের জীবনকে ভগবদ্-ভজন-পিপাসায় উদ্বুদ্ধ করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরালে থাকিয়াও আমাদিগকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্ঠা অধিকতর-রূপে দান করুন ইহাই তাঁহার নিকট সাক্ষর প্রার্থনা।

বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি

অপ্রাকৃত জগতের চিদালোকরূপে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় ‘শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা’ জাগতিক সীমিত জ্ঞান-গরিমার পরিসংখ্যানে এই সংখ্যা প্রকাশে ত্রয়োবিংশ বর্ষ-পূর্তি করিতেছেন। শ্রীমন্নহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের কথ্য এবং শিক্ষা ব্যতীত শ্রীপত্রিকা অল্প কোন কিছুই বলেন না। বৈকুণ্ঠবার্তা-কীর্তনই ইহার কৃত্য। জাগতিক কক্ষেতর কথার লেশমাত্র ইহাতে স্থান পায় না। শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অল্প কোনও কিছুর আভাস তাঁহাতে নাই। বাস্তব সত্যকথা-কীর্তনে শ্রীপত্রিকা নির্ভীক। তাই চিঞ্জড়-সমন্বয় বা অসতের

সহিত কোনও আপোষ নাই, অখিল বিশ্বের অধিপতি ও তদীয় নিজজনগণের কথা ব্যতীত বিশ্বের ইতরেরতর কোন কথা শ্রবণ করিতে আগ্রহী এবং তৎসম্বন্ধে বলিতেও ইচ্ছুক নহেন।

পারমার্থিক জগতের সংবাদ বহনকারী এই পত্রিকা-প্রকাশে আমার জ্ঞায় দীনাতিদীন অকিঞ্চন মূঢ়জনের কোনরূপ যোগ্যতাই নাই, কিন্তু যে-গুরুশক্তি সম্বন্ধজ্ঞানাজ্ঞান-শলাকাদ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া থাকেন, যে-গুরুশক্তি কৃষ্ণ-সম্বন্ধচূত যুককে নিরন্তর কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনার্থ বাঁচাল—সংসার পক্ষাবাতগ্রস্ত পঙ্কুকে অনায়াসে দুল্ভজনীয় গৃহমেধ-গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারেন, সেই গুরুশক্তি-ইচ্ছামাত্রই মাদৃশ লঘুকে কৃপা করিয়া ঐ সেবার উপযোগী করিতে পারেন—এই বিশ্বাস ও তদীয় সাক্ষাৎ অহু-প্রেরণাই আমাকে সেবায় প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। অযোগ্য সেবকের সেবা-চেষ্টায় ভ্রান্তি সংশোধনের জন্ত যখন শ্রীগুরুবর্গ ও বৈষ্ণবগণ আছেন, তখন সেবায় অগ্রসর হইতে নিরাশার কিছুই নাই। তবে ইহা স্মৃতিস্তিত যে, যদি এই প্রকাশনে অল্পমাত্রও দোষ-ত্রুটি হয় তবে তাহার জন্ত এই অভাগাই সম্পূর্ণ দায়ী। আর তন্মধ্যে যে-গুণের আকর পরিলক্ষিত হইবে তাহা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপাকণারই নিদর্শন। শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রুত বাণী ও বৈষ্ণবগণের নিঃসৃত উপদেশাবলীই অকিঞ্চনের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-প্রকাশ-সেবার একমাত্র উপায়ন। এই উপায়ন-সংগ্রহে ও সংগৃহীত উপায়ন পরিবেশনে কতদূর সফলকাম হইয়াছি, তাহার বিচার-ভার মদীয় শিক্ষাগুরু-বর্গের উপর।

বাহারা হরিবিমুখ, স্মতরাং তাহাদের গ্রাম্যবার্ত্তাবহের প্রতি অধিকতর রুচি হওয়া স্বাভাবিক। আধুনিক বিশ্বে অনেকেই ধর্ম্মচিন্তাকে গোঁড়ামী বলিতে দ্বিধাবোধ করেন না। তবে মনে রাখিতে হইবে, কেহ যদি বাস্তব সত্যের অহুসন্ধানে অনুসন্ধিৎসু হন তখন গোঁড়ামির নগ্নরূপ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতঃ সীমায়ীত লক্ষ্যকে তিরস্কৃত করিয়া স্বরূপচিন্তার মধ্যে সূদূরপ্রসারী চিন্তাশ্রোতকেই বহুমানন করিবেন।

আধুনিক জগতের অনেক তথাকথিত রাজনীতিজ্ঞ (?) ব্যক্তিগণ ধর্ম্মকে বাদ দিয়া রাজ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত বত্পর। এইরূপ বিচক্ষণ (?) ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম বলিতে হয়তো সঙ্কীর্ণতাকেই মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতঃ স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইলে ধর্ম্মকে বাদ দিলে চলিতে পারে না। ধর্ম্ম বলিলে কি বুঝায় তার

প্রকৃত তাৎপর্য অনুসন্ধান করতঃ তাহার যথার্থতা স্বীকার করিয়া সমাজের মধ্যে পদক্ষেপ করা অবশ্যই কর্তব্য। বৈয়াকরণিকের ধাতুগত মতে ‘ধর্ম’ শব্দে ধু (ধারণ করা) + ম, অর্থাৎ যাহা (মনুষ্যকে) ধারণ বা পোষণ করে। দীপিকা-মতে পুরুষের (বস্তুর) সহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণের নাম ধর্ম। আবার যুক্তিবাদী-মতে মনুষ্যের কর্তব্য সম্পাদনাই ধর্ম।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি জড়বিজ্ঞানের (Material Science) শব্দগত অর্থ বিশ্লেষণ করিতে যাই তবে দেখিতে পাই কোন বস্তুর প্রকৃতিগত অবস্থাকে ধর্ম (Nature) বলিয়াছেন। উক্তস্থানে ধর্ম অর্থে Religion ব্যবহার করা দেখা যায় না। অতএব ধর্মের কথা বলিলেই গাত্র শিহরিয়া উঠার কোন হেতু থাকিতে পারে না।

সুতরাং আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি ধর্ম-অর্থে কাহারও সঙ্কীর্ণতাকে লক্ষ্য করে না, পরন্তু ধর্ম-ভিত্তি করতঃ জীবন-যুদ্ধে অগ্রদর হইলে পর নির্দিষ্ট পথের মাধ্যমে মানব কর্মবহুল-জীবনকে নিয়োজিত করিতে পারেন। কিন্তু ধর্মকে পরিত্যাগ করিলে মানব-জীবনে হয়তো বিকৃত অবস্থাই আসিবে। মানব যেখানে শাস্তিবাদী সেক্ষেত্রে ধর্মকে আমল না দিলে চলিতে পারে না। এই বিশাল বিশ্বে প্রত্যেক বস্তুরই এক একটি করে নিজস্ব ধর্ম রয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতিগত অবস্থা আছে। যখন সেই অবস্থার তারতম্য ঘটে তখন তাহাকে পূর্বের বাচ্যে অভিহিত করা যাইতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপে যেমন জল বলিলেই আমরা তরল পদার্থ বুঝি, কিন্তু সেই জল কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে জল না বলিয়া বরফ বলিতে হইবে। অতীতকালে যদি সেই জল আরও হাল্কা হয় তবে তাকে জল বা বরফ না বলিয়া বাষ্প বলিতে হইবে। প্রত্যেক বস্তুর এক একটি অবস্থাকেই আমরা যদি ধর্ম বলিতে যাই তাহাতেই বা দোষ কি? দ্বিতীয়তঃ যদি হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীর কথাই চিন্তা করিতে যাই তবে তাহাতেও কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার হেতু থাকিতে পারে না। কারণ যদি একজন প্রকৃত খৃষ্টান বা যেকোন ধর্মাবলম্বী হউন না কেন তিনি নিশ্চয়ই অন্য একজন মানুষকে ঘৃণা করিবেন না। কারণ যে-কোন ধর্মের মধ্যেই হিংসা-ঘৃণাকে বহুমানন করেন নাই। সুতরাং ধর্মের কথা আসিলেই সাম্প্রদায়িক বা সঙ্কীর্ণমনা হইবে এবং ধর্মের কথা বাদ দিলে উদারমনা হইবে ইহার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। শুধু এইটাই মনে রাখিতে হইবে শুদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে না

পারিলে হিংসা-দ্বেষ্টা যাইতে পারে না। আর যতদিন পর্য্যন্ত ধর্মের নামে হিংসা-দ্বেষ্টা থাকিবে ততদিন মানব-জাতি শান্তিতেও সহবাস করিতে পারিবে না। ধর্মের কথা বলিতে গেলে তন্মধ্যে প্রাথমিক দুইটি অবস্থাই অমুভূত হয়, যথা—একটি জীবাত্মা অথবা স্থূল শরীর। বাহারা জীবাত্মা বা স্থূল শরীরের চিন্তা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন তাহারা ক্ষণভঙ্গুর স্থূল বা পাঞ্চভৌতিক শরীরের প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না। এই স্থূলচিন্তা, মানুষের পক্ষেই মাত্র সম্ভব—ইহা পশুর দ্বারা সম্ভব নহে। বাহারা শুধু খাওয়া-পড়া-শোয়া নিয়াই ব্যস্ত আর কোন সম্পর্কে চিন্তা করেন না তাহাদিগের সম্পর্কে বলিতে গিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতদ্ পশুভির্গনানাম্।

ধর্মে হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণহীনাঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥

সুতরাং আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদিক্রিয়া পশুमध्येও রয়েছে কিন্তু ধর্মই একমাত্র মানুষের নিকট অধিক থাকটুকু মানুষের বিশেষত্ব। শুধু ধর্মই যেখানে মানুষের নিকট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সেক্ষেত্রে তাকে বাদ দেওয়ার অর্থই পশুত্ব।

দেশের প্রকৃত শান্তি-শৃঙ্খলার কথা চিন্তা করিলে ধর্মের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ধর্মের দ্বারা মানুষের আত্মিক শৃঙ্খলতা যে-পরিমাণে উদ্ভুদ্ধ হয় আর কোন কিছুর দ্বারা সেইভাবে মানুষকে একটা স্থিতি অবস্থায় আনা যায় না। আমরা যদি ঐতিহাসিক যুগের কথায় আসি তবে তাহাতেও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝিতে পারা যায়। মহামতি অশোক, হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ সম্রাটগণের জীবন-দর্শন আলোচনা করিলে তাহাদের ধর্মচিন্তার চালিত রাজকার্য্যে রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তির পরিচয় দান করে কিন্তু অধাত্মিক নরপতিগণের কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় রাজ্যে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার চরম আকার ধারণ করিয়াছে।

উক্ত আলোচনার উপরিও স্থূল-চিন্তায় ধর্মের তাৎপর্য্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঐ চিন্তায় মানব-সমাজ উদ্ভুদ্ধ হইতে পারিলে প্রকৃত বা আত্যান্তিক (Endless) মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। ব্যক্তিচিন্তার উপরিও আত্যান্তিক-চিন্তাধারা সূদূর প্রসারী। কারণ জগতের জ্বালাময় অবস্থার হেতু কি এবং এর পরিণতিই বা কি সে-সম্পর্কে আলোচনা করিলে গণ্ডিবদ্ধ দেশ কাল, পাত্র-চিন্তা প্রভৃতির অন্তরালে সমস্ত জীব-জগতের ভাবনাই অনুসৃত হয়। জীব কে? জীবের স্বরূপ কি? জীবের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে মানব-প্ৰীতিকেও

অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-প্রীতি (জীবমাত্রকেই)-পর্যায় মানবগণ অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। বিশ্ব-ভাতৃ-সম্বন্ধে যিনি জগতকে জ্ঞাত করাইয়াছেন সেই বিশ্বপ্রেমিক পরম দয়াল সমস্ত জীবজগতের বরণ্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু। শ্রীমহাপ্রভু জীবের স্বরূপ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

“জীবের ‘স্বরূপ’ হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’।” এবং জীব কি বা তার অবস্থা কি, সে-সম্পর্কে জানাইয়াছেন—“কৃষ্ণের ‘তটস্থা-শক্তি’, ভেদাভেদ-প্রকাশ।”

মানব যখন এই অনুসৃত চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবেন তখন আত্মাহু-সন্ধানপর হইলে পরস্পরে হিংসা-দেষ্টা ভুলিয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসিবেন। জীবের দুঃখে দুঃখীত হইয়া পরমকারুণিক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ততাব অঙ্গীকার করতঃ আমাদের চলার পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত পন্থা অনুসরণ করিলে বিশ্বমৈত্রী স্থাপন হওয়া সম্ভব। আজ হইতে প্রায় অর্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্বেই তিনি যে-সমাজবাদ প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন তাহা দ্বারা মানব-জাতির চরিত্রানুষ্ঠানে ও সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় উদার ধর্মনীতি গ্রহণ করিতে পারেন এবং একমাত্র তাহা দ্বারাই সমাজের সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হইতে পারে ও সমাজের আর্থিক সমবর্ধনও সম্ভবপর। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে মানুষের শুধু ভোগপরবাজাই প্রবল সেক্ষেত্রে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব—মাত্র বুলি কপ্‌চানই হইতে পারে, প্রকৃত প্রীতির বন্ধন হইতে পারে না। কারণ ভোগপর অবস্থায় সম্পর্ক গড়ে উঠিলেও উহা ক্ষণিককালের জ্ঞাত হইতে পারে কিন্তু অচ্ছেদ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইতে হইবে এবং তজ্জন্ত বাহ্যিক আদান-প্রদানের উপরিও নিত্য শাস্ত্র জীবগণের যাহা সম্পর্ক উহা যথার্থ উপলব্ধি হইলে পর প্রকৃত প্রীতির বন্ধনে সমাসীন হওয়া স্বাভাবিক। প্রবন্ধ বৃহৎ হওয়ার ভয়ে পুনঃ আলোচনা না করিয়া মহাজন-বাক্য আবৃত্তি করতঃ নিবেদন করি এই যে,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পাদয়োনিপত্য

কুত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্

গৌরাজ্জচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

—প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সড়াক বার্ষিক ভিক্ষা ৬০০ টাকা, সাপ্তাহিক ৩২৫ পয়সা। ভারত ও পাকিস্থানবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন। নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।
- ৬। শ্রীমম্বাহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। দীর্ঘমূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়া।
- ৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ”, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-কার্য্যালয়, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) —এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত গুরুভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) —বার্ষিক ভিক্ষা ৫০০, ২। শ্রীগৌড়ীয়-গীতি ৬৬ (১ম ও ২য় খণ্ড) — ২৭৫ পঃ ৩। সাংখ্য-বাণী — ১২ পঃ, ৪। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয় — ৩০০ টাঃ। Sree Chaitanya Mahaprabhu — 1.00., ৬। প্রেম-প্রদীপ — ১৭৫ পঃ ৭। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী — ১৭৫ পঃ ৮। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলী-সহ) — ৭৫ পঃ ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ — ৩৭ পঃ, ১০। জৈবধর্ম (বাংলা) — ৫০০ টাকা, ১১। ঐ (হিন্দী-সংস্করণ) — ১০০০, ২। শ্রীশ্রীমম্বাহাপ্রভুর শিক্ষা — ১৭৫ পঃ, ১৩। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ — ১০০ টাঃ, ১৪। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরক্রমা — ১৭৫ পঃ ১৫। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড) — ১২৫, ১৬। বিজনগ্রাম ও সম্যাসী (প্রাচীন কাব্য) — ১০০ টাঃ, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা — ১৫০ পঃ, ১৮। শ্রীদামোদরাষ্টকম্ — ৬০ পঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাত-মহারাজের স্থাপিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদী)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চোমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদেবত মহারাজ।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।
- ৪। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী।
- ৫। শ্রীপিছলুদা গৌড়ীয় মঠ—পিছলুদা আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীব্রজনাথ ব্রহ্মবাসী।
- ৬। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।
- ৭। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্জুননাথ ব্রহ্মচারী।
- ৮। শ্রীপিছলুদা পাদপীঠ—পিছলুদা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী।
- ৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রম—হরিখালিবাড়ার, ইটামগরা পোঃ (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীকৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী।
- ১০। শ্রীযাট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বর্ধমান)
রক্ষক—শ্রীনাথ ক্ষতদাস বাবাজী মহারাজ।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় পচারকেন্দ্র-কোরণ্ট বান্দিয়াহাট পোঃ (বালেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত হরিক্তন মহারাজ।
- ১২। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম—পূর্ণাঙ্গকাচারী রোড, মাথাভাঙ্গা পোঃ (কুচবিহার)
রক্ষক—শ্রীগোবর্চন্দদাস বাবাজী মহারাজ।
- ১৩। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীনিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ
- ১৪। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ।
- ১৬। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীব্রজনাথ ব্রহ্মচারী।